মধ্যযুগেব কাব্য-সংগ্রহ
আহমদ শরীফ সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী প্রথম সংস্কবণ
পৌষ ১৩৬৯

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজাব. ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নযা বাজাব, ঢাকা

ভূমিকা

এক

মধ্যযুগের সঙ্গে আমাদের দুরতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। এ-ব্যবধান পরিবেশের, আদর্শের, অনুপ্রেরণা, জ্ঞান এবং জীবনবোধের। বর্তমানের শিক্ষা এবং রুচিমাত্র সম্বল করে মধ্যযুগে প্রবেশ করা চলে না। সেজন্য প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত হয়ে আনন্দিত চিত্তে এবং নতুন বোধের ও সমস্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করছি—এ মনোভাবকে অনবরত জাগ্রত রাখা। যিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে যাচ্ছেন, তাঁকে প্রথমে জানতে হবে যে, সে-সাহিত্যের কতটা পাঠযোগ্য এবং কোন্ ক্রম অনুসাবেই বা তা পাঠ করতে হবে। এ-বিচার একান্ত প্রয়োজন, কেননা, অহেতু সময়ক্ষেপণ না করে স্বল্প পরিমাণের পাঠযোগ্য বিচিত্র সম্ভারের মধ্যেই তাকে পরিভ্রমণ করতে হবে। এ-পরিভ্রমণের পথে প্রচণ্ড অস্বাভাবিক বাধা হচ্ছে ভাষাতত্ত্ববিদ এবং পণ্ডিতদের রূঢ় রুক্ষ আলোচনা, যে-আলোচনায় মূল্যবান হচ্ছে জীবনের চেয়ে পরিচ্ছদ এবং কাব্যের চেয়ে কবির জীবন-জন্ম-বাসস্থান সমস্যা। চণ্ডীদাস এক থেকে দুই হয়ে আজ বহু হতে যাচ্ছেন, কৃত্তিবাসের সন-তারিখ, রাজ-আনুকূল্য ইত্যাদি ঘটনার জটিলতা অতিক্রম করে রামায়ণের মর্মে প্রবেশ করতে আজও তাঁরা পারেন নি, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের দোটানায় পড়ে আলাওল ত্রিশঙ্কু হতে যাচ্ছেন। এ-অবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়োজন আছে বলেই নতুন পাঠককে কিছুটা বিচার বিশ্লেষণ করেই অগ্রসর হতে হবে। তবে আধুনিক সাহিত্যের পর্বত-প্রমাণ অপাঠ্যস্তূপ অতিক্রম করে সত্যিকার সাহিত্যের ক্ষেত্রে পৌছানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য, মধ্যযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে সে-অসুবিধাটুকু নেই। বহুযুগের রুচি-অরুচির বেড়াজাল ডিংগিয়ে ডিংগিয়ে বহুলাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে সে-সাহিত্যের যতটুকুই আমাদের আস্বাদনের জন্য এসেছে তার রস-রূপের স্বীকৃতির জন্য নতুন যুগের পরীক্ষার দরকার করবে না। শুধু সে-যুগের আদর্শের সঙ্গে বর্তমানের আদর্শের যে ব্যতিরেক রয়েছে, তা-সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করতে হবে। সে-যুগের কবিতার বহিরঙ্গ ছিল যুক্তি-নির্ভর, গতিতে ছিলো সুশৃঙ্খল সহজ

পদচারণ—সুনির্মিত প্রাসাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের সঙ্গে তার তুলনা চলে। কাব্যের সৌন্দর্য ছিল বস্তুগত ও জাতিগত। ইংরেজিতে বলা চলে of mass and of species. এ কারণেই মধ্যযুগের কবিদের পারস্পরিক তুলনা প্রায়শ অসম্ভব। উপাদান, কাহিনী-বিন্যাস, বস্তুনির্দেশ, রূপবর্ণনা এবং তত্ত্ব ও রূপক সর্বক্ষেত্রেই একই ব্যঞ্জনা এবং একই শৃঙ্খলিত রূপকল্প। এ-প্রকৃতিগত ঐক্য অতিক্রম করে অল্প কয়েকজন কাব্যসাধক আপন বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। শুধুমাত্র সূক্ষ্ম কারুকর্মে নয়—অভিজাত কাহিনীর রূপায়ণে, ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতায়, রসের অনির্বচনীয়তায় এবং সর্বোপরি জীবনের স্পর্শে তাদের সৃষ্টির জন্য রয়েছে ধ্রুব আসন। জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা মার্জিত ও সীমাবদ্ধ অথচ আবেগের অন্তরঙ্গতায় জীবন-শিল্পীর রূপরচনার স্বাক্ষর তাদের কাব্যে আছে।

একথা ইতিহাসে আজ স্বীকৃত যে মুসলমান রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের উন্মেষ এবং পরিপুষ্টি ঘটেছে। হিন্দু কবি যে-ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগ এবং নিবেদিতচিত্ততাকে কাব্যের উপজীব্য সম্পদ ভেবেছেন, সে-ক্ষেত্রে মুসলমান কবি প্রধানত জীবন এবং আনন্দকে অবলম্বন করেছেন। ফারসি সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে সে কাব্যের জীবনাবেগ এবং সৌন্দর্যকে এঁরা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। যদিও বাংলাদেশের রাজভাষা ছিল ফারসি এবং একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ফারসি ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছিল, কিন্তু ফারসি কাব্যের রসবোধ এবং আনন্দকে মুসলমানেব পক্ষেই বাংলা কাব্যে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। যখন মুসলমান কবিগণ প্রণয়-উপাখ্যান রচনা করেছিলেন, হিন্দু কবিগণ তখন দেবকূলেব আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। মুসলমানদের রচিত কাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবতাবোধ অর্থাৎ মানব সম্বন্ধে কৌতূহল। মানব জীবনের আনন্দ, স্বচ্ছলতা, দেহ-উপভোগ, প্রকৃতি, আভরণ ও সৌন্দর্য—এগুলোকে তাঁরা কাব্যের উপাদান করেছেন। তাঁদের কাব্যে দৃশ্যগোচর পৃথিবী কল্পনা ও স্বপ্নের সঙ্গে মিশেছে।

মধ্যযুগের অধিকাংশ সাহিত্যই অনুবাদ। মূলত ফারসি ও হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদের ভিত্তিতেই আমাদের উপাখ্যান সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আরবি থেকেও কিছু অনুবাদ হয়েছে, প্রধানত ধর্ম ও যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থগুলোর অনুবাদ যে সব ক্ষেত্রে শব্দানুগ হয়েছে, তা বলা চলে না, স্বাধীন অনুসৃতি ও ভাবানুসরণের পরিচয়ও আমরা যথেষ্ট পাই। ফারসি ও হিন্দী প্রণয়-উপাখ্যানগুলো মূলত রূপকাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় লৌকিক প্রণয়-উপাখ্যানের রূপ পেয়েছে।

একথা অবশ্য সত্য যে, রূপককে বঞ্চনা করেও কখনও কখনও মানববোধ চর্য্যাগীতে প্রকাশ পেয়েছে এবং রাধাকৃষ্ণের দেবরূপের মধ্যে নরনারীর একান্ত সত্য, বিরংসা ও আর্তির চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। কিন্তু হিন্দু কাব্যে এ মানবীয় ধারা খুব উজ্জ্বল নয়। একমাত্র মুসলমান কবিরাই মানবীয় ধারাকে পরিপূর্ণ করেছেন।

এদিকে শাহ্ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ) 'ইউসুফ জোলেখা' সম্ভবত পাক ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম লৌকিক উপাখ্যান। ষোল শতকে রচিত হয়েছিল দৌলত উজির বাহ্‌রাম খানের 'লায়লী মজনু', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী', শাহ্ বারিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর', দোনা গাজীর 'সায়ফুল মুল্‌ক বদিউজ্জামাল' প্রভৃতি প্রণয় উপাখ্যান। সতের শতকের উল্লেখযোগ্য উপাখ্যান হচ্ছে কাজী দৌলতের 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী', আলাউলের 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুল মুল্‌ক বদিউজ্জামাল', 'সপ্তপয়কর', মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী', আবদুল হাকিমের 'লালমতি সয়ফুল মুল্‌ক', আবদুল করিম খোন্দকারের 'তমিম আনসারী', শরীফ শাহ্-র 'লালমতি সয়ফুল মুল্‌ক। আঠার শতকে পাচ্ছি, খলিলের 'চন্দ্রমুখী', মুহম্মদ মুকিমের 'কামরূপ কালাকাম', 'মৃগাবতী', 'গুলে বাকাউলী', মুহম্মদ রফিউদ্দিনের 'জেবলমুলক শামারোখ', শাকের মাহ্‌মুদের 'মনোহর মধুমালা', নূর মুহম্মদের 'মধুমালা', ফকির গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা', 'সোনাভান', সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী', 'জৈগুনের কেচ্ছা', মুহম্মদ আলী রাজার 'তমিম গোলাল চতুন্ন ছিল্লাল', 'মিসরী জামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহ্‌পরী মল্লিকজাদা', 'হাসানবানু', আবদুর রাজ্জাকের 'সয়ফুল মুল্‌ক লালবানু', শমসের আলীর 'রেজওয়ান শাহ্' এবং মুহম্মদ জীবনের 'বানু হোসেন বাহ্‌রাম গোর', 'কামরূপ কালাকাম' প্রভৃতি।

রোমান্টিক কাব্য ছাড়াও মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ ধর্ম এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রয়োজনে কাব্য রচনা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে হাজী মুহম্মদের 'সুরত নামা', খোন্দকার নসরুল্লাহর 'হেদায়তুল ইসলাম', 'শরীয়ত নামা', আলাউলের 'তোহফা', আলী রাজার 'সিরাজ কুলুব', সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'দাকায়েকুল হাকায়েক' ও 'রাহাতুল কুলুব', মুহম্মদ আলীর 'হায়রাতুল ফেকাহ', হায়াত মাহ্‌মুদের 'হিতজ্ঞানবাণী', হাজী মুহম্মদের 'নুরজামাল', মুহম্মদ আকিলের 'মুসানামা', শেখ চাঁদের 'শাহ্‌দৌলাপীর বা তালিব নামা', আবদুল হাকিমের 'শিহাবুদ্দিন নামা', আলী রাজার 'জ্ঞান সাগর', সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'মুসার সওয়াল', শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষ বিজয়', সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ', আবদুল হাকিমের 'চারি মোকাম-ভেদ', শেখ চাঁদের 'হরগৌরী সংবাদ', আলী রাজার 'ষটচক্রভেদ' প্রভৃতি।

দুই

মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের প্রণয়-উপাখ্যানগুলো সর্বক্ষেত্রেই নিঃসংশয় জীবন সাধনা। উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখার' কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"যেই দিকে হেরে চিত্ত মূরতি দেখিল ॥
আপনার মূরতি জলিখা সঙ্গে দেখি।
লজ্জায় বিকল হইল সে সব উপেখি ॥
বিবিধ সন্ধানে কেলি শৃঙ্গার সুভাব।
ইছুফে দেখিয়া তাক পাইল সন্তাপ ॥
যেই দিকে পড়ে দৃষ্টি সেই সে দেখিল।
ইছুফক মনেতে সন্দেহ উপজিল ॥
কোহ্ন দিকে হেরিতে নাহিক তান সুখ।
তবে সে দেখিলা মাত্র জলিখাক মুখ ॥
আজি সে সাফল্য মোর সর্ব অঙ্গে সুখ।
সমদিষ্টে ইছুফে দেখিল মোর মুখ।
রুদিত নয়ন তান সন্তাপিত মন।
ছলছল নয়ান সজল বহে ঘন ॥
মুঞি শুষ্ক শস্য তুমি জলদ নিপুণ।
বিন্দেক পড়িলে জল ন হৈবেক উন ॥"

আলাওলের প্রণয়-উপাখ্যান 'পদ্মাবতী' মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবতের অনুবাদ হলেও মূলের সঙ্গে ব্যতিক্রমেব মধ্যেই এ-কাব্যের বিশিষ্টতা।

আলাওল মূলের তত্ত্ব-সমৃদ্ধ রূপকের ব্যঞ্জনাকে গ্রহণ করেন নি। সামাজিক নিষ্ঠা, গৃহগত সৌজন্য, স্নেহের বন্ধন এবং নর-নারীর একান্ত হৃদয়-গত কামনা-বাসনায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ।

মধ্যযুগের শেষভাগে দোভাষী পুথি-সাহিত্যের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে কবিওয়ালা ও দোভাষী পুথিকারগণই বহন করেছিলেন। সে-সময়কার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এঁরা পরম নিশ্চিন্ততায় এক শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য আনন্দ পরিবেশন করছিলেন।

শিল্প-নিপুণতার দিক থেকে বিচার করলে কবিগান এবং দোভাষী পুথি সাহিত্যের মূল্য যত তুচ্ছই হোক না কেন, প্রাচীন কাব্যের ক্রম-বিলীয়মান সৌন্দর্য-রশ্মি অস্পষ্ট আভায় এ সমস্ত রচনায় ধরা পড়েছে।

সে-কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমধারা এবং প্রবহমানতা এগুলোর দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে বলা চলে।

দোভাষী পুথিতে বাংলার সঙ্গে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হত বলে, আমরা এই নামকরণ করেছি। এ-পুথির কিছু অংশ রচিত হয়েছিল কলকাতায় কিন্তু অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। শহরে ভাবতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বিভিন্ন প্রয়োজনে একত্রিত হত। কেউ সৈন্যরূপে, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যব্যপদেশে অথবা অন্য কোনো সাময়িক উদ্দেশ্যে। এদের আনন্দ-নিবেদনের জন্য এ-প্রকার মিশ্রিত ভাষায় দোভাষী পুথি রচিত হওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া পুথির বিষয়বস্তু প্রধানত বোমান্টিক এবং রহস্যময় প্রণয়োপাখ্যান, আনন্দ পরিবেশনই যার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলা কাব্যে আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার নতুন নয়, সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা কাব্যেই প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিচয় দেবার জন্য এবং মুসলমান সমাজের আচার-ব্যবহারকে স্পষ্ট করার জন্য আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমবারেব জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের সৌন্দর্য সমর্থন আমরা অন্ত্য মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় পাই। অন্নদামঙ্গলেও সর্বশেষ অধ্যায় মানসিংহে তিনি বলেছেন ঃ

"মানসিংহ পাদশায় হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্তানী ॥
গড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥"

হ্যালহেড সাহেব তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন ঃ "এ-যুগে তাঁরাই মার্জিত ভাষায় কথা বলেন, যাঁরা ভারতীয় ক্রিয়াপদের সঙ্গে অজস্র আরবী-পারসী বিশেষ্যের মিশ্রণ ঘটান।" এ ব্যাকরণ ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ- সময়কার বাংলা গদ্যের একটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে—

"শ্রীবাস! গরিব নেওয়াজ শেলাবত। আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়া শীকিস্তি হইয়াছে সেই দুই গ্রাম পয়স্তী হইয়াছে চাকালে একবেরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ট রায় চৌধুরী আজ জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে। আমি মালগুজারির শরবরাহতে মাবা পড়িতেছি উমেদওয়ার জে শরকার হইতে আমিও এক চোপদার শরজমিনেতে পহূচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া আদালত করিয়া হক দেলাইয়া দেন। ইতি সন ১১৮৫ তারিখ ১১ শ্রাবণ। ফিদবি জগতাধিব রায়।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সত্যপীরের কথায় বাংলার সঙ্গে প্রচুর আরবি ফারসি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

(ক) "জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর
দেব দেব জগতের নাম।"

(খ) "এক দিলে অল্প ধনে যে তোমারে সন্নি মানে
হাসিল করহ তার কাম।"

(গ)"কপটে করুণাময় দ্বিজে কয় বাওয়া।
মৈ ভুখা ফকীর হুঁ লেগা মেরা দুওয়া ॥
তু বাওয়া বখতাওব ধরম আত্মা দেখা তুঝে ॥
মৈ ভুখা ফকীর হুঁ খিলাও কুছ মুঝে ॥
তমাম দুনিয়া দেখা সবাই ইমান ছুটা ॥
কহা কোই খয়রাতন করে এক মুঠা ॥"

দোভাষী পুথি-রচয়িতাদের মধ্যে সৈয়দ হামজা সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। তাঁর ভাষা অর্থাৎ শব্দ ব্যবহার, উপমা রূপক প্রয়োগ অন্ত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট নতুনত্বের এবং অনবদ্য আবেগের সঞ্চার করেছে। নিছক আনন্দজ্ঞাপক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করলেও তাঁর মধ্যে মানবীয় বোধের পরিচয় আছে। নারীর রূপ-বর্ণনা নিছক অলংকাব হিসেবেই তাঁর কাব্যে নেই। এরূপ বর্ণনার পশ্চাতে হৃদয়াবেগেব স্থিতি আছে।

সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' প্রকৃত প্রস্তাবে দোভাষী পুথি নয়। এখানে আববি ফারসি শব্দের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। প্রাচীনকালের পুথি রচয়িতারা, যেমন আলাওল তাঁর 'পদ্মাবতী'তে এবং অন্যান্য পুথিতে সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা ব্যহার করেছেন, তেমনি সৈয়দ হামজাও 'মধুমালতী'তে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আলাওল কিম্বা অন্যান্য পুথি রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এখানে যে, যেখানে অন্যান্য সবাই শব্দ ব্যবহাব করেছেন পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য এবং অলংকরণের জন্য, হামজা সেখানে ব্যবহৃত শব্দে নায়ক-নায়িকার হৃদয়াবেগের পরিচয় বহন করেছেন। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। মধ্যযুগের কাব্যে দেখা যায় যে, কবিগণ নায়িকার দেহ-সৌষ্ঠব বর্ণনা করেছেন প্রতিটি অংগকে বিচ্ছিন্নভাবে নিরীক্ষণ করে এবং উপমার প্রাচুর্যে তাকে মহার্ঘ করে। আলাওল পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে যেয়ে পদ্মাবতীর মাথার চুল থেকে আরম্ভ করে তার পায়ের নখ পর্যন্ত যথেষ্ট মনোযোগ এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সমস্ত অংশ মিলে একটি পূর্ণাবয়ব

চিত্র গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া প্রতিটি অংগের বর্ণনায় অস্বাভাবিক উপমার প্রাচুর্য ঘটেছে, যেমন ঃ

"পদনখ কিবা তার শশী নিষ্কলঙ্ক।"

কিন্তু সৈয়দ হামজার রচনায় আমরা এর ব্যতিক্রমই লক্ষ্য করি। সৈয়দ হামজা বিচ্ছিন্নভাবে নায়িকার বিভিন্ন অংগ গঠন বর্ণনা না করে তাকে পূর্ণভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন। যেমন—'মধুমালতী'তে আমরা পাচ্ছি ঃ

"সহজে রূপের ভারে, আপনি চলিতে নারে,
নবীন যৌবন তাহে ভার ॥
রূপের মুরারি বালি, খ্যান মধ্যে পড়ে ঢলি,
কেমনে বহিবে অলঙ্কার ॥
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ, সূর্যের যেমন ধূপ,
আভরণে কিবা প্রয়োজন ॥
এওরাও অন্যে যত, দেশের চলন মত,
আনিল কিঞ্চিৎ আভরণ ॥"

ভাষার দিক থেকে দোভাষী পুথি-সাহিত্যের সঙ্গে 'মধুমালতী'র সাদৃশ্য নেই, কিন্তু উপাখ্যানের উপাদান এবং প্রকৃতির দিক থেকে আছে। প্রথমত, দোভাষী পুথির মতই এর উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, অবাস্তব এবং রোমান্টিক রসাশ্রিত; দ্বিতীয়ত, ঘটনার মধ্যে একটা আশ্চর্য দ্রুততা এবং নিশ্চিন্ত সংঘটনের পবিচয় আছে; তৃতীয়ত, উপাখ্যানের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি ও বাঙালী জীবনের কোন পরিচয় নেই; চতুর্থত, দোভাষী পুথির মতই এটা পয়ার ছন্দের বিচিত্র ভংগিতে লিখিত।

দোভাষী পুথির অনেক উপাখ্যান কোনো বিশেষ নায়ক, কোনো যুদ্ধ বা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কোনো বিশেষ নায়ককে কেন্দ্র করে অনেক কবিই অনেক কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন।

পুথির সায়েরগণ বিভিন্ন নবী, হজরত রসূলে খোদা, চার খলিফা এবং এমামদের নিয়ে অনেক কাব্য-কাহিনী লিখেছেন। এ-ধারার মূল্যবান পুথি হচ্ছে 'কাছাছোল আম্বিয়া'। এর রচয়িতা তিনজন—রেজাউল্লা, আমীরুদ্দিন ও আশরাফ আলী। রেজাউল্লা হযরত আদম থেকে হজরত নূহ্-এর কাহিনী পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। আমীরুদ্দীন লিখেছিলেন হযরত রসূলে খোদার সঙ্গে বিবি খোদেজার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত এবং আশরাফ আলী লিখেছিলেন হযরতের বিয়ের বর্ণনা থেকে হযরত আলীর শেষ জীবন পর্যন্ত।

'জঙ্গনামা' পর্যায়ের অনেক পুথি এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 'জঙ্গনামা'র বিষয় হচ্ছে প্রধানত কারবালার করুণ-কাহিনী। অবশ্য কিছু 'জঙ্গনামা'য় এমাম হানিফার ইরান-বিজয়ের কাহিনী আছে। মুহম্মদ খানের 'মুক্তাল-হোসেন' কারবালার কাহিনী নিয়ে লেখা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাব্য। রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ। কবি মুহম্মদ খানের পূর্বে অপর একজন কবি একখানা 'জঙ্গনামা' কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এই কবির নাম দৌলত উজির বাহরাম খান। 'লায়লী মজনু' কাব্যের সঙ্গে তিনি এটিও রচনা করেছিলেন।

রাধারমণ গোপ নামক জনৈক হিন্দু কবির 'ইমামের জঙ্গ' নামক একটি পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে। পুথিটি সম্ভবত আঠারো শতকের শেষ দিকে লেখা। 'জঙ্গনামা' কাব্যের সর্বশেষ রচনা সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের 'শহীদে কারবালা'।

হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পীর মাহাত্ম্য-কাহিনীতে ঢালাই করার চেষ্টা করেছিলেন অনেকে। এ সমস্ত পীরদের মধ্যে খ্যাতিমান হচ্ছেন মাণিক পীর এবং সত্য পীর। আরো অনেক পীর আছেন, যেমন পীর মছন্দলি, বড়-খাঁ গাজী, পীর কালু শাহা এবং পীর গোরাচাঁদ। হিন্দুদের অধিকাংশ লৌকিক দেব-দেবীই এ সমস্ত পীর হয়েছেন। যেমন, মাণিক পীর হচ্ছেন ছদ্মবেশধারী শিব, পীর মছন্দলি হচ্ছেন মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিরূপ। এ-সমস্ত পুথি রচয়িতা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আছেন। অজ্ঞ জনসাধারণের ধর্মপিপাসা মেটাবার জন্য এ সমস্ত উদ্‌ভট উপাখ্যান রচিত হয়েছিল।

দোভাষী পুথির রোমান্টিক কাহিনীর মধ্যে লায়লী-মজনু, গোলে বকাউলী, চাহার দরবেশ এবং হাতেম তাই-এর উপাখ্যান প্রসিদ্ধ। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ খাতের লায়লী-মজনু কাব্য রচনা করেন। মুহম্মদ খাতেরের প্রসিদ্ধ কীর্তি হচ্ছে দোভাষী পদ্যে শাহ্‌নামার সম্পূর্ণ তরজমা।

ইসলামী আহ্‌কাম-আরকান বা নিত্যকৃত্য, কোরআন-হাদিস বা তত্ত্বগ্রন্থের অনুবাদ, সূফিতত্ত্ব বিষয়ক সাধনা-গ্রন্থ দোভাষী পুথিতে আমরা প্রচুর পাই। এ-পর্যায়ের অল্প কিছু গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করছি—সৈয়দ নুরুদ্দীনের 'দাকায়েকুল হাকায়েক', মালে মোহাম্মদের 'আহকামল জোমা', জোনাব আলীর 'হকিকাতচ্ছালাত', মোহাম্মদ ছাদেকের 'জামালাতল ফোক্‌রা'।

তিন

অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাহেব বাংলা একাডেমী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে এই সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন। এ-জন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মধ্যযুগীয় বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে কবিতাগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। অনেক নতুন কবিকেও তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিত করেছেন।

মধ্যযুগের কবিদের 'কবি-পরিচিতি'টি সহকারী সঙ্কলনাধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল কাইউম রচনা করেছেন।

মধ্যযুগের কাব্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য বর্তমান সঙ্কলনটি অপরিহার্য হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ আলী আহসান
পরিচালক ঃ বাংলা একাডেমী

সূচিপত্র

কবি ও কবিতা পৃষ্ঠা

কবি ও কবিতা	পৃষ্ঠা

কবি ও কবিতা	**পৃষ্ঠা**

কবি ও কবিতা	পৃষ্ঠা

॥ পনের শতক ॥

॥ শাহ্ মুহম্মদ সগীর ॥

ইউসুফের নির্যাতন

বনের অন্তরে যদি গেলা ভ্রাতৃগণ।
ইছুফক প্রহার করিতে হইলা মন ॥
কোহ্ন ভাই করাঘাত অঙ্গেতে মারিল।
কেহো দুষ্ট বাণী বলি কর্ণ মোচরিল ॥
কেহো মারিলেন্ত ঠেলা মারিয়া চাপড়।
একে একে কাড়ি লইল গায়ের কাপড় ॥
কোহ্ন ভাই ক্রুদ্ধ হই মারে অনুরাগে।
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত দয়াভাগে ॥
সেহো ভাই ঠেলা দিয়া ফেলে এক পাশ।
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাশ ॥
সেহো ভাই নিদয়া হৃদয় হইয়া মারে।
আর ভাই নিকটে জায়ন্ত বস্ত্র কাড়ে ॥
কোহ্ন ভাই মায়া নাহি সবে মারে বেড়ি।
কান্দিতে লাগিলা তবে বাপ অনুস্মরি ॥
হাহা পিতা তুমি মোর প্রাণের দুর্লভ।
তুমি জীবমানে মোর এতেক লাঘব ॥
যার যথ আছে ক্রোধ সব উদ্ধারিল।
মন্দ ছন্দ বলি তানে বহুল মারিল ॥
কোহ্ন ভাই বলে তার লইব পরাণ।
কেহো বিমরিষ মতি কেহো ক্রুদ্ধমান ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বলে এহি নবীর সন্ততি।
প্রাণে মারিবারে তাক ন আইসে যুকতি ॥
গহন বিপিন মধ্যে এক কূপ ঘোর।
তাহার নিকটে গেলা সব মতি ভোর ॥
গহন গম্ভীর নীর অতি ঘোরতর।
দিবা নিশি চিন নাহি অতি ভয়ঙ্কর ॥
ইছুফ বান্ধিল নিয়া কটি দেশে দড়ি ॥

বসন কাড়িয়া লই ফেলাইল ধরি ॥
নিদয়া হৃদয় তারা নাহি ধর্ম্মাচার।
সব ভাই এক যুক্তি করিলেক সার ॥
ইছুফ ফেলিল নিয়া কূপের মাঝার।

জুলেখার প্রেম নিবেদন

যেই দিকে হেরে চিত্ত মূরতি দেখিল।
আপনার মূরতি জলিখা সঙ্গে দেখি ॥
লজ্জায় বিকল হইল সে সব উপেখি।
বিবিধ সন্ধানে কেলি শৃঙ্গার সুভাব ॥
ইছুফে দেখিয়া তাক পাইল সন্তাপ।
যেই দিকে পড়ে দৃষ্টি সেই সে দেখিল ॥
ইছুফক মনেত সন্দেহ উপজিল।
কোহ্নু দিকে হেরিতে নাহিক তান সুখ ॥
তবে সে দেখিলা মাত্র জলিখাক মুখ।
আজি সে সাফল্য মোর সর্ব অঙ্গে সুখ ॥
সমদিষ্টে ইছুফে দেখিল মোর মুখ।
রুদিত নয়ন তান সন্তাপিত মন ॥
ছলছল নয়ান সজল বহে ঘন।
মুঞি শুষ্ক শস্য তুমি জলদ নিপুণ ॥
বিন্দ্যেক পড়িলে জল ন হৈবেক ঊন।
চাতক তুলনা আমি তুমি দাতা জন ॥
ভক্ষ্য দান দিলে কভু ন টুটিব ধন।
তুমি সুধাকর আমি তৃষ্ণায় বিকল ॥
আমা অল্প দিলে তোমা ন টুটিব জল।
তুমি মহা কল্পতরু ফলিত নির্মল ॥
আমা এক ফল দিলে ন হৈব নিষ্ফল।
যেই বিধি তোমাক সৃজিল রূপ সিন্ধু ॥
গগন পুরিত ভরি তোমা পদ বিন্দু।
জ্যোতি মুখ উদএ বেকত চন্দ্রহাস ॥

রূপ-সিন্ধু বিন্দু হোন্তে সর্বত্রে প্রকাশ।
তোমা কেশে বন্দী হয় সুর নর পাখী ॥
এক দিষ্টে নেহালন্ত সর্ব তনু আঁখি।
নয়ান চঞ্চল তোমা চকিত চকোর ॥
হেরিতে হরএ জ্ঞানবন্ত মতি ভোর।
কির্পিনের ধন যেহ্ন করএ সঞ্চিত ॥
যাচক জনেরে কভু না কর বঞ্চিত।
এথেক শুনিলা যদি কন্যার মিনতি ॥
পদুত্তর কল্পিলেন্ত ইছুফ সুমতি।
শুন কন্যা তোমাক বুলিএ কিছু কাজ।
নীতি শাস্ত্র তোমাত কহিতে বাসি লাজ ॥
আশোয়াস্ত মন তোমা নহ হতবুদ্ধি।
অবশ্য হইব তোমা মনেরাথ সিদ্ধি ॥
ক্ষমা কর মোর তরে কিছু কর দয়া।
অপকীর্তি হৈব তোমা জগত ভরিয়া ॥
সকল লোকের মনে সুবুদ্ধি প্রকৃতি।
বড় দুরাচারে মন মুগধ আকৃতি ॥
সেই কুলবতী হয় সতী মতি জন।
নিত্য নিবারিয়া সত্য থাকে সর্বক্ষণ ॥
ক্ষুধা হইলে বিভক্ষ্য ভক্ষে নি দুই করে।
তিষ্ণাএ বহুল জল ন পিএ সত্বরে ॥
পাথরে চাপিলে কর করিবেক কল।
যৌবন গরবে কন্যা না হইয়া বিকল ॥
এথ শুনি হইল কন্যা হতাশ মূরতি।
বুলিল উত্তর বাণী বিচলিত মতি ॥
অনেক বরিখ ধরি জলের পিয়াসা।
শেষমাত্র জীবন আছয়ে এক আশা ॥
তাক আশা দেঅ কেহ্নে দিবা জলধার।
প্রাণ গেলে কি ফল জলক উপকার ॥
দংশিলেক নাগে মোক প্রাণমাত্র শেষ।
বিষে আচ্ছাদিল তনু মোহিত বিশেষ ॥
তাক আশা দেঅ কেহ্নে নামাইবা বিষ।
এহি ভরসাএ প্রাণ ন রহে উদ্দিশ ॥
ব্যাধিএ পীড়িত মোর বিকল শরীর।
ঔষধ দর্শনে প্রাণ শান্ত নহে স্থির ॥

এহেন নির্জন পুরী বিরল সম্ভোগ।
পরিহরি লজ্জা ভীতি কর উপভোগ ॥
না জানি কেমন আছে নিষেধ কারণ।
বুঝিলুঁ তোমার ইচ্ছা আমার মরণ ॥
ইছুফে বুলিলা দুই বাধা আছে বড়।
আজিজক ভয় আর নিরঞ্জন ডর ॥
আজিজক কৃপাণ শমন সমসর।
শিরচ্ছেদ করিয়া পাঠাইব যমঘর ॥
ধর্মেত বিরোধ হয় এহি আর ভয়।
পরলোকে নরকে ডুবিব অতিশয় ॥
কন্যা বলে শুনহ ইছুফ মহামতি।
এই দুই কারণে চিন্তা না কর সম্প্রতি ॥
কিছুমাত্র না করিঅ আজিজক ভীত।
আজিজ মারিতে আমি পারিব ইঙ্গিত ॥
বিষ দিয়া মারিব করিয়া ঘোর মতি।
চৈতন্য হারাই তার পরলোক গতি ॥
আর কহি ধর্মেত বিরোধ এই কর্ম।
নিমেষেক মহাপাপে হরে সেই ধর্ম ॥
বহু ধন ভাণ্ডার আছএ মোর পাশ।
দান ধর্ম করিলে হইব পাপ নাশ ॥
ইছুফে বোলন্ত মোর ন আইসে যুকতি।
আজিজ মারিতে নার তোমার শকতি ॥
জীবন মরণ পতি পরম ঈশ্বর।
হেন কর্ম করে হেন কোন সতন্তর ॥
যেবা বোল দান ধর্ম পাপ হয় ক্ষয়।
এহি কর্মে নিয়ম নাহিক অতিশয় ॥
হেন কোন অবোধ আছএ বুদ্ধিনাশা।
আগে পাপ করি পাছে দান ধর্মে আশা ॥
পরম ঈশ্বর কর্ম নিয়ম বর্জিত।
দান হোন্তে পাপ ক্ষয় নহে কদাচিত।
এত শুনি কন্যামন হইল উদাস।
কান্দিতে কান্দিতে হৈলা বিশেষ নিরাশ ॥
কাতর নয়নে জল পড়ে অবিরত।
বিকল হৃদয় তান শোক মন গত ॥
শুনহ ইছুফ তুমি নবীর সন্ততি।

কেমন রাজ্যেত তোর আছিল বসতি ॥
সামান্য মনুষ্য তুমি বুঝিলুঁ আপন।
তুমি আগে স্বপ্নে আসি দিলা দরশন ॥
যবে তোর মর্মান্তরে নাহিক স্মরণ।
তোমার মনের ভাবে আমার মরণ ॥
প্রেমানলে জ্বলিত জনের প্রিয় আশ।
তা হোন্তে অধিক গুণ নাহিক প্রকাশ।

[ইছুফ-জুলিখা]

॥ জয়েন উদ্দিন ॥

রণাঙ্গন দৃশ্য

সারি সারি শ্বেতছত্রধ্বজ সুশোভন।
নির্ভয় চলন্ত যুদ্ধে যথাএ সৈন্যগণ ॥
সৈন্যপদধূলি উঠি ছাইল গগন।
দিক অন্ধকার হইল না দেখি তপন ॥
রসূলের সঙ্গে বীর্যবন্ত অশ্ববার।
বিক্রমে কেশরী তুল্য তেত্রিশ হাজার ॥
সারি সারি মত্তকরী গলে মুক্তা ধার।
মারুত সদৃশ সব বিজুলি সঞ্চার ॥
হস্তীগলে বাজে ঘণ্টি শুনিতে সুস্বর।
চলন্ত পর্বত যেন মূর্তি ভয়ঙ্কর ॥
বিবিধ সাজন অশ্ব দেখিতে সুন্দর।
গরুড়ের গতি সব অতি মনোহর ॥
মহা মহা মল্ল সব সিংহনাদ করে।
এথ দেখি এরাকের পৃথিম্বি বিদরে ॥
সহস্র সহস্র বীর নাচে গদা ধরি।
যুদ্ধ মাঝে চলে হেন যেন মত্তকরী ॥
পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ।
দিনে অন্ধকার নাহি রবির প্রকাশ ॥
গজে গজে যুদ্ধ হইল দন্তে পেশাপেশি।
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হইল দুই মিশামিশি ॥
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন ॥
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগন মণ্ডল।
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল।
গদা গদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি।
খর্গ খর্গ যুদ্ধ করে উঠে খরাখরি ॥
ভিন সূর্য হই যেন চমকে বিজুরি ॥

অন্যে অন্যে মল্ল করে হই জড়াজড়ি।
বাঝিল তুমুল যুদ্ধ ভূমিতলে গড়ি ॥
কাকে কেহ দড়মুষ্ঠি মারে ভিণ্ডিয়া।
কাকে কেহ মারে ধরি তুলি আছাড়িয়া ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি যুদ্ধ অগ্নি ধরিষণ।
ধূম্রকার দশদিক পুরিত তপন ॥
পদাতি পদাতি যুদ্ধ নানা অস্ত্র ধরি।
মৃত 'পরে মৃত পড়ি হইল যেন গিরি ॥

[রসূল বিজয]

॥ ষোল শতক ॥

॥ শেখ কবীর ॥

নারী-রূপ

অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি
চলিতে পেখল গজ-রাজ-গমনি ধনি ধনি।
কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে
ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে ॥
গুমান না কব ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি
কুচ গিরি ফলেব ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি।
সুন্দরী চান্দ মুখে বচন বোলসি হাসি
অমিয় বরিখে যৈসে শারদ পূর্ণিমা শশী ॥
শেখ কবীবে ভনে অহি গুণ পামরে জানে
সুলতান নাসিব সাহা ভলিছে কমল বনে ॥

॥ চাঁদ কাজী ॥

বংশী-ধ্বনি

বাঁশী বাজান জান না
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনের কাছে
তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী
আমি মরি লাজে।
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী
এপার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে
সাঁতার নাহি জানি।
যে জড়ের বাঁশের বাঁশী
সে জড়ের লাগি পাওঁ,
জলে মূলে উপাড়িয়া
নদীতে ভাসাওঁ।

॥ শেখ ফয়জুল্লাহ্ ॥

গ্রামের শোভা
কদলীনগর

চলিতে চলিতে নাথ কদলীতে যাএ,
গগনে থাকিয়া নাথ কুতুহলে চাএ।
অঘোর নগর চাএ যায় ধীরে ধীরে,
চন্দ্র সূর্য যেন মতে পৃথিবীতে ফিরে।
বায়ুরূপে যাএ নাথ জলদের ছলে,
রাজ্যেতে পতাকা উড়ে প্রতি ঘরে চালে।
আড়ে আড়ে চাএ নাথ শূন্যে ভর করি,
মঙ্গল বিধানে দেখে কদলীর পুরী।
একে একে গোর্খনাথে সর্ব পুরী চাএ,
অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব স্থানে পাএ।
গোর্খে বলে এহি রাজ্য অতি বড় ভোলা,
চাবি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা।
কদলীর প্রজাএ পৈরে পাটের পাছড়া,
প্রতি ঘরে চালে দেখি সোনার কোমড়া।
কার পুষ্কর্ণীর জল কেহ নাই খায়ে,
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখায়ে।
একেক রাউআলের ঘরে সাত পাঁচ মাই,
ষোল শত কদলী মাঝে একেশ্বর মীনাই।
স্থান স্থানে দেখে সব অঘোর নগর,
সকল নগর দেখে উছ উছ ঘর।
সুবর্ণের ঘর দ্বার রত্ন বিভূষিত,
দেশের নিবাসী যত সুবর্ণে ভূষিত।
রাজ্যের কৌতুক নাথ দেখে বড় রঙ্গ,
প্রতি ঘরে শয্যা দেখি নেতের পালঙ্গ।
ধন্য ধন্য রাজ্য তবে তাহারে বাখানি,
সোনার কলসে সব লোকে খাএ পানি।

রাজ্যের কৌতুক নাথ দেখে আচাভুয়া,
গুরুর সরোবরে তবে মিলিল আসিয়া।
উত্তম পুষ্করণী দেখে সুনির্মল জল,
হংস চক্রবাক তাতে পঙ্কজ উৎপল।
চারি পাড়ে নানা তরু পরম সুন্দর,
আম কাঠোয়াল আর গুয়া নাবিকল।
তাল খাজুর আর নানাবর্ণ ফুল,
তাহার দক্ষিণ পাড়ে উত্তম বকুল।
বকুলের তলে দেখে নির্মল আছে স্থল,
আসন নামাইয়া বৈসে বকুলের তল।
আসনে বসিয়া নাথ ভাবে মনে মন,
কেমতে জানিব আমি রাজ্যের বিবরণ।
কার ঠাঁই পুছিবাম কে কহিব সার,
কেমতে জানিব আমি দেশের ব্যবহাব।
সাত পাঁচ ভাবিয়া পণ্ডিত গোরখাই,
কাঁখেত কলসী এক কদলীর মাই।
তরুতলে বসি আছে গোর্খ মহামুনি
সাক্ষাতে মিলিল আসি নগর-যোগিনী।
জল ভবিতে আইল সরোবর তীরে,
গাভুব যোগীদের দেখি ঢালে আব ভরে।
দেখিয়া নাথের রূপ পড়ি গেল ভুলে,
হানিল মদনবাণে ভেদিল শরীরে।
চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আইল,
আপনার গুণকথা কহিতে লাগিল।
নয়নের ঠার দিয়া কথা কহে ছলে,
বক্ষেত নাহিক বস্ত্র রত্নহার দুলে।
কোথা হতে আইলা যোগী কোথাএ তোমাব ঘর,
কি হেতু আসিয়াছ কদলীর নগব।
যে ধবিয়া দেশে রাজা ঈশ্বর মীনাই,
সে ধরিয়া পরদেশী যোগীর দেখা নাই।
যে ধরি দেশেতে রাজা মীন অধিকারী,
সেই ধরি না দেখিএ যোগী দেশান্তরী।
পরদেশী যোগী পাইলে মীনে নি যাএ ধরি,
দক্ষিণ মশানে নিয়া তারে ফালাএ মারি।
লাখে লাখে যোগী সব ফেলাইল মারি,

মরা যোগীর গন্ধে পথে চলিতে না পারি।
যতেক মরয়ে যোগী আসিয়া কদলী,
ঘৃণাএ না খাএ মাংস শকুনী শৃগালী।
কত যোগী কদলীতে দিয়া আছে শালে,
সে সব খাইয়া মত্ত দেশের শৃগালে।
মঙ্গলা কমলা দুই রাজ পাটেশ্বরী,
তাহার সেবক হএ ষোল শত নারী।
বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল,
গাভুর যোগী পাইলে তুলি দেয় শাল।
আধা বসের যোগী পাইলে কোমরে তুলি কাটে,
পোলা বস্যা পাইলে পাটাতে তুলি বাটে।
সুন্দর তোমারে দেখি পুড়ে মোর মন,
তে কারণে কই আমি স্বরূপ বচন।
ধন্য ধন্য আএ যোগী ধন্য বাপ মাও,
ননীর শরীর তোহ্মার সুবর্ণ-বর্ণ গাও।
না জানঅ এহি দেশে কেমত ব্যবহার,
বিদেশে আসিছ তুহ্মি না জান আচার।
না জানিয়া ভাল মন্দ আইলা এই দেশে,
বিপথে মরিতে আইলা কহিলাম বিশেষে।
কহে ফয়জুল্লাহ মনেতে ভাবিয়া,
কহিল অপূর্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া ॥

[গোর্খ বিজয়]

মীননাথের প্রতি কদলীদের উক্তি

কি কারণে আএ প্রভু উপেক্ষিলা ভোগ,
বুড়া বয়সে গোসাঞি কি সাধিবা যোগ।
যতেক শুনহ প্রভু কিছু নহে সার,
স্ত্রী পুত্রের মুখ প্রভু চায় একবার।
রামের ঘরণী ছিল অনঙ্গের রতি,
কৃষ্ণের রুক্মিণী আর সত্যভামা সতী।

চন্দ্রের রোহিণী শচী ইন্দ্রের যে নারী,
ত্রিভুবনের কর্তা শিব তান গঙ্গা গৌরী।
গন্ধর্বের রম্ভা নারী শাস্ত্র যত লেখি,
পৃথিবীতে কেবা আছে এসব উপেক্ষি।
বুড়াকালে গিয়া প্রভু কি সাধিবা কায়া,
সুখভোগ গৃহবাস সব কর লইয়া।
রাজপাট এড়ি তুমি হইবা দেশান্তরী,
নিতি মনে আশা হইব পরে দিব কড়ি।
কোটি কোটি জনের যে হয় মহাজন,
লক্ষ লক্ষ জনে খায়ে তোমার নিছন।
খাইতে পরের অন্ন নিতি হইব আশ,
মিলিলে খাইবা ভাত না হইলে উপাস।
প্রভাত হইলে প্রভু তোমার লাগে ভুখ,
ক্ষুধায় না পাইলে অন্ন পাইবা বড় দুঃখ।
নিতি নিতি খাও প্রভু পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
পঞ্চাশ অমৃত যোগাই তোহ্মার ভোজন।
সুধা-অন্ন তাহাতে আনুনি কচুর শাক,
স্বপ্নে হ বাজভোগ না পাইবা লাগ।
সঙ্গে চলে পাইক প্রহরী লাখে লাখে,
বাহিরে ভিতরে তোহ্মারে বেড়ি থাকে।
যত কিছু লোক সব তোমার কুর্পর,
তোমার উপরে ধরে ধবল ছত্তর।
যোগী হইলে পিন্ধিবা গাছের বাকল,
সুবর্ণ মন্দিরে থাক কামিনীর কোল।
যোগী হইলে বিছান পাইবা কোন স্থান
শয়নেব লাগি প্রভু পাইবা অপমান।
যোগী হইলে থাকিবা বন আর জঙ্গলে,
বেড়িয়া থাকিব তোমা কুকুর শৃগালে।
উত্তম পরিধান বস্ত্র শরীর দুখাএ,
খাঁতাব উলসে তোমার খাইব সর্ব গাএ।
হেনই যে দুঃখ তোমা দিব বিধাতাএ,
সোল শ কদলীর প্রভু কি হইব উপাএ।
বিচিত্র বসন দিয়া খাটে বসাইব,
তোমারে লইয়া সবে আনন্দ করিব।
এ বলিয়া মঙ্গলাএ চক্ষের ঠার দিল,

শেখ ফয়জুল্লাহ্

ষোল শত কদলীএ বেড়িয়া ধরিল।
ভুলেতে পড়িল মীন মঙ্গলার আলাপে,
ষোল শত কদলী মিলি হাত পায় চাপে।
মীনের কোলেতে তবে বিন্দুনাথ দিয়া,
মঙ্গলা কমলা বৈসে দুইদিকে চাপিয়া।
ললিত মঙ্গল কথা ঝাড়িয়া বান্ধে কেশ,
দুই পায়ে নূপুর দিয়া ধরে মোহন বেশ।
সকল যুবতীগণ আছে চারি পাশে,
নানামতে সেবা সেবে করি পরিহাসে।
কেহ চামর ঢোলাএ কার হাতে ঝারি,
গন্ধ পুষ্প কস্তুরী চন্দন আনে ভরি।
দেখিয়া কদলী মীন আন নাই ভাএ,
পিছে থাকি গোর্খ নাথে বলে হাএ হাএ।
এতেক বুঝাইয়া গুরু ফিরাইলাম মন,
মায়াতে মোহিত হইয়া হারাইলা জীবন।
এতেক কহিয়া গুরু নারিলুম বুঝাইতে,
এত দুঃখে না পারিলাম কদলী থুন নিতে।
ভোলা মোছন্দর গুরু পড়িলেক ভুলে,
কামিনী এড়িয়া যাইতে মন নাই চলে।
তিথি অবশেষে যেন স্রোত নাহি গাঙ্গে,
মতিমায়া আএ গুরু যোগকথা ভাঙ্গে।

[গোর্খ বিজয়]

॥ শাহ্ বারিদ খান ॥

বিদ্যার রূপ

আয় রাজসুত মোব শুন নিবেদন।
উজানী নগবপতি-পুত্রী সঙ্কথন ॥
অবলা রতনা বিধুমুখী বিদ্যা নাম।
অভ্যাসিয়া সর্বশাস্ত্র বিদগ্ধা উপাম ॥
শাস্ত্রেত পারগ অতি জানে সর্বকলা।
সুচবিতা রূপযুতা কুমারী অবলা ॥
সত্য কৈলা রাজকন্যা বিদগ্ধা সতী।
শাস্ত্রবাদে জিনে যেই সেই তার পতি ॥
সেই বাণী তোমা যোগ্য অনুমানি চিতে।
শাস্ত্রের বিচারে যবে পার পরাজিতে ॥
কথ কহিমু বিদ্যাবতী রূপগুণ সাজ।
কুমাবী সদৃশ নাবী নাহি মহী মাঝ ॥
কন্যার প্রতিজ্ঞা শুনি পুছয়ে স্বরূপ।
কহত কুন্তল বেশ যৌবন কিরূপ ॥
কৈছন তাহাব ভুরুযুগ দৃষ্টিপাত।
কৈছন বদন রুচি কৈছন ললাট ॥
মেদুর বরণ কেশভার বিলম্বিত।
মহীতলে বিলোটয়ে সুগন্ধি পুরিত ॥
মুখ-বিধু পূর্ণ ইন্দু কিয়ে অরবিন্দ।
মৃগবংশ-নেত্র কিবা লীলামত্ত ভৃঙ্গ ॥
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল ॥
বদ পাঁতি মুতি জুতি বাচ সুমধুর।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসরে প্রচুর ॥
কণ্ঠরেখা ত্রসি কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল-কলিকা-কুচ হৃদয়ে উগিল ॥
কৈছন অঙ্গের লীলা কৈআর স্বরূপ।

কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ ॥
কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদশ্ছন্দ।
কৈছন নিতম্ব উরু জঙ্ঘের প্রবন্ধ ॥
কাম-শব-ঘাত-চিত্ত বাণী তার শুনি।
কহয়ে মাধব ভট্ট বাখানি কামিনী ॥
সাবধানে শুনগো বলিয়ে যুবরাজ।
শ্রুতিযুগ সুছন্দ নিন্দিল গৃধরাজ ॥
ঈষৎ উন্নত কুচ হেম-বিম্ব-রঙ্গ।
অঙ্গের লাবণ্য পেখি অতনু অনঙ্গ ॥
নাসা তিলফুল খর্গরাজ চঞ্চুজিৎ।
নিতম্ব পীবব রম্ভা উরু সুবলিত ॥
কাঞ্চন মৃণাল জিনি ভূজ গন্ত্রী খণ্ড।
করতল লোহিত মঞ্জন অনুবন্দ ॥
তন্বি কটী ক্ষীণ পেখি পারীন্দ্র উদাস।
তে কারণে পর্বত গহ্বরে করে বাস ॥
পাদ-পদ্ম বক্তস্থল কমল পূজিল।
পদনখে নবচন্দ্র শ্রেণী উপজিল ॥
জঙ্ঘযুগ নিউপাম সর্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনি রাজহংসী কিবা গমন কুঞ্জর ॥
ভট্ট হে মাধব পুছম তোমারি।
পনি কিছু বিদ্যারূপ কহ পরচারি ॥
কাব্যরসে নায়ক নায়িকা ষড়তন্ত্র।
কুমারী বিদিত সব বীণা বেণু যন্ত্র ॥
সঙ্কেত প্রবন্ধে দেব তাহা সনে বঙ্গ।
সিন্ধু-সুধা মধ্যে যেন উদিত শশাঙ্ক ॥
দর্শনে দেবেন্দ্র মোহে মন অনুরাগী।
বচন এক বোলোঁ গোঁসাই শুন মন লাগি ॥
বিদ্যাবতী বেশ-লাস রতি অবতার।
বিদগ্ধ মদন তুমি যোগ্য অভিসার।

[বিদ্যাসুন্দর]

জয়গুন-শাহপরী সংবাদ

ভুরুযুগ কন্দক মৃণাল শোভন।
চারুকর কঙ্কণ কেয়ুব সুশোভন ॥
করতল কমল অশোক শোক লাজে।
রত্নময় অঙ্গুরী আঙ্গুলময় সাজে ॥
সুরেখ নখর সব জিনি পুষ্পরাগ।
ভাল ইন্দুনিভ নখত লুকিত ভাগ ॥
উরস সরস ঊরসি জিনি উপমা।
চারুতর রোমরাজি তনু রম্ভা সমা ॥
ত্রিবলি সবলী বালা মধ্যদেশ ক্ষীণি।
নিদনাভ সুধাকুণ্ড পীনোন্নত ক্ষীণি ॥
শঙ্খ নাগ জিনি কিবা রামরম্ভা জিত।
মৃত্তিকার জানুযুগ জঙ্ঘ সুবলিত ॥
জিনিয়া কমল স্থল বাতুল চরণ।
নখ পাঁতি দীপ্তি যেন মাতঙ্গ গমন ॥
স্বর্গ হোন্তে কৌতুক কারণে বীর নারী।
মর্ত্যেত আইল যেন নররূপ ধরি ॥
কাঞ্চন সুবল তনু রূপের নিদান।
কুরঙ্গ নয়ন ঢৌল যেন কাম বাণ।
সর্বাঙ্গে সুন্দব বালা অপ্সরা জিতা।
প্রশংসএ শাহাপরী দেখি সুচরিতা ॥
ধন্য ধন্য রূপবতী ধন্য মাতা পিতা।
কহত আপনা নাম কাহার বনিতা ॥
কোন্ দেশে নিবাস তোমার রূপবতী।
কোন্ কার্যে মোর রাজ্যে আইলা সম্প্রতি ॥
গদ্‌গদ নিগদএ জযগুন যে সতী।
আল্লার কেশরী আলী ফাতেমার পতি ॥
রসুলেব প্রিয় সখা বিপক্ষ বিজএ।
যার সিংহনাদে ক্ষিতি কম্পিত সে ভএ ॥
দেও পরী জিনি ক্ষিতি দুলদুল বাহন।
জুলফিকার খড়্গ যার করে অনুক্ষণ ॥
নবীর দামাদ সে যে অতি বলবান।
তান পুত্র মোহাম্মদ হানিফা সুজন ॥

তাহান বনিতা আমি জয়গুন নাম।
মাও মোর পাটেশ্বরী পিতা সহিরাম ॥
দৈব দশা শোকে বুক না যাএ বিদার।
এ বুলি কান্দিলা বালা না বুলিলা আর ॥
সদয় করুণ শাহাপরী সবিস্মিত।
সুগন্ধি ভৃঙ্গারে সিঞ্চি মধুর ভাষিত।
আইস আইস মোর সন্নিকটে বৈস তুমি।
তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবাম আমি ॥
আসনে বসিল গিয়া নত করিল শির।
বিভ্রম বিবর্ণ নয়ানে বহে নীর ॥
না বুঝি কুমারী মর্ম ধন্ধ পরীনাথ।
কস্তুরী চন্দন সিঞ্চি বোলে মাতৃবৎ ॥
বসন বিহীনে শির শাস্ত্র বীরকথা।
হৃদয় বেড়িয়া কচ রাখ সুচরিতা ॥
পদুওর দিল কন্যা করি জোড়হাত।
স্রবএ নয়ানের জল যেন মুক্তাপাত ॥
না কহি রহিতে নারি কহিবারে ডরি।
মোর শিরভূষা হরে তোমার কুমারী ॥
বারে বারে আজ্ঞা কর ঢাকিবারে শির।
মোর শিব বস্ত্র রাখে কএরা মন্দির ॥
দুষ্টএ পাপিষ্ঠ সুতা শুনিয়া বিরূপ।
লজ্জা পাই শাহাপরী ভেল অধমুখ ॥
পরীরাজ প্রণমিয়া বোলে সহচরী।
যেন মতে পুরুষকে আনিলেক হরি ॥
মোহাম্মদ হানিফাব রূপ দেখসি।
ভুলিয়া কয়রা পরী সেবে প্রতিনিশি ॥

[হানিফা ও কায়রা পরী]

মেহের নাগারের বারমাসী

সুমন্ত্রী সুখশয্যা মদন মঙ্গল ॥
সারাঙ্গ বিহঙ্গ সব চাতক সুধ্বনি।
শুনি ধ্বনি প্রিয়নাদ চমকিত প্রাণী ॥

ভাদ্রমাসে ভর্তা বিনু শর্বরী বিষম।
ভিমভেরু মন্দিরেতে ভৈরব গর্জন ॥
ভবসুখ খঞ্জন রতিক্রিয়াএ সানন্দ।
ভিমভেরু মন্দিরে করুণা অনুবন্দ ॥
ভাগ্যবতী ভর্তা করে সুখ অবিচার।
ভাব সার ভাবিনী বিল্ললে অনিবার ॥
আশ্বিনে শরৎ ঋতু তমনিশি হাসে।
অতি জ্যোতির্ময় চান্দ উঝল আকাশে ॥
উড়ুঘন অমল বিমল নীলোৎপল।
অতি শুচি দোহ দিশ যামিনী ধবল ॥
আত্মভর্তা পূজয়ে বালা উল্লাস মানসে।
অবলা সৌভাগ্যহীন পঁহু পরদেশ ॥
কুমারী কুসুম্ব কাশ বিশেষ প্রকাশ।
কন্দর্প সুকৃতিকা ভুবন প্রকাশ ॥
বকুল কুরুবক প্রলিহ প্রচুর।
কমলিনী করে ক্রিয়া কাকহংসে জোড় ॥
কামবর্ত্মে করে রঙ্গ কামিনী সংকুল।
কান্ত বিনে কামে কান্তা বিরহ আকুল ॥
আগ্রাণ অচলা অতি অন্ত নব ক্ষেতি।
আমোদ সুস্বর গন্ধ সুস্বরে নিতি ॥
উপলিতে নবোষ্ণ নবীন নিচোল।
অধিক আনন্দ করে কাকলি কল্লোল ॥
আনন্দিত দম্পতি 'মকর' ধ্বজ পূজে।
উতাপিত চিরবিরহিণী মন সুজে ॥
পৌষে প্রবল শীতে পৃথিবী পূরিল।
পদ্মারবিন্দ পত্র পানে শিশিরে নাশিল ॥
যম প্রতি তারুক জলোজা ---।
প্রবীণ যামিনী কোহ মলিন পঙ্কর।
প্রভাহীন ভাস্কর বাসর ক্ষীণতব ॥
পতিপত্নী প্রমোদিত পুষ্পকে ও রসে।
প্রমাদ প্রমাদে গুণ পঁহু পরদেশে ॥
মাঘ মাসে হিম মএ মরম পীড়িত।
মেদিনী মণ্ডল জিনি অচারু মুণ্ডিত ॥
মারুত অসীম হিম রমে কামাকুল।
মধু হোন্তে মধুর মথনে কান্তা কোল ॥

শাহ্ বাবিদ খান

মঙ্গল পাঞ্চালি উৎসব মহাসুখ।
মুঞি অতি ভাগ্যহীন মর্ম্মে মোর দুঃখ ॥
ফাল্গুন পবনে ফুল ফুটে যথতথ।
প্রলিহ পল্লব নব পদে পদ্মমন্ত ॥
ফাল্গুন পরব ফাগু ক্রীড়া মনোরঙ্গ।
ফাগুরেণু লোহিত শোভিত সব অঙ্গ ॥
ফুলসার ভাবিনী প্রমাদ পতিরস।
ফাটএ বিরহীচিত্ত পাপর মানস ॥
মধুমাসে মধুঋত মধুরে মধুর।
মাধবী মালতী মালি বিকাশে প্রচুর ॥
মলয়া পবন পরিমল বহে মন্দ।
মধুকব ঝঙ্কারে পিয়ে মকরন্দ ॥
মন্মথ সনে পিয়া বঞ্চিলা পহু সঙ্গে।
মন্দিরে প্রকট দিশি বিরহী অঙ্গে ॥
মর্ম্মক্ষত মদন প্রাণেশ্বর দূরদেশে।
মরিব গরল ভক্ষি অব্দ অবশেষে ॥

[মেহের নাগারের বারমাসী]

॥ দৌলত উজীর বাহরাম খান ॥

লায়লী-মজনুর হৃদয় নিবেদন

[রাগ ঃ খর্বছন্দ]

লায়লী কমলমুখী সখীগণ সঙ্গে।
শিবিরেতে গমন করিলা মনোরঙ্গে ॥
বিচ্ছেদ হইল যদি প্রাণনাথ সনে।
দরশন উপায় চিন্তএ মনে মনে ॥
সখীগণ সঙ্গ তেজি গমন মন্থরে।
কণ্টক ফুটিলা ছলে রহিলা অন্তরে ॥
প্রাণনাথ সনে ধনি করিল দর্শন।
মৃতবৎ কায়া যেন লভিল জীবন ॥
নিরল-বিরল ঠাঁই ভাবক ভাবিনী।
নিবেদএ যার যেই মনের আগুনি ॥
দোহানের নয়ানে গলএ জলধার।
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়এ অনির্বার ॥
কুমারীর মুখ দেখি কএছ দারুণ।
মনোদুঃখে নিবেদএ বচন করুণ ॥
শুন ধনি প্রাণধন নিবেদন মোব।
কথেক সহিব দুঃখ নাহি অন্ত ওর ॥
বিধি পরশনে হইল তোমা দরশন।
মুঞি অতি শুভকর্মা সাফল্য জীবন ॥
জনমে জনমে দেবধর্ম আরাধিলুং।
সে সব পুণ্যের ফলে তোমাকে পাইলুং।
জথ ইতি দুঃখ তাপ হরিল সকল।
জনম জানিলুং সার্থক জীবন সফল ॥
তোমার পীরিত হইল মোর প্রাণ-বৈরী।
দেখিলে আকুল চিত্ত না দেখিলে মবি ॥
তোমার বদন-ইন্দু-অমিয়ার আশ।
চকোর চঞ্চল মতি হইলুং উদাস ॥
তোমার কমল-মুখ দেখিয়া অনুপ।
আকুল হইল মোর নয়ান-মধুপ ॥

তোমার কটাক্ষ বাণে হানিল হৃদয়।
পুরুষ বধিনী তুমি হইলা নিশ্চয় ॥
তুমি বিনে অকারণ জীবন-যৌবন।
তুমি বিনে অকারণ এ তিন ভুবন ॥
যতনে পাইলুং মুঞি করিয়া কামনা।
পীবিত রাখিও মোর জানিও আপনা ॥
কএছ বদন হেরি বিকল কামিনী।
সতত আকুল মতি অতাপে তাপিনী ॥
নয়ান যুগলে স্রবে মুকুতার হার।
গদগদ কহে কথা অমৃতের ধার ॥
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়এ অকুমারী।
বিনয় মধুর ভাষে করেন্ত গোহারী ॥
প্রসন্ন হইল মোর দেব পরমার্থে।
জগতেত জীবন হইল মোর সার্থে ॥
পুণ্য ফলে ভাগ্য বলে বিধি পরসন।
শুভক্ষণে তোমা সনে হইল দরশন ॥
জীবন-যৌবন মোর তন মন হিয়া।
প্রেম ভাবে হারাইলুং তোমাকে দেখিয়া ॥
ভাবের সাগরে অতি উঠিল তরঙ্গ।
অনলে পড়িয়া যেন দহিল পতঙ্গ ॥
ভাবে বিদরিল বুক হারাইলুং বুদ্ধি।
দশ দিশ ঘোব হইল না পাইলুং সুদ্ধি ॥
প্রেমের কণ্টক আদ্যে ফুটিলুং চরণে।
মরম অন্তরে গিয়া পশিল এখনে ॥
হাবাইলুং ধৈরজ হৈলুং হত জ্ঞান।
কিবা মোর কুলভয় কিবা মোর মান ॥
হিযার অন্তরে মোর বিষম আগুনি।
জীবনের নাহি শ্রদ্ধা বিনে প্রভুমণি ॥
ডুবিল জীবন-নৌকা ভাবের-সাগরে।
প্রেমের কৃপাণ হানি বধিলা আমারে ॥
নরকুলে জনমিছ তুমি বিদ্যাধর।
মুঞি নারী অকুমারী বধিতে অন্তর ॥
কাযমনে ভজিলুং তোমা রাঙ্গা পাএ।
তুমি মাত্র আমার হইবা প্রভু রাএ ॥
রবি শশী সাক্ষী আছে আর করতার।

ভাবক ভারনী সত্য করিলা সুমার ॥
যাবৎ জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ।
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ ॥
দোহানের হইল যদি প্রতিমা স্বরূপ।
এক মন এক তন এক অঙ্গ রূপ ॥
লায়লীর বিলম্ব দেখিয়া সখীগণ।
হেনকালে ডাকিতে লাগিলা ঘন ঘন ॥
সে ডাক দোহানে শুনি ভাবিয়া প্রমাদ।
বিচ্ছেদ হইল দোঁহ পরম বিষাদ ॥
যার যে মন্দিরে গেলা পরম তাপিত।
ধরিয়া বেদন ছল রহিলা দুঃখিত ॥
প্রেমের সাগর মধ্যে উঠিল হিল্লোল।
অন্নজল তেজিলেক নাহি শব্দ বোল ॥
তেজিলা শয়ন সুখ বিষম বিয়োগ।
তেজিলা কুসুম শয্যা নিদারুণ রোগ ॥
তিতিল দোহান তনু নয়ানের জলে।
তিতিল দোহান অঙ্গ বিরহ আনলে ॥
দংশিল প্রেমের নাগে দোহান হৃদয়।
বজনী জাগিয়া দোহে বিলাপ করএ ॥
কিরূপ দেখিলুং স্বরূপ মনোবম।
কি শুনিলুং শ্রবণে বচন সুধা সম ॥
দেহ তেজি প্রাণ মোর রহিল বাহিবে।
মৃতকায়া লই মাত্র বহিলুং মন্দিরে ॥
কোন্ খেনে উদয় হইব দিবাকব।
দেখিবে কমল মুখ নয়ান গোচব ॥
কোন্ খেনে বিধাতা হইব পরসন।
জীবের জীবন সনে হৈব দরশন ॥
কোন্ খেনে খণ্ডিব মনের দুঃখ-রোগ।
কোন্ খেনে দূর হৈব মনের বিয়োগ ॥
এইরূপে প্রেমভাবে তাপিত পবাণি।
গণিতে গগনে তাবা গো'ঞাইলা রজনী ॥
প্রভাত হইল যদি উদিত তপন
নয়নের জলে মুখ ধুইল তখন ॥
চলি গেল শীঘ্র গতি ভাবক ভাবিনী।
পাঠশালে দোহান মিলন হৈল পুনি ॥

দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান

চৌআবি ভরিল পুন শিশুগণ ঠাট।
মর্ত্যেত নামিল যেন সুধাকর হাট॥
যথেক বালক বালা স্থির মতি শিষ্ট।
পড়এ পাঠের দিকে হইয়া এক দৃষ্ট॥
সেই দুই রোহিণী শশী বসি মুখামুখি।
অন্যে অন্যে হেরএ জুড়িয়া চারি আঁখি॥
শাস্ত্র-পাঠ মুখ হস্তে ধুইল সত্বর।
প্রেম-পাঠ দেখিলেন্ত হৃদয় অন্তর॥
যখন চৌআরি হন্তে যায় নিজস্থান।
দোহানে ভাবএ দুঃখ মরণ সমান॥
যেই দিন পাঠশালে মিলন না হএ।
কএছ চলিয়া যাএ কন্যার আলএ॥
এই মতে বহুদিন গঞিল বিশেষ।
দৈব যোগে বেকত হইল অবশেষ।
আছাওদ্দিন শাহা প্রচণ্ড প্রতাপ।
উজির দৌলতে কহে বিরহ বিলাপ॥

[লাইলী-মজনু]

লায়লীর যৌবনোদ্বেগ

ঋতুরাজ উপনীত কুসুম সমএ।
দশ দিশ কুসুমিত সুরঙ্গ শোভএ॥
পিকগণে পঞ্চম গাবএ মনোসাধ।
বিরহিণী শ্রবণে শুনিতে পরমাদ॥
তরু হৈল তরুণ নিকুঞ্জ নিধুবন।
মলযা সমীর ধীর বহএ সঘন॥
ভোমরা ভোমরী জোড়ে মধু করে পান।
তা দেখিয়া বিরহিণীর না রএ পরাণ॥

মুঞ্জরিত ভুবন মোহন তরুগণ।
শরীর সুখ সব হৈল অকারণ॥
অলি পিকে কুসুম্বিত হইল শৃঙ্গার।
তা দেখিয়া বিরহিণীর মর্ম বিদার॥

বোলে রূপে বনরম্য প্রবেশ করিলা।
নিমেষেকে পরাজিয়া জীবন হরিলা ॥
প্রথমে মারুত অঙ্গ করিল তাপিত।
দ্বিতীয় কোকিল-রবে মন বিষাদিত ॥
তৃতীয়ে ভ্রমরা-বোলে হরিলা চেতন।
চতুর্থে কুসুম-সার বধিল জীবন ॥
জনম তাপিনী ধনি বিরহ দাহিনী।
বিলাপ করএ নিজ দুঃখের কাহিনী ॥
আমাকে তেজিয়া প্রভু দূরদেশ গেল।
পঞ্চবাণ দেব সনে বৈরীভাব ভেল ॥
বলহীন তনু ক্ষীণ মুঞি দুঃখবতী।
দৈবের সহিতে মোর নাহিক শকতি ॥
তুমি দেব মন্মথ অতি অকরুণ।
বিনিদোষে স্ত্রীবধ হই নিদারুণ ॥
শুন প্রভু নিশ্চই তোর নাহিক সাহসে।
কুপুরুষ কর্ম তোমার বিরহিণী বশে ॥
ভস্ম হৈল হরের নয়ান তীর্থ আগি।
পুনি জন্ম হৈল মোহর বধ লাগি ॥
মোর প্রাণপতি যদি থাকিত মন্দিবে।
কি করিত অলি পিকে কুসুম সমীরে ॥
প্রভু বিনে আপনা-যৌবন হএ বৈবী।
মন্মথ আন জনে কি করিতে পারি ॥
কি জানি কেমন দোষে বিধি হৈল বাম।
অধম পাপিনী মোর না পুরিল কাম ॥
চৌদিকে হেরিয়া যদি না হৈল দরশন।
মনোদুঃখে দুঃখবতী করএ কন্দন ॥
নিশি দিশি হৃদয় তাপিত হতবুদ্ধি।
হারাইয়া জ্ঞান মান নাহি কিছু সুদ্ধি ॥
এক তিলে শতবার হারাই জীবন।
জনম হৈল ব্যর্থ বিফল যৌবন ॥
এইরূপে জনম গোঞাএ বিরহিণী।
কহিতে নাহিক অন্ত সে সব কাহিনী ॥
দৌলত উজিরে কহে নিজ অনুমানে।
যাহার মরম দুঃখ সেই ভাল জানে ॥

[লাইলী-মজনু]

হেতুবতী ও লায়লীর আলাপ

চাতক পিউ পিউ নাদে শুনি
বিরহিণী চিত্ত চমকিত।
বরিখত বারিদ জগত ভরি
রজনী ভীম আন্ধিয়ারি।
শুন হে, যো ধনি বিরহিণী
যুগল নয়নে বহে বারি।
ডাউক দর্দুর কলরবত মত্ত মউর
কৈছে জীবন নব কামিনী।
উলূপ উগএ দূর জলধর সো হম ভঙ্গবর
চপলা কুন্ত বিরাজ।
রতি পতি তাত হে সওয়ার হএ
বিরহিণী বধ কি কাজ
যৌবন রত্তন অমূল্য ধন
নিঠুর কারণে সখি জাএ।
কী ফল সো পিউ আশে রহি
অবহি পলটিন আইসএ।
সুন্দর নাগর সঙ্গ ধনি
কেলি কবহুঁ মনে মান।
হীন উজিরে ভনত রস
আছাওদ্দিন সুজান।

(রাগ ঃ বরাড়ি)
এ সখি চেতায়সি মোহে।
হাম ধনি কুল-জনী বিরহিণী
পাপ পরশ নাহি শোহে
বালেমু সুরত নিশিদিশি তনমন
এক ধেয়ানে জীউত পরাণ।
তেজব জীউন কণ্ঠ পরাণ
ঈষত মাটি ন শোহে।
যব রসিক কুমার আন পুরুখ
যুবক রস গাহে ॥
কহিছন্ত কুমারে—

ডাক ডাক করি জনম গোঁয়ায়ব
দোসর নাম ন লবে।
যৈছে পতঙ্গ জ্বলে দীপক কারণ
পিউ কারণে জীউ দহে।
বিরহ পয়োনিধি
তীর নাহি সঙ্কট লহর অপার
ঘাটে লাগাও অঘট
তবে শক্তি গুরু ধরব কাণ্ডার।
পিউ কারণে জীউ দিব।
পিউ বিনু বলগত নাহি সঙ্কট লহর অপার।
ঘাটে লাগাও অঘট
তবে শক্ত গুরু ধরব কাণ্ডার।
জীউ বিনে যৈসে শরীর
আছাওদ্দিন গুরু
বোলহ তাহান উজির।

[লাইলী মজনু]

॥ মুহম্মদ কবীর ॥

মনোহর-মধুমালতীর পরিচয় ও প্রণয়

[জমক ছন্দ ঃ কেদার রাগ]

রূপে গুণে কুলেশীলে চন্দ্রিমা সমান।
এ কন্যা মানবী নএ অপ্‌সরা জন ॥
পূর্ণ-শশী নিন্দে মুখে নিন্দে অরবিন্দ।
চক্ষে ধরএ জুতি সে রূপের চন্দ ॥
কুন্তল চিত্রল ছাঁদে বিশেষ লক্ষিত।
অলকে মণির খোঁপা ত্রিলোক মোহিত ॥
চটক চিকণ কেশ শীষেত সিন্দুর।
কাজলে উঝল অক্ষি অধরে নিন্দে সুর ॥
কাণড় কুণ্ডল দোলে শ্রাবণে রাতুল।
পবন-বাহন ভুরু জিনিছে ধনুকুল ॥
নাগ-অরি জিনি চঞ্চু নাসিকা বিশিখ।
সোনার 'বেসর' দোলে নাসিকা উপাধিক ॥
দশন বিদ্যুৎ জিনি মুকুতা গুণিছে,
সপ্তছড়ি মুক্তা ছড়া হৃদয়ে পরিছে ॥
বিচিত্র কাঞ্চুলি শোভে গাএর উপর।
কেবল রাতুল অতি শীতল পয়োধর ॥
কাঞ্চন কটোরা কুচ অধিক সুচারু।
কাঞ্চন পটের 'পরে হিঙ্গুলানি মেরু ॥
কোমলতা বাহু জুড়ি আছে তার পরে।
আঙ্গুলে অঙ্গুরী করে কঙ্কণ শোভা করে ॥
ক্ষীণ মাঝা মুষ্টে পুরে হেলে দোলে বাএ।
বিচিত্র হেমরি শাড়ী কাচি আছে তাএ ॥
নূপুরের রুনুঝুনু পদযুগে চারু।
কামাসন হৈমস্তম্ভ যেন দুই উরু ॥
যৌবন মাতলি কন্যা হেলি হেলি পড়ে।
সুরঙ্গ অঙ্গে জড়ি পাড় ঝরি গড়ে ॥

রূপেত পার্বতী জিনি বিশাল সাজন।
কহিলে অনেক হএ না কৈলুঁ গ্রথন ॥
বিচিত্র পালঙ্ক 'পরে বসিছেন রাএ।
ঝরি ঝরি পড়ে রূপ পালঙ্ক ভাসি যাএ ॥
জগজিনে সুধাহাসি বঙ্কেত হেররি।
ধরনে না যাএ চিত্ত প্রাণি নিল হরি ॥
ঝগমগ বালা রূপ অক্ষি জুতি ধরি।
স্থকিত রহিল অক্ষি পলক পাসরি ॥
চাহিতে চাহিতে রূপ অক্ষি নাহি ভরে।
মুশ্চাগত হৈয়া কুমার পালঙ্কেত গড়ে ॥
তা দেখিয়া রাজকন্যা কুমার ধরিল।
তুরিতে কুমার শির কোলে তুলি লৈল ॥
ধীরে ধীরে রাজকন্যা মু'খানি মোছন।
মোহ ছাড়ি যুবরাজ পাইল চেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া কুমার উঠিয়া বসিল।
রতি কামদেবে যেন একত্রে মিলিল ॥
দোহোঁ রূপে দোহোঁ চিত্ত দোহাঁতে ভুলিল।
দোহোঁ প্রাণে একশরে মনেত গুম্ফিল ॥
মধুর সুস্বরে তবে অবোলা ফুকরি।
কুমারেত পুছে বাণী করি করজুড়ি ॥
শুন শুন যুবরাজ কহ মহাশএ।
তুহ্মি কোন্ হও মোত দেঅ পরিচএ ॥
আকাশের চন্দ্র কিবা দিবসের মণি।
ইন্দ্র পুরন্দর কিবা জগত মোহনী ॥
মদন জীবন্ত কিবা তুহ্মি নরেশ্বর।
কিরূপে কিসেরে আইলা মন্দিরেত মোর ॥
একেত অবোলা আহ্মি রাজার নন্দিনী।
শুনি লোকে দিব লজ্জা হৈলুঁ কলঙ্কিনী ॥
কিমুখে বসিমু মুঞি নারীর সভাত।
প্রমাদ ঠেকাইলা কুমার আসিয়া এথাত ॥
শুনিলে জনকে মোর লইব পরাণি।
সত্য করি কহ তুহ্মি কোন্ রূপমণি ॥
কথাত বসতি তোহ্মার কহ জাতিকুল।
আচম্বিত পরশিলা ফুটিতে কলিফুল ॥
কুসুম্ব-বয়ানী বাণী শুনিয়া কুমার।

কহন্ত যে কুমার আপনা সমাচার ॥
শুন আএ শশিমুখী কমল নয়ান।
তোমার অঙ্গের ছন্দে বান্ধিলা পরাণ ॥
সুরঙ্গ অঙ্গের রূপে মদন মোহিত।
কার শক্তি আছে প্রাণ ধরে পৃথিবীত ॥
নহি আহ্মি চন্দ্র সূর্য নহি বিদ্যাধর।
অবশ্য শুনিছ তুহ্মি কঙ্গিরা শহর ॥
কঙ্গিরা রাজ্যেত জান সূর্যভান রাজা।
কমলা সুন্দরী নামে তাহান যে ভার্যা ॥
তাহান তনয় আহ্মি নামে মনোহর।
বিদিত সংসারে আছে এ সব উত্তর ॥
শুন শুন পদ্মমুখী পুণ্যবতী কলা।
চক্ষেত ধরএ জুতি তুয়া অঙ্গলীলা ॥
এমত সুন্দরী তুহ্মি কাহার নন্দিনী।
এহি কোন্ রাজ্য হএ বোল সুবদনী ॥
আরত কি নাম তোহ্মার কহত সুন্দরী।
উড়িল পিঞ্জর শুয়া রাখ বন্দী করি ॥
এথ শুনি চন্দ্রমুখী কহে মন্দ মন্দ।
পূর্ণশশী মুখে যেন ঝরে মকরন্দ ॥
তবে সে কামিনী কহে শুন মহাশএ।
অবশ্য শুনিছ তুহ্মি কাহার মুখএ ॥
মহারস নামে রাজ্য গর্ব অবতারি।
ধার্মিক বিক্রম রাজা তথে অধিকারী ॥
তাহান মহিষী নাম রূপসমঞ্জরী।
তান সুতা আহ্মি মধুমালতী সুন্দরী ॥
রাজার নন্দিনী আহ্মি সর্বজনে জানে।
পরাণে বাধিলা মোরে তুয়া অঙ্গবাণে ॥
ধরাইতে না পারি চিত্ত তোহ্মা রূপ হেরি।
ধড়ফড় করে প্রাণ না দেখিলে মরি ॥
দরশনে প্রাণ মোর ধাএ কিবা রএ।
না জানম পরশিলে আর কিবা হএ ॥
কুমারে বোলন্ত শুন কমল নয়ানী।
অধিক সুন্দর তোহ্মা চান্দমুখ বাণী ॥
তোহ্মা আহ্মা ললাটে লেখিছে পূর্বকালে।
তে কারণে তুহ্মি আহ্মি হৈছি এক মেলে ।

না জানম কোন্ হেতু আইলুঁ তুয়া পাশ।
একতিল তুহ্মা বিনে জীবন নৈরাশ ॥
তিলেক বিমন নহি তোহ্মারে পাসরি।
তোহ্মা রূপ লৈল আঁখি পলক বিস্মরি ॥
তুহ্মি মোর প্রাণেশ্বরী অতি শ্রধাশএ।
অক্ষি 'পরে থুই তোহ্মা ঘুরিমু সদাএ ॥
মোর মনে এইভাবে যাবত জীবন।
তিলেক অন্তর নাহি দৃষ্টিত সঘন ॥
তোহ্মা রূপ হেরি মন গেল তনু ছাড়ি।
সুধা তনু যথা, তথা রহিবেক পড়ি ॥
তোহ্মা না দেখিলে মোর জীবন সংশএ।
তোহ্মা প্রেমশরে মোর বিন্ধিছে হৃদএ ॥
এক তিল দরশনে মর্ম খান খান।
জ্বলি জ্বলি উঠে মন যেন কাম বাণ ॥
সদাএ তোহ্মার সঙ্গে আনন্দ উপাম।
এক তিল দূর হৈলে অনঙ্গ মাথা খাম ॥
আন রূপ মনে মোর কিছু নাহি ভাএ
তোহ্মা রূপে মন মোর মজিবারে চাএ ॥
লাবণ্য তোহ্মার শেল হানিছে আহ্মারে।
তোহ্মার প্রেমের বরশী ফুটিছে অন্তরে ॥
এথাত অধিক আহ্মি না চাই কুশল।
এক দীপে দুই ঘর করিছে উঝল ॥
এই বর মাগম মুঞি পদে করতার।
অহর্নিশ প্রেমবাতি না নিবউক আর ॥
বিকল বিভোর কুমার দেখিয়া সুন্দরী।
কুমারক বোলে বালি রহ ধৈর্য ধরি ॥
তুহ্মি যথ কৈলা বাণী মোর মনে লএ।
তোহ্মা প্রেম আনলে দহএ হৃদএ ॥
তোহ্মা আহ্মা প্রেমগুণ না যাউক ছিণ্ডন।
সদাএ না ছাড়উক না হউক খণ্ডন ॥
তুহ্মিহ আপনা মন কভু না টলাইবা।
আহ্মি তোহ্মা দাসী, প্রেম মনেত রাখিবা ॥
তুহ্মি আহ্মি দুই তনু প্রাণি এক জান।
সদাএ হউক প্রেম হউক কল্যাণ ॥
এ রূপ-যৌবন তোহ্মা পদের নিছন।

তুহ্মি তরু আহ্মি লতা সর্বাঙ্গে জড়ন ॥
অন্যে অন্যে দুই প্রাণী এক হই গেল।
তনু তনু মিলিবারে শ্রধা অতি ভেল ॥
চান্দে চান্দে মিশামিশি নয়ানে নয়ান।
গলে গলে হৃদে হৃদে প্রেমের সন্ধান ॥
করে করে লুলালুলি অঙ্গে মোড়ামুড়ি।
মুখে মুখে মিখাইয়া দলে চুম্বে অলি ॥
পদে পদে জড়াজড়ি মদমত্ত আশ।
সদাএ এমত মাগি না হইতে বিনাশ ॥
দোহোঁ জন প্রেমমগ্ন দোহান মাতাল।
দোহোঁ প্রেমে ভোর—তেজি জগজন জ্বাল ।
তবে কুমারী বোলে শুন প্রাণেশ্বর।
তোহ্মার অঙ্গের দীপ্তি হৃদয় পসর ॥
তবে লই কুমারীর হাতের অঙ্গুরী।
কুমারের হাতে দিলা প্রেমে অনুসারী ॥
কুমারেহ দিলা তানে অঙ্গুরী আপনার।
দোহান নিশান লইলা দোহোঁ পরিবার ॥
দোহোঁ জনে মনে ভীত ভাবএ সদাএ।
না জানি একলা মনে বিচ্ছেদ যে হএ ॥
দোহোঁ জনে প্রেমানন্দে নিশি উজাগর।
নিদ্রাএ মোহিত পড়ে পালঙ্ক উপর ॥
কুমার পালঙ্কে যাই কুমারী সুতিল।
চন্দ্রবালি খাট পাই কুমার রহিল ॥
মোহাম্মদ কবীরে কহে বসের কাহিনী।
সুজনের প্রেম যেন জলদ দামিনী ॥

[মধুমালতী]

মনোহরের পত্র

[রাগ ঃ ধানশ্রী]

হেন সমে মনোহরে পত্র দুইখান।
লেখিয়া পাঠাইল পত্র দুইজন স্থান ॥
এক পত্র পাঠাইল রূপসমঞ্জরী।

বহুল মিনতি করি লেখিল নমস্কারি ॥
কর বা না কর দয়া তোক্ষা পদে আশ।
সহজে ধর্মের মূল না কর বিনাশ ॥
তে কাজে লেখিছি পত্র তোক্ষা পদতল।
কন্যাস্থানে আর পত্র লেখিছি সকল ॥
প্রাণ নাথের পত্র পড়ে কন্যা রাখি শির।
পড়িতে সজল আঁখি বুক যাএ চির ॥
ভাতি ভাতি মিনতি লেখিছে বহুতর।
তুক্ষা বিনে আক্ষার দুর্গতি মতিভোর ॥
আক্ষি হেন শত দাস বলি দিব তুক্ষি।
তুক্ষি হেন এক চান্দ না পাইব আক্ষি ॥
আক্ষি হেন কোটি দাস রূপের নিছনি।
কুশলে থাউকহ তুক্ষি চান্দ বদনী ॥
পরাণ পিরীতি মোর কভু না ছাড়িবা।
মুঞিও হেন প্রেমদাস মনেত রাখিবা ॥
মোর দুঃখ তবে যথ আপনে জানসি।
তে কাজে লেখিছি পত্র শুনরে প্রিয়সি ॥
পত্র শুনি আনন্দিত সব সভাজন।
কুমার আছএ শুনি হরষিত মন ॥
মহারাজ দেবী সঙ্গে সৈন্য সমুদিত।
তারাচান্দ সৈন্য সমে শুনি আনন্দিত ॥
সভানের মনে লএ যাইবারে তথা।
চল চল ঝাটে যাই কুমার আছে যথা ॥
চল চল করিয়া চলিল সৈন্য রাএ।
দুই দিন পন্থ রাএ একদিনে যাএ ॥
রাত্রি দিন চলি ভেল আনন্দ করিয়া।
ছত্রসেন রাজ্যের যে নিকটত গিয়া ॥
শত ভএ সতত ভাবে আকলিএ মন।
ছত্রসেনে দূত পাঠাইলা একজন ॥
তবে দূতে কহে ছত্রসেনে নমস্কারী।
বিক্রম আইসএ তথা শুন অধিকারী ॥
দূত মুখে শুনি রাজা তুরিত উঠিলা।
সৈন্য সমুদিত সব তখনে চলিলা ॥
চারিদিন পন্থ রাজা আগুবাড়ি গেল।
দেখাদেখি হাতাহাতি সম্ভাষিত ভেল ॥

দুই রাজা রাজ্যের সব হুতাশে আশ।
দুই সৈন্য রহিল তথাত করিয়া উল্লাস ॥
দিব [বিভা] এথাত সেই দুই কুমারী।
মধুমালতী আর পায়মা সুন্দরী ॥
দোহোঁ বালি গলাগলি সানন্দিত মন।
মুখে মুখে আঁখি আঁখি লাগিল লগন ॥
তবে সে দোহোঁর মন হইলেক শান্ত।
এথা বিভা হৈলে মনোহর হইবেক শান্ত ॥
ছত্রসেন বোলে শুন বিক্রম রাএ মণি।
চন্দ্র পূজিবারে দেঅ মালতী রোহিণী ॥
চিত্রারে সেবি আপনে রহুক কুশলে।
বিধু পূজিব রঙ্গে শীতল রহু জলে ॥
পুষ্প তরে ভ্রমর উড়ি আইসএ তুরি।
মধুকরে দেঅ পুষ্প যাএ মধু ঝরি ॥
এ সকল বৃত্তান্ত কহে মধুরী মধুরী।
তা শুনিয়া ভএ জিনি গেল লাজে গাড়ি ॥

মনোহর মালতীর অকূল পিরীত।
গাহি [য়া] সকল লোক মন হরষিত ॥
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল।
দেশী ভাষাএ মুঞি পঞ্চালী ভণিল ॥
অন্ত অন্তে অন্ত রএ সিন্ধু তার পাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজিরার পাঁচ ॥
পণ্ডিত জনার ঘৃণা মূর্খের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুম সঞ্চারি ॥
মোহাম্মদ কবীরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব শেষে এই কূল ওই কল ॥

[মধুমালতী]

৷ সৈয়দ সুলতান ॥

আদমের যৌবন-স্বপ্ন

আদম সৃজন করি বহুল গৌরব ধরি
রাখিলেন্ত স্বর্গের মাঝার।
স্বর্গরক্ষিগণ সঙ্গে আনন্দ কৌতুক রঙ্গে
রহিলেন্ত সুখে আপনার ॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে কোকিলে পঞ্চম গাহে
পত্র সব বিজুলি প্রকাশ।
চারি দিকে তরুগণ যেহেন গহন বন
নদী সব বহে চারি পাশ ॥
গন্ধুম আঞ্জির আর ডালিম্ব সুশোভাকার
বদরী সুপক্ক বহুতর।
শমন বৃক্ষের পরে নানা পক্ষী নাদ করে
ডালে ডালে ফেরে নিরন্তর ॥
টঙ্গি সব উষ্ণতর অতি বড় মনোহর
তাতে শোভে দিব্য নারীগণ।
টঙ্গি সব মধ্যে যদি চতুর্দিকে বহে নদী
জলসব বহে অনুক্ষণ ॥
আদম সৃজন অতি দেখিয়া স্বর্গের ভাতি
সানন্দিত হইল অতি মন।
স্বর্গ মধ্যে সিংহাসন অতি সুশোভন
তথাতে করিলা আরোহণ ॥
নিদ্রা যায় মহামতি স্বপন দেখিলা অতি
বাম অস্থি হস্তে এক তান।
নিকলিল এক নারী নানা অলঙ্কার পরি
রহিয়াছে তান বিদ্যমান ॥
নিভোরে সে নিদ্রা যাইতে স্বপ্ন হইল যেন মতে
সেই মতে হইল প্রকাশ।
সেই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া এক নারী নিকলিয়া

বসিয়াছে তান ডান পাশ ॥
ভুবন মোহন বালা গঠন শোভন ভালা
মোহন মূরতি অতি বেশ।
নতুনা যৌবন বামা রূপে গুণে অনুপমা
যেন চন্দ্র উদয়ে বিশেষ ॥
যদি নিদ্রা ভঙ্গ হইলা আদমে চেতন পাইলা
জিজ্ঞাসিলা ফিরিস্তার ঠাঁই।
এহি নারী কোনজন এথা আইল কি কারণ
মোহ তুমি কহি দাও ভাই ॥
আদমে পুছিলা যবে ফিরিস্তাএ কহে তবে
জগতের মাতা এহি নারী।
তোহ্মার কারণে নারী সৃজিলা গৌরব ধরি
এহি জান জগৎ ঈশ্বরী ॥
দেখিয়া যে চন্দ্রমুখী আদম হইলা সুখী
এক দৃষ্টে চাহে নিরন্তর।
অন্যে অন্যে দেখা হইল আঁখি আঁখি মিলাইল
হৃদয়ে ফুটিলা কামশর ॥
প্রেমভাবে সে মজিয়া দণ্ডবত প্রণামিয়া
আদমে মাগিলা এহি বর।
এহি নারী দিব্যমান মোরে প্রভু দেয়ও দান
কৃপা কর মোহর উপর ॥

[নবী-বংশ]

নবী-বিদ্বেষ
রসুলের পদরেণু

একজন আরবের অন্ধ দুই আঁখি,
তাহার দুহিতা ছিল অতি শশিমুখী।
আপন বাপের আঁখি হইতে পসর,
অনুদিন ঔষধ দিতো কায়ে নিরন্তর।
অনেক ঔষধ করে নহ এ পসর,
দিনে দিনে নয়ান হইতে যাএ ঘোর।

আর দিন রসুল যাইতে পন্থ দিয়া,
নীবর পদের রেণু আনিল তুলিয়া।
সেই রেণু বাপের আঁখিতে একদিন দিল,
খণ্ডিয়া আঁখির ঘোর দেখিতে লাগিল।
দুহিতাক জিজ্ঞাসিল কি ঔষধ দিলা,
কি দিয়া আঁখি মোর ঘোর ঘুচাইলা।
জনকে বলিলা দুহিতা গুণবতী,
এই ঔষধের বাএ না জিজ্ঞাসএ অতি।
না কহিমু ঔষধের বারতা তোমাএ,
উদ্দেশ না দিমু তুমি পুছ সর্ব থাএ।
সে অন্ধে বলিল বেটি প্রসাদে তোমার,
খণ্ডিল আঁখির ঘোর মোর অন্ধিকার।
ঔষধের উদ্দেশ কহিয়া কেউ মোরে,
কি দিলা তুমি মোর আঁখির উপরে।
পাপীর বচন শুনি এড়াইতে নারিল,
বাপের সাক্ষাতে তবে কহিতে লাগিল।
বোলে মোহাম্মদ নবী যাইতে এই পন্থ ;
তাহান পদের রেণু তুলি লইলুম হাতে।
সেই রেণু তোমার আঁখিতে আমি দিলুম,
দর মোহাম্মদ নবী পরীক্ষি চাহিলুম।
এথেক শুনিয়া অন্ধে ক্রোধ হইল অতি
দুহিতারে মারিবারে লাগিলা ঘোর মতি।
বাপের দেখিয়া ক্রোধ ধাইলা দুহিতা,
পলাই রহিল গিয়া নারী সুচরিতা।
বাপে বোলে মোর আঁখির শ্রদ্ধা নাই,
রিপুর পদের ধূলি লাগিছে সেই ঠাঁই।
এ বলিয়া নিল এক ছুরি খরশান,
আপনার আঁখিত দিয়া কাটিল নয়ান।
শান্ত হইল মন আঁখি যদি সে ফেলিল,
অধিক হইল ব্যথা সওনে সুতিল।
পরের দিন প্রভাতে উঠিয়া নিদ্রা ছাড়ি,
দেখিয়া আপনা আঁখি পুনি আছে জড়ি।
পুনর্বার দুই আঁখি ফেলিল কাটিয়া,
নবী মোহাম্মদকে বহুল গালি দিয়া।
আর দিন প্রভাতে উঠিল যদি অন্ধ,

নয়ান যুগল লাগিয়াছে বন্ধে বন্ধ।
পুনরপি আনিআ যে খরশান ছুরি,
আনন যুগল আঁখি ফেলিলেক কারি।
এই মতে কতবার কাটিয়া ফেলিল,
পুনি পুনি আসি তার নয়ান জুড়িল।
যদি আর বার আঁখি কাটিতে লাগিল,
অন্তরক্ষা বলি তারে কহিতে লাগিল।
যদি খসাইল শতবার তার আঁখি,
জন্মিব তাহার আঁখি ব্যথা হও মুখি।
রসুলের পদের রেণুর প্রসাদে,
জন্মিব তোমার আঁখি কার্য নহে বাদে।
এথেক শুনিয়া অন্ধে প্রত্যয় করিলা,
তবে সে রসুল হেন মনেতে মানিলা।

[নবী-বংশ]

মেহ্‌রাজ

হেনকালে অনাদি নিধন করতার,
আদেশ করিয়া সব ফিরিস্তা আল্লার।
পৃথিবীতে মৃত্যু হইছে যত নরগণ,
বয়ঃ সবে মারে তারে পাপের কারণ।
দূতের প্রহারে সব করে কোলাহল,
জীববন্ত ডাক শুনি হওন্ত বিকল।
সে সকল আজি নিশি ন মারক আর,
সুখে নিদ্রা যাউক আজি গোচরে মাঝার।
নরকের অনল নিবাউক ভালমতে,
সুগন্ধি সৌরভ চিন্তউক পন্থেতে পন্থেতে।
না রাখিমু গন্ধর্ব সব নরকের মাঝ,
রমণীগণ নরকে করউক সাজ।
যেই পাপে যে লাঘব হইব পাপিগণ,
নরকেত সে সকল না কর স্থাপন।
বিহিস্তে করহ গিয়া আযুহ পশর,

বোল গিয়া হুর সবে করউক শৃঙ্গার।
আকাশেত প্রদীপ জ্বালাউক সারি সারি,
রাখাউক আকাশে সব অতি দীপ্তি করি।
আজি নিশি প্রথমে হউক অন্ধকার,
কেহ কারে ন চিনিউক যেন চিনিবার।
নিদ্রাএ পিড়ীত হউক যত নরগণ,
নিশি অন্ধকার হউক ঘুমে অচেতন।
জগতের মনে আজি জন্মিউক মনেতে সন্তোষ,
অতি সুখে নিদ্রা যাউক পরিতোষ।
আল্লার হুকুম শুনি যত ফিরিস্তাএ
আজ্ঞা অনুরূপে কর্ম করিল সভাএ।
এত শুনি যতেক ফিরিস্তা হইল ধন্দ,
অনুমান করে সবে প্রণয়ের বন্ধ।
জিব্রাইল মহাশয়ে হয়ে দণ্ডবত,
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন্ত প্রভুর অগ্রেত।
কিসকে এমত আজ্ঞা কৈলা নিরঞ্জন,
প্রণয়ে করিতে হেন কিবা হইল মন।
তবে প্রভু নিরঞ্জন সংসারের সার,
জিব্রাইল সাক্ষাদি লাগিলা কহিবার।
ওহি যে মোর সখা মোহাম্মদ নবি,
অনুক্ষণ তাহানে মনেতে ভাবি।
সে তাহানে মর্ত্য হোন্তে আনিমু এবাত,
দিবাম দর্শন আমি তাহান সাক্ষাৎ।
দুই মিত্র এক সিংহাসনেতে বসিমু,
অন্যে অন্যে ভাস্তি আমি আলাপ করিমু
আলাপিয়া যতেক ফিরিস্তাগণ যাই,
আমার সাক্ষাতে তানে কহিঅ বুঝাই।
রজব চান্দের আজি সাতাইশ রাত্রি,
এই রাত্রি থাকিতে শীঘ্রগতি।
ফিরিস্তা সকলে মিলি আন গিয়া তানে,
আজি একত্র বসিমু সিংহাসনে।

[নবী-বংশ]

সৈয়দ সুলতান

ওফাতে-রসুল

আজ্রাইল মহামতি আইল বায়ুর্র গতি
রছুলের পুরির দুয়ারে।
রছুলের নাম ধরি ডাকি কহে ভক্তি করি
আজ্ঞা মাগে যাইতে অন্তঃপুরে ॥
পএগাম্বরে ফাতেমারে কহিলেন্ত দেক্ষিবারে
দ্বারেত আসিছে কোন জন।
কি কারণে অন্তঃপুরে ডাকি কহে আসিবারে
বুঝ গিয়া তার বিবরণ ॥
রছুলের আজ্ঞা পাই ফাতেমা গেলেন্ত ধাই
দেক্ষিলা আরব একজন।
বিবি ফাতেমারে দেখি সতত চরিত্র লক্ষি
ছালাম করিলা সেইক্ষণ ॥
আরবের দেক্ষি মুখ জর্ম্মিল অধিক দুক্ষ
ভএ ভীত মনে ভাসি ডর।
হইয়া অতি কম্পমান বিচলিত হৈল জ্ঞান
ছালামের দিলা প্রত্যুত্তর ॥
বোলে আজ্ঞা দেও মোরে দেক্ষিবারে রছুলেরে
পুরি মধ্যে করিতে প্রবেশ।
বলিলেন্ত ফাতেমাএ যাইতে তুমি না জুয়াএ
রছুলের অসুখ বিশেষ ॥
তবে ফাতেমাএ যাই কহিল বাপের ঠাঁই
আরব আসিছে একজন।
আজ্ঞা মাগে আসিবারে তোমা দেখা করিবারে
কহিতে তো তোমাতে বচন ॥
শুনি দুহিতার বাণী নিজ মনে অনুমানি
রছুল কহিল ফাতেমারে।
সদা এ তোমার প্রতি মোহর গৌরব অতি
তোমার যে গৌরব মোহরে ॥
মোহর যে প্রাণের প্রাণ তুমি বিনে নাহি আন
তুমি মোর আক্ষির পুতুলি।
মোর চিত্ত বৃক্ষফল তুমি গন্ধ সুশীতল
হৃদয় লতার তুমি কলি ॥

যে জন আসিছে দ্বারে আরব না বোল তারে
এহি জন মৃত্যু অধিপতি।
বাপ রাখি পুত্র নিব বাপেরে সন্তাপ দিব
পুত্র থুইয়া বাপ নিব হরি ॥
তোমার বাপের জীব যে জনে হরিয়া নিব
হত পিতা করিব তোমারে।
আছাব্বা সভানেরে রাক্ষিওনা পএগাম্বরে
বিধবা করিব আএসারে ॥
হাছন হোছন দুই অন মাতামহ হই
রহিবেন্ত যাহার কারণ।
সেই জন আসিয়াছে আসিব মোহর কাছে
হরি নিব মোহর জীবন ॥
সাচানি আসিতে নারে মোহরে মান্যতা করে
না আইসে আজ্ঞা বিনে মোর।
যদি সে মাঞ্জাসন (?) থাকে না নড়াএ কোন পাকে
তাতে কেহ হইতে নারে দূরে ॥
বাপ মাএ ত থুই পুত্র কৈন্যা লৈয়া যাই
বাপ মাএরে দিয়া শোক।
ভাই হন্তে ভাইরে ভিন্য যে করএ অনুদিন
যে হরি লৈ যাএ উপভোগ ॥
নারীক বিধবা করি পতিক লৈ যাএ হরি
পতি রাক্ষি লৈ যাএ যুবতী।
মিত্র হন্তে মিত্র নিয়া মিত্রেরে সন্তাপ দিয়া
গৌরব না রাখে কনে প্রতি ॥
শুনহ ফাতেমা সুতা যে জনে কহিল কথা
তোমা সনে আরবের।
যারে দেক্ষি পাইলা ভয় সে লোক আরব নয়
সেই মৃত্যুপতি সর্ব দেশ ॥
এহি আজ্রাইল নাম আসিয়াছে মোর ঠাম
জীব মোর হরিতে কারণ।
তুমি তথা যাও চলি দ্বারে গিয়া দেও মেলি
বোল গিয়া আসিতে কারণ।
ফাতেমা এ দ্বারেত গেলা কপাট মেলিয়া দিলা
প্রবেশ করিলা আজ্রাইল।
রছুলের আগে আসি মনেত গৌরব বাসি

ভক্তিভাবে ছালাম করিল ॥
রছুলে বলিল ভাই কহ দেখি মোর ঠাঁই
কি কারণে করিছ পএয়ান।
ভোলাইতে তুমি মোরে আসিয়াছ মর ঘরে
নয়তু কিবা বাড়িতে জীবন ॥
রছুলের বাক্য শুনি কহিলা আজ্রাইলে পুনি
আজ্ঞা দিছে প্রভু করতার।
যদি আজ্ঞা কর তুমি প্রাণ কাড়িবারে আমি
আসিয়াছি গোচরে তোমার ॥
এত শুনি পএগাম্বর লাগিলেন্ত কহিবার
শোন আজ্রাইল মোহাশএ।
যদি মোরে ক্রেপা কর মোর এক বোল ধর
মোর প্রতি হইয়া সদএ ॥
জিজ্ঞাসিল দূতবরে কি আজ্ঞা করিবা মোরে
কহ জে রছুল মোহামতি।
ধরিমু তোমার বোল হইমু দাসের তুল
আজ্ঞা না লঙ্গিমু জান অতি ॥
রছুলে বলিলা ভাই কই যে তোমার ঠাঁই
জিবরিল জাবত আইসএ।
তাবত পরাণ মোর দেহতে না কর দূর
আইলে প্রাণ কাড়িও নির্চ্চয় ॥
ভাই জিবরিলের মুক্ষ দেক্ষিয়া খণ্ডিব দুক্ষ
য়ৈন্য ২ ছালাম করিমু।
দোহন নির্জনে বসি এক দুই কথা কহি
অবিনাস পুবেত জাইমু ॥

[ওফাতে রসুল]

॥ দোনা গাজি ॥

দানবী কবলে সয়ফুল মুলুক

জটিল সঙ্কট আর দৈবের নিবন্ধ ॥
জঙ্গীদেশী নর সব দানব বর্বর।
রাক্ষস প্রকৃতি করে মনুষ্য আহার ॥
বলহীন সাধু সব পান্থ যদি পায়।
ধন লুটে দ্রব্য নেয় নর ধরি খায় ॥
এক ডিঙ্গা কুমারের দেখিল অল্পবল।
বান্ধিয়া লুটিয়া নিতে আসিল সকল ॥
এক শত তরণী সাজিয়া পরিবার।
শীঘ্র গতি আইসে এই ডিঙ্গা ধরিবার ॥
কুমারে জানএ এহি সাধুগণ।
নিকটে আসিলে বার্তা পুছিব এখন ॥
তবণী রাখিল সেই সব অবসরে।
কাছে থাকি দুষ্ট সবে শরবৃষ্টি করে ॥
এবে সে জানিল এহি দুষ্ট বাটপার।
অস্ত্রহীন যুবরাজে কি করিব আর ॥
অস্ত্রহীন বলহীন ক্ষুধায় পীড়িত।
তৃষ্ণায় বিকল চিত্ত অতি শোকান্বিত ॥
স্মরিয়া পুরুষ দর্প উঠে এক লাপে।
মার মার করিয়া গর্জএ বীর দাপে ॥
এই দুই টোন সব সাক্ষাতে আছিল।
শরাঘাতে দুষ্ট সব প্রাণে সংহারিল ॥
অস্ত্রাঘাতে দুষ্ট সবে হইল বিকল।
ভঙ্গ দিয়া চাহিলেক কাটিতে সকল ॥
প্রাণ ভয়ে পলাইতে চাহে যত বীর।
এক ধনুকীর হাতে কটক অস্থির ॥
শরাঘাতে কম্পমান হইল সকল।
হস্ত হতে ধনুশর পড়িলেক জল॥

কেহ কেহ মহাতেজ তীক্ষ্ণ শর দেখি।
নয়ান মুদিত ভয়ে না মেলএ আঁখি ॥
কেহ কেহ সমুদ্রে পড়এ ঝাঁপ দিয়া।
জীবন তেজএ সেই সাগরে মজিয়া ॥
বাছি বাছি মারে অস্ত্র কর্ণধার শিরে।
ভ্রমিয়া পড়এ সব সাগর অন্তরে ॥
আর যত বীর সব পড়িল শর ঘাএ।
কেহ মুহি থাকে কেহ জীবন হারাএ ॥
কেহ কেহ পলাইয়া চাহেন্ত যাইতে।
কাণ্ডারী পড়িছে নৌকা লাগিল ভ্রমিতে॥
দুষ্ট জন বিকল অস্থির কলেবর।
নিবারিল কুমার টোনেতে যত শর ॥
শর নাহি কুমারে রহিল অতি স্তব্ধ।
কি করিব কোথা যাইব মুখেতে নাহি শব্দ ॥
দুষ্ট সবে জানিল কুমার হীনবল।
ধর ধর করি আসি বেড়িল সকল ॥
ধরিবারে নায়ে আসি চড়ে দুষ্টজন।
সুকিট ঘাতে কুমারে মারিল বহু দুষ্টজন ॥
কি করিতে পারে একে আনের সহিত।
অস্ত্রহীনে বিশেষ বুঝিব কোন মত ॥
পূর্বে যত লোক ছিল কুমারের সঙ্গে।
আছিল পঞ্চাশজন বাঁচিয়া তরঙ্গে ॥
বিংশতি জন মাত্র আছিল পরাণে।
লই গেল দুষ্ট সবে আপনা ভুবনে ॥
পথে পথে কুমারে নিতে দুষ্টগণ।
উপহাস্য করিয়া কহে তাড়না বচন ॥
বোলে তুমি একাক মারিলে এত লোক।
তোকে খাই শুধিব সে সবের শোক ॥
কেহ বলে ইক্ষণে খাইব তাহারে।
কেহ বোলে লই যাইব রাজার গোচরে ॥
কেহ বোলে কত খাই কত লই যাই।
কেহ বলে দোষী হইবা নৃপতির ঠাঁই ॥
সকল লইয়া যাইব নৃপতির সমাজ।
করিব আদেশ যেই করে মহারাজ ॥
নৃপতি আদেশে অংশ করি একজন।

যার যেই অংশ পাঠাইল স্থানে স্থান ॥
রাজকন্যা অংশেত পড়িল তিন জন।
কুমার পরবতি তথায় পাঠাএ তখন ॥
একজনে লই গেল সেই তিন জন।
রাজসুতা গোচরে করিলা নিবেদন ॥
কহিলা সমুদ্রে আজি করি বাটআরি।
কত জন পন্থ হতে আনিআছি ধরি ॥
সে সকল জন রাজাএ দিল বিবর্ত্তিয়া।
এ তিন খাইতে তোমা দিল পাঠাইয়া ॥
এত কহি সে সব কন্যার কাছে দিয়া।
রাজার গোচর দূত গেলেক চলিয়া ॥
জঙ্গীরাজসুতা যদি কুমার দেখিল।
দৃষ্টমাত্র তার রূপে নয়ন মুদিল ॥
সে দেশে পুরুষ লোক কব নাহি হএ।
জন্মাবধি হেন রূপ না দেখি আছএ ॥
বিশেষ কুমার রূপে মোহে ত্রিভুবন।
একে অপরূপ দেখি কুরূপ মোহন ॥
রক্তিম আবেশ অতি মত্ত অতিশয়।
এক দৃষ্টে কুমার বদন নিরীক্ষয় ॥
লোকলাজে ব্যক্ত করি কিছু না কহিল।
আপনা উদ্যানে নিয়া লুকাইয়া রাখিল ॥
নৃপতির আগে কহি পাঠায় এক চর।
শান্ত হইলাম অতি খাই তিন নর ॥
গৌরব করিয়া বহু রতির আবেশ।
খাইবারে বহু দ্রব্য পাঠায় বিশেষ ॥
অনেক দিবস ধরি ক্ষুধাএ বিকল।
ভাল দ্রব্য খাই সব শান্তস বিকল ॥
সর্বক্ষণ ভাল দ্রব্য নানা উপহার।
পাঠাইয়া দেয়ন্ত কুমারে খাইবার ॥
কুমারে খায়ন্ত স্মরি প্রভু করতার।
যে ইচ্ছা সেই প্রভু করিবা উদ্ধার ॥
কুমার রক্ষিতা (রক্ষণ) হেতু দূত কতজন
পাঠাইল রাজকন্যা করিতে যতন ॥
এহি মতে কত দিন বহিয়া যায়।
রাজসুতা আসিতে সময় নাহি পায় ॥

আর দিন হই কামাতুরা মন।
আসিল কুমার পাশে তেজি নিজ স্থান ॥
মদপানে মত্ত হই মদনে বিভোর।
নিশিযোগে আসিল যে হেন নিশাচোর ॥
কুমার নিকটে আসি হইল উপস্থিত।
দেখিয়া কুমারে ভয় পায় আচম্বিত ॥
জন্মাবধি নাই দেখ আছএ কুমার।
হেন ভয়ঙ্কর মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর ॥
পর্বত শিখর শিরকেশ খোপা।
নারিকেল ছোপরাএ বান্ধিয়াছে খোপা ॥
করবীর কন্যা হেন শ্রবণ যুগল।
গাঁথিয়া শামুক সারি দিয়াছে কুণ্ডল ॥
ওষ্ঠ গ্রীবা জিনি তার উষ্ণ অতি গলা।
বুসুন পুরুণ গাঁথি সারি সারি মালা ॥
পিঙ্গল যুগল ভুরু বিকৃত আকার।
রক্ত বর্ণ দুই আঁখি গহীন মাজার ॥
নাসা অতি দুই গজ উষ্ণ বহুতর।
প্রসিদ্ধ সুড়ঙ্গ হই তাহার ভিতর ॥
নাসা হতে অন্তরে লোম নিকালিয়া।
দুই গোফ সম দুই ভিতে আছে গিয়া ॥
বাম নাকে বিন্ধা করি দিয়াছে কড়ি।
বড় বড় কড়ি সবে করে মড় মড়ি ॥
নাসা জিনি উর্ধ্ব ওষ্ঠ উষ্ণ এক হাত।
মোড়াদি নিকলি আছে বড় বড় দাঁত ॥
জন্মাবধি ময়লা সব বাধিয়াছে দাঁতে।
করএ বিষ্ঠার গন্ধ বচন কহিতে ॥
হস্তীর শরীরে যেন খসখস ধার।
সর্ব অঙ্গে লোম অতি ভাল্লুক আকার ॥
বগলের লোম আছে কটিতে লাগিয়া।
ঘেন্নায় তরাসে তার কম্পিত রহু হিয়া ॥
কুমার ত্রাসিত হইল দেখি সেই নারী।
অধিক গৌরব করি সেই দুরাচারী ॥
মধুর বচন কহে কুমার সমুখ।
হস্তে ধরি বৈসাইল আপনা সমুখ ॥
খাইব্যারে ভাল দ্রব্য দিল উপহার।

কলস ভরিয়া মদ দিল খাইবার ॥
কুমারে খাইতে নারে এক বা কোটরী।
শতেক কলস পিয়ে সেই নিশাচরী ॥
মদে মত্ত কামে মত্ত হইয়া বিভোল।
কুমার গলাএ ধরি দিতে চাহে কোল ॥
ঘৃণায় তরাসে দূরে যায় যুবরাজ।
কুমারে টানিয়া লইতে চাহে কোল মাঝ ॥
বলিল আমার প্রতি না ভাবিয়া ডর।
মজিল আমার চিত্ত তোমার উপর ॥
মোর রূপে শতে শতে নৃপতি সকল।
পাগল চঞ্চল মতি আকুল বিকল ॥
কাহাতে আমার মন কব না রুচিল।
তোমা রূপে মোর মতি সদাএ মোহিল ॥
তুমি বোল এতদিন কোথায় আছিলা।
আমাকে না দেখি নিশি কেমন বঞ্চিলা ॥
কেমতে খাইলা অন্ন কেমতে সুতিলা।
দিবা নিশি মুই বিনে কেমতে রহিলা ॥
কেমন সঙ্কটে তুমি গোঙাইলা নিশি।
কেমতে বিকট দিন গোঞাইলা বসি ॥
কুমারে ঘৃণায় ছিল আকুল জীবন।
বিশেষ পরীর রূপে মজি ছিল মন ॥
শত শত চিত্র আর লক্ষ লক্ষ নারী।
দেখাইল পিতা বাজা বহু যত্ন করি ॥
সে যে অপরূপে বাঞ্ছা না পুরি আছিল।
কার রূপ কিঞ্চিত তাহাতে না আছিল ॥
মিত্রশোকে প্রিয়াশোকে ছিলা শোকান্বিত।
তাহাতে এ বাক্য শুনি হইল বিষাদিত ॥
শোকে দুঃখে বিকল ঘৃণায় অতিশয়।
প্রাণ আশা ছাড়িল মৃত্যুর নাহি ভয় ॥

[সায়ফুল মুলুক]

॥ হাজি মুহম্মদ ॥

ভেদাভেদ তত্ত্ব

জাত সিফত ছিল গোপত ভাণ্ডার।
জাত হোন্তে সিফত হইল পরচার ॥
আপনা খোয়াস্ত আল্লা করিলা যেখন।
আপনারে আপে ব্যক্ত করিতে কারণ ॥
জাত হোন্তে করিলেক সিফত বাহির।
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন হইল জাহির ॥
জাত সিফতে সেই নূর অনুপাম।
নূর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নাম ॥
আপনারে দোস্ত হেন তাহারে বলিলা।
সেই নূর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা ॥
এক হোন্তে হইল দুই দুই হোন্তে সকল।
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল ॥
ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হএ।
একে হএ তিন জান তিনে এক হএ ॥
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে!
তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যাএ ॥
তেন মত জানিঅ যে আল্লা আর বান্দা।
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা ॥
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কাএ।
তেন রূপে জানিঅ সে বান্দা আর খোদাএ ॥
খোদা আর বান্দা জান কিছু ভিন্ন নহে।
তথাপি বান্দারে জান না বোল খোদাএ ॥
দরিয়ার পানি যেন গৌর সে উথলে।
গৌররে দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে ॥
সিন্ধু ঢেউ বিন্দু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে।
সেই সিন্ধু উথলিলে গৌর নাম হএ ॥
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ।
আল্লা হোন্তে বান্দা সব কেহ ভিন্ন নহে ॥

বান্দাহীন নাম মাত্র আপনে সকল।
গৌর হেন নাম মাত্র হএ সর্বজল ॥
সর্বরূপে ধরি আপে রাখিয়াছে নাম।
আপে মূর্তি ধরি করে আপনার কাম ॥
আপনে করেন সব সে বান্দার।
মিছা কাজে করিয়াছে সকল সংসার ॥
তুমি আমি নাম মাত্র সকল সেই সে।
নানা রূপে করে কেলি নানান যে বেশে ॥
আল্লা হোন্তে বান্দা জান কভু ভিন্ন নহে।
বান্দার পীড়নে সে আল্লারে না পীড়এ ॥
তাহার দর্শন কহি শুন দিয়া মন।
পৃথিবীত ব্যক্ত যেন দেখে সর্বজন ॥
সাগরের পানি যেন বাতাসে উথলিল।
সাগরের পানি তবে ঢেউ নাম হইল ॥
ঢেউ আর পানি ভিন্ন নহে কদাচন।
সাগরের পানি তাহা বলে সর্বজন ॥
ঢেউরে সাগরে হেন বোলন না যাএ।
ঢেউ আর সাগর একই পানি হএ ॥
সাগরের হোন্তে সর্ব ঢেউ জনমএ।
ঢেউ মইলে কভু সাগর না মরএ ॥
ঢেউ সাগর যেন কিছু ভিন্ন নহে।
তেন মতে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ ॥
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইছে উৎপন।
খোদা আর বান্দা ভিন্ন নহে কথাচন ॥
আল্লার বান্দা জানিঅ বান্দা খোদাএ।
গাছ আর ফল যেন হএ এক কাএ ॥
তথাপি ফলের দুঃখে গাছ দুঃখী নহে।
ফল মইলে কভু জান গাছ না মরএ ॥
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ।
বান্দার দুঃখেত কভু খোদা দুঃখী নহে ॥
বান্দার আজারে কভু খোদা না পীড়এ।
বান্দার মরণে কভু খোদা না মরএ ॥
আছিল আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ।
জন্ম মৃত্যু নাহি তান আওনা গমন ॥

[শরীয়ৎ]

॥ ফতেহ্ খান ॥

বিরহ বেদনা

প্রাণ সই কি কহব হাম হতভাগী
দুঃসহ মদন শবে দহে মোরে নিরন্তরে
উঠি বসি নিশি রহোঁ জাগি।
বসন্ত খরিএ গেল পাউকের ঋত ভেল
এবেহ না আইসে পিউ মেরা।
ঘন ঘন গরজন বিজুলি চমকে ঘন
দশ দিশে বহে ঘন ধারা।
কুলীশ দাদুরী নাদ পাপী অতি পরমাদ
কুসুমে পরশে তনু বাম্পে।
মৃগমদ সৌরভ চন্দন পরিমল
পিয়া বিনে সকল সন্তাপে।
কি এ বিধি ভেল বাম পিয়া গেল দূর ধাম
তনু সে যৌবন গেল ভারা।
যদি সে না মিলে পিউ অনলে তেজিমু জীউ
পিউ বিনে সব আন্ধিয়ারা।
কহে ফতে খানে সখি উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুক্ত ইবরাহিম খান।
ভব কল্প-তরু জানহ আমার
পীর মীর শাহ্ সুলতান।

শেখ চান্দ ॥

আমিনার রূপ

অঞ্জন রঞ্জিত হৈল নয়নের কোলে।
পদ 'পরে ভোমরায় মধুলোভে ভোলে ॥
নাসিকা শোভয় যেন এক তিল ফুল।
বেশর শোভয় তাতে মুকুতা-হিন্দোল ॥
গৃধিনী পক্ষিণী জিনি শ্রবন শোভিত।
মনিময় কুণ্ডল আছে তাতে বিরাজিত ॥
সুন্দর তিলকের চন্দনের বিন্দু।
সূর্য আচ্ছাদিয়া যেন রহিয়াছে ইন্দু ॥
চাঁচর চিকুর দেখি' চামরী লজ্জিত।
তাতে বেণী শোভা করে ভুজঙ্গী সহিত ॥
রক্তবর্ণ অধর জিনিয়া বিম্ব ফল।
মুকুতার হার জিনি' দশন-বিমল ॥
মৃণাল জিনিয়া শোভিয়াছে দুই কর।
কেয়ূর কঙ্কন তাতে দেখিতে সুন্দর ॥
বক্ষমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত।
যার গন্ধে দশ দিক করে আমোদিত ॥
গ্রীবা 'পরে শোভিয়াছে মনি-রত্নহার।
দিনমনি দীপ্তি পায়, হরে অন্ধকার ॥
মৃগরাজ-মধ্য জিনি কটি অতি ক্ষীণি।
উরুযুগ সুললিত রামরম্ভা জিনি ॥
চরণ শোভয় মনিময় বৃক্ষরাজ।
কনক নূপুর তাতে অধিক বিরাজ ॥

বিরহিণীর খেদ

সব ঋতু সঙ্গে আইল রসভঙ্গ সহিত
বিরহিণী ক্ষীণ তনু মদনে চিন্তিত।
আইল বসন্ত ঋতু লইয়া নব শর
মনোজ সারথি লইয়া সঙ্গে,
তরু সব হরষিত সতত যে পুলকিত
দশ দিক শোভে নানা রঙ্গে।
ফির এ কন্দর্পবর হাতে লইয়া ধনুশর
সমীর তুরঙ্গে সেয়ার,
নানা তরুলতা ফুলে শিরীষ চামর দোলে
ষটপদ যন্ত্রের ঝঙ্কার।
কহে আফজল হিতে বরিখ মাধবী ঋত
নিবারিতে কাম দুঃশাসন।
সৈয়দ ফিরোজ শাহা সুধাময় অবগাহা
ভজ সখী সুরঙ্গ চরণ।

॥ সতের শতক ॥

॥ মুহম্মদ আকিল ॥

মুসার জিজ্ঞাসা

পুনরপি বোলে মুসা শুন করতার
আর কিছু নিবেদিমু চরণে তোহ্মার।
রবি শশী আদি করি যথ জীবগণ
দিবস রজনী সব নিদ্রা অচেতন।
নিদ্রাএ সৃজিলা প্রভু চৈতন্য হরিতে
সর্বজীব নিদ্রা যাএ পড়িয়া ভূমিতে।
নিদ্রাএ ব্যাপিত কৈলা সকল সংসার
কোন সমে নিদ্রা তুহ্মি যাও করতার।
বাঙা পাএ নিবেদিতে মনে বাসি ভয়
সদয় হইয়া মোরে কহ দয়াময়।
নিবেদন মুসার শুনিয়া করতার
কৃপাযুক্ত হইয়া লাগিলা কহিবার।
প্রভু বোলে শুন মুসা আহ্মার বচন
সাবধান হই শুন পরম কথন।
আবের কটোরা মুসা ভরি লও হাতে
করজোড়ে দাণ্ডাইয়া রহ এহি মতে।
তবেত থাকিবা খাড়া আহ্মার সাক্ষাতে
এহার উত্তর আহ্মি দিবাম পশ্চাতে।
শুনিয়া প্রভুর বাণী মুসা পয়গাম্বর
হুকুমে রহিল গিয়া প্রভুর গোচর।
হেনকালে হকতালার হুকুম হৈল
মুসাকে আসিয়া ত্বরা নিদ্রাএ চাপিল।
আল্লার হুকুমে যদি নিদ্রাএ চাপিল
আবের কটোরা মুসার হস্তে থু পড়িল।

চক্ষু মেলি চাহে মুসা শূন্য দুই হাত
তখনে ডাকিয়া বোলে ত্রিলোকের নাথ।

এহি মতে জান মুসা কি কহিমু আর
আহ্মি নিদ্রা গেলে জান দুনিয়া অসার।
নিদ্রা নাহি আহ্মার ভাবিয়া চাহ মনে
আহ্মি নিদ্রা গেলে সৃষ্টি রাখিবেক কনে।
আহ্মি যদি তিলমাত্র ফিরাই নয়ন
খান খান হএ আহ্মার জমীন-আসমান।
সপ্তদ্বীপ বিনিস্তম্ভে রহিছে এহি মতে
বিনি লক্ষ্য রাখিয়াছি নয়নের জোতে।
প্রভুর বচনে মুসা হৈল চমককার
লাজ ভয় তেজিয়া জিজ্ঞাসে আরবার।
পুনরপি বোলে মুসা শুন করতার
আর কিছু নিবেদিমু চরণে তোহ্মার।
আঠার হাজার আলম করিলা নির্মাণ
রবি শশী গ্রহ আদি জমীন-আসমান।
নদনদী তরুলতা পশু পক্ষিগণ
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি সকল ভুবন।
এহি নিবেদন করি চরণে তোহ্মার
সকল দেখিয়া আহ্মি আসি একবার।

নিবেদন মুসার শুনিয়া করতার
কৃপাযুক্ত হইয়া লাগিল কহিবার।
প্রভু বোলে শুন মুসা আহ্মার বচন
সাবধান হই শুন পরম কথন।
প্রভু বোলে না পারিবা এই কর্মভার
আহ্মি বিনে পরিনির্ণ কে করিব আর।

পৃথিবীর পরিনির্ণ যথ স্থানস্থিতি
আহ্মি বিনে কে পারিব কাহার শকতি।
মুসা বোলে যদি প্রভু তোহ্মা আজ্ঞা পাই
পরিনির্ণ করি আহ্মি আসি দুনিয়াই।
প্রভু বোলে আজ্ঞা দিলুঁ আইসহ ভ্রমিয়া
পাইবে উচিত ফল পাছে বিমর্শিয়া।

তবে আজ্ঞা পাই মুসা চলিলা সত্বর
কত দূর গেল যদি মুসা পয়গাম্বর।

হেনকালে সমুখেত দেখে সরোবর
দুগ্ধবর্ণ জল দেখে হুকুম লহর।
নানা বর্ণ পুষ্প সব সুগন্ধি প্রকাশে
হাজারে হাজারে আণ্ডা পানি মধ্যে ভাসে।
মুসা বোলে হেন পক্ষী আছে পৃথিবীত
এত আণ্ডা প্রসবিছে নাহি পরিমিত।
হেনকালে হকতা'লার হুকুম হৈল
এক আণ্ডাএ শির দিতে মুসারে বুলিল।
আল্লার আদেশে মুসা মন করি স্থির
প্রভুর বচন শুনি আণ্ডাএ দিল শির।

আল্লার যে ছায়াবাজি কে বুঝিতে পারে
অবিলম্বে গেল মুসা আণ্ডার ভিতরে।
আণ্ডার অন্তরে যদি গেল পয়গাম্বর
রবি শশী আদি দেখএ সপ্ত সাগর।
স্থল দেখে জল দেখে গগন কানন
সর্ব জীব চলাচল পবন হুতাশন।
দেও পরী পশুপক্ষী নানা জাতি নব
দেখিয়া শুনিয়া মুসা হইল ফাঁকর।
কার শক্তি কেবা পারে প্রভুর প্রবন্ধ
ভাবিতে চিন্তিতে মুসা হই গেল ধন্ধ।
সতের হাজার বৎসর তথাএ ভ্রমিল
প্রভুর মহিমা হেন নিশ্চয় জানিল।
অপরাধী হই মুসা মাগে পরিহার
তোহ্মার অগ্রেত মুই হৈলুঁ গুনাগার।
এক সরোবর মধ্যে এত আণ্ডা ছিল
এক আণ্ডা শির দিয়া সকল বুঝিল।
সতের হাজার বৎসর তাহাতে ভ্রমিলুঁ
এক আণ্ডাএ পরিনির্ণ করিতে নারিলুঁ
আল্লার আলম তাথ আঠার হাজার
কে পারিব পরিনির্ণ শকতি কাহার।

সরোবর মধ্যে আণ্ডা ভাসএ এতেক
আঠার হাজার আলমে না জানি কতেক।
তোহ্মার গুণের প্রভু নাহিক উপমা

মুহম্মদ আকিল

তুহ্মি সে সকল জান তোহ্মার মহিমা।
তোহ্মার চরণে প্রভু মাগি পরিহার
অপরাধ ক্ষমি মোরে করহ উদ্ধার।
হৃদয় রসেতে মুসা হইল কম্পিত
তুহ্মি সে আপনে জান তোহ্মার মাহাত্ম্য।

[মুসা নাম]

চন্দ্রানীর ক্ষোভ

তথাতে চন্দ্রানী সঙ্গে বামন কুমার।
মালতীর সঙ্গে যেন মর্কট বিহার ॥
নৃত্যগীতে অর্ধরাত্রি জাগে পৌরজন।
তার শেষে নিদ্রাচোরে হরিল চেতন ॥
নিদ্রা-মদে মত্ত যদি হৈল সখী সব।
খাট অন্তে উঠে বীর যেন খর্ব শব ॥
প্রদীপ নিবারি বীর বিস্তারি বসন।
ভূত প্রায় খাট হেটে করিল শয়ন ॥
তা দেখিয়া কুমারী বিস্ময় বড় মনে।
নিদ্রা-সূত্র-বন্ধনে বিভোল পরিজনে ॥
মদন বেদনে কন্যা জাগে একসর।
চক্ষেতে না আইসে নিদ্রা হৃদয় ফাপর ॥
সঙ্গী হেন নাহি কেহ কহিতে সরম।
পশুপ্রায় নিদ্রা যায় স্বামী নরাধম ॥
আছউক কেলি কলা রভস সুরতি।
ভার্যাভাবে উত্তর না দিল মূঢ়মতি ॥
আপনে আপনে কন্যা করয়ে বিলাপ।
কাহাকে কহিমু মুই মনের সন্তাপ ॥
কোন্ বিধি পূর্ব জন্মে দিল মোরে শাপ।
কিবা উপনীত হৈল কর্মফল পাপ ॥
হাহা বিধি কি কহিমু কারে দিমু দোষ।
মোর কর্মফলে পতি খর্ব কাপুরুষ ॥
সৃজিয়া আপনি কেনে প্রজাপতি ভোর।
বলেহ না করৌ বিধি শুকে বকে জোড় ॥
কোথা রতি কোথা কাম কোথা পত্নী পতি।
খঞ্জনে বায়সে কোথা একত্রে বসতি ॥
বয়সী চন্দ্রানী নারী বামন বিরস।

ভস্ম শ্মশানেত দৈবে মজাইলু পায়স ॥
কথঞ্চিৎ দুঃখে ক্লেশে নিশি হৈল শেষ ।
প্রবোধ না পায় বালা বিলাপে বিশেষ ॥
সন্তাপে কহয়ে বালা মোর হৈল মইল ।
উঠ উঠ সখী সব রজনী পোহাইল ॥
এ বলিয়া চন্দ্ররাণী করয়ে ক্রন্দন ।
জাগিল সকল সখী উঠিল বামন ॥
নিদ্রা হন্তে উঠে বীরে লৈল ধনুশর ।
পশুবধে সিংহ যেন যায় বনান্তর ॥
ভার্যাভাবে কুমারীকে না দিল উত্তর ।
বচন সন্দেশ পুনি হইল দুষ্কর ॥
ধাই সঙ্গে মহাদেবী আসিয়া সত্বর ।
কুমারীকে সন্তোষার্থে বুঝাই বিস্তর ॥
যদি প্রীতি না করে বামন মূর্খ শঠ ।
ধাই গিয়া বুঝিবেক তাহার কপট ॥
মহাদেবী বচন শুনিয়া সে কুমারী ।
গদগদ নিবেদন্ত মর্ম আপনারি ॥
বারে বারে সখী পাঠাইনু তার ঠাঁই ।
ধাই পাঠাইব পুনি পূর্ব প্রীতি চাই ॥
সখীগণ সঙ্গে তাকে পূজিল বিস্তর ।
বিদ্যাধরীগণে যেন পূজে পুরন্দর ॥
স্বামীভাবে আপ্তভাব করি বহুতর ।
সেবিনু তাহারে যেন প্রত্যক্ষ শঙ্কর ॥
মাতাপিতা তাকে মোকে দেখি একস্থানে ।
নিজপুরে প্রবেশিল মঙ্গল বিধানে ॥
তথাপিহ মোকে না কহিল দুই বচন ।
আচৌক রমনী কেলি সুরতি শয়ন ॥
সহজে বর্বর পতি মূর্খ দুরাচার ।
তার সনে মোহর সঙ্গম নাহি আর ॥
তাহার মোহর প্রেম সূত্র ছিন্ন ভাব ।
অন্যে অন্যে আজি হন্তে হইল সন্তাপ ॥
মহিষী বলেন্ত শুনি কুমারী বিষাদ ।
রাজসুতা-কাতরতা রাজ্যের প্রমাদ ॥
বুঝিমু সকল মর্ম পাঠাইয়া ধাই ।
এ বলিয়া মহাদেবী দিলেন পাঠাই ॥

ঝাটে চল ধাই তুমি বুঝিয়া রহস্য।
পরম বিরোধ, কিবা কার্যেত আলস্য ॥
মহিষী আদেশ ধাই শুনিয়া সত্বর।
চলি গেলা যথাতে কুমার ধনুর্ধর ॥
কুমারে দেখিল যদি ধাইর বদন।
সম্ভ্রমে নোয়াই শির রহিল বামন ॥
বচনে পণ্ডিত ধাই হৃদয় বিষাদ।
কুমার সম্বোধি কহে কুমারী-সংবাদ ॥
যত ইতি মহিষী গঞ্জিলা জামতারে।
সে সব কহন্ত ধাই, শুনয় কুমারে ॥
রাজবংশে জন্মিয়া না বুঝ হিতাহিত।
বলবন্ত হৈয়া কর বুদ্ধি বিপরীত ॥
রাখিতে না পার ভার্যা রতি-রস-ছলে।
পৃথিবী পালিবা কোন্ বীর্য-বুদ্ধি-বলে ॥
উদার চরিত্র হৈয়া পাতিলা প্রমাদ।
প্রাণসম ভার্যা সনে বাড়াই বিবাদ ॥
মহাবলী বীর্যশালী হেন কর গর্ব।
রূপে সে বামন হৈলা বুদ্ধি কেন খর্ব ॥
বিপরীত বুদ্ধি হৈয়া পড়িলা সংশয়।
ছাড়িয়া নরেন্দ্র পদ বনেত নিলয় ॥
বলে কোন্ কার্য, যদি না জানে উপায়।
ভাগ্যে রত্ন দিলে সেই খাইতে না পায় ॥
ভাগ্যে কোন্ কার্য, যদি না জানে উদ্যোগ।
তাল-ফল নহে জেনো বায়সের ভোগ ॥
মহতের ভার্যা প্রাণ, সম দুই অন্তর।
প্রেম ভাবে গৌরী অঙ্গ প্রত্যক্ষ শঙ্কর ॥
ভার্যা হেতু পঞ্চভাই প্রবেশিল বনে।
জগৎ-মাধুরী ভার্যা পুরুষ কারণে ॥
ভার্যা বিনে পাটেত না শোভে নরপতি।
স্ত্রী বিনে পুরুষের কোথাতে বসতি ॥
মৎস্য যেন জিয়ে সুখে সুশীতল জলে।
সুপুরুষ পুলকিত সুকামিনী কোলে ॥
কাপুরুষ না শোভয় রমণী সম্পাশ।
লবণ উদকে নহে কুমুদ বিকাশ ॥
তুমি কেন ভার্যা তেজ অবোধের প্রায়।

অক্ষয় অমৃত নিধি ঠেল দুই পায় ॥
যদি চাহ রাজপদ উন্নতি ঐশ্বর্য।
মানাই আপন ভার্যা সুখে ভুঞ্জ রাজ্য ॥
গুরুজন সুহৃদের ধরহ নিষেধ।
ভার্যার বিচ্ছেদ হেতু পাছে পাইবা খেদ ॥
বৃথা তুমি পড়িলা পুরাণ ইতিহাস।
না বুঝিলা রতি-শাস্ত্র স্ত্রী উপহাস ॥
সেই ভাল দেখ সেই কর নিরাতঙ্ক।
স্ত্রী কুলে না রাখিও পুরুষ-কলঙ্ক ॥
এসব কহিল তোর মহিষী শাশুড়ী।
যথোচিত কর নিজ ধর্ম অনুসরি ॥
এতেক তোমার যোগ্য না হবে কুমারী।
মণ্ডূকের ভোগ কোথা অমৃত মাধুরী ॥
কুমারীহ তোমাকে কহিল পুনি পুনি।
পশু বধে কোন্ পুণ্য বুঝ মনে গুণি ॥
চন্দ্ররানী ঘরে থুই তুমি বনে মতি।
ছাড়িয়া রত্নের হার গুঞ্জাতে আরতি ॥
পশু হন্তে অধিক হও তুমি মূঢ় মতি।
ধন্য পশুজাতি সেহ না ছাড়ে দম্পতি ॥
যুবরাজ হৈয়া ব্যাধ-কর্মেত যতন।
গৃহকার্য না চিন্তিলা গুরুর গঞ্জন ॥
কোথা তোর ধর্ম কর্ম কোথা সুচরিত।
নপুংসক আকৃতি তুমি রমণী বর্জিত ॥
এতেকেহ লজ্জা নাহি কি বলিব আন।
তোর প্রতি দুম্‌দুমির শব্দের নিশান ॥
পৃথিবী বিখ্যাত বীর বামনের ভার্যা।
অন্তর্গত শূন্য ফল যেন হীন মজ্জা ॥
যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেত ধর্মকথা বেশ্যাকে ভর্ৎসনা ॥
বুদ্ধিশিখা ধাই সর্ব কর্মেত নিপুণ।
একগুণ সংবাদ কহিল শতগুণ ॥
ধাইর বচনে বীর ক্রোধে প্রজ্জলিত।
মূর্খ দর্পে কহে কথা হৃদয় কম্পিত ॥
পৃথিবী জিনিল আমি নিজ বাহুবলে।
স্ত্রী হৈয়া মোকে পুনি পুনি নিন্দা বোলে ॥

মোহর বচন ধাই শুন সাবধান।
বুদ্ধিশিখা ধাই তুমি জননী সমান ॥
শাশুড়ীকে কৈও মোর সহস্র প্রণাম।
তাহান গঞ্জনা মোর প্রীতি মনস্কাম ॥
করিনু প্রতিজ্ঞা ধাই তোমার বিদিত।
কুমারী-সম্পাশে আজ যাইমু নিশ্চিত ॥
চন্দ্রানীকে অপরাধ ক্ষমিতে বলিবা।
পুনর্বার হৈলে যেই জান সে করিবা ॥
ধাই যদি শুনিলেক কুমার উত্তর।
সত্বরে চলিয়া গেল মহিষী গোচর ॥
কুমারী মহিষী দোহে আছে সভা করি।
কহে ধাই বার্তা মহাদেবী নমস্কারি ॥
তোমার গঞ্জনা আদি কুমারী সংবাদ
একে এতে শতগুণ কহিনুঁ তাহাত ॥
তাকে না দেখিলুঁ ক্রীড়া চাতুরী-কারণ।
সর্বভাবে শুদ্ধমতি অবোধ বামন ॥
শুদ্ধভাবে মহিষীকে জানাইল প্রণাম।
অপরাধ ক্ষমিতে কহিল রানী-ঠাম ॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীরে মোহর বিদিত।
চন্দ্রানী সম্পাশে অদ্য আসিব নিশ্চিত ॥
ধাই মুখে মহিষী জামতা-বার্তা শুনি।
নৃপতিকে কহে বার্তা অবসাদ গুণি ॥
দুহিতা বিরহ রাজা শুনিয়া শ্রবণে।
রাজসুখ বিষ লাগে কুমারী কারণে ॥
বৃদ্ধকাল হৈল মোর জীবন সংশয়।
কন্যা অনুযুক্ত নহে জামতা দুর্জয় ॥
ভুবন বিদিত বীর জানে সর্বলোক।
জামতা পালয় ভূমি মুই করি ভোগ ॥
যাহার নামের শব্দে কম্পে শত্রুগণ।
নামে সে নৃপতি মুই ভূপাল বামন ॥
মুখ্য বীর বামন বিখ্যাত মহীতলে।
তাহার প্রসাদে ভূমি ভুঞ্জি বৃদ্ধকালে ॥
এত শুনি নৃপ আদেশিলা সৈন্যগণ।
আশু বাড়ি আন গিয়া জামতা বামন ॥
শ্রীযুত আশরফ খান বিনোদ ঠাকুর।

শুচিরুচি মন যেন হীরার মুকুর ॥
মূর্তিময় রূপবন্ত রুচি ঘনশ্যাম।
পদে পদে পদ লৈয়া যাহার বিশ্রাম ॥
[সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী]

মালিনী-ময়নার আলাপ

[মালিনীর উক্তি]

(কামিনী), ফাগুনে ফাগু বিলাসা।
চৌদিকে সুন্দরী ফাগু আঞ্জে ভরি,
ধাবয় মদন পিয়াসা ॥
ফাগুনে দেখ সখি, ফাগুনের রঙ্গ
সবে মিলি ফাগু বসাই।
রতি রস খেলাই, প্রিয়া পানে চাই,
আনন্দ উৎসব বহাই ॥
লাল কুসুম্ব রেণু লাল সিন্দুর জনু
লাল সব তনু সাজে।
সব যেন লাল কুসুম্ব বিকশিল
পান্তরে পন্থেত বিরাজে ॥
নিশি নিশাকরে বরিখয় আহারে,
সঙ্কারে মধুর তুষার।
জরা যুবক বালক সব রসে পুলক
বিরহিণী হৃদয় বিদার ॥
মৃগমদ সৌরভ কুঙ্কুম পরিমল
পাটবাস ললিত অঙ্গে।
রঙ্গিনীয়ে বঙ্গে সুমঙ্গল গায়ত
নাচত তাল মৃদঙ্গে ॥
মালিনী ভোলাঅয় কামিনী দোলাঅয়
মাতই সকল গুণ-মৌলি।
কাজি দৌলতে ভণে লস্কর আশরফ
রভসে দোসর বনমালী

[ময়নার খেদ]

মালিনি, কি মোর ফাগুর বিলাসা।
নিদাঘ শরৎ বর সম্পদ জানে মোর
অন্তরে তাপ তরাসা ॥
ফাগুনে কোন্ গুণ রঙ্গিমা ফাগুন
কুঙ্কুম সৌরভ সিন্দুর।
খেলি, কেলি, মেলি, সকল গেল মেরি।
যদি গেল কান্ত সে দূর ॥
সরোবর সো হল মলিন নলিনী দল
নীর বিনু জানি শুকি যায়।
ঢলি যায় যৌবন টুটয় যৌবন ধন
হরি বিনে মরণ সে ভায় ॥
হিম দীর্ঘরি নিশি শিহরে মন্দানিল
বিষ বরিখয় জনি সন্ধ্যা।
জনিরে কমল দল দহয় বিরহী-মন
শিশির ঋতু বড় মন্দা ॥
না লক্ষি দিবস রবি মলিন জ্যোতি সবি
সঙ্করে পবন দারুণ।
গরল তাহে জানি হৃদয়-মনে মরি,
কি করিব ফাগুনী আগুন ॥
কাজি দৌলত ভণে শুনহ ময়না মনে
সত্যহি ধরম পদ সার।
শ্রীযুত আশরফ মহিমা সায়র
সুর-তরু জগে অবতার ॥

[সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী]

মালিনী-ময়নার আলাপ

[মালিনীর মিনতি]

তোর দুঃখ দেখি মুই মরি যাম
বোলোঁ সহৃদয় বাণী।
মালতী ভ্রমর যেন সমাগম
চারু ছৈলা দেম আনি ॥

দেখ ময়নাবতী প্রবেশ আষাঢ়
চৌদিকে সাজয় গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিয়া পন্থিক
আইসয় নিজ মন্দির॥
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পূরে মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী
নির্জন সঙ্কেত-ঠাম॥
দারুণী ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণ বিদরে
না সহয় মনে মদন॥
যাবৎ বয়স কেলি কলা রস
পূরয় মনোরথ জানি।
হঠ পরিপাটি মান উপরোধ
চাতুরি তেজ কামিনী॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী
ফিরি তাকে না পুছারি।
যাইব যৌবন নিশির স্বপন
জীবন দিবস চারি॥
হরি মধুপতি, আনম্ রসবতী
মতি ভোর তোর সাঁই।
অবধি অন্তরে ফিরি না পুছারে
আর কি তোর বড়াই॥
শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেম
(যেন) রাধার কোলে কানাই॥
কহন্ত দৌলতে সতী সৎপন্থে
না তেজে যাবৎ প্রাণ।
লস্কর নায়ক রস বনিজার
শ্রীযুত আশরফ খান॥

[ময়নার উত্তর]

আএ ধাই কুজনি কি মোকে শুনাওসি
বেদ উক্তি নহে পাটং।
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়ে
যো বিধি লিখিছে ললাটং ॥
আরে মালিনী না বল না বল,
ধাই, অনুচিত বাণী।
ধরম না চাহসি তেজি সতীত্ব মতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি ॥
মোহর সুনায়ক গুণের পালক
মধুর মুরতি মুখ ভেশং।
সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ পান
ভাল ধাই কহ উপদেশং ॥
তুই বড় পাপিনী পাপ শুনাওসি
ধরম করাওসি বামং।
পাতকী ঘাতকী ধাই কি মোক চিন্তসি
জাতি কুল করু নির্নামং ॥
দুরন্ত দুর্মতি দূতি, দূতিপনা দূর করৌ
চিন্তহ মোহর কল্যাণং।
কাজি দৌলতে ভণে দাতা মনোভাব মনে
শ্রীযুত আশরফ খানং ॥

[সতীময়না ও লোর-চন্দ্রানী]

পদ্মাবতীর রূপ

পদ্মাবতী-রূপ কি কহিব মহারাজ।
তুলনা দিবারে নাহি ত্রিভুবন মাঝ ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ।
মহা অন্ধকারময় দৃষ্টি-পরাভব ॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কেহ নহে সমসর ॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবনমোহন।
এক গুণে ডংসিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
বিরাজিত কুসুম-গুঁথিত মুক্তা-হার।
সজল জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার ॥
তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী ॥
স্বর্গ হৈতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহাসূক্ষ্ম পথ ॥
সেই পথে বাটওয়ার বৈসে অনুদিন।
কুটিল অলক পাশে ব্যক্ত রক্ত-চিন ॥
কিবা কষটির মাঝে স্বর্ণরেখাকার।
যমুনার মাঝে কিবা সুরসরি-ধার ॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহসাত।
ত্রিবেণী উপরে যেন ধরিছে করাত ॥
কিবা মুখ-চন্দ্র আঁখি-অরুণ দেখিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমিরের হিয়া ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার।
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার ॥
কদাচিত কেহ যদি যায় গম্য-আশে।
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥
ভাগ্যের উদয়-স্থলী ললাট-সুন্দর।

দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন।
মহান ললাট অতি ভাগ্য-বিধি চিন ॥
কিমতে বোলিব ভাল তুলনা মৃগাঙ্ক।
সকলঙ্ক চন্দ্রিমা ললাট নিষ্কলঙ্ক ॥
কুহু রাহু করে চন্দ্রে আলোপ গরাস।
মোহন ললাট-চন্দ্র সতত প্রকাশ ॥
ক্ষেণেক আলোপ চন্দ্র ক্ষেণেক বিদিত।
প্রসিদ্ধ ললাট-চন্দ্র সদা প্রকাশিত ॥
মৃগমদ-তিলক সিন্দূর চারি পাশ।
চন্দ্রিমা উপরে রাহু মিহিয়া গরাস ॥
স্বেদ-বিন্দু কপালেতে উগয় যখন।
মুকুতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ-সম্ভাষণ ॥
যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয়।
সেই ললাটে হৈব সংযোগ নিশ্চয় ॥
কামের কোদণ্ড ভুরু অলঙ্ঘ্য সন্ধান।
যাহারে হানয় বালা লয় যে পরাণ ॥
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুমশর ধনু ॥
গুরু চাপ, গুণাঞ্জন, বিশিখ কটাক্ষ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া সেই লক্ষ্য ॥
কদাচিৎ গগনে উগিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরুভঙ্গ দরশনে লুকায় নিজ তনু ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥
প্রভারুণ বর্ণ আঁখি সুচারু নির্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল ॥
কাননে কুরঙ্গ, জলে সফরী লুকিত।
খঞ্জন-গঞ্জন নেত্র অঞ্জনরঞ্জিত ॥
আঁখিতে পুতলি শোভে রক্ত শ্বেতান্তর।
ভুলিতে কমল রসে নিশ্চল ভ্রমর ॥
কিঞ্চিৎ লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হয় মুনি-মন ভঙ্গ ॥
ঈষৎ চালনি সুভঙ্গিমা আঁখি সনে।
ত্রিজগৎ প্রাণী হরে কটাক্ষ-সন্ধানে ॥

স্বর্গ মর্ত্য চঞ্চল ঘুর্ণিত পুলকিত।
শ্বেতারুণ সুঅঞ্জন রেখায় বর্ণিত ॥
অরূণ লুকিত যেন আপনার জ্যোতে।
সমদৃষ্টি চাইতে নারি বর্ণিব কেমতে ॥
নির্মল দর্পণ যদি সতত লাড়য়।
করিতে না পারি নিজ ছায়ার নির্ণয় ॥
আর এক অপূর্ব কহিতে ভয় বাসি।
অন্ধকার দিবস, উজ্জ্বলতম নিশি ॥
তাহাতে বরুণীকুল সূচিমুখ বান।
কটাক্ষ সংযোগে করে সতত সন্ধান ॥
কামের কোদণ্ড ভুরু কিঞ্চিৎ না টুটে।
কটক নিমিত্ত কেহ না হয় নিকটে ॥
নক্ষত্র বুঝিয়া সব জগতে বোলয়।
পলকের ঘাতে রন্ধ্র হৈছে স্বর্গময় ॥
সমদৃষ্টি করি অল্প যাকে করে সান।
টুটেক ভঙ্গিমা-ভঙ্গে হানি তীক্ষ্ণ বাণ ॥
থাকিয়া থাকিয়া পল সান করে যবে।
স্ব-ইচ্ছায় প্রাণ দিতে ইচ্ছা করে সবে ॥
বিষম কটাক্ষ-শর আহুড়ি-ঘাতক।
তথাপিও জগজনে মরণ-যাচক ॥
নাসা হেরি শুক-পক্ষী গতি বনান্তর।
লাজে তিল কুসুমিনী ধূলায়-ধূসর ॥
খগপতি-চঞ্চু জিনি নাসা সুললিত।
ত্রিভুবন মোহন সহজে অতুলিত ॥
সে নাসা পরশ হেতু যত পুষ্পগণ।
সৌরভ হইতে কৈল বিধি আরাধন ॥
দশন ডালিম্ব, ওষ্ঠাধর বিম্ব ফল।
অতি লোভে মজি শুক রহিল নিশ্চল ॥
সুরঙ্গ অধর সুধারসের বসতি।
অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি ॥
সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিম্ব বান্ধুলি গমন বনান্তর ॥
মাণিক্য প্রবাল অতি নীরস কর্কশ।
অধরে অমিয়া স্রবে এই মহারস ॥
রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।

তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে ॥
আঁখিযুগ নীলোৎপল পুণ্য দরশনে।
কার ভাগ্য বশে বিধি সৃজিল যতনে ॥
পুণ্য ফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হইব অমর ॥
অধরের রস বন-ইক্ষু সমতুল।
মাণিক্য-অধররস সহজে অমূল ॥
দন্ত হীরা-পাঁতি কিবা দধিসুতাসুত।
মধ্যেতে অসিত রেখা অতি অদ্ভুত ॥
মৃদুমধু হাসি কিবা অমিয়া মিশ্রিত।
সুধাবরিষণে সৌদামিনী প্রকাশিত।
যখনে সৃজিল বিধি জগতের জ্যোতি।
কিঞ্চিৎ ঝলক পাইল হীরা রত্ন মোতি ॥
বিম্বত তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া।
অতি দুঃখে ডালিম্ব বিদরে নিজ হিয়া ॥
রসনা কমল-পত্র কোমল রচন।
ঈষৎ হাসিতে করে সুধা বরিষণ ॥
লজ্জিত চাতক পিক শুনি সুধাবাণী।
সমতুল নহে বংশী যন্ত্রকুল ধ্বনি।
শ্রবণে পরশে মাত্র অঙ্গ পুলকিত।
প্রেমরসে যায় ভুলি আনন্দ পূর্ণিত ॥
পড়ে ব্যাকরণ আদি ত্রিবেদ পুরাণ।
জ্ঞানী-স্তব্ধ এক শব্দ সতত বাখান ॥
অমর পিঙ্গল গীতা নাটিকা আগম।
সুর-গুরু সম শাস্ত্রে সুচারু সুষম ॥
বলিতে বচন মাত্র শুনি কাব্য প্রায়।
অর্থ বুঝি গুণিগণে পরাভব পায় ॥
সুরঙ্গ কপোল বর্ণ চারু সুললিত।
জিনিয়া কমল পত্র অতি সুশোভিত ॥
তার বাম পাশে এক তিল মনোহর।
পুতলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর ॥
যেই তিল সেই তিলে হয় দরশন।
তিলে তিলে করি অঙ্গ করয় দাহন ॥
নয়ান খঞ্জন কর্ণ হৈতে রেখা শোভে।
চঞ্চু মেলি কন্দরে রহিছে তিল লোভে ॥

শ্রবণযুগল চারু জিনি সিন্ধু-সুতা।
জগমন পাতিয়ায় ঝলকে মুকুতা ॥
লজ্জায় গৃধিনী পক্ষী উড়িল আকাশে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে অরুণ প্রকাশে ॥
তাহাতে রতন কুল জড়িত সুরূপ।
তারকা অরুণ অঙ্গে বড় অপরূপ ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে খোটিলা পরয় মনোহর।
দুই দিকে যেন দুই দীপক সুন্দর ॥
ক্ষেণে ঢাকি কর্ণমূল শোভে দুই খুম্ভী।
দরশন মাত্রে হয় জগমন লোভী ॥
যখন চিকন বস্ত্র করয় ঘোঁঘট।
কর্ণান্তরে এক তারা কিঞ্চিৎ প্রকট ॥
কনক প্রকট পত্র কাম্পে থর থর।
চমকে বিজলি যেন শ্বেতঘনান্তর ॥
দেখিয়া বদন-চন্দ্র মনে ধন্ধ বাসি।
নিত্য নিত্য ক্ষীণ হয় পূর্ণিমার শশী ॥
কনক মুকুর জিনি মুখ-জ্যোতি সাজে।
লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে ॥
দেখহে অপূর্ব রীত বদন উপরে।
পদ্মযুগ বন্দী হয় চন্দ্রের মাঝারে ॥
শত্রু মধ্যে মিত্র বন্দী দেখি দিবাকর।
ধরিয়া সিন্দুর রূপ আইল নিয়ড় ॥
ভুরু যুগ ধনুক করিয়া পঞ্চবাণ।
তিলে তিলে হানে বান কটাক্ষ সন্ধান ॥
কমল নয়ান-মিত্র মনে এই দুঃখ।
নিকটে থাকিয়া মিত্র না দেখয় মুখ ॥
তেকারণে ঘর দ্বারে থাকয় সদায়।
ঘোঁঘট অন্তরে থাকি বিশিখ করয় ॥
অরুণ অনুজ নাসা বুঝিয়া চরিত।
নত-রূপে বিষ্ণুচক্র লই উপস্থিত ॥
আর এক অপরূপ শুন মহাজন।
সংসারে বিখ্যাত মৃগ চান্দের বাহন ॥
এ বুঝিয়া নরগণে দেখি মৃগকুল।
আখেট করিতে করে আরতি বহুল ॥
সেই মৃগ থাকি বসি চান্দের উপর।

নরগণ গ্রহে নিতি লইয়া ধনুঃশর ॥

সুরূপ চিবুক কিবা সুপক্ক রসাল।
জগতে বাখান করি ততোধিক ভাল ॥
হিঙ্গুল মিশ্রিত কুন্দিয়াছে ক্ষীর সার।
নিজ করে যত্নে কি গঠিছে করতার ॥
সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার।
লাজে ক্রৌঞ্চ পক্ষী গেল শিখর-মাঝার ॥
নীল-কণ্ঠ তাম্রচূড়া নহে সমসর।
শকতি পরেত্তা জিনি গিম মনোহর ॥
কাচের গঠন কি গঠিছে হেন মত।
ঘুঁটিতে তাম্বুল রস দেখয় বেকত ॥
তিন ঠাঁই তিন রেখা দেখিতে কৌতুক।
লাজহেতু কম্বুবর জলে দিল লুক ॥
পূর্ব জন্মে কোন তপ সাধিছে অসীম।
কার ভুজ যুগলে হইছে হেন গিম ॥
জিনিয়া কমলদণ্ড ভুজ মনোহর।
নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর ॥
কমল মৃণাল পুনি সমতুল্য নয়।
তেকারণে অতি কৃশ অঙ্গ রন্ধ্রময় ॥
করী-রাজ-শুণ্ড লাজে দিতে নারি তুল।
তাহার আগেতে কর-পদ্মের রাতুল ॥
চতুরের মর্মান্তরে করযুগ ক্ষেপি।
বাহির করিছে কিবা শোণিত যে লেপি ॥
কিবা স্থল-কমল কি রাতুল উৎপল।
প্রভাকর উষ্ণ, কর-পল্লব শীতল ॥
দোলাইতে কর গতি লক্ষণ না যায়।
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা হস্তক দেখায় ॥
তাহাতে অঙ্গুলিকুল অতি মনোহর।
চম্পক-কলিকা, স্বর্ণ নহে সমসর ॥
রতনে জড়িত বাহু অঙ্গদ কঙ্কন।
রচিত বলয়কুল ত্রিজগ-মোহন।
হস্তিদন্তে বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি।
ক্ষেণে ক্ষণে সুশোভিত চুড়ি গুজরাতি ॥
কর-শাখে নবরত্নে জড়িত অঙ্গুরী।

দেখিতে শরীর শূন্য প্রাণ যায় উড়ি ॥
স্বর্ণ-স্থালী জিনিয়া হৃদয় পরিপাটি ।
কনক কটোরা দুই রাখিছে উলটি ॥
ফুলের উপমা কি কহিব কবিকুল ।
বিচারি চাহিল সব নহে সমতুল ॥
দেখিয়া সুন্দর অতি কুচযুগ ভঙ্গি ।
সুরঙ্গ হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গি ॥
বড়ই কঠিন চিত্ত উরোজ অবলা ।
কোমল-শরীর নাম ধরিল কমলা ॥
শ্যামতারা নাম ধরে, শ্যামতারা নয় ।
তেকারণে ডালেতে পিঙ্গল বর্ণ হয় ॥
ডালিম্ব দেখিয়া কুচ অতি সুরুচির ।
লজ্জায় বিদার হয় আপনা শরীর ॥
কটি-লতা ভাবিয়া শরীর করি কষ্ট ।
তথাপি তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট ॥
জামির ছোলঙ্গ পুনি অম্বল রস হৈয়া ।
ডালেতে পিঙ্গল হয় অতি লজ্জা পাইয়া ॥
কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিনু ভাল ।
উলটা সংযোগে পুনি হয় লতা তাল ॥
কনক কলসী কিবা ভরিয়া রতন ।
শ্যামচাপ শিরে দিয়া রাখিছে মদন ॥
করিবর-কুম্ভ জিনি কুচ মনোহর ।
নিচলে রাখিছে কিবা হেন ধরাধর ॥
চক্রবাক-যুগ নিশি বিচ্ছেদের ভরে ।
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে ॥
সগর্ব আদরে কটিলতা অতিশয় ।
রাজচক্রবর্তী শির নম্রহ করয় ॥
শ্যাম ছত্র শিরেতে বেকত ছত্রপতি ।
স্বইচ্ছায় কর দিতে সবার আয়তি ॥
উরঃ-সিংহাসনে বসি অবলার বল ।
একপাটে দুই রাজা করে কুতূহল ॥
কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ ।
যুবাকুলানন্দ হৃদে বালক-জীবন ॥
সত্যাঞ্চলে অন্তস্পটে থাকে সর্বক্ষণ ।
পরশিতে নারে কেহ মানব-নয়ন ॥

নৃপকুলে বহু যত্নে দেব আরাধেন্ত।
কর দিতে নারে সবে কর কচালেন্ত ॥
মলয়া কুমকুম কেশর রাশি সার।
একত্রে ছানিয়া কৈল উদর সঞ্চার ॥
কোমল পাতল পেট সৃজিল গোসাঞিঃ।
তুষ্ট ভাব বচন, অন্তরে অন্ত্র নাই ॥
ক্ষীরাহার করিতে লাগয় অতি ভার।
সুতনুর তাম্বুল সুগন্ধি পুষ্পাহার ॥
নাভিকুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।
তাহাতে পড়িলে মাত্র নাহিক উদ্ধার ॥
রোমাবলী নাগিনী বৈসয়ে কুণ্ডান্তরে।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে ॥
গিম-নীলকণ্ঠ বৈরী সম্মুখে দেখিয়া।
শৈল সন্ধি সংযোগে রহিল লুকাইয়া ॥
সুরঙ্গ অধর মধ্যে সুধারস অতি।
মধু লোভে উঠে কিবা পিপীলিকা পাঁতি ॥
মুক্তাহার গঙ্গাধর পন্থেতে দেখিয়া।
সম্বরি রহিল মনে ভোরমতি হৈয়া ॥
কিবা কুচ-হর কাম করিতে বিনাশ।
আড় ধনু ধরে, লোমাবলী নাগপাশ ॥
ধনুঃশর মহেশ্বর নহে অস্ত্র মূল।
নিজ অস্ত্র ধরিতেই ত্রিবলী ত্রিশূল ॥

মৃগরাজ জিনি কটি পরম সুন্দর।
হরের ডম্বরু পুনি নহে সমসর ॥
পিপীলিকা-ভৃঙ্গ-কটি জিনি অতি ক্ষীণ।
ভাঙ্গিয়া পড়য় কিবা ঊর্ধ্ব-গিরি চিন ॥
এ লাগি সৃজিল বিধি ইন্দ্রবজ্র দিয়া।
লোমলতা লৈয়া পুনি রাখিছে বান্ধিয়া ॥
গিরিশৃঙ্গ পরে সিংহ বৈসে অনুক্ষণ।
জগতে প্রচার গিরিসুতার বাহন ॥
করিকুম্ভ বিদারি ভুঞ্জয় মৃগপতি।
হরিগন্ধে করী পলায়ন্ত শীঘ্রগতি ॥
হেন সিংহ গিরি-অধে সতত বসতি।
হরের বাহন হৈল তেজিয়া পার্বতী ॥

করিকুম্ভ বসতি পারীন্দ্র-শির 'পর।
বড় অপরূপ কটি দেখ মনোহর ॥
যতেক বাখান করি ততোধিক চারু।
হরের নিকটে যেন রাখিছে ডম্বরু ॥
মুখর রসনারত্ন তাহে বিরাজিত।
কিঞ্চিৎ দোলনে শব্দ উঠে সুললিত ॥

সুচারু নিতম্ব অতি ধরে নিতম্বিনী।
করিবর-কুম্ভ জিনি সুন্দর বলনি ॥
নাভি অধঃস্থলে পুনি ত্রিজগ-মোহন।
উচিত কহিতে লাজ অকথ্য কথন ॥
অভেদ আছয় সেই কমলের কলি।
না জানি পরশে কোন ভাগ্যবন্ত অলি ॥
চন্দনের মাঝে কিবা মৃগ-পদ-চিন।
আর কি বলিব তারে করিয়া প্রবীণ ॥
শিবের পূজার স্থলী জান সবিশেষ।
কাম নিবারণ হয় পূজিলে মহেশ ॥

শ্রীরাম-কদলী জিনি ঊরু মনোরম।
করিবরকর পুনি নহে তার সম ॥
মৃদু সুকোমল পদ অতি চারুতর।
জল স্থলে কিছু পুনি নহে সমসর ॥
অতুলিত দেখি আঁখি মুখ করতল।
চরণ শরণে আসি ভজিল কমল ॥
হীরক রঞ্জিত নখ দেখি লাগে ধন্ধ।
অরুণ বরণ ধরে যেন বাল চন্দ ॥
শোভিত নেপুররত্ন আনট বিছিয়া।
চতুরে ফেলায় নিজ জীবন নিছিয়া ॥
গজেন্দ্র-গমন জিনি গতি অতি ভাল।
খঞ্জন গঞ্জন জিনি লজ্জিত মরাল ॥
গমন-ভঙ্গিমা হেরি স্বর্গ-নারীগণ।
তেকারণে ভূমণ্ডলে না দে দরশন ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে মন্দ গতি চলন ঠমরু।
ঠুমকি ঠুমকি চলে ভঙ্গিমা সুচারু ॥
নিজ গম্যে সহজে চলিতে বরনারী।

অঙ্গ-ভঙ্গে নাচে যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥
চলিতে সুস্বর বাজে কিঙ্কিনী নেপুর।
ক্রম ভঙ্গ নহে তাল শব্দ সুমধুর ॥
পদপরশনে রেণু রক্তবর্ণ হয়।
সিন্দুর বলিয়া কুল রমণী পরয় ॥
অতুল মানস পরশিতে নারে হাতে।
পুষ্প বলি ভ্রমে সবে থুইতে চাহে মাথে ॥
বসন ভূষণ সব বর্ণিতে না পারি।
ক্ষেণে পাট নেত শাড়ি, ক্ষেণে জরতারি ॥
ক্ষেণে সাখা রম্ভাপতি, ক্ষেণে গঙ্গাজল।
ক্ষেণে কিরিমিজি পৈরে, ক্ষেণে মলমল ॥
ক্ষেণে কৃষ্ণ, ক্ষেণে রক্ত শ্বেত পীতবাস।
ক্ষেণে মুজম্বর, ক্ষেণে নেলদম তাস ॥
নানা দেশী নানা বাস নানা রঙ্গ পৈরে।
তিলে তিলে নানা ভাঁতি নানা বর্ণ ধবে ॥
যতেক বর্ণনা করি অধিক মহিমা।
হুর পরী নর নারী দিতে নারি সীমা ॥
অতুল নির্মল রূপ ত্রিজগ-মোহন।
দর্শন অন্তরে মাত্র সেরূপ তুলন ॥
এক মুখে রূপ ছবি কহন না যায়।
ভাগ্যবল হেতু দেখি যেই পাতিয়ায় ॥

[পদ্মাবতী]

নিবেদন

শ্রবণ নয়ান মন বুদ্ধি জ্ঞান
এক না আসয় কাজে।
যে কিছু করম পাট বিফল যে হেন নাট,
সেই পুনি অন্তরে বিরাজে ॥
মৃত্যু বা অমিয় বিহি রীত বুঝি নাহি জাই,
মনুষ্য আনে আনে।
উপকার কর ভাই পরম বিষম ঠাঁই,

গুরু মুখে শুনি জনে জনে ॥
দুঃখ সুখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ,
সম্পদ অন্তে বিপদে।
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস,
পূর্ণে গ্রাসে বিধুন্তুদে ॥
তাত মাতা সুত দারা বন্ধু যত
সঙ্কট কাল না উদ্ধারা।
এক নিরঞ্জন জগজন-সেবন,
আপদ-তারণ-হারা ॥
হীন আলাওল কহু ধৈরজ ধরহ বহু,
সংযোগ করয় বিধাতা।
রসিক নায়ক গুণিন্-তোষক,
শ্রীযুত মাগন দাতা ॥

[পদ্মাবতী]

পদ্মাবতীর সাজন ও বিবাহ

চলিল কামিনী গজেন্দ্রগামিনী গঞ্জনগমন শোভিতা।
কিঙ্কিনী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁজর, নেপূর মধুর বাজে।
ভুরু বীর ভঙ্গ, অপাঙ্গ তরঙ্গ, মন্মথ মন মোহিতা ॥
গুথিলেক কেশ, কুসুম সুবেশ, সিন্দূর চন্দন তিলে।
সঘন রাতি, তারকা পাঁতি, বান্ধুলী রত্ন বিরাজিতা ॥
সিন্দূর ভালে, মাগনে বলে, সমান অধর জ্যোতি।
রসনা সুলাল, বচন রসাল, বিরহ-বেদনা মোহিতা ॥
ডওফল জোড়, নয়ান বিভোর, আঁখি সে সুন্দর।
এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা ॥
মাগন নায়ক, গুণক গাহক, জগজন সুখ সুশোভিতা।
আলাওলে ভণে, রমণী গায়নে, অপ্সরা নাট গঞ্জিতা ॥

❀ ❀ ❀

সখী সবে ধরি তোলে, রত্নময় চতুর্দ্দোলে,
বরবালা কৈল আরোহণ।
সুচরিতা সখীগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন,

চারি পাশে করিল গমন ॥
কার হাতে পুষ্পমালা, সুগন্ধি চন্দন ডালা,
কার হাতে পুষ্পসার টপে।
বিবাহের যত অন্ত, সুমঙ্গল শুভমন্ত,
লৈয়া চলে কুমারী সমীপে ॥
মঙ্গল বিধান করি, গীত বাদ্য নৃত্য পুরি,
রঙ্গভূমি বাহির হইলা।
করি জয় জয় রোল লামাইল চতুর্দ্দোল,
শুভক্ষণে পাটেতে তুলিলা ॥
যতেক নাগরীগণ, হেরিতে হরিল মন,
সাফল্য মানিল নিজ আঁখি।
এই সে মনের আশ, তেজি সব গৃহবাস,
এহার সেবক হই থাকি ॥
জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখি, সাফল্য হইল আঁখি,
চৌদিকে উজ্জ্বল যেন ছায়া।
তিলেক সুধীর ভাবে সিদ্ধা বেশ হৈল সবে,
পাসরিয়া আপনার কায়া ॥
চিত্রে পুতলী যেন সভাখণ্ড হৈল তেন,
খসি পড়ে হস্তের তাম্বূল।
কেহ সুধা চুণা ভক্ষে, কেহ গুয়া দেন্ত মুখে,
কেহ চোষে হস্তের আঙ্গুল ॥
অন্তরীক্ষে দেব সবে, মোহিত কন্যার ভাবে,
আফসোস করে দেব রাজ।
শচীরে আনিয়া সঙ্গে, নিজ রঙ্গ হৈল ভঙ্গে,
কেন হেন করিল অকাজ ॥
রত্নসেন মহারাজ, বিবাহ সমাপ্ত কাজ,
নর-কান্দে আরোহি চরণ।
ছত্রদণ্ড ধরি হাতে, দাণ্ডাইল নরনাথে,
দরশন আশা ধরি মন ॥
রত্নময় পাটে করি, ভব্য চারিজনে ধবি,
কন্যা আনি বরের নিকট।
অন্ত-স্পট মাঝে দিয়া, সপ্ত পাক ফিরাইয়া,
তুলি ধরি বসিল প্রকট ॥
দিব্য পুষ্প লৈয়া করে, ছিটয় নাগর বরে,
রাজকন্যা শিরের উপরে।

আঙ্গুল সৌষ্ঠবে ধরি, দুই হাতে নমস্কারি,
কন্যা ক্ষেপে বরের যে শিরে ॥
দেখিতে হস্তের ঠান, হরয় ত্রিজগ প্রাণ,
ঊর্দ্ধশীরে হস্ত ধিক বলি।
কন্যার না চলে আঁখি, পিঞ্জরে মুদিত পাখি,
পরে মেনো বান্ধিল অঙ্গুলী ॥
পুষ্প বৃষ্টি সম্বরিয়া, গিম হস্তে মালা লৈয়া,
কন্যা গলে দিলেক রাজন।
পুষ্প হস্তে পুষ্পমালা, দুই করে লৈয়া বালা,
পতি-গলে করিল স্থাপন ॥
ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি, মুখ-পট দূর করি,
বলে 'সমদৃষ্টি হের বালা।
মুখ চন্দ্রিমা কাল, সমদৃষ্টি অতি ভাল,
জন্মে জন্মে হৌক সুখ মেলা ॥'
অন্যে অন্যে হেরি মুখ, পাসরিল শোক দুঃখ,
পুরিলেক দুহান বাঞ্ছিত।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, হইতে মোহিত রীত,
লাজ কুল হইল বিদিত ॥
কামে কৈল শরবৃষ্টি হইতে সমান দৃষ্টি,
দুহান কটাক্ষ করি লক্ষ্য।
লজ্জায় মধ্যস্থ হৈল, কাম-শর নিবারিল,
দম্পতি মহত্ত্ব গেল রক্ষ ॥
পাইয়া রূপের সাক্ষী, জুড়াইল চারি আঁখি,
কেলি বিনে মন নহে শান্ত।
দরশে পরশ লাগি, প্রবল অন্তরে আগি,
চিত্তভাবে রসের একান্ত ॥
শ্রীযুত মাগন ধীর, কাব্য রসে অতি স্থির,
প্রিয় ভাবে নব রস জ্ঞাতা।
যার মনে যেই ইচ্ছা, পূরায়ন্ত সেই বাঞ্ছা,
কলিকালে বলি সম দাতা ॥
তাহার আরতি ধরি, মনেতে সাহস করি,
বিরচিল সরস পয়ার।
হীন আলাওলে ভনে, ভকতি পণ্ডিত স্থানে,
টুটা হৈলে শুধিবে অক্ষর ॥

[পদ্মাবতী]

দারা সেকেন্দারের পত্রালাপ

প্রথমে ঈশ্বর-স্তুতি নিখিল বহুল ভাতি
সার এক বিধির বিধাতা।
সেই দিছে বুদ্ধি বল সবার স্মরণ স্থল
সকল অঙ্গেত এক দাতা ॥
চন্দ্র সূর্য দিবাকর মহি হন্তে লখিনবর
নানা বর্ণে দিছে রূপ জ্যোতিঃ।
কেহ ছোট কেহ বড় কাকে মৃত্যু কাকে ডর
দুঃখ সুখ আলেখা মূরতি ॥
সবার অধিক প্রাণ বুদ্ধি রত্নে শোভা মান
অনুরূপে দিছে ঘটে ঘটে।
যোগ্য যোগ্য দিছে জান আপ্ত পরচিন স্থান
ভ্রম দিছে তাহার নিকটে ॥
পাপীরে না কর ভ্রষ্ট পুণ্য হন্তে নহে তুষ্ট
ভাব অনুরূপে দিছে ফল।
যেই ইচ্ছা সেই করে কেবা বুঝিবারে পারে
তার আজ্ঞা পালক সকল ॥
যেই জনে সত্য চিনে ভাল রহে মন্দ জানে
না রাখয় মহত্ত্ব মহিমা।
বিধি দিছে যোগ্য সুখ নিজ দোষে পায় দুঃখ
এই ভাবে কুমতির সীমা ॥
যেই করে মন্দ ভাব আদরে নাহিক লাভ
লাভ বাক্য বলিল সুজন।
যে থাকে হস্তের তলে তাকে পরিশ্রম দিলে
শেষে হয় লাজের ভাজন ॥
তুমি শিশু অল্পমতি না বুঝ কার্যের গতি
ব্যাঘ্র সঙ্গে চাহ খেলিবার।
যুদ্ধ আশা সঙ্গে মোর কত সৈন্য আছে তোর
শত এক ভাগ নহে সার ॥
ত্যজিয়া মনুষ্য কৃতি যদি হৈলা সর্প রীতি
নাগরাজ আগে না জুয়ায়।
যদি লই ভব জগে আমার কপাল আগে
ভঙ্গ বিনু জীবন কথায় ॥

অগ্নির শপথ করি আহামন নাম ধরি
জরাস্তরে দিব সূর্য লাগে।
যত রুম রুমবাসী তিলেকে ফেলিব নাশি
অগ্নি বর্ষাইব পাছে আগে ॥
খচ্চরের পদরেণু অলুপ করিব ভানু
কিসে লাগে ক্ষুদ্র রুমি রুম।
যদি আইসে লৌহ দণ্ড আমার অনল কুণ্ড
তিলেকে গলিবে যেন মোম ॥
সর্বনাশ হইবে গর্বে যেমত আছিলা পূর্বে
তেমন সেবায় বান্ধ মন।
যাবত তুরুক বাণে ইন্দ্র বজ্র সমাধানে
ব্রহ্ম বেধি হরিব জীবন ॥
কোথা তার হেন মুণ্ড করেতে ধরিয়া দণ্ড
দারার সাক্ষাতে দণ্ডাইবে
বাণা ফেল ধনু কাট বৃক্ষ তেজি পরিপাট
মোর যুদ্ধে তবে এড়াইবে ॥
নহে দিব কর্ণ মুড়া নাশিব বংশের গোড়া
ক্ষিতি হন্তে লুকাইব নাম।
শশকের নিদ্রা ঘোর দেখিয়া হইছ ভোর
শীঘ্র ধাই রহে উপক্রম ॥
পূর্বের ভকতি হন্তে দাসে মুখ ফিরাইতে
লাজ ভয় না করিল মন।
চলিতে হংসের গতি হইল কাকের মতি
নিজ গতি হৈল বিস্মরণ ॥
আমার উচিত দিয়া বিধির ধাতব্য লইয়া
সুখে না থাকিয়া চাহ দ্বন্দ্ব।
হইয়া মাটির ছাও আকাশ ধরিতে চাও
বুঝি দেখ কিবা ভাল মন্দ ॥
সর্ব নৃপতির শির আমি দারা মহাবীর
নৃপকুল হস্ত পদ জান।
নিজ মুখে নিজ হাতে না মারিব দড় ঘাতে
নিজ পদে পরশূল হান ॥
যৌবনের গর্ব তোর না জান সিখর্গ মোর
কতল্ কবিবে তোর গল।
ততোধিক কত রাজা পাসরি আমার পূজা

পাইয়াছে উপযুক্ত ফল ॥
কাউস জমশেদ তাজ মোর শিরে মাত্র সাজ
তার যোগ্য আর কেবা আছে।
ইছফিন্দার রুইতন পিতা মোর বাহমন
আমি দারা আছি তার পিছে ॥
বুঝিয়া কাজের ভাও নিজ স্থানে চলি যাও
স্থল হন্তে না লাড়িও মোরে।
সমুদ্র লড়িব যবে সমস্ত ডুবিব তবে
শুন শিশু বুঝ বলি তোরে ॥
পর্বত সমান স্থির আমি দারা মহাবীর
আর কি কহিব বারেবার।
অচল চলিতে মহী কম্পিয়া যাইবে কহি
হিতাহিত বুঝ আপনার ॥
শ্রীমন্ত মহাশয় মজলিস গুণালয়
নবরাজ সাধু সুচরিত।
তাহার আরতি বল কহে হীন আলাওল
পয়ার অমিয়া মিশরিত।

[দারার পত্রের উত্তর]

শুনিয়া দারার বাক্য শাহা সেকান্দর।
লেখকেরে কহিলা লিখিতে পদোত্তর ॥
প্রথমে ঈশ্বর স্তুতি লিখিল অনেক।
যাহার ইঙ্গিতে হৈল জগৎ প্রত্যেক ॥
স্বর্গ উচ্চ মহী নীচ সৃজিল জগতে।
সর্ব ঘটে বেয়াপিত আন সর্ব হৈতে ॥
মহী মুখ উজ্জ্বল করিছে সৃজি নর।
তারা হেতু আকাশ ভ্রময় নিরন্তর ॥
নির্বলিরে বলি করে বলি করে হীন।
ভাবিয়া না পায় বুদ্ধি তাঁর মায়া চিন ॥
সকলের সেবা যোগ্য সেই এক স্বামী।
দেব আদি ইন্দ্র জন কিবা তুমি আমি ॥
তাঁর দানে সুখ মানে পাইছে বুদ্ধি অতি।
তাঁহার কারণে হয় নব নরপতি ॥
সংশয় নাহিক তাঁর যেই ইচ্ছা করে।

এক শির-ছত্র হরি অন্য শিরে ধরে ॥
কে বুঝিতে পারে এই গুরু সূক্ষ্মগতি।
কৃপা হন্তে পারে মোরে করিতে ভূপতি ॥
সেই সে করিছে তোমা উষ্ণ সর্ব মতে।
না আনিছ রাজ্যপাট মাতৃগর্ভ হৈতে ॥
সেই স্বামী দিছে তোমা মহত্ত্ব সকল।
আর যারে দিছে তাঁর উন নহে বল ॥
যে কিছু দিয়াছে প্রভু থাকয় সন্তোষ।
ক্ষমা না করিলে তুমি পাছে পাবে দোষ ॥
যদি মোরে বল দেয় কৃপাল চরিতে।
ব্যাঘ্র সঙ্গে পারি খর্গ খেলা খেলাইতে ॥
তোর পিতা যবে সর্প মারিবারে গেল।
রুস্তমে ধরিয়া অশ্ব বাগ ফিরাইল ॥
বল গর্বে না রহিয়া গেল সর্প পাশ ॥
বাহমনে ধরিয়া করল সমূলে বিনাশ ॥
তেন মোর খর্গ নাগে সকল গ্রাসিব।
ইরানি তুরানি সব এক না রাখিব ॥
মোর খুড়া দিন ইসলাম পয়গাম্বর।
তাঁহার শপথ করি আমি সেকান্দর ॥
ইবরাহিম নবীর কেতাব শুদ্ধ অতি।
তাঁহান ব্যবস্থা লোকে চিনে জগপতি ॥
তাঁর দিব্য করি আমি যদি হয় আন।
জওস্তির দীন ভাঙ্গি আনিব ঈমান ॥
অগ্নি পূজা করি আদি অগ্নিকুণ্ড ঘর।
না রাখিব আহার্মান সমস্ত গবর ॥
পরেতে ইসলাম দিনে সকলে আনিব।
এক প্রভু সত্য নবী কলেমা পড়াব ॥
কস্তুরি কাপুরি হয় দীন মুসলমানি।
না রাখিব সমস্ত কাফিরি হিন্দুয়ানি ॥
আপনাকে বড় ব্যাঘ্র না ভাবিও মনে।
ছোট সিংহ সেকান্দর আছে এক কোণে ॥
দুই দিকে দুই ব্যাঘ্র মধ্যে মৃগ এক।
যেই বলবন্ত হয় সেই হরিবেক ॥
পুরুষতা ধর তুমি আমি নহি নারী।
যেন তুমি ধনুর্বর আমি খর্গধারী ॥

কদাচিৎ না ফিরিব শুন দারা রাজ।
কিবা শির দেই কিবা কাড়ি লই তাজ ॥
কাফেরের যুদ্ধে না উপক্ষে মুসলমান।
জয় মৃত্যু দোহ মতে সমান কল্যাণ ॥
আমি নরজাতি তুমি নহে দেব-সুত।
ধিক গর্ব শুনি মনে লাগে অদ্ভুত ॥
পর-পিতামহ মোর মহান খলিল।
নমরুদে বান্ধিয়া আনি আগুনে ফেলিল ॥
অগ্নি মধ্যে পুষ্পোদ্যান করল সৃষ্টি-পতি।
নমরুদের কন্যা দিলা তাহার সঙ্গতি ॥
সৈন্য অস্ত্রবল তার এক না আছিল।
প্রভুবলে নমরুদেরে মশকে মারিল ॥
সৈন্যবল তোর মোর ঈশ্বরের বল।
দীন ইসলামী পন্থ বিশেষ উজ্জ্বল ॥
অতি উচ্চ না করিও আপনার শির।
শিশু হস্তে ভাঙ্গিতে পারয় দর হীর ॥
সুখে রাজ্য কর তুমি উচ্চ ছত্রপতি।
ক্ষুদ্রদিগে দৃষ্টি না করিও মহামতি ॥
নির্বলি আহার দেখি মৃগয়া করিও।
সিংহের আহার লিতে মনে না ধরিও ॥
স্ববলে ধরিয়া না লাড়িও কদাচিৎ।
যাহা হন্তে এক ফল নারিবা ঝাড়িত ॥
যে ভাব ভাবিছ মনে কিছু নহে সার।
তুমি রাজ্য ভুঞ্জ কেহ না ভুঞ্জক আর ॥
মোহন্ত চরিত্রে দুঃখ নাদে কার মনে।
গুড়ূরেতে ফান্দে বাজাইতে পারে কোনে ॥
ইচ্ছামতে কার সঙ্গে না মাঙ্গি কোন্দল।
তুমি সাজি আইলা মোরে দেখাইতে বল ॥
আপনার ক্ষেতি আমি আছি শুদ্ধ রীতে।
তুমি চাহ আমার পিতৃভূমি নিতে ॥
সে পাইবে যারে দেয় ত্রিজগ ঈশ্বরে।
সংসার একত্র হৈলে দিতে নিতে নারে ॥
শুনেছ কি জঙ্গি যুদ্ধে মোর বীরপনা।
দাগ চিনি দিয়া নর ভক্ষ করল মানা ॥
তুমি সচেতন আমি নহি অচেতন।

তুমি ভাগ্যধর আমি নহি অভাজন ॥
তুমি কার্যজ্ঞাতা আমি নহি অচতুর।
তিক্তে তিক্তে ভাব ধরে মধুরে মধুর ॥
ভ্রমে ভুল না হইও বহু লোক সাজি।
সংসার চরিত জান বাদিয়ার বাজী ॥
তুমি আমি ধিক কত গ্রাসিছে সংসারে।
হীনেরে বাড়ায় পীনে ভ্রম দিয়া মারে ॥
তুমি খর্গ ধরিলে আমিও খর্গধারী।
প্রেম ভাব করলে প্রেমপন্থ অনুসারী ॥
তপ্তে তপ্ত শীতলে শীতল আমি জান।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ কভু নহে আন ॥
সেকান্দর পত্র যদি কর্ণগত হইল।
ক্রোধানলে দারা শির মজ্জা উনাইল ॥
সেইক্ষণে চলিল না করি তিল ব্যাজ।
বীরভাগে সমস্ত করিয়া যুদ্ধ সাজ ॥
ভূমিকম্প হৈলে যেন লড়য় পর্বত।
ঘটাবাদে উদধিল হয় যেন মত ॥
উথলিলে সমুদ্র রাখিতে কেবা পারে।
দৃষ্টিপন্থ বন্ধ হৈল ধূলি অন্ধকারে ॥
বাণা ছত্রে চন্দ্র সূর্য কিরণ ঢাকিল।
মুখামুখি দুই সৈন্য সমস্ত রহিল ॥
মহা গুণবন্ত ধীর শ্রীমন্ত মজলিস।
নবরাজ মজলিস পুণ্য দশ দিশ ॥
ধর্ম কর্মে দান পুণ্যে দেবলোক সুখী।
উপকারে ক্ষিতি বসিতান হাস্যমুখী ॥
হীন আলাওলে কহে তাহার আরতি।
সেকান্দর দারা কথা মধুর ভারতী ॥
আইস গুরু খেল সুরা শিষ্যক মুখে।
কদর্য সংসারে মুক্ত পাই থাকি সুখে ॥

[দারা-সেকান্দর নামা]

পণ্ডিত পরিচয়

এবে অবধান কর গুণি মহামতি।
আপনা বৃত্তান্ত কহি পুস্তক উৎপত্তি ॥
গ্রাম মাঝে প্রধান ফাতেহাবাদ ভূম
বৈসে সাধু সদা লোক হর্ষ মনোরম ॥
অনেক দানেসমন্দ খলিফা সুজন।
বহুত আলিম গুরু আছে সেই স্থান।
হিন্দু কুলে মহা সভা আছে ভট্টাচার্য্য।
ভাগীরথি গঙ্গাধার বহে মধ্যে রাজ্য ॥
রাজশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তাঁর অমাত্য তনয় ॥
কার্য্য হেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম্ম লেখা।
দুষ্ট হারমাদ সঙ্গে হইয়া গেল দেখা ॥
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইল বাপ।
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইল মহা পাপ ॥
নানা মতে দুঃখ কষ্ট পাইয়া বিশেষ।
রাজ আছওার হৈনু আমি এই দেশ ॥
রোসাঙ্গেতে মোছলমান যতেক আছেন্ত।
তালিব এলেম বলি আদর করেন্ত ॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সঙ্গীত শিখাইনু বহুতর ॥
বহুল মহন্ত লোকে কল্য গুরু ভাব।
সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহু লাভ ॥
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে।
রস গ্রন্থ রচিনু মহন্ত সব নামে ॥
এই মত সুখে গোয়াইনু বহু কাল।
বৃদ্ধ বশে অবশেষে হইল জঞ্জাল ॥
শাহা শুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈব গতি।
হত বুদ্ধি পাত্র সব দিল হত মতি ॥
আপনার দোষ হন্তে পাই অবসাদ।
এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যা বাদ ॥
কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার।
যত ইতি বসতি হইল ছারখার ॥

সাল শেষে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুল প্রমাদ ॥
মন্দ কৃতি ভিক্ষা বৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে সঙ্গে হৈল পরবশ ॥
গুণ হেতু মহাজনে করয় আদর।
ভিক্ষা করি দেও পুত্র দারা নিজ কর ॥
ছৈয়েদ মছউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজি।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজি ॥
দয়ার চরিত্র পীর আতুল মহত।
কৃপা করি দিলেক কাদিরী খেলাফত ॥
যদ্যপিও সত্য আমি লই এই ভার।
পারস পরশে তাম্র হয় হেমাকার ॥
কলঙ্ক উজ্জ্বল চন্দ্র তিমির নাশয়।
কলঙ্কিণী কারাগারে শুন্য উপজয় ॥
আপন দুঃখের কথা কহিতে অনেক।
সমুখে পুস্তক কথা আছে অতিরেক ॥
এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হৈল ॥
শ্রীযুক্ত মজলিস অতুল মহন্ত।
মজলিস পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত ॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ।
সাদরে আনিয়া আমায় দিলেক প্রসাদ ॥
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর।
তানদানে শুসম সোধম রাজ কর ॥
বহু গুণমন্ত আছে তাঁহান সভায়।
তথাপিও মোর বাক্য মানে অতিশয় ॥
একদিন পরিপূর্ণ করি মেহমানী।
মহা মহা মোছলমান ভুঞ্জাইল আনি ॥
সট রসে ভুঞ্জাইলা নানা পাকওান।
চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ বিধান ॥
চন্দন কস্তুরি আদি গোলাব সুগন্ধ।
কর্পুর তাম্বুলে সভা হইল আনন্দ ॥
বাদ্যক বিলাস যন্ত্র বায় সুললিত।
কেহ কেহ মধুর সু-স্বরে গাহে গীত ॥
মজলিস সকলে করয় আশীর্ব্বদ।

বিধি পুরাউক তোমা মনে যেই সাধ ॥
আনন্দের স্থল মাত্র তাহার সমীপ।
মোছলমানি দিনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ।
মছজেদ পুষ্কর্ণী দিয়া কল্লা বহু কাম।
স্বদেশ বিদেশে পুণ্য তোমা কীর্ত্তি নাম ॥
হীন জাতি নানা দুঃখে উপজ্জয় মাল।
মছজেদ পুষ্কর্ণী দেয় কতেক জাঙ্গাল ॥
সুজনে বাড়ায় কীর্ত্তি অনুরূপ পুণ্য।
অন্তকালে নাম রহে সেই মহাধন্য ॥
গুণি মজলিস বাক্য শুনিয়া রসাল।
মছজেদ পুষ্কর্ণী রহিবেক কত কাল ॥
পূর্ব্ব কালে মহন্ত করিছে নানা কাম।
সাব মাত্র কেতাবে ও গ্রন্থে আছে নাম ॥
মছজেদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে।
গ্রন্থ কথা যথা তথা উক্তি ভাবে কহে ॥
গ্রন্থ পড়ি সকলের দীপ্তি হয় মন।
নাম স্মরি মহিমা করয় সর্ব্বজন ॥
মূর্খ হয় পণ্ডিত যেখানে পায় জ্ঞান।
গ্রন্থ সম মহিমা কথাতে আছে আন ॥
প্রলয় অবধি রহে শুভ কীর্ত্তি যশ।
নামের মহিমা যেন সব হয় বশ ॥

[দারা সেকান্দার নামা]

কসব

একাদশ বারে শুন কসবের নীতি।
বিদ্যাগুণে খণ্ডিবেক মাগন দুর্গতি ॥
নানা বিদ্যা পঠ শিখ কর দুঃখ কাজ।
লজ্জা না করিঅ তাহে, মাগিলে সে লাজ ॥
বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমএ দ্বারে দ্বারে।
গর্দভ বলদ সম আলস্য যে করে ॥

সেই সে পুরুষ ভূজার্জিত যে ভক্ষএ।
শক্তি হৈলে দেয় কিছু আপনি না লএ ॥
পৃষ্ঠে-মুণ্ডে আনিব পর্বতকাষ্ঠ শীলা।
পরগৃহ অন্ন হন্তে শতগুণে ভালা ॥
শাক অন্ন শুষ্ক ভক্ষ্য যেই মিলে খাও।
স্বাদ হেতু নিত্য পরগৃহেত না যাও ॥
মনেত ভাবিয়া আশা কতক্ষণে খাএ ।
পরগৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায় ॥
পরের গ্রাসের আশা ধরি থাকে মনে।
কুকুর সমান তাকে দেখে সর্বজনে ॥
উপার্জিত খাইব সবর ধরি মন।
না মাগে পিতৃর ঘরে যেবা মহাজন ॥
ভিক্ষা কৈলে মানহানি 'মাঙনিয়া' নাম।
যদি দিতে পার হএ সিদ্ধি মনস্কাম ॥
না মাগিব, মনোদুঃখ না কহিব কারে।
এক সন্ধ্যা ভক্ষ্য যদি থাকে নিজ ঘরে ॥
না খাই না পিয়া যদি নিত্য সঞ্চে মাল।
জ্বলন্ত আনল সম হএ প্রাণকাল ॥
যথেক বিদ্যাএ হএ ধন উপার্জিত।
তার মাঝে কৃষিকর্ম সরার পূজিত ॥
ধনুর্বান, খড়্গবিদ্যা, অশ্ব-আরোহণ।
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা এই শুন মহাজন ॥

[তোহ্ফা]

প্রার্থনা

কাতরের কাকুতি শুনহ করতার।
দোষ ক্ষমি কৃপা কর, সেবক তোহ্মার ॥
কৃপাসিন্ধু তুমি এক ত্রিজগৎ-পতি।
বিনু-লক্ষ্য মহিমা-উজ্জ্বল জগ-জ্যোতি ॥
নাহিক দাসের লক্ষ্য তুমি বিনু আর।
ঘোর পাপ হন্তে মোরে করহ উদ্ধার ॥

হীনমতি বহু মোর বৃত্তি দাগাবাজি।
ক্ষমাদানে ফকির-ফোকরা কর রাজি ॥
চিত্ত হন্তে খণ্ডাউ যথেক ধন্দভাব।
দ্বীন-দ্বারে ইমা হৈলে মূলাধিক লাভ ॥
ভক্ষ্য লাগি মন না করিঅ ছত্রাকার।
তুক্ষি বিনু অন্য আশা খণ্ডাউ আমার ॥
সবর শোকর প্রভু কর মোরে দান।
এ দোন প্রসাদে পাইমু দুই কূলে মান ॥
দৈবে মহাপাপী আমি নাহি পুণ্য আশা।
কেবল করিম-কৃপা পাপীর ভরসা ॥

[তোহ্ফা]

নাগের কবলে বীর ভান

তবে রাজা চন্দ্রসেন সুত বীরভান।
সুত সঙ্গে নৌকা পন্থে করিল প্রয়াণ ॥
দশদিন পন্থ যদি সাগরে তরিল।
সন্ধ্যাকালে এক চর সমুখে দেখিল ॥
ঘাটে ত রাখিয়া নৌকা উঠিল কুমার।
তৃণ কুটা নাহি দেখে ধবল আকার ॥
উঞ্চ নীচ নাহি কিছু একহি সমান।
দেখিতে সোন্দর যেন স্বর্গ ইন্দ্র স্থান ॥
চতুর্দ্দিকে সমুদ্রে করয়ে কোলাহল।
দেখিতে লাগয়ে ভয় সমুদ্রের রোল ॥
দূর চরে দেখে এক বৃক্ষ উঞ্চতর।
চতুর্দ্দিকে ডাল সব পড়িছে বিস্তর ॥
সুতে বলে শোন কহি নৃপতি-কুমার।
সঙ্কট দেখি যে এহি চরের মাঝার ॥
অর্দ্ধেক মনুষ্য লই থাক বৃক্ষ 'পর।
অর্দ্ধেক রহিতে কহে নৌকার উপর ॥
সমুদ্র ভিতরে যদি সঙ্কট থাকয়ে।
নৌকার মনুষ্য সব মরিব নিশ্চয়ে ॥
বৃক্ষ 'পরে থাকে যত মনুষ্যগণ।
সজীবে থাকিবে জান রাজার নন্দন ॥
অর্দ্ধ সৈন্য সঙ্গতি করিয়া বীরভান
বৃক্ষ 'পরে রহিলেক হইয়া সাবধান ॥
তবে সুতে ধনুর্বাণ লইয়া নিজ হাতে।
বৃক্ষের উপরে সঙ্গে কুমার সাক্ষাতে ॥
সন্ধ্যা গঞি রাত্রি যদি প্রহরেক ভেল।
চতুর্দ্দিক হোন্তে এক রোল পড়ি গেল ॥
ঘোরতর শব্দ অতি শুনি সর্বজন।

নিশব্দ রহিল যত ভয় পাই মন ॥
যুগান্তের কালে যত সর্প অজগর।
চতুর্দ্দিক হোন্তে উঠে করিয়া পসর ॥
সর্প অজগর এক আছিল প্রধান।
বৃক্ষ মূলে দুই গোটা এড়ে দীপ্তমান ॥
কুমারে বলিলা শুন সুত মিত্রবর।
সুচরিত দেখি যেন আমার গোচর ॥
সর্পমুখ হোন্তে দুই কিবা পড়িআছে।
তাহার পরশে চর দীপ্তিমান হইছে ॥
সুতে বোলে শুনহ কুমার বীরভান।
শবদে শুনেছি এই মানিক্য নাগান ॥
এই মণি যার সঙ্গে থাকয়ে নিশ্চিত।
জল মধ্যে মৃত্যু তার নহে কদাচিৎ ॥
এ বলিয়া ছিফর পৃষ্ঠেত বান্ধি দড়ি।
ফেলে দিল বৃক্ষমূলে দুই গোটা ঘুরি ॥
হই গেল চর অতি ঘোর অন্ধকার।
আস্ফালন্ত নাগ সবে চরের মাঝার ॥
লেঙ্গুড়ে পেচিয়া বৃক্ষ চাহে উপাড়িতে।
শোশানের দর্পে চর লাগিল কম্পিতে ॥
সুতে বলে শুন কহি রাজার কুমার।
শরবৃষ্টি করি নাগ করিতে সংহার ॥
যতেক মনিষ্য সবে লই ধনুর্বাণ।
শরঘাতে নাগ সবে করুক সন্ধান ॥
এত শুনি সৈন্য সবে লই অস্ত্র ধনু।
বাণবৃষ্টি করি হানে অজগর তনু ॥
আষাঢ়ের মেঘ যেন বরিষয় নীর।
শরঘাতে বিন্ধিলেক নাগের শরীর ॥
শোশান যুগান্ত নাগ আনল জ্বলয়।
বৃক্ষ পত্র ডাল সব জ্বলিয়া পড়য় ॥
এত দেখি কুমারে মনেত ভাবিয়া।
অর্ধচন্দ্র বাণ লইল মন্ত্র আমন্ত্রিয়া ॥
নাগের মস্তকে মারে করিয়া সন্ধান।
বাণঘাতে নাগমুণ্ড হইল দুইখান ॥
অজগর মরণ দেখিয়া নাগগণ।
সমুদ্রেতে দিল ঝম্প ভয় পাই মন ॥

সমস্ত রাত্রিতে বৃক্ষ উপর আছিল।
প্রভাতে ত সর্বজন ভূমিতে নামিল ॥
অস্তে ব্যস্তে ছিফর তুলিয়া পাত্র সুত।
দুই গোটা মাণিক্য রাখিল অদ্ভুত ॥
বীরভান হস্তে নিয়া দিলেক মনিত।
কুমারে পাইয়া তাকে ধিক হরষিত ॥
মাণিক্যের দুই গোটা সোনা মুড়িয়া।
গলায় বাঁধিয়া দিল যতন করিয়া ॥
এক গোটা সুতের গলায় দিল গাঁথি।
কহিল কুমার তুমি দুঃখে সুখে সাথী ॥

॥ সৈয়দ মর্তুজা ॥

রাত্রিকালে

(এক)

এ মেঘ আন্ধার বন্ধু কেহ নাহি সাথে
একেলা আসিছ বন্ধু প্রাণি লই হাতে।
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু বিজলির ছটা
ধীরে ধীরে বাড়াও পাও পিছল হৈছে মাটা।
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি বন্ধু ভুজঙ্গম চরে
এত রাত্রি আইলা বন্ধু লইয়া যাও মোরে।
ঘরখানি ভাঙ্গা-চোরা দুয়ারখানি নড়ে
কোন ছলে বাহির হৈমু দেখা দিতে তোরে।
এত বাত্রি আইলা বন্ধু শয্যা নাহি পাটি
যদি বন্ধুর দয়া থাকে শয়ন কব মাটি।

(দুই)

ধীরে ধীরে বাড়াও

এ মেঘ আন্ধাব রাত্রি বাঘের বড় ভয়
তুমি বন্ধু আসিবে করি মোর মনে লয়।
এ মেঘ আন্ধার রাত্রি ভুজঙ্গিনী চরএ
নবীন জলের মৎস্য ধরিতে নামএ।
এত রাত্রি আইলা বন্ধু লইয়া যাও মোরে
পন্থেতে বান্ধিয়া ভাত যোগাইম তোমারে।
এত রাত্রি আইলা বন্ধু শয্যা নাহি মোর পাটি
যদি বন্ধুর দয়া থাকে শয্যা কর মাটি।

সৈয়দ মর্ত্তুজা

বিরহ

মন মোর কি দিয়া বান্ধিমু।
আজ কালু করি মন কতেক ভাঁড়িমু ॥
উঠিল তরঙ্গ ঢেউ প্রাণি থর থর
প্রিয়া বিছোড়নে লোর ঝরে নিরন্তন ॥
আপনা করমের দশা কি বলিমু কারে।
খেমা কর অপরাধ কৃপা কর মোরে ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে তেজিলুঁ সংসার।
পরাণের বৈরী হৈল পিরীতি তোমার ॥

আক্ষেপ

ও কুলের বধুরে।
মজালি, মজালি, মজালিরে জাতিকুল।
একে ত কুলের বধু আরও অবলা
কতেক সহিমু নাথ কলঙ্কের জ্বালা।
ঘরে গঞ্জে গুরুজন বাহিরে রবির তাপ
পরের পিরীতি নাথ আন্ধার ঘরে সাপ।
ঐ কুলে বন্ধুর বাড়ী মাঝে ক্ষীর নদী
উড়ি যাইতাম সাধ করে পাখা না দেয় বিধি।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে মনেতে ভাবিয়া
তন জ্বলে মন পোড়ে ঐ বন্ধুর লাগিয়া।

॥ খান গয়াস ॥

নবীরূপ

হালিমা তুয়া বর ভাগ্য এ বিশেষ
আল্লার পরম সখা মনুষ্য মূরতি লেখা
দুগ্ধ পিয়ে বালকের বেশ।
ওফলঙ্গ-রাজ-সুতা আমিনা বিবি সুচরিতা
নবীর কিরণ আসি পেখে।
অহি রূপ নিরক্ষিতে ঘরে যাইতে না লয় চিতে
চুম্বে আসি অহি চান্দ মুখে।
নবীন মুখের হাসি যেন পরতেক শশী
দেখিতে যেহেন লাগে সুর।
সুন্দর নখের ভাতি যেন চান্দ পাঁতি পাঁতি
লাজে তিমির ভেল দূর।
নবীর গায়ের কান্তি গগনে চমকে জুতি
পদতলে অরুণ লুকায়।
খান গয়াসে ভণে আরব কোরেশগণে
ভজ গিয়া অহি রাঙা পায়।

॥ শেখ মুতালিব ॥

শাস্ত্র-কথা

তিনবার গয়ের মসরূয়া কর্ম হয়।
হারাম মকরূ আর ফাসিদ নিশ্চয় ॥
এ সকল বিচারিয়া কহিনু সকল।
রোয়াইতে কহিয়াছে যেই ফলাফল ॥
হারামেব চৌদ্দ কর্ম নামাজে আছয়।
তিন ধিক ষাট কর্ম মকরূ যে হয় ॥
পঞ্চ কর্ম ফাসিদের কহিছে যাহাকে।
বঙ্গভাষে বিচারিয়া কহিলুম তাহাকে ॥
গয়ের মসরূয়া এহি বিরাশি জানিবা।
নামাজে ত এ সকল কর্ম না করিবা ॥
মসরূয়ার নয় কর্ম হুকুম আল্লার।
নামাজে ত সে সকল কর্ম করিবার ॥
অপর এগার কর্ম করিছে মোবাহা।
পাপ পুণ্য নাহি তার যদি করে তাহা ॥
যতেক হুকুম আর নিষেধ করিছে।
কহিবাম কোন এল্‌ম হোন্তে নিকলিছে ॥
ফেকাহ্ এলম্ হোন্তে তাকে বিচারিয়া।
কিতাবে কহিছেন্ত মনে বিমর্ষিয়া ॥
রাবি সবে রোয়াইত করিছে কিতাবে।
ভালমন্দ জানিবারে কত লোক সবে ॥
রোয়াইত কোন কোন কিতাবে আছয়।
সে সব কিতাব নাম শুন সভাময় ॥
কিতাব মোহিত আর ফতাবি খানিয়া।
ফতাবি কোরবা আর শরা বেকায়া ॥
হেদায়া কুদুরি কঞ্জ আর আকায়েদ।
এসব কিতাবে আছে এহি ভেদাভেদ ॥
ফেকা আর এলম্ হোন্তে এ সকল নিকলিছে।

ভালমন্দ নামাজের সকল কহিছে ॥
এ সব কিতাব মাঝে কহিয়াছে সত্য।
বিচারি চাহিবা তথা ন করিলে প্রত্য ॥
নামাজ বন্দেগী আর যত এবাদত।
সকলে কহিছে জান তাহার সিফত ॥
কিরূপে করিব লোকে বন্দেগী আল্লার।
আর কোন জনে না কহিছে বিচারি তাহার ॥
বন্দেগী করিলে পুণ্য হইবে অপার।
অবিলম্বে যাইবেক বিহিস্ত মাঝার ॥
নাফরমানি হোন্তে পাপ বিশেষ জন্মিব।
অঘোর নরক মাঝে সে সব দহিব ॥
সর্বলোকে বঙ্গভাষে কহিছে ইসারা।
কেহ না কহিছে তার ভাঙ্গিয়া গোসারা ॥
মওফেক আর এক কসফ উল্ মিজান।
এসব কিতাব জান এলম্ ফেকাস্তান ॥
নামাজের যত ইতি তর্তিব কহিছে।
এ সব কিতাবে তার মসায়েল আছে ॥
এ সব মসায়েল আনি করি একত্তর।
কহিয়াছে কায়দানী কিতাব ভিতর ॥
আরবীতে সকলে না বুঝে ভালমন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ ॥
মুসলমানী শাস্ত্র-কথা বাঙ্গালা করিলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়ে মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমিন দোয়া করিব আমারে ॥
মুমিনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক ॥
এ সব জানিয়া যদি করয়ে রক্ষণ।
তবে সে মোহোর পাপ হইবে মোচন ॥

[কিফাইতুল মুসল্লীন]

সত্য ও কলির বিতর্ক

ধনহীন দাতার বিপদে মনে দুঃখ।
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ ॥
নির্ধনী হইলে লোকে জ্ঞাতি না আদরে।
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে ॥
সভা মধ্যে নির্ধনীর বিষণ্ন বদন।
জলহীন ঘট যেন না করে শোভন ॥
সর্বকাল ধনীর সম্পূর্ণ চন্দ্রমুখ।
ধনী দেখি নির্ধনীর ফাটি যাএ বুক ॥
ধনহীন স্বামী প্রতি প্রেম ছাড়ে নারী।
মধুহীন ফুল যেন না লএ শুক শারী ॥
বলে বীর্যে সব বৈরী পারে জিনিবারে।
ক্ষেমা ধরি কোপ বৈরী জিনিতে না পারে ॥
ক্ষেমা সে পরম ধন ধার্মিকের জান।
ক্ষেমামূলে দুই কূলে বহএ কল্যাণ ॥
তেকারণে সন্ধি করি ক্ষেমা কৈল তোক।
তুঞি পাপমুখে 'থু' মারএ সর্বলোক ॥
কলি বোলে সত্য তুঞি তপস্বীর পতি।
বিনি দ্বন্দ্বে কোনে বা রাখিছে রাজনীতি ॥
ক্ষেমা করে জনেরে না করে কেহ ভএ।
যদিবা উত্তম জন মহাবংশেত হএ ॥
নিকৃষ্টে করিলে কোন্দল বিক্রম নিশ্চএ।
মহাজনে দ্বন্দ্ব ভএ তাহাক শঙ্কএ ॥
ভ্রাতৃ বা পুত্র বা পাত্রমিত্র বা ঘরণী।
দ্বন্দ্ব করিব ভএ রাখিব পুনি পুনি ॥
দ্বন্দ্ব হোন্তে শত্রু নাশ মিত্রের উজ্জ্বল।
দ্বন্দ্ব করি নৃপতি শাসিত মহীতল ॥
সত্য বোলে তোর বুদ্ধি কহি শুন হিত।

পুত্র তুল্য প্রজাকে পালিব প্রতিনিত ॥
দ্বন্দ্বকালে দ্বন্দ্ব করি ক্ষেমা সর্বকাল।
নিতি দ্বন্দ্ব কৈলে রাজা রাজ্যেত জঞ্জাল ॥
দ্বন্দ্ব হোতে সম্পদেত ক্ষেমা করে সর্ব ॥
বিপদেত সকলে হারে টুটি যাএ গর্ব ॥
প্রীতি করি নৃপতি সবে রাখিব মন।
পুত্র বা পাত্র বা ভার্যা কিবা ভৃত্যগণ ॥
দানে ধর্মে রাখিবা আপনা যশকৃতি।
সমদণ্ডে শাসিত সকল বসুমতী ॥
দাতার সকল বন্ধু প্রসন্ন বদন।
দানে মিত্র করিতে পারিএ শত্রুগণ ॥
সংসারেত যশ মিলে স্বর্গে বাস হএ।
পরের নিমিত্তে ধন কৃপণে সঞ্চএ ॥
নারী হই লজ্জাহীন হএ যেই জন।
দিষ্টি না থাকিলে যেন না শোভে দর্পণ ॥
নৃপতি হইয়া যদি না আদরে ধর্ম।
বৃষ্টিহীন মেঘ যেন নাহি ক্রোধ কর্ম ॥
পুরুষ না হএ যদি সত্যবন্ত ধীর।
চক্ষু না থাকিলে যেন না শোভে শরীর ॥
প্রীতি বাক্য না থাকএ যাহার বচন।
মধুহীন ফল যেন না রুচএ মন ॥
শাস্ত্র কর্ম জানি যেবা ধর্ম না আচারে।
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন ফল নাহি ধরে ॥
পাখহীন পক্ষী যেন হীন বলবন্ত।
বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী দুরন্ত ॥
যে মিত্রে বিপদে ছাড়ে দেখিয়া সংশএ।
গুণহীন ধনু যেন কার্যে না লাগএ ॥
ধনবন্ত হই দাতা নহে যেই জন।
জলহীন নদী যেন নাহি প্রয়োজন ॥
কলি বলে কর বুদ্ধি সত্য নরপতি।
বুদ্ধিমন্ত কৃপণ ভাবিয়া দেখ মতি ॥
ঘর শূন্য যার ঘরে নাহিক জননী।
দেশ শূন্য নিরানন্দ বা হএ যেই পুনি ॥
সহজে হৃদয় শূন্য বিদ্যা নাহি যার।
সর্বশূন্য দরিদ্রতা মহা দুঃখ তার ॥

ধনমানে সংসারেত সম্মান পাওএ।
অপমানে নির্ধনীর বিদরে হৃদএ ॥
মহাকবি পণ্ডিত নির্ধনী পাএ দুখ।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক ॥
ধন সে পরম বন্ধু সংসার ভিতর।
ধন হোন্তে মান্য জন যদ্যপি বর্বর ॥
সত্য বোলে শুন কহি না চিন্তহ বাম।
ধন হোন্তে মনদুঃখ পাএ পরিশ্রম ॥
বিদ্যাএ পণ্ডিত হএ সর্বত্রে কল্যাণ।
ধনিক মূর্খেরে লোকে না করে বাখান ॥
ধন হোন্তে শত্রু হএ সবে হিংসে নীতি।
বিদ্যাবন্ত লোককে সকলে রাখে প্রীতি ॥
স্বদেশে রাজাক পূজে বিদেশে উদাস।
সর্বস্থানে পণ্ডিতের যেহেন প্রকাশ ॥
ধনবন্ত সংসারে সম্পদ কথদিন।
শাস্ত্রী পরলোক পাএ হএ প্রভু লীন ॥
মবণ সঙ্গতি ধন নিতে কেহ নারে।
শাস্ত্র পুণ্য ফলে পুনি নরক উদ্ধারে ॥
নপুংসক হস্তে যেন সুন্দরী নাগরী।
না ভুঞ্জিল শৃঙ্গার আছিল রূপ হেরি ॥
তিন কার্য হোন্তে নিত্য চিন্তা পাএ নর।
শুন কহি তোর স্থানে কলীন্দ্র বর্বর ॥
ধন সঞ্চিবারে চাহে যে পাপ অজ্ঞান।
বটে বটে সঞ্চিতে চিন্তিতে যাএ প্রাণ ॥
বহু ভার্যা যাহার সে চিন্তে অহোরাতি।
নিজ কার্যে যেই জনে ব্যক্তে কহে নীতি ॥
বিমর্সি না কহি কথা পাএ অপমান।
বহু বাক্যে মুখ দোষে চিন্তা পাএ জান ॥
যে বাণ এড়িল সান্ধি তেন মত পাড়ে।
মুখে নিঃসরিলে কথা সম্বরিতে নারে ॥
কলি বলে সত্যকে যে সদৃশ ছাওয়াল।
শাস্ত্র নাহি জানসি না চিন মন্দ ভাল ॥
শাস্ত্র নাহি জানিলে পণ্ডিতে মূর্খ তুল।
বৃক্ষ যেন না শোভে না হৈলে ফল ফুল ॥
শাস্ত্র জানিয়া যদি ভাল কথা কহে।

সভা মধ্যে তার বাক্য বেদ তুল্য হএ ॥
নানা ভাষ জানিব কহিব নানা ভাতি।
সেই পুরুষোত্তম সত্য নরপতি ॥
সত্য বোলে কহিতে কহিব সুধামএ।
কার্যকালে নিঃশব্দে রহিব নিরন্তএ ॥
যদিসে অযুত সম হএ তার বাণী ॥
বহুত কহিতে তিক্ত কর্ণে লাগে পুনি ॥
তিন কার্যে মনুষ্যের সঙ্কট পড়এ।
বহু ভোগ বহু নিদ্রা যে বহুক হএ ॥
বহু কথা কহিতে অবশ্য মিথ্যা কহে।
তিল এক ধর্ম পন্থে মিথ্যা নাহি সহে ॥
সত্য বাক্যে স্বর্গবাস মিথ্যাএ নরক।
মিথ্যা যেন ফোঁটা সত্য চন্দন তিলক ॥
প্রাণান্তেহ মিথ্যা না কহিব সাধুজন।
যদি বিপর্যয় হএ বিধির ঘটন ॥
যদ্যপি পশ্চিম দিকে উদয় তপন।
সুমেরু চলএ যদি অশক্য কথন ॥
যদ্যপি শীতল হএ প্রচণ্ড আনল।
যদি পর্বতের উপবে বিকাশে কমল ॥
সূচ্যাগ্রহ তথাপি না টলে সাধুবাণী।
সত্য হোন্তে সম্পদ মিথ্যাএ সব হানি ॥
কলি বোলে সত্য তুমি পণ্ডিত বর্বর।
সর্বস্থানে সত্য কহি পাড়ে অথান্তর ॥
যেবা মিথ্যা কহিলে লোকের হএ ভাল।
তাত মিথ্যা কহি সত্য সত্য মহীপাল ॥
মিথ্যা কহি শত্রুকে জিনিতে পাপ নাহি।
দ্রোণকে বধিল ধর্ম মিথ্যা কথা কহি ॥
চারি কর্ম মনুষ্যে করিব ধর্ম ছাড়ি।
সত্য ছাড়ি ছিদ্র পাই মারিবেক বৈরী ॥
মিথ্যা কহি প্রাণ রক্ষা করিব নিশ্চএ।
অভক্ষ্য ভক্ষিব যদি রোগ নাশ হএ ॥
সঙ্কটে পলাই যদি প্রাণরক্ষা পাএ।
লজ্জা ছাড়ি প্রাণরক্ষা করি সর্বথাএ ॥

মুহম্মদ খান

হাম্‌দ

অনাদি অনন্ত আল্লা সর্বশক্তিমান।
স্বীয় কৃপা গুণে সৃষ্টি বিশাল জাহান ॥
আকাশ পাতাল রবি শশী তারাগণ।
দানব মানব যত আদম নন্দন ॥
যতেক সৃজন তাঁর ভাবিলে বিভোর।
স্থির চিত্ত করি দেখ জ্ঞানের অন্দর ॥
সুঠাম গগন পটে তারা প্রকাশিয়া।
নিশিতে সৌন্দর্য রাশি দেয় গো ঢালিয়া ॥
জল মধ্যে জলজন্তু কৌতুক করয়।
ভেক ডাকে পাড়ে বসি আনন্দ হৃদয়।
বৃক্ষ ডালে বসে পাখী গায় তারি গান।
অপার মহিমা তার কি করি বাখান ॥
হৃদয়ের মাঝে সেই করিছে উজ্জ্বল।
তাহার কৃপায় সবে পায় বলাবল ॥
সেই রত্ন অনুরূপে হৃদয়ের মাঝ।
নাহি জানি কোন ঠাঁই করিছে বিরাজ।
জীবন স্বরূপ প্রতি ঘটে অধিকারী।
কোন স্থানে সিংহাসন চিনিতে না পারি ॥
অঙ্গবাসী রত্নে যদি না পারি চিনিতে।
বৃথায় জীবন তবে নরের গুন্তিতে ॥
জীব হতে জীব কর্তা অতি সন্নিকট।
জ্ঞানবান জ্ঞান হোতে জানয় প্রকট ॥
গুরুপদে রাখি মতি করি বিচরণ।
দেহ হোতে চিনি লহ প্রভু নিরঞ্জন ॥
মুহাম্মদ নবী নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া।
পাপীগণ পরিণামে যাইবে তরিয়া ॥
দয়ার আধার নবী কৃপার সাগর।
বাখান করিতে তাঁর সাধ্য আছে কার ॥
যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আপে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি করিলেক এ চৌদ্দ ভুবন ॥
অনিল সলিল সূর্য এ নভোমণ্ডল।
হজরত কারণে সৃষ্টি জানহ সকল ॥

বন্দনায় নবী পদ নির্ণয় না হয়।
এ কারণে গুণীগুণ ক্ষান্ত দিল তায় ॥
মনে ভাবি ক্ষান্ত দিনু নবীর বাখান।
পরিণামে পাই যেন নবী পদে স্থান ॥
গুরুপদ মস্তকেতে করিয়া ধারণ।
কদমের ধূলি চক্ষে করিয়া অঞ্জন ॥
মাতার চরণ আর পিতার পদ ধরি।
হাশরের পন্থ যেন চলি যেতে পারি ॥
স্বর্গবাসী হইবার মনে করি আশ।
দয়া কর দাসে প্রভু না কর নিরাশ ॥
কহে কবি মোহাম্মদ জগতের হীন।
ক্ষান্ত দিনু বন্দনায় আমিন, আমিন ॥

[মুক্তাল হোসেন]

দেবতা ও দানব

পত্র লিখি পাঠাইল এজিদের স্থান।
মোসলেমের দুই পুত্র রূপে পঞ্চবাণ ॥
এক অষ্ট আর এক সপ্তম বৎসর।
কাটিতে লাগয় দয়া অধিক সুন্দর ॥
আজ্ঞা যদি কর তাকে তথায় পাঠাই।
নতু আজ্ঞাকর যদি কাটি দুই ভাই ॥
দূতে লই গেল পত্র এজিদের স্থানে।
দুই ভাই রহিলেক বন্দী নিকেতনে ॥
বন্দী ঘরে রক্ষক আছিল একজন।
মস্তুরা তাহার নাম ধার্মিক সুজন ॥
দুই ভাইর পাএ পড়ি কান্দিল বিস্তর।
নানা ভোগ ভুগাইল হরিষ অন্তর ॥
দিন শেষে রাত্রি যদি পহরেক হৈল।
বন্দী ঘর হতে দুই ভায়ে নিকালিল ॥
বলিলেক কদ্রিসের পন্থে চলি যাও।

হস্তের অঙ্গুরী মোর হস্তে করি নাও ॥
বুলিল কদ্রিস গ্রামে চলি যাবে যবে।
মোহোর ভায়ের দেখা পাইবা তবে ॥
আমার অঙ্গুরী পাইলে করিবে প্রত্যয়।
মদিনাতে দিবে নিয়া না করিবে ভয় ॥
এত শুনি দুই ভাই আশীর্বাদ করি।
চলিল কদ্রিস পন্থে করতারে স্মরি ॥
যা আছে নির্বন্ধে তাহা খণ্ডন না যায়।
চেষ্টা হোতে দুঃখ দয়া খণ্ডন না হয় ॥
পুন পন্থ হারাইয়া ভ্রমে বহুতর।
মুহাম্মদে বলিল ভাই প্রাণেব সহোদর ॥
সর্বরাত্রি ভ্রমি পন্থে দ্বারেতে আইল।
আব্দুল্লার চর হস্তে বিপাকে ঠেকিল ॥
ললাট লিখন কেহ খণ্ডাইতে নারে।
উড়ে যায় বিহঙ্গম ব্যাধ হস্তে পড়ে ॥
এহি যে খোরমা বনে ঝাটে চল যাই।
এবরাহিম বলিলেক চল যাই ভাই ॥
তবে দুই ভাই সেই বনে প্রবেশিল।
ক্ষুদ্র এক পুষ্করণীর পাড়েতে বসিল ॥
বৃক্ষ তলে বসি দুই কান্দে আকুলিত।
হেন কালে এক দাসী আইল আচম্বিত ॥
হস্তে ঝারি করি জল ভরিতে লাগিল।
জল মধ্যে এই রূপ দেখিতে পাইল ॥
আকাশের চন্দ্র সূর্য জলেতে নামিল ॥
আকাশের বিদ্যাধর জলে কি আসিল ॥
শির তুলি দেখে দাসী ভাই দুই জন।
খসিল হস্তের ঝারি হইল অচেতন ॥
চেতন পাইয়া দেখে অনিমিখ আঁখি।
পূর্ণিমার চন্দ্র ধিক দুই মুখ দেখি ॥
নয়ান নাচনি দেখি গঞ্জিল খঞ্জন।
ভুরু ভঙ্গে ধনু ভাঙ্গি লজ্জিত মদন ॥
গৃধিনী শ্রবণ দেখি বনে বসি ঝুরে।
নাশা খগ চঞ্চু দেখি তিল ফুল ঝরে ॥
অধর মধুর প্রিয়াজিএ বিরহিণী।
দশন মুকুতা পাঁতি গঞ্জিল দামিনী ॥

নয়ন স্রোত জল মুকুতা ঝরয়।
চকোর আবরি চন্দ্র যেন সুধা বরিষয় ॥
সুললিত বাহু অতি অঙ্গুলী সুঠাম।
কুম্বু জিনি কণ্ঠ চারু হৃদয় নির্মাণ ॥
ক্ষীণ মাঝা দেখি সিংহ বনে প্রবেশিল।
গজ শুণ্ড উরু পদে কমল নিন্দিল ॥
দেখিয়া বিস্মিত দাসী পুছে সবিনয়।
নর কি গন্ধর্ব তুমি দেহ পরিচয় ॥
দুই ভাই বলে তুমি পুছ কি কারণ।
জাতি কুল নাম লইতে ভয় বাসি মন ॥
বাপ মাও হীন দুই বিদেশী দুঃখিত।
সংসারে দুঃখিত আমি ব্যথায় পীড়িত ॥
শত্রু ভয়ে পালাইনু পুছ কি কারণ।
দাসী বলে অভিপ্রায় লয় মোর মন ॥
মোসলেমের পুত্র দুই পলাইল শুনি।
তুমি দুই সেই কিবা কহ সত্য মানি ॥
কর জোড়ে দুই ভাই বলেন কান্দিয়া।
কোন ধর্ম হৈব তোর আমাকে ধরিয়া ॥
দাসী বলে ভয় নাই আইসহ সঙ্গতি।
মোর বিধি প্রীতি রাখে তুমি সব প্রতি ॥
এ বলিয়া দুই ভাই সঙ্গে গেল লৈয়া।
আপনা ঈশ্বরী স্থানে কহিলেক গিয়া ॥
শুনিয়া সে নারী নিজ যত অলঙ্কার।
দাসীকে প্রসাদ দিল হরিষ অপার ॥
দু-ভায়ের পায়ে পড়ি বিস্তর কান্দিল।
নবী বংশ হেতু পুন বহু বিলাপিল ॥
পুত্র প্রতি স্নেহ যেন করয় জননী।
দুজনাকে ভুঞ্জাইল অন্নজল আনি ॥
ভিন্ন এক গৃহে নিয়া লুকাই রাখিল।
স্বামীস্থানে দাসীকে কহিতে মানা কৈল ॥
এথা দুই ভাই যদি ধাইলা শুনিল।
মন্তুরাকে আব্দুল্লায় বান্ধিয়া আনিল ॥
বুলিল আমার ডর না করিলা মনে।
মোসলেমের দুই পুত্রে ছাড়ি দিলা কেনে ॥
বুলিলেক নিরঞ্জন প্রতি যার ভয়।

মনুষ্যের ভয় তার মনে না লাগয়।
একে বাপ-হীন আর বিশেষ বালক।
তাহাকে বধিতে বাহ না শুন পাতক ॥
রসুলের প্রেম চাহি ছাড়ি দিনু আমি।
যে করিতে ইচ্ছা হয় মোকে কর তুমি ॥
আব্দুল্লা বলিল মস্তুরাকে টাঙ্গিবার।
পঞ্চশত চাবুক তাকে প্রথমে মারিবার ॥
তবে তার শির পুনি বুলিল কাটিতে।
পাপিষ্ঠের বাক্য শুনি টাঙ্গিল তুরিতে ॥
খাইয়া প্রথম কোড়া মস্তুরা সুমতি।
বিসমিল্লা বলিয়া উঠে হরষিত মতি ॥
খাইয়া দ্বিতীয় কোড়া মাঙ্গে প্রভু স্থান।
ধৈর্য দেহ দুঃখ সহি যবে আছে প্রাণ॥
খাইয়া তৃতীয় কোড়া ডাকে নিরঞ্জন।
যত পাপ কৈনু প্রভু করহ মোচন ॥
খাইয়া চতুর্থ কোড়া ভাবে করতার।
এই পাপী নবী বংশ করেন সংহার ॥
খাইয়া পঞ্চম কোড়া ভাবে নিরঞ্জন।
নিঃশব্দে রহিল যে মস্তুরা মহাজন ॥
পঞ্চশত কোড়া খাই জল পান চায়।
নিষেধিল জল দিতে পাপী আব্দুল্লায় ॥
পুনি কাটিবারে আঙ্গা দিল পাপ মতি।
নিষেধিল উমর যে হাসন সন্ততি।
টাঙ্গা হইতে নামাইয়া চাহে চিকিৎসিতে।
চক্ষু মেলি মস্তুরা হাসেন হরষিত ॥
ইফতার করিতে তাকে জল দিল আনি।
তখন কলেমা পড়ি তেজিল পরাণি ॥
মুহাম্মদ খান কহে পাঁচালি পয়ার।
মুক্তাল হোসেন বাণী অমৃতের ধার ॥

ভ্রাতৃপ্রেম

হারেস বলয়ে পথে, তোমা দুই ভাই নিতে,
আমা হতে সবে নিবে কাড়ি।
আমি না পাইব ধন, ধন পাবে অন্য জন,
তেকাজে সহিতে নিতে নারি ॥
পুনি বলে দুই জন, ধন প্রতি যদি মন,
বেচ নিয়া আমা দুই জন।
দেখি আমাদের মুখ, কিনিবে রমণী লোক,
হরিষে পাইবা বহু ধন ॥
কান্দি বলে দুই জন, নিষ্ঠুর তোমার মন,
তেকাজে বধিলে পুত্র-নারী।
হারেস বলিল দড়, আমিও নির্বোধ বড়,
সত্য তোমা ছাড়ি দিতে নারি ॥
কান্দি বলে দুই ভাই, পাপিষ্ঠ হারেস ঠাঁই
তিল ছোড় নামাজ গোজারি।
পুনি বলে পাপাশয় আল্লার শপথ হয়,
তিল মাত্র ছাড়িতে না পারি ॥
পুনি দুই ভাই বলে, যে আল্লার নাম লইলে,
ছাড় ছাড় সেজদা করি তাক।
পাপাশয় নাহি ছাড়ে কান্দে দুই সহোদরে,
গলাগলি চিন্তি মনে দুঃখ ॥
পশু পক্ষী কান্দে শুনি, পাপী কৃপা নাহি গুণি,
খড়্গ উদ্ধারিল কাটিবার।
এবরাহিম কহে তারে প্রথমে কাটহে মোরে,
ভাই দুঃখ নাই দেখিবার ॥
মহাম্মদে কাটিবারে, যদি চাহে দুরাচারে,
এবরাহিম বলে দিব্যি দিয়া।
প্রথমে কাটহ মোকে, হতবুদ্ধি হউক তোকে,
জ্যেষ্ঠ বধ কনিষ্ঠে ছাড়িয়া ॥
এত শুনি দুরাচারে, চাহে তাকে কাটিবারে,
মহম্মদ করয় বিনয়।
আল্লার কসম তোরে আগে তুমি কাট মোরে,
এবরাহিমে না কাট নিশ্চয় ॥

তাতে ভেল সপ্তছড়ি হার ॥
আর অপরূপ বর, নেত্রেত কমল ধর,
তাতে শোভে কাম পঞ্চবাণ।
সুবলিত বাহু পুনি, কর তার পদ্ম জিনি,
অঙ্গুলির অধিক সুঠাম ॥
আর অপরূপ অতি, চন্দ্র শোভে পাঁতি পাঁতি,
নখ জ্যোতি জিনি দ্বিজরাজে।
রতন কঙ্কন করে, অঙ্গেতে যে শোভা করে,
অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী যে সাজে।
ক্ষীণ মাঝা সিংহ জিনি, পদখানি কমলিনী,
নূপুরের রুনু ঝুনু অতি ॥
নেত পাটাম্বর বেড়ি, নানা অলঙ্কারে জড়ি,
সাজাইল সখিনা রূপবতী।
ননীর পুতুলা তনু, মিলাইব দেখি ভানু,
তেকারণে আচ্ছাদিল বাসে।
সখিনার রূপ দেখি, নিজরূপ ঊন লেখি,
হুর সব রহিল আকাশে ॥
কুমারীকে সাজ করি, বিবিগণ কোলে করি,
লিয়া গেল কুমারের আগে।
যেন আছে শাস্ত্ররীতি, খোতবা পড়ি মহামতি,
কন্যা দান কৈল মহাভাগে ॥
ভ্রাতুষ্পুত্রের স্থান, নিজ কন্যা করি দান,
হোসেন বাহিরে চলি গেল।
দেখিয়া কুমারী মুখ, কুমারের মনে সুখ,
কামবাণে আকুল হইল ॥
বঙ্ক কেশ ফান্দসম, দেখি অতি মনোরম,
বন্দী হইয়া রহে যুবরাজ।
ভুরুর ভঙ্গিমা ভঙ্গ কাম বিষে জর অঙ্গ,
আপনাকে পাশরিল লাজ ॥
একদিকে কাম বাণ, হরি নিতে চাহে প্রাণ,
আর দিকে ক্ষেত্রি ধর্মভয়।
কি করিব কি বলিব, কোন যুক্তি বিমর্ষিব,
চিন্তয় কাসেম মহাশয় ॥
হেন কালে ডাকওয়ালে, রণস্থলে ডাকি বলে,
কোন বীরে করিবা সংগ্রাম।

নিজকূল বীর্য স্মরি, সংগ্রামেতে আগুসারি,
যুদ্ধ করি রাখ নিজ নাম ॥
ডাকওয়ালের ডাক শুনি, নিজ মনে হেন জানি,
কামভাব তেজে যুবরাজ।
যুদ্ধে যাইবারে চায়, দেখি কন্যা দুঃখ পায়,
করজুড়ি বলে ছাড়ি লাজ ॥
ভাবে ভব কল্পতরু, লাজে শুক্র জ্ঞানে গুরু,
মানে কুরু কর্ণ সম দান।
শান্ত দান্ত গুণবন্ত, মর্যাদার নাহি অন্ত,
পীর মির সাহা সুলতান ॥

যদি সে কাসেম যায় যুদ্ধ করিবার।
করজোড় করি কন্যা মাগে পরিহার ॥
গাঁথিয়া মুক্তার মালা নয়নের জলে।
লাজে অবনত বালা গদগদ বলে ॥
মোর কিছু নিবেদন শুন প্রাণনাথে।
বিবাহের কালে যুদ্ধ শুনেছ কোথাতে ॥
যেও না যেও না প্রভু ফের একবার।
অবলা বিধবা করি নাহি প্রতীকার ॥
এ বলিয়া ধরে বালা কুমার বসন।
গদগদ বলে বালা সজল নয়ন ॥
কাসেম বলেন শুন প্রিয়ে চন্দ্রমুখী।
না কর নিষেধ মোরে না হও মনোদুঃখী ॥
আচম্বিতে পুষ্প বন দহিল অনলে।
বসন্ত নিদাঘ হৈল খণ্ড ব্রত ফলে ॥
ভাঙ্গিল কুসুম ডাল খরতর বায়।
শৃঙ্গারের কালে ভস্ম হৈল কামরায় ॥
সব রস ভঙ্গ কৈল কুফি দুরাচার।
প্রলয়ের কালে বিভা তোমার আমার ॥
আজ্ঞা দেহ প্রিয়ে মোরে করিবারে রণ।
পুনি বলে কুমারীএ সজল নয়ন ॥
প্রলয়ের কালে বল বিবাহ আমার।
বল কোথা পাব সে দিন দর্শন তোমার ॥
কুমারীর হেন বাক্য কুমার শুনিয়া।
পরন আস্তিন জামা দিলেন ছিঁড়িয়া ॥

মুহম্মদ খান

এই যে আস্তিন ছেঁড়া দেখিবে যাহারে।
এই লক্ষ্য করি প্রিয়ে চিনিবা আমারে ॥
[মুক্তাল হোসেন]

সংগ্রাম ও শাহাদাৎ

সভা সম্ভাষিয়া সাহা পুনি গেল রণে।
খারেজীর গণে বলে উমর তখনে ॥
ভুবন দুর্লভ বীর আলির তনয়।
সকলে বেড়িয়া মার ছাড়ি ধর্মভয় ॥
সেনাপতি আদেশে ধাইল সৈন্যগণ।
সৈন্য পদধূলি উড়ি ঢাকিল তপন ॥
হোসেনকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রজাল।
শক্তি শেল উমর ভুসণ্ডি ভিন্দিপাল ॥
পটিসব পরি ঝোটি শেল কুণ্ড পাশ।
নারচ নালিকা অস্ত্র ভ্রময় আকাশ ॥
খর বর্ণ-অর্ধ চন্দ্র অঙ্কুশ চক্র ধার।
অসিগদা ডাবস খঞ্জর লোগ মার ॥
আষাঢ়ের মেঘে যেন বরষে নির্ভরে।
না দেখি হোসেন রণে-আচ্ছাদিল শরে ॥
মধ্যাহ্নের সূর্যে যেন ঝাপিল গগন।
অশ্ব সঙ্গে না দেখিএ, আলির নন্দন ॥
ইন্দু উদয় শোভে হেন বলাহক মাঝ।
হস্তে ধনু শোভে যেন আরবের রাজ ॥
বজ্রে নির্ঘাত যেন ধনুর টঙ্কার।
হোসেনের বাণ চলে বিজলি সঞ্চার ॥
শত্রুর শোণিতে জল বৃষ্টি হইল অতি।
রক্তে-মাংসে পঙ্ক হইল স্নান হইল ক্ষিতি ॥
শকুন হইল হংস রক্ত স্রোত ধারে।
কুম্ভীর-মকর মীন মৃত অঙ্গ লাড়ে ॥
অশ্ব হইল তরণী কাণ্ডারী বীরগণ।
অধিক অপূর্ব হইল হোসেনের রণ ॥

সব অস্ত্র নিবারিয়া সভাকে বিন্ধিল।
কার হস্ত কার পাও মর্ম বিদারিল ॥
শতে শতে বীর কাটি পৃথিবীতে পড়ে।
বৃক্ষ হইতে পক্ষী যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ॥
ভয় পাই সৈন্য সব ধায় কত দূরে।
ততদূরে ক্ষেপি যায় হোসেনের শরে ॥
ত্রাস পাই সর্ব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
পদ্মাকূল বায়ে যেন উলটে তরঙ্গ ॥
তবে সেনাপতিগণ ক্ষণেক যুঝিল।
সহিতে না পারি সবে রণে ভঙ্গ দিল ॥
দাতায় ভিক্ষুকে যেন দানে সম্ভাষিল।
হোসেনের বাণে সবাকারে গাছাইল ॥
একে একে সর্ব সৈন্য কৈল লণ্ডভণ্ড।
বিজয় আলির পুত্র প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
তৃষ্ণায় শুখাল মর্ম তায় রবির তাপ।
তথাপিও যুঝে বীর প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
ফাতেমার পুত্র বলি মনে কৃপা করি।
পক্ষী সবে শিরেতে রহিল ছায়া করি ॥
রূপ দেখি ভাবে মগ্ন হৈল হুরগণ।
ক্ষেপেন গোলাপে মাখি কস্তুরী চন্দন ॥
স্বর্গে পুষ্প বৃষ্টি করে ফেরেস্তারগণ।
প্রশংসিল ধন্য ধন্য আলির নন্দন ॥
পরীগণ প্রণামি করেন আশীর্বাদ।
হোসেনকে প্রশংসিল জয় জয় বাদ ॥
এথা সব সৈন্য ছাড়ি ফোরাতের জল।
ভয়ে সব দূরে গেল বীরেন্দ্র মণ্ডল ॥
অশ্বসহ ফোরাতে নামিল মহাশয়।
হস্তে জল লই বীর বিশেষ চিন্তয় ॥
এই জল হেতু যত মিত্রের নিধন।
তৃষ্ণাকুলে প্রাণ দিল যত বন্ধুগণ ॥
ভ্রাতা পুত্র ভাগিনা যতেক ইষ্টজন।
তৃষ্ণায়ে শুখায়ে প্রাণ তেজিল জীবন ॥
হেন পাপ জল পান কিরূপে করিব।
তৃষ্ণায় শুখাল মর্ম কি মতে রহিব ॥
এই মতে হোসেন চিন্তয় মনে মন।

বুদ্ধি স্থির নাই বীর দৈব নির্বন্ধন ॥
এথা ত্রাস পাই পাপী সায়াদ নন্দন।
সেমোর হুজ্জাজ শিষ যত সেনাগণ ॥
সবে বলে হোসেন করিলে জলপান।
হোসেনের হস্তে নাই কারু পরিত্রাণ ॥
যবে নাহি জল পান করিল আমিরে।
সবে অস্ত্র জাল কর বেড়ি চারিধারে ॥
এ বলিয়া সব সৈন্য ধায় তুরমান।
বেড়িয়া মারই সবে কোটি কোটি বাণ ॥
না দেখায় দিগন্তর রবির প্রকাশ।
খদ্যোৎ সদৃশ বাণে ভরিল আকাশ ॥
অতি উচ্চ বায়ে কম্পে ক্ষিতি টলমল।
ঘন ঘন উলকা পড়ে অতি অকুশল ॥
বরিষার মেঘে যেন বরিষার নীর।
প্রভাত সময় যেন পড়এ শিশির ॥
কুফি সৈন্য অস্ত্রজালে ভরিল গগন।
অশ্ব সঙ্গে না দেখিয়ে আলির নন্দন ॥
শত্রুর আটোপ দেখি মনেতে আকুলি।
পিইবারে লাগিল জল ভরিয়া অঞ্জলি ॥
মুখে জল দিয়াছিল হোসেন সুমতি।
হেন কালে সহি নামে পাপিষ্ঠ দুর্মতি ॥
গরল মিশ্রিত বাণ শীঘ্র ছান্দি ছাড়ে।
হোসেনের গ্রীবা বিন্ধিলেক পাপী শরে ॥
অঞ্জলি ভরিয়া জল কহিতে লাগিল।
জল সঙ্গে রুধির ঝলক নিকলিল ॥
হোসেন বলেন প্রভু অনাথ নিধান।
তোমার সাক্ষাতে মম দুঃখ নাই মন ॥
তোমা নাম প্রভাবে আমি এড়ানু সংসার।
রসুল প্রভাবে হৈনু আপদে উদ্ধার ॥
আজুকা দেখিব বাপ দুর্লভ জননী।
মাতামহের চরণে বন্দিব গিয়া পুনি ॥
এ বলি শোণিত বীরে ক্ষেপিল আকাশে।
আকাশে লোহিত বর্ণ হইল তরাসে ॥
আর্শ কোর্স কম্পিত প্রভুর সিংহাসন।
বিনি দোষে বধে পাপি ফাতেমার নন্দন ॥

রক্ত বর্ণ হয়ে গেল তামাম সংসার।
হোসেনের শোণিতে হইল জগৎ আন্ধার ॥
সপ্ত দিন সপ্ত রাত্রি ছিল এই মতে।
হোসেন শহীদ হইল জানিল জগতে ॥
ফোরাতের জল হৈল হিঙ্গুল আকার।
স্বর্গ-মর্ত পাতালে উঠিল হাহাকার ॥
গ্রীবা হইতে বাণ বীরে উঠায়ে ফেলিল।
কালান্তক যম যেন রণে প্রবেশিল ॥
মধ্যাহ্নের সূর্য যেন চাহিতে না পারে ।
নিভিতে প্রদীপের জ্যোতি যেন অতি বাড়ে ॥
তেন মতে পরাক্রম করেন আমির।
বাছি বাছি কাটে বীর মুখ্য মুখ্য বীর ॥
হুজ্জাজকে পরাজিয়া কাটিবারে যায়।
গদা হস্তে শিষ আসি সুমুখে দাণ্ডায় ॥
দেখি বীর বাণ হানে তাহার বুকেতে।
নসারা সামিএ আসি নিবারে তুরিতে ॥
সেমর হানিল শেল হোসেন উপরে।
সেই শেল কাড়ি তাতে হানে মহাবীরে ॥
সেমর পড়িল হেন সকলে বলয় ॥
বড় যুদ্ধ করিল বক্তারি পাপাশয় ॥
পিছে থাকি হোসেনের বাণ কাড়ে ছারে।
সেই কোপে ধায় বীর তাকে মারিবারে ॥
অশ্ববার সৈন্যে লুকাইল পাপমতি।
হোসেনের সমুখে না রহে কোন রথী ॥
আপনি উমর যুঝে পাই অপমান।
তার অশ্ব কাটি বীরে কাটে ধনুর্বাণ ॥
সর্ব সৈন্য ধায় সেনাপতি রাখিবার।
সমুদ্র হিন্দোল যেন উঠে হাহাকার ॥
বাহাত্তর হাজার ঘাও হোসেনের গায়।
তৃষ্ণাকুল বলহীন আরবের রায় ॥
চারিপাশে চাহি এক সুহৃদে না দেখি।
ছাড়িল নিঃশ্বাস বীর হই মনোদুঃখী ॥
তৃষ্ণায় আকুল অশ্ব আপনে অচল।
বাপের দিনের অশ্ব মারে পরদল ॥
অশ্ব পিছে রাখি বীর হৈল পদাতি।

এই অবসর পাই বেড়ে সব রথী ॥
তবে একজন বাণ ললাটে হানিল।
ললাটের বাণ বীর টানিয়া ফেলিল।
আপনা শোণিতে মাখি আপনা বদন।
ডাকিয়া বলেন শুন কুফি পাপিগণ ॥
এইরূপে দেখা দিব রসুলের আগে।
তোমার উম্মতে হেন করিয়াছে মোকে ॥
আচম্বিত সূর্য যেন পড়িলেক খসি।
ধরণী পরশি আসি রহিলেক শশী ॥
স্বর্গ-মর্ত পাতালেতে উঠিল হাহাকার।
কান্দেন ফেরেস্তাগণ গগন মাঝার ॥
বিলাপিলা যতেক গন্ধর্ব বিদ্যাধর।
আরশ কোরশ লওহ কম্পে থর থর ॥
অষ্ট স্বর্গবাসী সবে করেন বিলাপ।
ধিক ধিক কুফি সব অধার্মিক পাপ ॥
এ সপ্ত আকাশ হৈল লোহিত বরণ।
কম্পবান সূর্য দেখি হোসেন নিধন ॥
ক্ষীণ হৈল সেনাপতি হোসেনের শোকে।
মঙ্গল অরুণ বর্ণ রক্ত মাখি মুখে ॥
বুধ-বুদ্ধি হারাইল গুরুর যে জ্ঞান।
শনি কাল বস্ত্র পরে পাই অপমান ॥
জোহরা নক্ষত্র কান্দে তেজি নৃত্য গীত।
ফাতেমা জোহরা বিবি শোকে বিষাদিত ॥
সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরশি আকাশ।
কম্পিত পর্বত ছাড়ে সঘন নিঃশ্বাস ॥
কম্পবান পৃথিবী যতেক চরাচর।
হৈল শোণিত বর্ণ দিক-দিগান্তর ॥
জল তেজে মীন সব পক্ষী তেজে বাসা।
সব কান্দে হাসয় ইবলিস অনাআশা ॥

[মুক্তাল হোসেন]

প্রণয়-সমস্যা

মিছিরের রাজা নাম আলি সাহানাম।
পেরু খান ও সাধুত খাঁ বৈসে অনুপাম ॥
সে সাধুর কন্যা এক অতি অনুপাম।
খাণ্ডবতী করিয়া তাহার থুইলা নাম ॥
দ্বাদশ বৎসর কন্যা এরূপ যৌবনি।
পড়িবারে ঘর দিল মৌলনারে আনি ॥
মক্তব করিয়া দিল ঘরের সমুখে।
মওলনা পড়ায় কন্যা পড়ে মহাসুখে ॥
আলম খাঁ বলিয়া নাম মওলনা আছএ।
জামাল খাঁ করিয়া জান তার শিষ্য হয়এ ॥
সে মোক্তবে আসিয়া পড়এ জামাল খাঁএ।
খলিফা করিয়া তাকে দিলেক ওঝাএ ॥
একদিন সকল ছাবাল পড়াইতে।
তথাত আইল কন্যা ছবক লইতে ॥
হেনকালে গুরু গেল ভিক্ষা লইবারে।
সেইস্থানে আইল কন্যা ছবক লইবারে ॥
ছবক লইয়া কন্যা পড়িতে লাগিল।
কন্যার রূপ দেখিয়া জামাল মূর্ছিত হইল ॥
অস্তে বেস্তে উঠি কন্যা আসিয়া সত্বরে।
গোলাপের জল দিয়া জামালে শান্ত করে ॥
শান্ত হই জামাল যে চারিভিতে চাহএ।
তাহার লক্ষণ দেখি পুছে সে কন্যাএ ॥
কি কারণে শিষ্য-ভাই হইলা মূর্ছিত।
দেখিয়া আমার মনে হইল সবিস্মিত ॥
প্রভুর শপথ মিছা না বল বচন।
কি কারণে মূর্ছিত হইলা এখন ॥
কিবা ধন জন কিবা রত্ন আর আশ।

ভাঙ্গিয়া কহত ভাই মরমে যে আশ ॥
এতেক শুনিয়া জামাল বলিলা বচন।
শুনহ সুন্দরী এবে স্বরূপ কথন ॥
যদি পুরাইবা আশ সত্য কর তুমি।
তবে সে ভাঙ্গিয়া সব কহিব যে আমি ॥
সত্য করি কহ ভাই পুরাইমু আশ।
স্ত্রী-পুরুষের সত্য কভু নহে নাশ ॥
এত শুনি জামাল খাঁএ বলএ হাসিয়া।
শুনহ সুন্দরী তুমি কহিএ ভাঙ্গিয়া ॥
যখনি দেখিলুঁ তোমা মুখ সুবদনী।
তখনি হইল মোর কামের বেদনি ॥
বেদন ঔষধ রতি ভুঞ্জ যদি তুমি।
তবে সে খণ্ডিব ব্যাধি ভালা হইব আমি ॥
অঙ্গ কম্পে হইল মোর দুষ্ট কামবাণ।
আলিঙ্গন দিয়া কন্যা রাখহ পরাণ ॥
আপনি পণ্ডিত কন্যা কি বলিব আর।
এক রাত্রি দান কর রতির শৃঙ্গার ॥
এত শুনি বলে কন্যা সচকিত হইয়া।
কহিতে লাগিলা তবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
না বলহ শিষ্য-ভাই হেন অবেভার।
অপযশ হইবেক লোকের খাখার ॥
বিবাহ করিতে লাগে যত সব ধন।
তত ধন দিব আমি না বল বচন ॥
শুনিয়া জামাল বলে করিয়া কাকুতি।
আর হেন না বলিএ শুন যুবতী ॥
এখনি করিলা সত্য পুরাইতে আশ।
সত্য ভঙ্গ হইলে হয় নরকেতে বাস ॥
এতেক শুনিয়া কন্যা বলে আর বার।
শিষ্য-ভাই হই তুমি বল অবেভার ॥
ভাইয়ের সোদরা ভাই মাতৃর সমান।
লোকেত অযশ হইব শুন গুণবান ॥
তবে সে জামালে বলে শুন সুবদনী।
তুমি যে আমার বল কথা ত ভগিনী ॥
আমি ত মওলনা তুমি সাধুর নন্দিনী।
কেমতে হইবা তুমি আমার ভগিনী ॥

প্রতিজ্ঞা হইলে ভঙ্গ শুনহ সুন্দরী।
দিবাম পুরুষ বধ তোমার উপরি ॥
এ বলিয়া জামাল খাঁএ কাটারি ধরিয়া।
গলাত দিবারে চাহে মরিতে বলিয়া ॥
অস্তে ব্যস্তে কন্যা তার হাতেত ধরিয়া।
কহিতে লাগিলা তবে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ॥
ওরে রে মওলনা জাতি তোর বুদ্ধি নাই।
তোর মোর বিভা হোক বল পিতা ঠাঁই ॥
জামালে বলএ কন্যা শুন মহাশয়।
সাধুর কুমারী তুমি মওলনা যুক্ত নয় ॥
আর না বলিও কন্যা মোহরে ভাণ্ডিয়া।
নিশ্চয় মরিমু আমি তোমা বধ দিয়া ॥
মনে মনে চিন্তে কন্যা হোক কোন গতি।
পুরুষের বধ হইলে মোর নরকে বসতি ॥
কি করিমু কি বলিমু মোর কর্মদোষ।
বিপাকে ঠেকিলুঁ মুই বিধি হইলা রোষ ॥

[নসিব নামা]

॥ শরীফ শাহ্ ॥

নায়কের ভাগ্যোদয়

এই মতে কত দিন রাজার কুমার।
বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবএ করতার ॥
হেনকালে সমুদ্রেত তরঙ্গ উঠিল।
হুহুঙ্কারে শব্দ আইল কুমারে দেখিল ॥
দেখিলেক সর্প এক মহা অজগর।
সাগর তরিয়া উঠে তীরের উপর ॥
দেখি সে সর্পের মুখ ভয় উপজিল।
অরণ্যে ভিতর গিয়া লুকায়ে রহিল ॥
ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে আইলেক চলি।
বৃক্ষের উপর উঠে সর্প মহাবলী ॥
বৃক্ষের উপর উঠি শিশু মনোহর।
পক্ষীর বাসা আছে তাহার উপর ॥
শিকারেত যদি গেছে বৃদ্ধ পক্ষী।
উঠিলেক সেই সর্প পক্ষী বাসা দেখি ॥
বাসার উপরে দেখি শিশু মনোহর।
দেখিয়া সর্পের মুখ হইল কাতর ॥
মধ্য বৃক্ষ স্থান যদি উঠিলেক সর্প।
ধনু হাতে যুবরাজ করে বীরদর্প ॥
শুনরে বর্বর সর্প আমার বচন।
শিশুর নিকটে তুমি যাও কি কারণ ॥
বালক বধিতে যদি দয়া নাহি মন।
ফিরিয়া না যাও যদি করিমু নিধন ॥
হাতে ধনু করি আইসে কৌতুকে রাজন।
দর্প করি কহে সর্প করিতে নিধন ॥
সর্পরাজে বলে শুন সুন্দর কুমার।
মরিবারে আইলা বোলো গোচরে আমার ॥
তোমারে দেখিয়া মোর কৃপা লাগে মন।
তোমা এড়ি দিলে শিশু নারে যতন ॥

যুবরাজে বলে শুন সর্প দুর্মতি।
ফিরিয়া না যাও যদি আপনা বসতি ॥
শিশুক খাইবা করি গর্ব কর দূর।
এক বাণ মারি তোর গর্ব করিমু চূর ॥
কুমারের বচনে ক্রুদ্ধ হইলেক সাপ।
গর্জিতে লাগিল তবে করি মহাদাপ ॥
সর্প না ফিরিলা দেখি রাজার কুমার।
এক বাণ মারি তারে অঙ্গের উপর ॥
বাণ খাই সর্পরাজ গর্জিয়া উঠিল।
কুমার ধরিতে তবে লেজ বাড়াইল ॥
আর বাণ মারে তারে গ্রীবার উপর।
বৃক্ষ সমে সর্প ছেদি রাখিল কুমার ॥
পড়িলেক সেই সর্প ত্যাজিয়া পরাণ।
খড়্গ লই সর্প ধীরে কৈল খান খান ॥
বসনে বাঁধিয়া মাংস লইল সত্বর।
বৃক্ষ পরে উঠিলেক নৃপতি কুমার ॥
সে দুই শিশুর মুখে মাংস তুলি দিল।
ভক্ষ্য পাই দুই শিশু হরষিত হইল ॥
শিশুক খিলাই মাংস শাহার তনয়।
বৃক্ষতলে আসিয়া রহিলা মহাশয় ॥
দিবস বহিয়া গেল রজনী প্রবেশ।
আহার লইয়া পক্ষী আইল নিজ দেশ ॥
জঙ্গলেত হস্তী ধরি করিছ গমন।
দশ হস্তী লই পক্ষী আইল দুই জন ॥
আর দিন আহার আনিয়া পক্ষীগণ।
সানন্দিতে বোলাবুলি করে শিশুগণ ॥
শিশুর বচন আজি না শুনিল পক্ষী।
বাসার উপরে পার হইল মন দুঃখী ॥
ব্যগ্রতা করিয়া পুছে পক্ষী দুই জন।
শিশু তার কহে পক্ষী বিনয় বচন ॥
মায় বাপ সঙ্গে শিশু না কহে বচন।
পক্ষী বোলে জিজ্ঞাসিহ হৈছে কি কারণ ॥
বাপ মার মুখে শুনি বিনয় বচন।
কহিতে লাগিল তবে শিশু দুই জন ॥
পালন করিছ তুমি বাপ কর্মকর্তা।

এই নরে কৈল আমা জীবন রক্ষিত্তা ॥
সত্য করি কহ বাপ গোচরে আমার।
মিছা যদি কহ বাপ গোচরে আমার ॥
মিছা যদি কহ বাপ দোহাই খোদার।
কতকাল হইছে তোমার বসতি আমার ॥
কতকাল হইছে তোমার এথাত বসতি।
এথা হতে কোথা গেছে তোমার সততি ॥
শিশুর বচন শুনি পক্ষী দুইজন।
কহিতে লাগিল পক্ষী যত বিবরণ ॥
শতেক বৎসর হইছে বঞ্চি এই ঠাঁই।
যতেক হইছে শিশু তার লেখা নাই ॥
পালিয়া পুষিয়া শিশু উড়িতে সময়।
ফিরিয়া না পাই শিশু না জানি কি হয় ॥
বাপের মুখে ত বাল শুনি শিশুমতি।
রক্ষতা না হইত শিশু প্রাণ লই যায় তথি ॥
সেই মতে হইল সব শিশুর নিধন।
তেন মতে জানিবা যে আমি দুই জন ॥
ভক্ষণ ত্যজিল আমি না করি আহার।
পরাণ ত্যজিল আমি গোচর তোমার ॥
শিশুর বচন দুই ভাবে মনে মন।
না জানি এমত বাক্য কহে কি কারণ ॥
বাপ মায় বলে শুন বচন আমার।
ক্ষুধায় কেনে দুঃখ পাও না কর আহার ॥
কেবা আসি দেখা দিল গোচরে তোমার।
আমার গোচরে শিশু কহ সে সমাচার ॥
শিশু কহে আমার বাক্য পাল সত্য করি।
তোমার সাক্ষাত কহি শুন অধিকারী ॥
বৃক্ষতলে বসিয়া মনুষ্য অবতার।
সেই নরে রাখিয়াছে জীবন আমার ॥
সাগরের মধ্য হোন্তে সর্প অজগর।
আমারে খাইতে উঠে বৃক্ষের উপর ॥
বাসার নিকটে এই মারিলেক সাপ।
সেই সে পুরুষ হইল মোর ধর্ম্মবাপ ॥
বহুদিন ধরি আছে এই বৃক্ষতল।
নিত্য নিত্য উপবাস শরীর বিকল ॥

কি কারণে এথাত আসিছে যুবরাজ।
কাহার তনয় এই বইসে কোন কাজ ॥
এহার বৃত্তান্ত কহ গোচরে আমার।
তবে আমি দুই জনে করিমু আহার ॥
শিশুর বচন শুনি পক্ষী দুইজন।
তাহার চরিত্র বাপ শুনহ বচন ॥
জুলকর্ণ শাহা জান মসরিক পতি।
সয়ফুলমুল্‌ক নাম তাহান সন্ততি ॥
লালমতি কুমারী নাম শুনি যুবরাজ।
মগরিবে চলি যায় বিবাহের কাজ ॥
তেকারণে চলি যায় নারী বরিতে।
কুবুদ্ধি লাগিছে তার পরাণে মরিতে ॥
বৃদ্ধ পক্ষী বলে শুন বচন আমার।
ক্ষুধায় কেনে দুঃখ পাও না কর আহার ॥
শিশু বলে কুমার না কৈলে আহার।
তাবত না খাইব ভক্ষণ কহিনু তোমার ॥
শিশুর জননী বোলে মনে মন।
বিপরীত কহ শিশু অশক্য কথন ॥
শিশুর জননী বলে শুন মহামতি।
লালমতি বাগ ফল আন শীঘ্র গতি ॥
যুবতীর কথা শুনি পক্ষীর গমন।
লালমতি বাগ মধ্যে করিল গমন ॥
বাগ মাঝে গেল তবে পক্ষী মহাজন।
বাগ হোন্তে ফিরিয়া আনিল নানা ফল ॥
বৃক্ষতলে বসিয়া আছে যুবরাজ।
কুমার সাক্ষাত ফল দিল পক্ষীরাজ ॥
পক্ষী সম্বোধিয়া তবে কহে মহামতি।
করজোড়ে যুবরাজ করয়ে বিনতি ॥
কুমারকে পক্ষীরাজ বহু সম্ভাষিয়া।
খাইবারে সেই ফল আদেশ করিয়া ॥
বৃক্ষের উপর পক্ষী করিলা গমন।
শিশুকে আহার দিতে করয়ে যতন ॥
আহার খাইবো শিশু হরষিত মন।
মাতা পিতা আগে কহে বিনয় বচন ॥
এইক্ষণে এথা হোন্তে করিল গমন।

ফল সব আনি দিলা কাহার বৃন্দারন ॥
এমরান যে শাহা জান মগরিব ঈশ্বর।
লালমতি কন্যা তার পরম সুন্দর ॥
মহাবাগ নির্ম্মিয়াছে রাজার কুমারী।
তথা হোন্তে ফল যে আনিছি শীঘ্র করি।
এত শুনি কহিলেক শিশু দুই জন।
নিকটেত আসিয়াছে নৃপতি নন্দন ॥
শিশুর বচনে কহে পক্ষীরাজ পতি।
অনেক সঙ্কট আছে মনুষ্যের গতি ॥
এ সপ্ত সাগর আছে অতি ঘোরতর।
কিরূপে যাইব তথা নৃপতি কুমার ॥
শিশু দুই জনে বলে শুন মহামতি।
যুবরাজে দেও নিয়া উদ্যানে লালমতি ॥
বৃদ্ধ পক্ষী বোলয়ে মনুষ্য অবতার।
কিরূপে সাগর তারে করি দিমু পার ॥
শিশুগণে বলে বাপ জন্ম অধিপতি।
একবারে পার কর পঞ্চগণ্ডা হাতি ॥
রাজার কুমার হয় নরেশ অবতার।
তেকারণে চিন্তা মনে গায়ের উপর ॥
নখ যদি লাগে গায় হইব বিদার।
অঙ্গুল লাগিলে গায় হইবে সংহার ॥
শিশুগণে বোলে পৃষ্ঠ করি যুবরাজ।
সাগর তরাই দিও বাগোয়ান মাঝ ॥
পক্ষীরাজে বলে শুন শাহার কুমার।
পারিবা নি মোর পৃষ্ঠে হইতে সোয়ার ॥
আনন্দে রহিবা আমি পৃষ্ঠের উপর।
তোমার প্রসাদে যদি তরাও সাগর ॥
পক্ষীরাজে বোলে রহ চিন্তা পরিহরি।
কালুকা বেহানে নিমু লালমতি পুরী ॥
একদণ্ড বেলা যদি উদয় হইল।
সানন্দিতে রহ তুমি ওই বৃক্ষতল ॥
হরষিত হইল তবে শাহার কুমার।
প্রভাতের উঠি গেল স্মরি করতার ॥
পক্ষীরাজে বলে শুন শাহার কুমার।
তোমার দুই হস্তে জান রাখ দুই ফর ॥

সঙ্কটাদি পড়িলে উপরে তোমার।
ছেকিবা আমার ফর আনল মাঝার ॥
সেই ফর ছেকিতে নাম ধরিবা আমার।
আমি দুই মিলিব গোচরে তোমার ॥
যুবরাজ প্রণমিল পক্ষীর চরণ।
কুমার ছাড়িয়া পক্ষী উড়িল গগন ॥
বাগিচায় রহিলেক শাহার নন্দন।
কৌতুক দেখিতে বীর ফিরে বনে বন ॥

[লালমতি সায়ফুল মুল্‌ক]

॥ আবদুন নবী ॥

হামজা-মেহেন্নাগার মিলন

দিবস গঞিল যদি দুঃখ কেলি ক্লেশে।
নিশি শয়নেত আমিরের নিদ্রা না আইসে ॥
কারো সঙ্গে মুখে যদি বচন কহন্ত।
মেহেন্নাগার ভাবে চিত্তেত কল্পন্ত ॥
এই মতে উফারি ফাপরি অর্ধ নিশি।
কথঞ্চিত প্রেমতাপে বঞ্চে উঠি বসি ॥
যাহার হৃদয়ে হইল ভাব প্রীতি মনে।
প্রেম ডোরে বান্ধি চিত্ত ঘন ঘন টানে ॥
তেকাজে হামজা বীর কুমারীক স্মরি।
অর্ধ নিশি চলি গেলা দেখিতে নাগরী ॥
নিশি ভাগে পুরী মাঝে হামজা সুজন।
কুমারীর অন্তঃপুরে গেলা তুরমান ॥
রাজবালা এক দৃষ্টে পন্থ নেহারিতে।
দেখিলা প্রাণের নাথ হৃদয়ে কল্পিতে ॥
অতি স্নেহে উঠি কন্যা অস্তে ব্যস্তে লুলি।
আমিরকে প্রণামিয়া লই পদধূলি ॥
হামজাএ কুমারীর পদ পরশিএ।
দোঁহান চরণে দোঁহা সালাম করিএ ॥
কামমদে প্রেমভাবে গাঢ় আলিঙ্গন।
অন্যে অন্যে দোঁহানে দোঁহানে সম্ভাষণ ॥
মেহের নেগার আর আমিরের প্রেম।
রতন জড়িত যেন সুশোভিত হেম ॥
কুমার কুমারী দোঁহ এক সত্য কইলা।
আমিরকে হস্তে ধরি আপনে বসাইলা ॥
কিছু কহি দোহানের রতি বিনু রঙ্গ।
ধর্মপন্থ দেখি কাম দেবে দিল ভঙ্গ ॥
বিচিত্র শয্যাতে দোহ বসিয়া পালঙ্কে।

কেলি কলারস আরম্ভিলা নানা ছন্দে ॥
কর্পূর সংযোগ গুয়া লইয়া পাকোয়ান।
দোহানে তুলিয়া দিলা দোহন বয়ান ॥
নানা মত পরিমল চতুশ্রম হাতে।
দোঁহ দোঁহা অঙ্গে দিলা সকল অঙ্গতে ॥
যুবক দোহান ভুজ বান্ধি নিজ পাশে।
রতি বিনু শয্যা লুনি পুরাইলা আশে ॥
তবে ত হামজা বীরে কহিলা নিশ্চিত।
যতদিন জীবন্ত থাকি পৃথিবীত ॥
তোমা আগে নারী না রাখিমু কদাচন।
সর্বথা জানিও আমি কহি যে বচন ॥
মেহের নেগারে শুনি আমিরের কথা।
সত্যরূপে রাজকন্যা কহে নিজ বার্তা ॥
বাপে মায় তোমা যদি না দে সে কল্পিয়া।
ভুবন মাঝারে মোর আর নাহি বিয়া ॥
এ বলিয়া ভুজবন্ধ খসায় প্রচণ্ড।
হীরায় পাথর কাটি যেন কইল খণ্ড ॥
মেহের নেগার নিজ হস্তের অঙ্গুরী।
আমিরের অঙ্গুরে পরাইলা শীঘ্র করি ॥
বুলিলা অঙ্গুরী জান 'মদাইন' মূল।
বিশেষ প্রশংসা তার কে জানে বহুল ॥
আমিরেহ আপনার হস্তের অঙ্গুরী।
পিন্ধাইলা মেহের নেগারের হাতে ধরি ॥
চারি দণ্ড ছিল বীর কেলি কলারসে।
মেলানি মাগিলা বীর যাইতে অবশেষে ॥

[আমির হামজা]

রাজা আদিসের সঙ্গে হামজার যুদ্ধ

কবচ-কিরীট ধরে ভূষণ বিচিত্র।
সাজিল আরব সৈন্য শমন চরিত্র ॥
লন্দুর সভার আগে গজ পৃষ্ঠে চড়ি।

কবচ-কিরীট ধরি বিক্রমে কেশরী ॥
শূন্য পঙ্ক শিলা ধায় বাণ ধরে হাতে।
বিজলী চমকি যেন করীবর মাথে ॥
যতেক নৃপতি সব স্তব্ধ আছএ।
সিংহনাদে ভূমিকম্পে অশ্ব দর্পএ ॥
অশ্বের গলেত দোলে বিচিত্র চামর।
গজ-কন্ধে সাজ দেখি সুবর্ণ ঘাঘর ॥
সভানকে সাজাইয়া আরবের নাথ।
ভ্রাতৃসব সঙ্গে বীর সাজিলা পশ্চাত ॥
আব্দুল্লা আব্বাস দুই যুদ্ধে বিচক্ষণ।
সুসজ্জ হইয়া যদি নিঃসরিলা রণ ॥
সৈন্য পদধূলি উঠি ছাইল আকাশ।
আচ্ছাদিল দিনমণি না দেখি প্রকাশ ॥
দুই সৈন্য মুখামুখি হই গেলা যবে।
বিবিধ বাদ্যের ধ্বনি উঠি গেল তবে ॥
হেনকালে ডাকোয়ালে ডাকে উঞ্চস্বর।
প্রথমে কে দিবা যুদ্ধ নিকল সত্বর ॥
বাহুবলে কীর্তি রাখ দেখৌক সকলে।
যশোকীর্তি রহি যাক এ মহি মণ্ডলে ॥
আদিসের ভ্রাতৃপুত্র শুনি সেই ডাক।
সৈন্য হন্তে বাহিরায় দাণ্ডাইলা তাক ॥
আমিরের আগি আসি প্রণামি বুলন্ত।
আজ্ঞা দেও যুদ্ধে যাই আরবের কান্ত ॥
ইনানের মল্ল আইসে আনি ধরি আগে।
বীরদাপ করিয়া যে আনি গিয়া তাকে ॥
আমিরে বলন্ত যাও প্রভুতে সপিলুঁ।
নিরঞ্জনে জয় দিবে আমি বর দিলুঁ ॥
হামজার আদেশে লন্দর মহাবীর।
ইস্তেফাক আগে আইলা নির্ভয় শরীর ॥
ইস্তিফায়ে বলে বিনি পরিচয়ে আমি না বধি কাহারে
কোন জাতি কোন বৃত্তি কহ ত আমারে ॥
লুন্দখোরে বোলে আমি হিন্দুস্থানী নৃর্প।
দ্বাদশ সহস্র দ্বীপ শাসি বহু দর্প ॥
সরণদ্বীপ নামে নৃপ ছাদান যাহার।
তাহান সন্ততি আমি কহিলু তোমার ॥

এত শুনি ইস্তিফায়ে গদা লইল হাতে।
লুন্দুরেক কহিলেক আপনা রাখিতে ॥
সপ্ত শত মণের মুদগর ভ্রমাইয়া।
ছাদানের পুত্র শিরে বেগে হানে গিয়া ॥
গদার প্রহার শব্দ শুনি সৈন্যচয়।
ভয়ঙ্কারে সচকিতে বাহিনী উঠয় ॥
লোহাময় মুদগরের বিষম প্রহারে।
লুন্দুরের লোমে লোমে ঘর্ম শ্রবে ধারে ॥
ইস্তিফায়ে বোলে এবে তুমি এড় বাণ।
বীর্যবাণ কোদণ্ড কি লইয়া কৃপাণ ॥
তা শুনি লুন্দুরে গদা ধরি মহা ক্রোধে।
ইস্তিফার সিফরেত হানিলেক যোধে ॥
বিচক্ষণে অস্ত্র বেগে তার বর্মে লাগি।
পলক নিমিখে তথা উঠি গেল আগি ॥
তবে পুনি গদা লই দোঁহ বলবান।
অন্যে অন্যে করিলেক সমর সন্ধান ॥
সম্পূর্ণ দিবস যুদ্ধ এই মত ছিল ॥
জয়-পরাজয় কেহ নাহি করিতে পারিল ॥

[আমীর হামজা]

॥ আবদুল হাকিম ॥

পুষ্প-পত্র

কুমারে গাথয় পুষ্প অদ্ভুত লক্ষণ।
বিনা ডোরে গাঁথে হার নৃপতি নন্দন ॥
মালিনী গাথয় পুষ্প একই প্রকার।
সহস্রেক বর্ণে পুষ্প গাঁথয় কুমার ॥
মালিনী রন্ধয় অন্ন পাকশালা মাঝ।
পুষ্পের আখরে পত্র লিখে যুবরাজ ॥
রাজনন্দিনী শুন বাণী লিখি তব ঠাঁই।
আমি তোমার পিরীতির অধীন কানাই ॥
শুন কন্যা চন্দ্রমুখী নৃপতি কুমারী।
সাহা সেকান্দর সপ্তদ্বীপ অধিকারী ॥
ভুবন বিজয়ী সাহা রসুল আল্লার।
ছয়ফুলমুলুক আমি তাহার কুমার ॥
ভ্রমিকের মুখে শুনি প্রশংসা বহুল।
তোমা প্রেম ভাবে চিত্ত হইল ব্যাকুল ॥
তোমা বার্তা কর্ণমূলে মধু বরিষণ।
মধু পানে মত্ত হৈল আমার শ্রবণ ॥
শ্রবণের সুরা পানে শুন রাজবালা ॥
নয়ন হইল মদমত্ত মাতআলা ॥
চন্দ্র অদর্শন বিনা যেহেন চকোরা।
অধিক বিকল দেখি নিশি আন্ধিয়ারা ॥
কমল বিচ্ছেদ মনে যেহেন ভ্রমর।
তেহেন বিকল তোমা বিরহে অন্তর ॥
দিবসে কুমুদ যেন নিশীথে কমল।
সুর শশী বিনা দোহ্ অধিক বিকল ॥
বসন্ত সময় বিনা কোকিল তাপিত।
তোমা বিনা তেহেন উদাস মোর চিত ॥
নিদাঘ গঞিতে কোড়া যেন মনস্তাপ।

তোমা বিনা মর্ম্মে মোর তেহেন সন্তাপ ॥
শরৎ সময় বিনা যেন হুমাপক্ষী।
তোমা অদর্শনে আমি তেন মনদুঃখী ॥
শিশিরের ঋত বিনা যেহেন ডাহুক।
তোমা বিনা তেহেন বিদরে মোর বুক ॥
হেমন্ত সময় বিনা যেহেন ভিতর।
তোমা বিনা তেন মর্ম্ম দহে নিরন্তর ॥
তোমা বিনা ষড়ঋতু বিষ লাগে মোর।
প্রেমবন্ধু বিনা মোর দশদিক ঘোর ॥
বিষ বিষ লাগে মোর রাজ্য সিংহাসন।
গরল সদৃশ মোর যৌবন জীবন ॥
ধড়েতে না রহে প্রাণ অস্থির হইয়া।
দর্শন নাহিক দেখা ধ্যানে নিরখিয়া ॥
তোমার উদ্দেশে প্রাণ নিত্য উড়ে পড়ে।
স্থির হই দণ্ডেক রহিতে নারে ধড়ে ॥
মাতা পিতা পরিহরি ত্যজি নিজ দেশ।
প্রাণপণ করি আইনু তোমার উদ্দেশ ॥
তোমা অদর্শনে আমি সদায় বিকল।
রাজ্যপাট ধনরত্ন সকলি গরল ॥
সদয় তাপিত তোমা বিরহে অন্তর।
দিবস গঞিতে মোর সহস্র বৎসর ॥
এই মতে পত্র লিখি গাঁথি পুষ্পমালা।
যত্ন করি ভরি রাখে সুবর্ণের ডালা ॥
মালিনী দেখিয়া পুষ্প মহা হরষিত।
না চিনে অক্ষর লেখা পুষ্পের সহিত ॥
দেখিয়া বিবিধ পুষ্প আনন্দিত অতি।
কন্যার অগ্রেতে পুষ্প দিলা শীঘ্র গতি ॥
সখিগণ সঙ্গে বসিয়াছে লালমতি।
যেহেন তারকা মাঝে পূর্ণ নিশাপতি ॥
পরম আনন্দে বসিয়াছে রাজবালা।
হেনকালে দেখিল বিচিত্র পুষ্পমালা ॥
মালিনীএ প্রণামিয়া চরণে কন্যার।
কন্যার হস্তেতে দিল দিব্য পুষ্পহার ॥
পুষ্প হস্তে লই বালা অতি মনরঙ্গ।
পুলকিত হইল কন্যার অষ্ট অঙ্গ ॥

আবদুল হাকিম

প্রেমের সৌরভ পুষ্প গন্ধের সহিত।
জন্মিল কন্যার অঙ্গে বিরোগের রিত ॥
নিজ হস্তে লইয়া মোহন পুষ্পমালা।
আপনা মন্দিরে যাই প্রবেশিল বালা ॥
পুষ্প লইয়া সতী কন্যা ভাবে মনে মন।
এই পুষ্পহার গাঁথিয়াছে অন্য জন ॥
এই পুষ্পহারে যার লাগিয়াছে হাত।
মনে লয় সত্য মোর সেই প্রাণনাথ ॥
নতু ফুলে হেন গন্ধ পাইয়াছি কবে।
করে বিচলিত মন এহেন সৌরভে ॥
মালিনীর কর্ম নহে এসব প্রকার।
বিনা সুতে গাঁথিতে মোহন ফুলহার ॥
ফিরাইয়া ফিরাইয়া ফুল চাহে নিরন্তর।
ফুলের পাখরে দিব্য দেখিল অক্ষর ॥

[লালমতি সয়ফুল মুলুক]

ইউসুফের রূপ

একদিন ইউসুফ নবী দর্পণ ধরি করে।
দেখিলা আপনা রূপ দর্পণ উপরে ॥
প্রশংসিলা নিজরূপ আপে বহুতর।
ভুবনে নাইক রূপ মোর সমসর ॥
মোর রূপে দিল প্রভু এতেক মহিমা।
মোর রূপের মূল্য দিতে ভুবনে নাহি সীমা ॥
প্রভুর মিত্র যেবা হয় যুক্ত এহি মত।
তেকাজে তোমারে টঙ্কারূপ শরীরত ॥
ইউসুফের রূপরঙ্গ নিরখিয়া চাইতে।
একজন ধাইতে ধায় শতে শতে ॥
ধায়ন্ত পণ্ডিত সব মুখ্য মুখ্য জন।
হুরপরী কুলবধূ ধায় সর্বজন ॥
নগরের নারী ধায় বাজারের বাজারী।
কোলের বালক ছাড়ি ধায় যত নারী ॥

বিভোল হইয়া ধায় ব্রাহ্মণের সজ্জনী।
অতি মন রঙ্গে ধায় নব সে নাগিনী ॥
যতেক যুবতী ধায় লজ্জাভয় ছাড়ি।
বৃদ্ধ নারীগণ ধায় হাতে ধণ্ড নড়ি ॥
বালবৃদ্ধ যুব যত পুরুষ ও যুবতী।
চাইতে ইউসুফ রূপ ধায় রঙ্গমতি ॥
উত্তম অধম যত গ্রামে গ্রামে নর।
ইউসুফে দেখিতে ধায় ত্যাগি বাড়ীঘর ॥
সদৃষ্টে ইউসুফ রূপ দেখে যেই জন।
মুহুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হারাইয়া জ্ঞান ॥
প্রদীপ নিকটে আইসে যে সব পতঙ্গ।
প্রেম অগ্নি মধ্যে ক্ষেপে আপনার অঙ্গ ॥
ইউসুফ নিকটে আইসে যে সকল নর।
রূপ দেখি পড়ে সব ভূমির উপর ॥
ইউসুফের রূপ দেখি ভোলে সর্বজন।
পৃথিবীতে হেন রূপ না হল সৃজন ॥
নুরের অঙ্গের আভা করি একঠাম।
এই অঙ্গে সৃজিলা রূপ অতি অনুপাম ॥
কেহ বোলে মনুষ্য না হয় কদাচন।
এহি তরু মধ্যে রত্ন উপজে রতন ॥
কেহ বোলে সত্য এহি দেবের দেবতা।
ত্রিভুবনে হেন রূপ নাইক সর্বথা ॥
কেহ বোলে এহি রূপ মোতির নিরমান।
রূপজোতে স্বর্গ মর্ত পাতাল দীপ্তিমান ॥
কেহ বোলে সত্য এহি দীপ্তি করতার।
চন্দ্র সূর্য ছাড়ি জুতি বিদিতে যাহার ॥

জোলেখার প্রণয়-ফাঁদ

জোলেখায় পাতে ফান্দ করি প্রেম-সন্ধি।
ইউসুফের মনপক্ষী করিবারে বন্দী ॥
ভঙ্গিমার সন্ধি তালা ত্রিলোক মোহিনী।

ঈষৎ কটাক্ষে বালা হেরে গুণমণি ॥
খেলয়ে নানান খেলা ইউসুফ সঙ্গতি।
নানা ছলে কহে কথা প্রেমের প্রণিতি ॥
নবীন বয়স হইল ইউসুফ সুমতি।
ধর্ম কলেবর মূর্তি ক্ষেমাবন্ত অতি ॥
না চাহে জোলেখার মুখ মাথা তুলি।
হেরিয়া হরয় নিজ পদের অঙ্গুলি ॥
বিদ্যুৎ প্রকারে বালা চাহে নিরন্তর।
হানিতে ইউসুফে দৃষ্টি নয়ান উপর ॥
ইউসুফ নয়ান পরে দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টে।
রাখিল নয়ান পরে জোলেখা সদৃষ্টে ॥
প্রেমরসে মধুমায়া চাহে ভোলাইতে।
ইউসুফে রাখিল কন্যা মানস মোহিতে ॥
জোলেখার মনলোভে বিরহে বাঞ্ছিত।
না শুনে সে সব বাক্য কর্ণে কদাচিত ॥
ইউসুফের ধর্ম দৃষ্ট পন্থের উপর।
জোলেখার মনে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
ইউসুফের অষ্ট দিব্য নহে বিকশিত।
মধুর লোভে জোলেখার মরম তাপিত ॥
রূপ দেখি শান্ত নহে জোলেখার মন।
দেখিলে না মিটে ক্ষুধা না কৈলে ভোজন ॥
তৃষ্ণা কূলে শান্ত নহে নিরক্ষিলে জল।
যদ্যপি না করে পান না খণ্ডে আনল ॥
প্রেমের আনল ধাই জোলেখার মন।
হৃদয় অন্তরে নিত্য অগ্নি বরিষণ ॥
জন্মিল বিষম রোগ মর্ম হুতাশন।
তেজিলা বিরহে খেদ বস্ত্র আবরণ ॥
নিশীতে নাইক নিদ্রা বসিলে ঝুরে নিত।
দিবসে নাইক নিদ্রা চিত্ত ব্যাকুলিত ॥
আপনা তনের মন হইল পরাধীন।
বিরহে সন্তাপে মন হই গেল ক্ষীণ ॥
নিরন্তর কাঁদে বালা ভাবে মনে মন।
আপন প্রেম দিয়া আমি ইচ্ছিলুম আপন ॥
আকারণে বাঞ্ছা মুঁই করিলুম কামনা।
কিনিলুম আপনা ধনে সঙ্কট আপনা ॥

মোর প্রতি দারুণ বিধি হইল অকরুণ।
বহু ধনে কিনিলাম সেবক কঠিন ॥
সামান্য জনের প্রতি বাড়াইলাম ভাব।
বিরহ সন্তাপ বিনে না দেখিয়ে লাভ ॥
ধাত্রিপতি কহে বালা হইয়া তাপিত।
কি করিব কহ ধাঞি উপদেশ হিত ॥
ধাঞি কহে শুন কন্যা কহি তোমা স্থানে।
নারী সঙ্গে রসরঙ্গ ইউসুফে না জানে ॥
প্রথমে বয়স অলি না জানে সন্ধান।
কীরূপে পুষ্পেত বসি মধু করে পান ॥
রতিশুদ্ধ শিক্ষাবন্ত নহে কদাচিত।
তেকাজে তোমার আগে হয়ন্ত লজ্জিত ॥
তোমার যতেক সখী নবীন নাগরী।
নানা অলঙ্কার পরি সে সব সুন্দরী ॥
যাও ইসুফ আগে ধরিয়া ভঙ্গিমা।
ইসুফ ভুলিব দেখি এসব রঙ্গিমা ॥
ইসুফকে আদেশ যাইতে বৃন্দাবন।
তুলিয়া আনিতে পুষ্প তোমার কারণ ॥
যতেক নাগরী সব হাস লাস করি।
যাও ইসুফ সঙ্গে লজ্জা পরিহরি ॥
নানা যন্ত্রে তাল-গীত গায় সুললিত।
দেখিয়া ইসুফের মন হইবে বিচলিত ॥
সখীগণে করিয়া নানা ভঙ্গিমা প্রকার।
ইসুফকে শিখাইব সঙ্গম বিহার ॥
সখী সঙ্গে পায় যদি নিত্য রতিরস।
তোমাকে জানিব পূর্ণ মধুর কলস ॥
সামান্য পুষ্পেত খেলি শিখিল ভ্রমর।
উদ্দেশি চলিব তোমার পুষ্প মনোহর ॥
ধাঞি মুখে বাক্য শুনি জোলেখা সুন্দরী।
ডাকিয়া আনিল যত সখী-সহচরী ॥
সখীগণ প্রতি ভাল কহিলা বুঝাই।
ইসুফকে ভুলাইতে বৃন্দাবনে যাই ॥
ভুলাইতে পার যদি ইসুফের মন।
নানান অলঙ্কার দিমু জড়িত রতন ॥
মোর এহি কর্ম যদি কর কদাচন।

সফল জানিমু মোর যত সখীগণ ॥
কুমারীর বচন শুনি যত সহচরী।
বৃন্দাবনে চলিলা সবে স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
ইসুফের প্রতি বালা আদেশে বচন।
বৃন্দাবনে গিয়া পুষ্প আনিতে কারণ ॥
জোলেখার আদেশ পাই চলে ততক্ষণ।
ইসুফে প্রবেশে গিয়া সেই বৃন্দাবন ॥
জোলেখার বৃন্দাবন অপূর্ব গঠন।
পুষ্প সম যেহেন নক্ষত্র সখীগণ ॥
বৃন্দা মধ্যে ইসুফ যেহেন নিশাপতি।
উজ্জ্বল হইলা বৃন্দা দীপ্তিমান অতি ॥
অপরূপ পুষ্প যত শোভে বৃন্দা মাঝ।
দেখিয়া ইসুফে রূপ ঝরি পড়ে লাজ ॥
পুষ্প মধু পরিহরি যতেক ভ্রমর্।
ইসুফকে প্রদক্ষিণ করে নিরন্তর ॥
বৃন্দা মধ্যে ইসুফ দেখিয়া সখীগণ।
সহস্র প্রণাম করে ইসুফ চরণ ॥
কেহ কার সনে বাক্য কহএ নানান।
নয়ন কটাক্ষ টানে ছাড়ে কাম-বাণ ॥
কেহ নৃত্য করে গীত গাহে কোন জন।
কেহ মুখে দৃষ্টি করে ত্রিভঙ্গি নয়ান ॥
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ করে লাস।
নানা ছলে করে কেহ হাস্য পরিহাস ॥
কেহ কারো অঙ্গে ধরি করে আলিঙ্গন।
কেহ কারো অধর চুম্বএ ঘন ঘন ॥
কেহ কারো তুলে আসি উরের বসন।
কেহ কারো যুগ-কুচ চাপে ঘন ঘন ॥
কেহ করে খসায়ন্ত কাহারও কবরী।
অনুসারে ঠারে কেহ কারো হাতে ধরি ॥
কেহ কারো কণ্ঠ ধরি হস্তে বিদ্যাধরী।
মধ্যদেশ হেলায়ন্ত লজ্জা পরিহরি ॥
কেহ কাকে কহেন্ত শৃঙ্গার বাণী।
কেহ কারো বস্ত্র ধরি করে টানাটানি ॥
ইসুফে বুঝএ সখী সবের চরিতি।
সে সবে হরিতে চাহে ইসুফের মতি ॥

আরম্ভিল নানা ছলে ভঙ্গিমা ত্রিভঙ্গ।
ইসুফে ভুলাইতে চাহে ধৈর্যের প্রসঙ্গ ॥
এক সখী পান খায় আরেক সখী চায়।
এক সখী হালি পড়ে আরেক সখী গায় ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে করে ঘেসাঘেসি।
হৃদে হৃদে জড়াজড়ি হইয়া মেশামেশি ॥
কেহ কারো কুচে ধরি করন্ত মথন।
কেহ কারো তুলি ধরে পৈরন বসন ॥
স্ত্রীঅঙ্গ দেখায় কেহ ক্ষীণ উরু মাঝ।
শৃঙ্গার বিহার মতে অবিরত কাজ ॥
কহিতে লাগিল বাক্য ইসুফ সুমতি।
শুন কহি সখাসব তুমি সব প্রতি ॥
ধর্ম ভাব ছাড়ি কেনে আচর বিধর্ম।
এ সব প্রকৃতি নহে মনুষ্যের কর্ম ॥
পরম ঈশ্বর এক হয় করতার।
এ তিন ভুবন হয় সৃজন যাহার ॥
গুপ্ত ব্যক্ত তান দৃষ্ট সব একে এক।
এ তিন ভুবন তান দৃষ্ট যে প্রত্যেক ॥
কোন গর্বে পরিহর শাস্ত্রের আচার।
ক্ষণিকের সুখ হেতু না মান করতার ॥
জীবন-যৌবন ভস্ম কর অকারণ ॥
কুসুম সদৃশ তোমা এ রূপ-যৌবন ॥
প্রভাতে বিকাশে পুষ্প সন্ধ্যাতে ঝামর।
কোন গর্বে পরিহর পরিণামে ডর ॥
যৌবন মদ মত্ত জান অকারণ।
এ রূপ-যৌবন জান নিশির স্বপন ॥
তুমি সব জ্ঞানহীন মূর্খ মূঢ়জন।
আপনার ভাল মন্দ না জান কখন ॥
যৌবন জোয়ার ভাটা পড়িব নিশ্চয়।
মদ মত্ত ছাড়ি নিত্য ভাব প্রভুর ভয় ॥
ইসুফ মুখেতে শুনি এ সব উত্তর।
বসিলা সে সব দাসী লজ্জিত অন্তর ॥
শুনি এসব বাক্য সুন্দরী সকল।
মন্ত্রে যেন সর্প রহে মুণ্ড করি তল ॥
জোলেখার মনেত ভরসা সন্ধি অনুরূপ।
সখীগণ ফান্দে বন্দী হইব ইসুফ ॥
বৃন্দা মধ্যে জোলেখা চলিল ধীরে ধীর।

ইসুফে দেখিলা ধর্ম-জ্ঞান ধৈর্যে·স্থির ॥
বিরহে তাপিতা বালা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
এহি বুদ্ধি বাম হইল না পুরিল আশ ॥
না ছাড়ে দারুণ দুঃখ কর্মান্তের ফলে।
সহস্র প্রকারে চাহিলাম ইসুফ নাহি টলে ॥
ধাঞি প্রতি কহে বালা মনোদুঃখ অতি।
না খণ্ডে দারুণ দুঃখ প্রাণের দুর্গতি ॥
বহু বিধর্মে শরীর সন্ধান চাহিলাম।
কঠিন পাষাণ মোম করিতে নারিলাম ॥
কুলীশ হৃদয় মোর দিকে না দেয় দৃষ্ট।
অনুক্রমে হেরি রহে নিজ পদ পিষ্ট ॥
প্রেমরসে ভুলাইতে চাইলাম প্রতি নিত।
কুমার মোহোর বশ নহে কদাচিত ॥
ধাঞি কহে শুন কন্যা কহি তোমা স্থান।
আছএ মোহোর এক পরম সন্ধান ॥
এহি বুদ্ধি মূলে তোমা পূরিব বাঞ্ছিত।
ভজিব ইসুফের মন তোমার সহিত ॥
তোমা প্রতি কহি বালা হিত উপদেশ।
রচহ বিচিত্র নাট মন্দির সুবেশ ॥
করহ প্রকাণ্ড টঙ্গি পরম সুন্দর।
স্বর্গের যেহেন টঙ্গি অতি মনোহর ॥
টঙ্গি মধ্যে অপরূপ রূপ কর চিত্রকার।
জনে জনে গঠ মূর্তি পরম আকার ॥
ইসুফ-জোলেখা যেন রূপে অনুপাম।
জোলেখা সহিত খেলে প্রতি ঠামেঠাম ॥
ইসুফের দৃষ্টি যথা পড়ে চতুর্ভিত।
ইসুফ-সঙ্গম দেখে জোলেখা সহিত ॥
মূর্তিরূপ দেখি রঙ্গ-বিরঙ্গ শৃঙ্গার।
জন্মিব ইসুফ অঙ্গে কাম ব্যবহার ॥
স্থানে স্থানে কর্মরতি দেখি আলিঙ্গন।
রতিরস জন্মিবেক ইসুফের মন ॥
দেখি হেন অপরূপ রতির সরঙ্গ।
কামের লহরে তার ডুবিব তুরঙ্গ ॥
বিভোল হইব অঙ্গ জড়ি কাম-বিষ।
তোমা আলিঙ্গন দিব পরম হরিষ ॥

॥ সৈয়দ মুহম্মদ আকবর ॥

মালিনী-সংবাদ

কুমার চলিয়া গেল হেমাল নগর ॥
নগর ভ্রমিয়া বীর পাইল উদ্যান।
ফুল ফুল দিব্যস্থান দেখে বিদ্যমান ॥
তথা বসি গাথে মালা রাজার মালিনী।
তাহার নিকটে বীর চলিলেক পুনি ॥
মালিনী সম্মুখে কহে রাজার কুমার।
বিদেশী ভিখারী আমি দুঃখিত অপার ॥
নিত্য দিব এক মুদ্রা বাস দেও মোরে।
এত শুনি মালিনী আসন দিল তারে ॥
বাস করিবারে পদ্মা ছাড়ি দিল ঘর।
আনন্দে মালিনী ঘরে রহিল কুমার ॥
কাঞ্চনের এক মুদ্রা মালিনীরে দিল।
ধন পাই মালিনী যে হরষিত হৈল ॥
অতি শীঘ্র সে মালিনী বাজারেতে গেল।
ভাল ভাল দ্রব্য সব কিনিয়া আনিল ॥
স্নান করাইল তারে শুদ্ধ জল আনি।
ভোজন করাই পাশে শয্যা দিল পুনি ॥
ভোজন করিয়া বীর করিল শয়ন।
বহু সুখে নিদ্রা গেল মালিনী ভবন ॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল যদি চৈতন্য পাইয়া।
হায় হায় করি বীরে বসিল উঠিয়া।
হেনকালে মালিনীও ছাড়িল নিঃশ্বাস।
কুমার পুছিল তারে কি হেতু উদাস ॥
মালিনী কহিল এক দুহিতা রাজার।
মালা প্রতি দিত মোরে অঙ্গুরী সোনার ॥
শামারোখ নাম তার জগত-মোহিণী।
অসুস্থতা ঘটিয়াছে সদা বিরহিনী ॥

ঔষধ করিল তার মহা মহা বৈদ্য।
সুস্থ করাইতে কার না হৈল সাধ্য ॥
তাহার কারণে রাজার গেল বহু ধন।
তথাপিও রোগী সুস্থ নহে কদাচন ॥
সুন্দর বদন তার হইছে পিঙ্গল।
বুঝিতে না পারে কিছু সদাই ব্যাকুল ॥
অন্নজল নাহি খায় নাহি করে স্নান।
সদাই পাগল মত বড়হে অজ্ঞান ॥
কোন্ গীত গায় কন্যা বুঝন না যায়।
তাপসী যোগিনী মত উদাস সদায় ॥
গীত যত গায় সদা গুণ গুণ করে।
কোন্ সুরে গায় কেহ বুঝিতে না পারে ॥
সে সুর বিষম সুর যেন বীণা টান।
বুঝিতে না পারে কেহ দগধে পরাণ ॥
সদাই থাকএ কন্যা নয়ন মুদিয়া।
থাকি থাকি চমকি সে উঠএ কান্দিয়া ॥
দণ্ডেকে পলকে সদা করে হাহাকার।
নিরবধি দুনয়নে বহে বারিধার ॥
উঠিয়া না বসে কভু শয়ন সদায়।
অবিরত শয্যায় পড়ি করে হায় হায় ॥
যদি সে ক্ষণেক বৈসে থাকে স্তব্ধ হইয়া।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি পাছে পড়এ ঢলিয়া ॥
যদি সে নয়ন মেলে কান্দে উচ্চরায়।
যেই পথে আসিয়াছে নিরক্ষে সদায় ॥
কোন্ পীড়া হইয়াছে নাহি নিরূপণ।
জ্বর দেহে নাহি কিছু শুখায় বদন ॥
কেহ বলে দেও দৃষ্টি তাহার কারণ।
যে কারণে হৈল কন্যা পাগল লক্ষণ ॥
নয়ন মুদিয়া থাকে নিদ্রা নাহি যায়।
হইলে গভীর রাত্রি কান্দয় সদায় ॥
কন্যার বৃত্তান্ত যত মালিনী কহিল।
সিনাই পর্বতে যেন অনল লাগিল ॥
বিরহের তাবির যদি কহিল মালিনী।
শুখনা কাষ্ঠেতে যেন লাগিল আগুনি ॥
মালিনী কহিল তথ্য যুবরাজ কাছে।

জলছিটা দিল যেন তপ্ত তৈল মাঝে ॥
কি করিব কোথা যাব হেন কহে মন।
মৃত দেহ মধ্যে যেন সঞ্চারে জীবন ॥
ছটফট করে প্রাণ শুনি এই কথা।
মুখেতে না আসে রাও মনে পাইল ব্যথ্যা ॥
দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় সহন।
কাটা ঘাও মধ্যে যেন মাখিল লবণ ॥
তারপরে মালিনীকে কহে বীরবরে।
এক কথা কহি তোমা যদি মনে ধরে ॥
চণ্ডীর কবচ এক আমি দিতে পারি।
দেখিলে তাহাকে সুস্থ হইবে কুমারী ॥
কহিও বিরলে নিয়া কন্যাকে চাহিতে।
কদাচিত কেহ যেন না পায় দেখিতে ॥
কহিল মালিনী বাপু দাও মোর স্থানে।
অতি শীঘ্র নিয়া দিব কন্যা বিদ্যমানে ॥
নিজ চিত্রে লিখিলেক যতেক বয়ান।
আসিতে পথের যত দুঃখ অপমান ॥
আসিয়া রহিছি আমি মালিনী ভবন।
কোন্ লক্ষ্যে পাব আমি তোমা দরশন ॥
শুখাইল অঙ্গ মোর বিরহ আগুনে।
পরাণ রহিছে শুধু তোমা দরশনে ॥
এহি কথা পত্রেতে লিখিয়া নানা মতে।
চণ্ডীর বচন দিল মালিনীর হাতে।
মালিনী কবচ পাইয়া রাখিল অন্তরে।
অঞ্চলে বান্ধিয়া তাহা নিল রাজপুরে ॥
সকলকে দিয়া মালা পদ্মা অবশেষ।
কন্যার মন্দির মাঝে করিল প্রবেশ ॥
মালিনী কহিল শুন রাজার কুমারী।
বৈদ্য এক আসিয়াছে অধিনীর পুরী ॥
চণ্ডীর কবচ এক দিয়াছে যতনে।
বিরলে মন্দিরে নিয়া চাহিতে আপনে ॥
অন্যজন কেহ নাহি থাকে সেই ঘর।
সবেমাত্র তুমি খালি করিবা নজর ॥
কিছু মাত্র সুস্থ হলে তাহাকে আনিবা।
চণ্ডীর কবচ এহি যতনে রাখিবা ॥

এ বলিয়া সেই পত্র কন্যা হস্তে দিল।
সহচরী সবে তবে স্থানান্তরে গেল ॥
কবচ খুলিয়া কন্যা করে নিরীক্ষণ।
কুমার আসিছে দেখে মালিনী ভবন ॥
পত্রের বৃত্তান্ত যত সকল জানিয়া।
কুমারের নিজ চিত্রে নজর করিয়া ॥
বিরহ বিচ্ছেদ রোগে ছিল শামারোখ।
ঢলিয়া পড়িল কন্যা মালিনী সমুখ ॥

শামারোখের ক্ষেদ

॥ রাগ ঃ পয়ার ছন্দ ॥

বন্দীঘরে থাকি শামা পন্থ পানে চায়।
কুমার বিরহ ভাবে বারমাস গায় ॥
প্রথম ফাল্গুন মাসে বসন্ত উদয়।
চিকুরের নাদ শুনি জীবন সংশয় ॥
দক্ষিণে পবন বহে দাদুরীর রোল।
বন্ধু বিনে বিরহিণী ভক্ষিবে গরল ॥
চৈত্রল মাসেতে সখী রবির বড় জ্বালা।
ভাবিয়া মগধ বন্ধু শরীর কৈল্য কালা ॥
শুতিলে না ধরে নিদ্রা বসিলে পোড়ে হিয়া
নিশ্চয় তেজিব প্রাণি ঘুষিয়া ঘুষিয়া ॥
বৈশাখ মাসেতে সখী সর্ব পুষ্পময়।
সুগন্ধির গন্ধ মোর প্রাণে নাহি সয় ॥
একসর বঞ্চিবারে আছিল কপালে।
মনে কহে প্রাণি তেজি প্রবেশিব জলে ॥
জৈষ্ঠেতে রবির জ্বালা শরীর বিকল।
সমুদ্রেতে ঝম্প দিলে না লাগে শীতল ॥
একসর থাকি আমি নাহিক দোসর।
এখন না আইল দুষ্ট মগধ খবর ॥
আষাঢ়েতে নিদাঘ ঋত গগন গর্জ্জয়।

আঁখিতে না আইসে নিদ্রা চমকি উঠয় ॥
এমত দুঃখের কালে নাহি বন্ধুজন।
পাপিষ্ঠ শরীর ছাড়ি না যায় জীবন ॥
শ্রাবণে সঘন মেঘ বরিষয় নীর।
নয়নের স্রোত জলে ডুবিল শরীর ॥
আহারে, দারুণ প্রিয়া না দেখিলুম মুখ।
শিশুকালে প্রেম করি দিলা বহু দুঃখ ॥
ভাদ্রেতে সম্পূর্ণ জল টলমল করে।
না জানি পাপিষ্ঠ জল কারে ডুবাই মারে ॥
বাহিরে বরিষা জলে ঘরে আঁখির পানি।
এক তিল জাগা নাই শুখনা মেদিনী ॥
শুনিতে না পারি আর চাতকীর নাদ।
এ ছার জীবনে মোর আর নাই সাধ ॥
আশ্বিনে কুমুদ পদ্ম যুগল কেশর।
মধু লোভে মত্ত হই গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
মধু পানে ভ্রমর গুঞ্জরি হৈল সুখী।
পৃথিবীতে মোর তুল্য কেহ নাই দুঃখী ॥
কার্তিকে শীতল ঋত হেমন্তের শশী।
চকোর ভুখিল যেন পথ পানে বসি ॥
বিরহের ঘাও যেন বিষম কাটারী।
নারী হই কত দুঃখ রাখিমু সম্বরি ॥
ছাড়িল ভবের আশা হইল মরণ।
নিদান সময়ে বন্ধু না হৈল দর্শন ॥
অঘ্রানে অঙ্কুর শীত উত্তরে পবন।
দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় সহন ॥
পুরিল যৌবন মোর কাল গেল বহি।
কাম বিনে কামিনী কতেক রব সহি ॥
পৌষেতে অন্ধকার নিশি হেমন্তের ঋত।
বিরহে উদাস হই পড়িল ভূমিত ॥
দণ্ডেকে দিবস যায় মাসেক বৎসর।
তথাপি না আইল দুষ্ট মগধ খবর ॥
মাঘল মাসেতে হৈল পূর্ণ বার মাস।
তবু না পুরাল বিধি দুঃখিনীর আশ ॥
জাড়ের তাড়না একে তাতে একসর।
নিরবধি রহিছি আমি মিনারি ভিতর ॥

এমত বান্ধব নাহি তার স্থানে যাই।
বিরহিণী শত দুঃখ কহিতে বুঝাই ॥
এহি ভাবে বিরহিণী আছে যতজন।
সে জনে বুঝিতে পারে পিরীতি কেমন ॥
কিবা নর কিবা নারী প্রেম যে করিবে।
আমার যতেক দুঃখ সে সবে জানিবে ॥
অধীন আকবরে কহে সে হইবে পতি।
অবশ্য মিলাইবে বিধি ধৈর্য ধর সতী ॥
ধৈর্য বিনে কোন কার্য ভবে নাহি হয়।
অধৈর্য হইলে কার্য নিষ্ফল নিশ্চয় ॥
দেখ বক ধৈর্য ধরি খাদ্য তালাশয়।
অবশ্য উদর তার নিত্য পূর্ণ হয় ॥

শাহ্ জালাল—মধুমালা

[বিবাহ-লগ্নে]

পাত্র ডাকি নর পতি
আজ্ঞা দিল শীঘ্র গতি ॥
বিভা দিতে মধু মালা
আজ্ঞা পাই পাত্র গেলা ॥
কোতয়াল ডাকি পুনি
পুরীসব করিতে উজল ॥
ঢাক ঢোল ভেউর কাশি
মৃদঙ্গ দোতার বাঁশি ॥
সানাই বিগুল বহুতর ॥
সুস্বর বাজায় দমা
ভেউরা বাজায় নিরন্তর ॥
তাল তম্বুরা যত
দোতারা সারিন্দা কত।
করি লাস স্থানে স্থান ॥
মৃদঙ্গ করতাল বেণি।
শঙ্খধ্বনি বাদ্য শুনি।
মুখেবেশ করিল নারীগণ ॥
বাঁধিয়া সকল বাজী
নানা রঙ্গে করে বাজি।
বেশ্যাগণে নাচে স্থানে স্থান ॥
যতেক গরীব বালা
হাতেতে সুবর্ণ মালা।
রাজপুরী করিলা গমন ॥
আর যত পাত্রের নারী
সখীগণ সঙ্গে করি।
মধুবালা দিল দরশন ॥

॥ নওয়াজিস খান খোন্দকার ॥

ঘুমন্ত রাজকন্যার রূপ

কহি শুন প্রভুর সৃজন রূপবতী।
কুমারে হেরিয়া মনে করিল আরতি ॥
একে একে সেই রূপ করিল বাখান।
চিত্তের নয়নে দৃষ্টি করি বিদ্যমান ॥
অতি শ্যাম কেশ শোভে মস্তক উপর।
লজ্জা বাসি গগনেত রহে জলধর ॥
ওহি খেদে অলি পিক ভ্রমে শূনময়।
মনদুঃখে চামরী অরণ্যে প্রবেশয় ॥
শিষের সিন্দূর হেরি রবি অস্তমিত।
বালচন্দ্র শীঘ্র লুকে ললাট বিদিত ॥
ভুরু হেরি শচী রতি পতি চাপ ভঙ্গ।
কমল জলেত গেল দেখি আঁখি রঙ্গ ॥
গৃধিনী হেরিয়া কর্ণে হইল উদাস ॥
লজ্জাবাসি খঞ্জনে না আইসে নরপাশ ॥
খঞ্জন নিন্দিত আঁখি পলক ঘন ঘন।
অঞ্জনে রঞ্জিত দেখি জাগএ মদন ॥
কীর ঠোঁট জিনিয়া নাসা হেরি খগপতি।
মানব অদর্শন হইল মাধব সেবতি ॥
হরি শির চক্র জিনি বেসর নাসায়।
রত্নের খঞ্জরী নোলক শোভা পায় ॥
যুগল শ্রবণ হেরি গৃধিনী সকল।
লজ্জায় ভ্রমিতে আছে বিরাট মণ্ডল ॥
রত্ন মণি কুণ্ডল দোলএ অণুক্ষণ।
অলক্ষ্য ফণীর মুখে করিছে শোভন ॥
মুখ হেরি পূর্ণচন্দ্র গেল রাহুগ্রাসে।
লজ্জা বাসি মনে ত্রাসি লুকে মাসে মাসে ॥
আজ্ঞা মতে পরীক্ষিতে বিধাতা চরিত।

দুই খণ্ড নাসাফুলে করিল বিদিত ॥
রঙ্গিম যুগল অধর জিনি বিম্বফল ।
অমৃত লহর যেন বচন সকল ॥
দশন দেখিয়া লজ্জা পাইয়া আনারে ।
তেকারণে নিজ অঙ্গ সুপাক বিদারে ॥
মুকুতা গুম্ফিত কিবা দুই সূত্র মাঝে ।
বিদ্যুতের লুড়িত নাম ধরে সেই লাজে ॥
চিবুক দেখিয়া 'সেব' ফলে লজ্জা পায় ।
মুনি মন ডুবি রহে সেই সে দুপায় ॥
গিম কণ্ঠ হেরি কম্বু শিখিনী উদাস ।
তেকারণে দোঁহে বনে করিল নিবাস ॥
সুবর্ণ মৃণাল ভুজ যুগল সুন্দর ।
বলয়া সংযোগে দোলএ নিরন্তর ॥
বারিজ বিকাশ পাণি চম্পক অঙ্গুল ।
মেহেন্দি সংযোগে নখে সুরিন্দ বহুল ॥
সুবর্ণের স্তনে জিনি বালার্ক চারু ।
কণক কটোরা তাহে যুগল সুমেরু ॥
শিখরে ধরিচে কিবা প্রঘন শ্যামল ।
নতু ছত্রধারী রাজা বসিছে যুগল ॥
ক্ষীরধর গিরি কুচ হর নাম ধরে ।
করপূজা দিবারে কুমারে ইচ্ছা করে ॥
অনেক বিষয় ধরে গুপ্ত অনুরাগে ।
পানি লগ্নে মানভঙ্গে রতিপতি মাগে ॥
রত্ন চন্দ্রহার তাহে করিয়াছে শোভা ।
আঞ্চল বিহীনে হয় ত্রিভুবন লোভা ॥
নাভি সিন্ধু হোন্তে রোমাবলী দীর্ঘপৃষ্ঠ ।
হরপাশে কিবা আইসে হেতু বাক্য মিষ্ট ।
ক্ষীণ কটি হেরি সিংহ গেল বনস্থান ।
হর ডম্বরু পিপীলিকা না হয় সমান ॥
দীর্ঘ নাসা কুম্ভ জিনি নিতম্ব সুগোল ।
মৃগ পদ ঘাত চিন মদনের স্থল ॥
করীশুণ্ড রাম কদলী অগ্র সরু ।
সুবর্ণ গঠিত হেন বালা যুগ উরু ॥
জিনিয়া কমল পুষ্প যুগল চরণ ।
বাল 'দোন' শশধর নখেত শোভন ॥

অঙ্গুলে নালিকা গোলাপ নূপুর সুছন্দ।
কটিতে কিঙ্কিণী হস্তে বাহু বাজুবন্ধ ॥
গলে দোলে রত্ন চন্দ্রহার চন্দ্রজ্যোতি।
নাসায় বেসর চক্র শোভে গজমোতি ॥
যুগল শ্রবণে দোলে রত্নের কুণ্ডল।
সবিতার রশ্মিকা মধ্যে খরিকা উঝল ॥
ললাটে টিকলিবৃন্দ শোভে মনোহর।
খোপায় বেলন পুষ্প জাদ মুক্তাছড় ॥
পৈঢ়ণ বেলন শাড়ী বহু মূল্য ধরে।
ঢাকন ঘোঁঘট লক্ষ্যে কাচুলি উপরে ॥
অঙ্গে অলঙ্কার বস্ত্র সুরূপ সুরঙ্গ।
সদৃষ্টে হেরিলে হয় মুনি মন ভঙ্গ ॥
সেই রূপ যার হৃদে চক্ষে হেরি নিত।
অন্যরূপে মনোবন্ধ নহে কদাচিত ॥
এক দেবা এক সেবা একহি সকল।
দ্বিতীয় বিহীনে মাত্র জীবন সফল ॥
হেন একা চিতে ভাবে পূর্ণিত বাঞ্ছিত।
বীরগণে বুঝিয়া পাইছে হেন রীত ॥
কুমারীর রূপ হেরি কুমার সুজন।
মনে ভাবে চন্দ্র কিবা সমুখে দর্শন ॥
ভাগ্য লক্ষ্যে হেন রূপ দর্শন পাইলুঁ।
শুদ্ধভাবে অলজ্ঘ্য বাঞ্ছিত পুরাইলুঁ ॥
হেরিয়া সমস্ত রূপ কুমারে ভাষএ।
বহু মন্দ হয় যদি কুমারী জাগএ ॥
চাহিতে চাহিতে রূপ মোহিত বিশেষ।
প্রেমানল আঁখি পন্থে হইল প্রবেশ ॥
হৃদিত তরঙ্গ হইল সেই প্রেমানল।
দহএ সমস্ত অঙ্গ না হয় শীতল ॥
অঙ্গসিদ্ধ রস আঁখিযুগ-পন্থে বহে।
নিঃশ্বাসে ফুরএ নিত্য চিত্তে নহি সহে ॥
স্বর্ণকারে অগ্নি যেন জ্বালে নিত্যনিত্য।
তেহেন ফুকিতে আছে কুমারের চিত ॥
কচি কাষ্ঠে দহি যেন রস বহে ধার।
দেখিত বুঝিত সবে কাঁদিল কুমার ॥

[গুলে বকাউলি]

তাজুল মুলুকের বিলাপ

কুমারে বিলাপ করে নিত্যপ্রভু নাম ধরে
বলে মোকে কর পরিত্রাণ
কি দোষ করিছি আমি কেনে ক্রোধ কর তুমি
দুঃখের সমুদ্রে দিলা স্থান ॥
তুমি প্রভু করতার সৃজিয়াছ এ সংসার
প্রেম সপ্ত সিন্ধু অবিরত ॥
এক বিন্দু প্রেম দিয়া লইতে পার নিস্তারিয়া
আয়ু মৃত্যু তোমা হস্তগত ॥
এ হেন তোমার রঙ্গ অর্ধ শিলা অর্ধ অঙ্গ
চলন ভোজন কোনোমতে।
তুমি কৃপাময় সিন্ধু যদি কৃপা দেও বিন্দু
সুখ অন্ত নাহিক জগতে ॥
এহেন আকাশ গতি খেনে তম খেনে জ্যোতি
খেনে দুঃখ খেনে সুখালয়।
খেনেকে নিদাঘকাল খেনেক বসন্ত ভাল
খেনে পুষ্প বিকশি মরয় ॥
খেনে হরষিত লোক খেনে বক্ষে করে ভোগ
খেনে শুভে কুগ্রহ প্রবেশ।
খেনে বাল্য যুবা জ্যোতি খেনে বৃদ্ধ জীর্ণ অতি
কালগঞি মৃত্যু অবশেষ ॥
খেনে বৎসরে চরিত ঋত খেনে উষ্ণ খেনে শীত
খেনে রসারসে সপূরণ।
শ্রাবণাদি দক্ষিণালি মাঘ আদি উত্তরালি
মহিমাদি না যায় বুঝন ॥
যথেক পাদপ কূলে খেনে কত ফল ফুলে
খেনে হয় পল্লব বিনাশ।
ভবে যত জীব ধরে সকলে মানস করে
পুরাইল সকলের আশ ॥
কিঞ্চিত মোহোরে চাও ফিরাও বসন্ত বাও
নিদাঘ খণ্ডাও মোর হোন্তে।
অর্ধ শিলা মোর অঙ্গ এই বিঘ্ন কর ভঙ্গ
প্রচারহ মহিমা জগতে ॥

নওয়াজিস খান খোন্দকার

বুঝ বুদ্ধিমন্তগণে কৃপাময় নিরঞ্জনে
লোক প্রতি সদৃষ্টে হেরয়।
যেই যে মানস করে সিদ্ধি আশা মনে ধরে
অবশ্য বাঞ্ছিত সে পূরয় ॥
শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ধার্মিক সুকুল জাত
মহালোক প্রশংসা পুর্ণ্যিত।
তাহান আরতি শুনি হীন নওয়াজিসে গুণী
বকাউলি পুস্তক রচিত ॥

[গুলে বকাউলি]

॥ আবদুল করিম খোন্দকার

নূর-ই-ইলাহি

মোহাম্মদ মোকাম আছএ একস্থান।
সৃজিয়াছে করতারে নূরের নির্মাণ ॥
সেই স্থানে যাই সব হই একত্তর।
সারি সারি রহিবেন্ত প্রভুর গোচর ॥
তবে প্রভু বিনি মুখ কহিব সবারে।
না দেখিলা তুমি মোরে সংসার ভিতরে ॥
দিব্য আঁখি যার হয় কিঞ্চিত দিদার।
পাইবেক পরিচয় ভুবন মাঝার ॥
আচম্বিত দেখএ মোরে হই একমন।
কথা কহি যবে ঘুচাইব ততক্ষণ ॥
একে একে সব টাটি ঘুচাইব সবে।
ঝলকি ঝলকি জোত বাড়িবেক তবে ॥
সত্তর হাজার টাটি যদি কইল দূর।
নূরের উঝল হইব নূর মধ্যে নূর ॥
ঝলকে ঝলকে দীপ্তি বাড়িব তখন।
জোত মাঝে জোত মজি জোতের মিলন ॥
যদি সে প্রভুর নূর হইব পরকাশ।
সুরশশী আর্শ স্বর্গ জুতি হইব নাশ ॥
হীরা মণি জমরুত মাণিক্য রতন।
জহরত পোখরাজ আদি যত দুর্লভ কাঞ্চন ॥
আর্শ কোর্স স্বর্গ আদি সূরশশী আর।
যতেক নক্ষত্র আছে গগন মাঝার ॥
এ সকল জোত যদি হয় একত্তর।
লক্ষ কোটি ভাগে ভাগে নহে সমসর ॥
যদি সেই নূর জোতে সকলে দেখিব।
ক্ষতিবুদ্ধি হারাইয়া আপনা পাসরিব ॥
সেই ক্ষণে দেখিবেক প্রভুর যে জোত।
সর্বজনে একেবারে হইব ধন্ধবৎ ॥

সেই জোতে রহিবেক আপনা পাসরিয়া।
ভাবক ভাবিনা ভাব এক এক হইয়া ॥

[আবদুলার হাজার সওয়াল]

॥ আঠারো শতক ॥

॥ আলী রজা ॥

শূন্য মধ্যে প্রথমে আছিল করতার।
'তম' গুণ মণ্ডলীতে নিরঞ্জন সার ॥
যে আছিল খণ্ডন সে মণ্ডল অন্তর।
নাম নিরঞ্জন ছিল তখনে ঈশ্বর ॥
যথেক আকার ছিল মণ্ডল ভিতর।
নিরাকার আকার আছিল একান্তর ॥
আকারের মধ্যে যবে নিরাকার ছিল।
নিরঞ্জন নামে বিষ্ণু তখনে আছিল ॥
নিরাকার উজ্জ্বল আকার ছিল ঘন।
ঘিরিছিল অন্ধকার উজ্জ্বল বরণ ॥
সত্ত্ব তম রজঃ গুণ ছিল একে লীন।
তিন গুণে কান্ত কেহ না আছিল ভিন ॥
অখণ্ড মণ্ডলে যদি হইলা খণ্ডন।
ভাবের সাগরে ডুবি হইলা চেতন ॥
আপে আপে ভাবি অনুক্ষণ কৈল ভাব।
প্রভু যোগ ভুগিবারে প্রেম রস লাভ ॥
অখণ্ড আকারে নাহি কলা রতি বশ।
যুগল বিহনে নাম না ধরে মানস ॥
যুগল বিহনে ব্যক্ত নহে কৃতি নাম।
যুগ বিনে বাক্য সিদ্ধি নহে কোন কাম ॥
যুগল পিরীতি ভক্ত হৈলা নিরঞ্জন।
অখণ্ড মণ্ডলে তবে হইলা চেতন ॥
মণ্ডলেত করতার আছিল গোপতে।
তম নাশি খণ্ড আপে বিমল হইতে ॥
নিরাকার হইতে যবে আকার জন্মিল।
নিরাকার আকারে ত উকার নির্মিল ॥
আকার উকার মধ্যে হইল মকার।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ হইল শক্তি আপনার ॥
আপোত পাইলা আপে মকার উদিত।
আপে আপ দেখি ভক্ত ভাবে ত মোহিত ॥
নিজ আকার দর্পণে পাইল দেখি চিন।
আকার উকার মধ্যে রৈল হই লীন ॥
চিরকার ছিল এক কুণ্ডলী আকার।
আকার উকার মধ্যে মণ্ডল মকার ॥
মকার আকার রৈল উকারে প্রচণ্ড।
এক হৈতে যুগল ধানুকি গুণা দণ্ড ॥
ত্রিলোকের এক নাম গোপেতে রহিল।
মকার উকার যুগ সার এক লৈল ॥
তিন অক্ষরে আর এক অক্ষর বসিল।
ত্রিভুবন সেই এক অক্ষরে উদিল ॥
বেদাক্ষর সঙ্গে হইলে উকার হএ ব্যক্ত।
চন্দক্ষর হরণে যুগল এক মত ॥
মকার উকার নাম হএ যুগ রীত।
এক হএ একাক্ষর করিলে বর্জিত ॥
একাক্ষর হরিলে যুগল হএ এক।
এক কলেবর দোঁহে নহে যে পৃথক ॥
এক কায়া এক ছায়া উকার মকার।
মকারে করিল দৃষ্টি উকার মাঝার ॥
ভাবকের পায়ে দৃষ্টি আপনে করিল।
উকারের রূপেতে আপনে দেখা পাইল ॥
আপনার রূপ যদি দেখিল আপনে।
উকারেত দৃষ্টি করি রহিলেক ধ্যানে ॥
সাধকের পায়ে দৃষ্টি করিয়া রহিল।
ভাবিনী সাগরে যন ভাবক ডুবিল ॥
ভাবকে জানএ কত প্রেম রস সুখ।
মধুপানে প্রেমের সাগরে দিল লুক ॥
কমলের কি মূল্য ভ্রমরে মর্ম জানে।
পুষ্প মধু ভ্রমরে না ছাড়ে তেকারণে ॥
মধুকর বিভোর সতত মধুরসে।
তেমনি ভাবক হয় ভাবিনী মানসে ॥
নৈরাকার মগ্ন হইল প্রেমরস ভবে ।
নুর মোহাম্মদ 'পরে দর্শিলা গৌরবে ॥

অন্যে অন্যে প্রেমরসে দর্শন করিল।
প্রেম রস তেজ হইতে দোহান ঘর্মিল ॥
তবে অনাদি নিগুণ প্রভু করতার।
সেই ঘর্ম নীর হইতে সৃজিল সংসার ॥
সেই ঘর্ম হইতে কৈল এ তিন ভুবন।
গুপ্ত ব্যক্ত যতদূর প্রভুর সৃজন ॥
সেই ঘর্মে মহামন্ত্র যত ব্রহ্ম জ্ঞান।
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র হইল নির্মাণ ॥
সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড প্রভু সে ঘর্মে নির্মিল।
বিনি লক্ষ্যে করতারে এ সব করিল ॥
জীব আত্মা পরাত্মা এ দোহান জ্যোতিঃ।
অনুলক্ষ্যে সৃজন করিল জগপতি ॥
সেই ঘর্মে হইল ফেরেশতা যতজন।
আর্শ কুর্সি হইল প্রভুর সিংহাসন ॥
বহ্নি বায়ু জল মৃত্তিকা তাতে হইল।
নর, পরী, পশু, পক্ষী সব জীব জন্মিল ॥
বৃক্ষ, শিলা, পতঙ্গ, কীট, সরীসৃপ ধর।
গুপ্ত ব্যক্ত সব জন্ম সে ঘর্ম ভিতর ॥
নিজ অংশ দিয়া প্রভু কৈলা মোহাম্মদ।
মোহাম্মদ হৈতে প্রভু সৃজিলা জগৎ ॥
প্রেম হেতু নিজ অংশ রসুল করিলা।
বিনি লক্ষ্যে বাক্য হৈতে জগৎ নির্মিলা ॥
ভ্রম হইতে যদি প্রভু চৈতন্য পাইলা।
নির্মল দর্পণ এক সমুখে দেখিলা ॥
নিজ কায়া ছায়ামত দেখিল দর্পণ।
জলদ মণ্ডলে যেন রবির কিরণ ॥
নৈরাকারে সে কিরণ ধ্যাই রহিলা।
সে দর্পণে নিজ রূপ সমস্ত দেখিলা ॥
আপনার কায়া ছায়া রূপ ভঙ্গী জ্যোতিঃ।
দেখিলা মুকুর মাঝে মোহন মূরতি ॥
দর্পণ অন্তরে মূর্তি দেখি নিরাকার।
ভক্তিকা সানন্দে হৈল অনন্ত অপার ॥
মূর্তি রূপ দেখি ভক্ত হইল আপনে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু মূর্তির সহনে ॥
মূর্তি অঙ্গ সঙ্গে যদি আপনে মিলিল।

পিঞ্জর অন্তরে শুক যেন প্রবেশিল ॥
যবে প্রবেশিল পক্ষী পিঞ্জর অন্তর।
পিঞ্জরের অষ্ট অঙ্গ করিলা বিচার ॥
পিঞ্জরের অভ্যন্তরে যে সব দেখিল।
পিঞ্জর অন্তরে পক্ষী যত সুখ পাইল ॥
গোপতের কথা দেখি না লিখিলুঁ তারে।
গোপতের বাণী ব্যক্ত করিতে না পারে ॥
দর্পণ অন্তরে যদি দেখিলা মূরত।
জানিলা দর্পণে ছায়া আপনা সূরত ॥
সেই ছায়া দর্পণেত দেখিলা বিদিত।
আপনার ছায়া হেন জানিলা নিশ্চিত ॥
দর্পণ অন্তরে মূর্তি যখন দেখিলা।
নুর মোহাম্মদ কায়া সে রূপ সৃজিলা ॥

আল্লা লীলাময়

ধ্বংস নাহি সূক্ষ্ম তনু নিত্য করতার।
স্থূল কায়া ব্যক্ত ধ্বংস সমস্ত সংসার ॥
দোষ দিয়া জগৎ রাখিছে করতারে।
ইচ্ছা হৈলে জেন্ত করে শ্রধা হৈলে মারে ॥
মুহূর্তেকে নানা লীলা করে করতাএ।
নিদ্রা দিয়া মারে লোকে চৈতন্যে জিয়াএ ॥
মাটির যতেক তনু কলঙ্ক বিশাল।
ক্ষেণে জ্ঞান ক্ষেণে ভ্রম নানান জঞ্জাল ॥
সর্ব কর্ম ঈশ্বরের ইচ্ছার নিয়ম।
উত্তমে অধম করে সামান্যে উত্তম ॥
ভিক্ষুকে নৃপতি করে ভূপতি ভিক্ষুক।
দুঃখী ধনী, দাতা দুঃখী প্রভুর কৌতুক ॥
অজ্ঞানী পণ্ডিত করে বোধরে অজ্ঞান।
সতীর বাড়াএ দোষ, দোষী জনে মান ॥
ভাটারে উজানি করে উজানি করে ভাটি।

সীসারে সুবর্ণ করে, রত্ন করে মাটি ॥
উজারে বসতি করে, বসতি উজার।
মলিন উঝল করে দীপ্তি অন্ধকার ॥
সমুদ্রে জাঙ্গাল করে, পর্বতে সাগর।
নিরূপেত রূপ করে এমন ঈশ্বর ॥
রূপেত নিরূপ করে মহিমার গুণে।
প্রভু যেই করে সেই হএ ত্রিভুবনে ॥
এক কর্তা ত্রিলোক চরিত্র তত্ত্ব করে।
শাস্ত্র জ্ঞানী মুনি ঋষি বুঝিতে না পারে ॥
বায়ু-নীর কলেতে চালাএ কর্ম নিতি।
চরিত্র জানিতে তার কাহার শকতি ॥
এক কলে লালে পালে সমস্ত জগৎ।
সেই কল নিজ করে রাখিছে গোপত ॥
ব্যক্ত রূপে যত বস্তু দেখেন্ত সকলে।
সে অনিত্য বস্তু দেখি সর্ব লোকে ভুলে ॥
অন্তরেতে গোপ্ত থাকে অমূল্য রতন।
কায়ার বাহিরে যত মিছা বিবরণ ॥
বাহিরে ভোজন বস্তু সকল দেখএ।
আপনে আসিব হেন প্রত্যয় না করএ ॥
ক্ষমা প্রত্যয় না করি যে দুঃখ চেষ্টা করে।
বৃথা রূপে দুঃখ পায় মিছা বাদে মরে ॥
যে বস্তু ধরিছে যার ভোগ ভাগ বলে।
তার আগে সে বস্তু আসিব নানা ছলে ॥
ছলে বলে গোপ্ত ব্যক্ত হএ নিরঞ্জন।
কপটের মূলে প্রভু পালে ত্রিভুবন ॥

মনের মহিমা

কত কত শাস্ত্র আছে ত্রিলোক মাঝার।
সর্ব শাস্ত্র বৈসে এক মনুরা অন্তর ॥
সার মূলে শাস্ত্র কুল চিত্তমন ধার।

শুদ্ধ এক মন শাস্ত্র সকল বিচার ॥
কোরান বলিএ মন চিত্ত যে কোরান।
শাস্ত্র জ্ঞান বলি যারে সেই মন জ্ঞান ॥
জ্ঞান শাস্ত্র যারে করে হৃদ বল তারে।
বিমল হৃদয় হৈতে সকল নিঃসরে ॥
যে জনের মন প্রভু করএ নির্মল।
নির্মল মনেতে শাস্ত্র নিঃসরে সকল ॥
নির্মলতা মনতরু যখন ঝঙ্কারে।
অনন্ত অলেখা শাস্ত্র মনহোন্তে ঝরে ॥
মনুরা শাস্ত্রের তরু শাস্ত্র আছে ধরি।
শাস্ত্রের সাগর মন শাস্ত্র আছে ভরি ॥
জ্ঞান সমুদ্র মন বিদ্যা নহে ঊন।
নানা গীত যন্ত্র নৃত্য কিনি পুনঃ পুন ॥
মন হএ তাল যন্ত্র মন হএ গীত।
মনুরা সানাই বংশী চিত্ত ষষ্টরীত ॥
মন মুরলীর স্বর মন বংশীধ্বনি।
মনুরা বাজাএ বাঁশী মনানন্দ শুনি ॥
মনুরা বাজাএ বাশী সানাই মুররী।
মন সে মৃদঙ্গ ঢোল হৃদ সে ঝাঁঝরি ॥
সর্বগীত সর্বশাস্ত্র ঈশ্বর আপনে।
গাহে বাহে প্রভু গীত যন্ত্র প্রভু শুনে ॥
মন সর্ব যন্ত্র গীত মন হএ রীত।
গাহে বাহে শুনে মনে মহানন্দ চিত ॥
মহিমার সিন্ধুমন কৃপার সাগর।
প্রেমরস দধি মনানন্দ সরোবর ॥
সুখের সাগর মন মিষ্টের ভাণ্ডার।
গম্ভীর মাণিক্য সিন্ধু কূল নাহি তার ॥
প্রভুর ভাণ্ডার রত্ন নিপুণ হৃদএ।
কোটি মুখে নিঃসরিলে বাক্য না উঠএ ॥
মহিমার মহা সরোবর মনে ঘটে।
লক্ষ মুখে নিঃসরিলে তিলার্ধ না উঠে ॥
ক্ষমার সাগর মন মহা কল্পতরু।
মন বস্তু মতি হএ মনুরা সুমেরু ॥
মন কাম মন ক্রোধ চিত্ত লোভ মায়া।
মন বলি জ্যোর্তিময় মন কায়া ছায়া ॥

মন বেতন মন ভাব সাহস সে মতি।
মন কল মন বল বিচার নৃপতি ॥
মতি নরপতি হএ মতি সে উজির।
মতি অতি চঞ্চলতা মতি মহাবীর ॥
মতি সে অমরাপুরী নরক সে মন।
মতি হয় চন্দ্র সূর্য হৃদয় গগন ॥
মতি সিন্ধু মন বারি মতি হএ মীন।
মন মহা ঘোর রাত্রি মতি হএ দিন ॥
ইব্লিস নারদ মন মতি হয় পাপ।
মতিপাপ অধিকার চিত্ত দুঃখ তাপ ॥
পাপের নৃপতি মন পুণ্যের সাগর।
মতি সর্ব কর্ম যোগ্য মতি সে নাগর ॥
যে মনে বসতি করে সে মনে উজার।
যেই মতি খড়্গ হয় সেই মন ধার ॥
যেমন সাগর হএ সেই মতি পানি।
যেই মনে ভাটি চলে সে মনে উজানি ॥
ফল ধরে যে মতি সে মতি ফল ঝরে।
যেই মতি জেন্ত হয় সেই মন মরে ॥
মন নারী মন কান্ত মন সে কৌতুক।
মন আশা মন বাসা মনে করে সুখ ॥
মন হয় বাজার মনেরে বলি হাট।
যেই মন সাগর সে মন হএ ঘাট ॥
মন গিরি মন বস্তি মন হয ঘর।
মন বেচে মন কিনে মন সদাগর ॥
মতি চিন্তা মন ভীতা হৃদয় সাহস।
মনে কান্দে মনে হাসে মতি অভিলাষ ॥
মন উঠে মন বসে মন করে পতি।
মন খেলা মন মেলা মন হএ রতি ॥
মন ঝুঁরে মন নিদ্রা মন জাগরণ।
মন ঘৃণা মন গর্ব মন অপমান ॥
মন হএ মহানন্দ মনুরা বিরস।
মন শ্রদ্ধা মন সিদ্ধি মনুরা মানস ॥
মতি হএ ভক্ত অতি মতি সে কঠিন।
মন ইষ্ট মন মিত্র মন হএ ভিন ॥
যেই বায়ু সেই মতি সেই করতার।

এক মনে কর্ম করে নানান প্রকার ॥
মন পক্ষী আসন পবন বৃক্ষ 'পর।
সমীর পুষ্পের মধু মন সে ভ্রমর ॥
মারুত-সিন্ধুর-নীরে চরে মন-মীন।
পবন-পালঙ্কে চিত্ত শুতএ রাত্রদিন ॥
পবন-অশ্বের 'পরে চড়ে মনুরাএ।
বায়ু-গাভী-দুগ্ধ ভৈক্ষ্য মতি বাছুর হএ খাএ ॥
পবন-পক্ষীর পৃষ্ঠে মনুরা বসিয়া।
মুহূর্তেকে ত্রিভুবন বেড়ায় উড়িয়া ॥
মনুরা ঘরের গিরী মারুত যে ঘর।
পবন কুমার মতি কুমার সুন্দর ॥
বায়ু হএ নিশাপতি মনুরা পবন।
বায়ু হএ ধরণী সুমেরু হএ মন ॥
জল বিনে যদি মীন সবে প্রাণ ধরে।
জল মীন ভিন্ন হেন তবে কহি তারে ॥
এক কায় প্রাণ হয় জল আর মীন।
মীন বায়ু সার এক না জানিয় ভিন ॥
সত্য এক হয় সিন্ধু মীন আর জল।
ভিন্ন নহে কদাপি শিকড় তরু ফল ॥
বায়ু ভূমি হোন্তে জীয়ে নানা তরু মন।
রস বিনে তরু সবে না ধরে জীবন ॥
যেই বায়ু সেই মন সেই করতার।
যেই বান্দা সেই মন সেই নবী সার ॥
ফল বৃক্ষ শিকড় যদি হয় ভিন্ন ভিন্ন।
আল্লা নর দুই হেন তবে পাই চিন ॥

॥ শেখ সা'দী ॥

গদা-মল্লিকার আলাপ

তবে মালিকাএ পুছে ফকিরের আলয়।
এক বৃক্ষে বার ডাল আছিল নিশ্চয় ॥
এক এক ডালে ধরে ত্রিশ ত্রিশ পাত।
বেশ কম নাহি তাথে সম সরতাজ ॥
সে পত্রের এক পৃষ্ঠে সফেদ আকার।
আর পৃষ্ঠে সেহা রঙ্গ শুন কহি সার ॥
এক এক পত্রে ধরে পঞ্চ পঞ্চ ফুল।
আল্লার কুদরতের ফুল দিতে নাহি তুল ॥
ফকিরে বোলএ তবে কর অবধান।
বৃক্ষ বৎসর বোলে মাসে ডাল জান ॥
বার মাসের বার ডাল কহি তবে চিন।
ত্রিশ পত্র বলি যারে হয় ত্রিশ দিন ॥
ধবল পত্র বলি জান দিন বলি যারে।
সেহা পত্র রাত্রি জান কহিল তোমারে ॥
পঞ্চ ফুল হয় জান পাঁচ ওক্তের নামাজ।
যার পুণ্যে তরি যাইবা ভিহিস্ত মাঝার ॥
আর বার পুছে বাক্য ফকিরের ঠাঁই।
কলি জমানার কথা কহ শুনি চাই ॥
কলি জমানার দিন কিরূপে হইব।
সে কালে মনিষ্য সব কিরূপে থাকিব ॥
গদাএ বলে যেইক্ষণে কলির প্রবেশ।
তামাকু পিবারে লোক করিব আবেশ ॥
অন্য হতে জানিব তামাকু বড় ধন।
তামাক বৃদ্ধের বালকের রাখিব জীবন ॥
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকের হাতে।
হাটিয়া যাইতে লোকে পিব পথে পথে ॥
পিতাএ তামাকু পিতে পুত্রে করে আশ।
তামাকুএ করিবেক ভুবন বিনাশ ॥
যে সবে তামাক লিপ্ত তার মনে সুখ।
খাইতে না ভরে পেট মিছা ফাকফুক ॥

॥ শেরবাজ চৌধুরী ॥

মল্লিকার যৌবন

মন্ত্রী সবে জিজ্ঞাসিলা কুমারীর ঠাঁই।
আমরা সবাই কেন আনিলা ডাকাই ॥
কুমারী বুলিলা ডাকিয়াছি যে কারণ।
সে সকল কহি আমি শুন দিয়া মন ॥
কাল পুরি গেল মোর বিভা নাহি হয়।
সজীবে থাকিতে পিতা না হইল নিশ্চয় ॥
দিবস গোমাই আমি হাস্য-কৌতুকে।
রজনী গোমাই আমি শোকে আর দুঃখে ॥
মারুতেহ না জুড়ায় মোহোর যে তনু।
লাগএ মোহোর অঙ্গ যেহেন কৃশাণু ॥
চন্দন লিপএ যদি অঙ্গের উপর।
লাগএ মোহোর অঙ্গে বিষ সমসর ॥
তৈমুজ-নন্দিনী যেন জুলেখা সুন্দরী।
পতির উদ্দেশে গেল বাপ-রাজ্য ছুড়ি ॥
একরাত্রি তিন বার দেখিল স্বপন।
তেকারণে মিশরেতে করিল গমন ॥
লোর রাজা গিয়াছিল করিতে শিকার।
বনপতি পাইছিল বনের মাঝার ॥
বনপতি আনিছিল চন্দ্রানীর রূপ।
পটেত লিখিয়াছিল চন্দ্রানীর স্বরূপ ॥
চন্দ্রানীর রূপ দেখি লোর নৃপবর।
চন্দ্রানীর উদ্দেশে গেল মোহরা নগর ॥
লোর রাজা নহি আমি জুলেখার মত।
উপায় চিন্তিয়া দেও করিম কেমত ॥
কুমারীর শুনি এথা শোকাকুলি বাণী।
পাত্র সবে তোষে বাক্যে রাজার নন্দিনী ॥
পতি আনি দিব হেন বলে পাত্রবর।
অস্তুত সিঞ্চিল যেন হৃদয় অন্তর ॥

॥ আবদুস শুকুর মাহ্‌মুদ ॥

রাণীগণের অঙ্গসজ্জা

চিরুণী লইয়া করে ধরিল মাথার 'পরে,
চিরে কেশ করিয়া যতন।
দুই দিকে কুঞ্জবন মধ্যখানে কেশ ঘন,
চিনিতে না পারে যুবজন ॥
গাঁথিল কেশের বেণী যেন হৈল কৃষ্ণ-ফণী,
চারি রাণী বান্ধে চারি খোঁপা।
তাহাতে কদম্ব-ফুল অগুরু কস্তুরী-তুল,
জাদ দিল মাণিক্যের খোপা ॥
ললাট দ্বিতীয়ার চাঁদ ভুবন-মোহন ফাঁদ,
সিন্দূরে উদিত দিনকর।
মৃগমদ চারিপাশে রাহু যেন ভানু গ্রাসে
তাতে যেন বসিল ভ্রমর ॥
শ্রবণ গৃধিনী জিনি তাতে পরে রত্ন-মণি,
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি জলে।
তাহাতে কাজল-রেখা মেঘ-সঞে ইন্দ্র দেখা,
কটাক্ষে যুবক-জন ভোলে ॥
নাসিকা খড়্গের শোভা যুবজন-মনোলোভা.
যেন তিল-ফুলের আকৃতি।
নাসা অতি মনোহর তাতে শোভএ বেসর,
তাহাতে পরিল গজমোতি ॥
অধর বান্ধুলি-ফুল দশন মুকুতা-তুল
কর্পূর তাম্বুল শোভা করে।
কাননে কোকিলা-ধ্বনি বংশীর সুস্বর শুনি,
তাহা জিনিয়া বচন সরে ॥
পরিল পাটের শাড়ি বসন্ত-কুসুম বেড়ি',
যেন দেখি চন্দ্রের পুতলি।
নিতম্ব সে মনোহর পদ্ম হেন পদ্মকর,

পদনখ যেন চম্পা-কাল ॥
এই রূপে চারি নারী নানা অলঙ্কার পরি',
দেখে রূপ ধরিয়া দর্পণ।
দেখিয়া আপন মুখ চারি রাণীর কৌতুক,
রূপ দেখি' হৈল অচেতন ॥
অদুনা পদুনা বোলে চন্দনা কাঞ্চনা বলে
এহি রূপে ভুলাব রাজনে।
আবদুস্ শুকুরে কহে এ রূপে ভুলিবার নহে,
যোগী হইবে মায়ের বুঝানে ॥

[গোপীচাঁদের সন্ন্যাস]

॥ রহিমুন্নিসা ॥

ভ্রাতৃবিলাপ

প্রণামিএ নিরঞ্জন মনে স্মরি গুরুজন,
বর্ণিতেছে দুখের বাসর।
নিবেদিএ গুণিপদ কর মোরে আশীর্বাদ,
দোভাব না হৌক মন মোর ॥
হীনমতি নেচাবর রহিমুন্নিসা নাম মোর,
শুন গুণী হই এক মন।
মোর 'পরে করতার যত দিছে দুখভার,
সে সকল না যায় কহন ॥
ফিরিল ভাগ্যের নিধি বিমন হইল বিধি,
আচম্বিতে শিরে বজ্রাঘাত।
পূর্ব জন্মে কৈলু পাপ সে দোষে ফলিল তাপ,
আশাভ্রষ্ট হৈলুম অনাথ ॥
মিত্রের প্রাণের প্রাণ ভ্রাতৃ মোর রূপবান,
নাম জান আবদুল ছত্তার।
তান পরে জগপতি গৌরব হইয়া অতি,
পাপ হন্তে করিল নিস্তার ॥
আহা ভাই গুণসিন্ধু রসিক জনের বন্ধু,
জ্ঞানে গুরু প্রেমের ওখার।
তোমার কৃতির সীমা কি কহিমু সে উপমা,
ধীর স্থির সত্যবন্ত সার।
মিত্রের প্রাণের প্রাণ ভ্রাতৃ মোর রূপবান,
নাম তার আবদুল গফুর।
আঘ্রানের পক্ষ দিন শুক্রবার শুভচিন,
ভ্রাতৃ মোর গেল স্বর্গপুর ॥
ফেলি মাও ভাই বোন ভ্রাতা মোর সুখ মন,
স্বর্গপুরে গেলা মনোরঙ্গ।
ভরু যুগ অতি টান, নয়ান কটাক্ষ সান,
স্বরগের হুর মনোভঙ্গ ॥

ভাবে মগ্ন হই মতি, প্রভু হন্তে মাগ গতি,
ভ্রাতৃ মোর লৈ গেল বরিয়া।
পুষল মাসেতে দুখ, কহিতে বিদরে বুক,
তোমা শোকে ফাটি যায় হিয়া।
পুরিলে নিবন্ধ আয়ু বন্ধন না হয় বায়ু,
সেই ছিদ্রে যমে দিল কোল।
দিবানিশি অভিপ্রায় কান্দএ অভাগী মায়,
না শুনিয়া তোমা সুধা বোল ॥
মাঘল মাসেতে আল্লা, মোরে নিদারুণ হৈলা,
ভাই রত্ন করিলা বঞ্চিত।
আছিলাম জোড়া ভাই বেজোড়া করিল সাঁই,
হেন ছিল দৈব নিয়োজিত ॥
ফাগুনে ফিরিল ঋত, অস্থির মোহোর চিত,
ভাই বিনে জগ আন্ধিয়ারি।
দুগ্ধের জননী তোর সমর্পিলা কার 'পর,
উদাসিনী হইলা কারে স্মরি ॥
চৈতেতে চাতকী ঘন তৃষিত হইয়া মন,
নীর দান মাগে প্রভুস্থান।
অনুজ অনুজা ত্যজি কার ভাবে গেলা মজি,
কেবা তোমা করে আশ্রা দান ॥
বৈশাখ মাসেতে মার ভাগ্যহীন নাই আর,
মোর সম হেন ত্রিভুবন।
শিশুকালে মৈল বাপ চিত্তে জ্বলে সেই তাপ,
কাটা ঘায়ে যেহেন লবণ ॥
জৈষ্ঠল মাসেতে মন দুনা হৈল উচাটন,
সুসম্পদ লাগএ কর্কশ।
আহা প্রাণাধিক ভাই কোথায় লুকিলা যাই,
কেবা তোমা করিল বিরস ॥
আষাঢ় যে পরবেশ শরীর বিন্ধিল কেশ,
তোমা শোকে বিদরএ প্রাণি।
মনে দুখ পাইলে ভাই, কাহাতে কহিবা যাই,
এহ লোকে তোমার জননী ॥
শ্রাবণে দাদুরী রব ময়ূর ডাহুক সব,
নিজস্থানে সদা সুখ মন।
বিহরিতে ভ্রাতৃসনে, না দিলেক কোন জনে,

নিবান্ধবী হৈলুঁ তেকারণ ॥
ভাদ্রেতে সম্পূর্ণ জল করে মহী টলমল,
কোথা মোর ভাই গুণমণি।
না দেখিএ চন্দ্রমুখ টুক্-টুক্ হৈল বুক,
তোমা খেদে স্থির নহে প্রাণি ॥
না পুরিতে কলানিধি কেন ক্ষয় হয় বিধি,
কদাপি না মিটে কর্ম্মভোগ।
না কৈলা সংসার সুখ, প্রভু তোমা করাউক,
স্বর্গপুরী হুরের সম্ভোগ ॥
আশ্বিনেতে খোয়াময় কান্দে তরুলতাচয়,
'ভাই' বলি কান্দি উভরায়।
আমার কান্দনি শুনি বনে কান্দে কুরঙ্গিণী,
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥
কার্ত্তিকেতে বুদ্ধিছন্ন বনচর হৈল পূর্ণ,
মুই সম নাই ভাগ্যহীনী।
হেন দৈব ঘটে কার অঙ্কুরেতে এ অঙ্গার,
নিআশা হইলুঁ কলঙ্কিনী ॥

॥ মুহম্মদ আলী রজা ॥

চতুর্ণ-ছিল্লালের অগ্নি-পরীক্ষা

রাত্রিতে স্বপন যেই নৃপতি দেখিল।
সেই স্বপনের কথা মনেতে উঠিল ॥
স্বপন বৃত্তান্ত কহে মহাপাত্র স্থান।
অকুমারী সতী নারী আন বিদ্যমান ॥
সঙ্গম না হয় যার পুরুষের সাথে।
সে নারীর হস্তে জল ফেলাও অগ্নিতে ॥
সে জল পাইলে অগ্নি হয় নিবারণ।
সেই নারী জান মোর দুর্লভ জীবন ॥
অকুমারী যত নারী রাজ্যেত আছিল।
নৃপতির স্থানে সব হাজিব করিল ॥
একে একে ফেকে জল যত নারীগণ।
কদাচিৎ সেই অগ্নি নহে নিবারণ ॥
মহাপাত্র বলে আমি জানিলাম সার।
চতুর্ণ-ছিল্লাল কন্যা আনহ তোমার ॥
অগ্নি পরীক্ষা যদি পারে করিবার।
তবেত দুর্লভ কন্যা না কর সংহাব ॥
নৃপতি বলিল যদি হেন শক্তি হয়।
হৃদয়ে রাখিব কন্যা জানিও নিশ্চয় ॥
সেইক্ষণে নরপতি ডাকি কোতোয়াল।
কাটিবারে আজ্ঞা দিল চতুর্ণ-ছিল্লাল ॥
তখন শুনিয়া কন্যা হরষিত মন।
বাপে যদি কাটে মোর সাফল্য জীবন ॥
ধার্মিক জনক মোর শুদ্ধ কলেবর।
প্রভুর গৌরব অতি তাহার উপর ॥
বাপে যদি কাটে মোরে অতি ভাগ্যফল।
অবিনাশ পুরে গেলে হইব কুশল ॥

শিমাল সহর দুখ রহিল শরীরে।
তমিম গোলাল হেতু প্রাণ যে বিদরে ॥
অধিবাস দিনে দিল যতেক ভূষণ।
অঙ্গেতে পরিল কন্যা সেই আভরণ ॥
কাফন করিল সেই জরদ বসন।
এই হালে গোলালকে দিব দরশন ॥
গোলাল তেজিবে প্রাণ না রহিবে ঘরে।
গোলাল পাইব আমি অবিনাশ পুরে ॥
যখনে আমার বার্তা শুনে প্রাণেশ্বর।
তখন ছাড়িবে প্রাণ না রবে অন্তর ॥
এ বলিয়া ধৈর্য ধরি রহে সুবদনী।
শিরাজ সহরে জ্বলে প্রচণ্ড আগুনি ॥
পাত্রেব বচন শুনি বলে নরপতি।
চতুর্ণ-ছিল্লাল মোর আন শীঘ্র গতি ॥
মৃতুবৎ রহিযাছে চতুর্ণ-ছিল্লাল।
অন্তরে ভাবএ সদা কবে আইসে কাল ॥
হেনকালে আসি করে উজির সংবাদ।
এই কর্ম সাধিলে তোমা পুবিবেক সাধ ॥
উজিরেব বাক্য শুনি উড়ে গেল প্রাণ।
জননী প্রণাম করি হইল আগুয়ান ॥
মহাদেবী শির কুটি করয় কান্দন।
কিরূপে কাটিবে মোর দুর্লভ জীবন ॥
উজিরে বলয় দেবী না কব কান্দন।
কন্যায প্রসন্ন হইল প্রভু নিরঞ্জন ॥
শিরাজ সহর জ্বলে প্রচণ্ড আগুনি।
নিবারণ হবে অগ্নি কন্যা দিলে পানি ॥
চতুর্ণ-ছিল্লাল বলে কাটিলে সে ভাল।
বাপ যদি কাটে মোবে ছাড়িবে জঞ্জাল ॥
ছাড়িলে জীবন আশ দুঃখ যাবে দূরে।
গোলাল পাইব আমি অবিনাশ পুরে ॥
এ সুখ সম্পদ মোব কিছু নাই সাধ।
কলঙ্কিনী হইনু আমি মিছা পরবাদ ॥
উজিরে বলেন্ত কন্যা শান্ত কর মন।
রাজ্য রক্ষা কব যদি রহিবে জীবন ॥
উজিরের বাক্য শুনি মন্দ মন্দ গতি।

শিবের বনিতা যেন চলয় পার্ব্বতী ॥
পিতারে দেখিয়া কন্যা পড়িল চরণ।
মৃত্যুবেশ দেখি রাজা করয় কান্দন ॥
নৃপতি বলয় মাও শুন মোর বাণী।
প্রচণ্ড অনল মধ্যে ফেক হস্তে পানি ॥
তুমি জল দিলে অগ্নি হবে নিবারণ।
তবে ত জানিব আমি দুর্লভ জীবন ॥
রাজ্য ভরি হইবেক তোমার সুকীর্ত্তি।
কলঙ্ক হইবে দূর তুমি ভাগ্যবতী ॥
বাপের বচন শুনি বিষাদিত মন।
অগ্নিতে ফেলিল জল ভাবি নিরঞ্জন ॥
তখনে নিবিয়া গেল প্রচণ্ড আগুনি।
ধন্য ধন্য প্রশংসিলা স্বামীর নন্দিনী ॥
ধর্মকুলে জন্ম তার বুঝিল আগুনি।
বুঝিতে না পারে কেহ মহিমার ধ্বনি ॥
নৃপতি হইল দেখি হরষিত মন।
কোলে তুলি নিজ সুতা দিল আলিঙ্গন ॥
মৃত্যু বেশ অঙ্গ হইতে বাপে করি দূর।
দোলাতে করিয়া কন্যা দিল অন্তস্পুর ॥
জননীর পদে ধরি করিল প্রণাম।
মোর আশা না পুরিল বিধি হইল বাম ॥
ভরসা করিল বাপে কাটিব আমারে।
গোলাল পাইব আমি অবিনাশ পুরে ॥
জননী বলয় কন্যা শান্ত কর মন।
অবশ্য পুরাবে আশ প্রভু নিরঞ্জন ॥
'লব্‌ন লখি' সখী সঙ্গে যত সখীগণ।
বিরল মন্দিরে কন্যা নিল তত্তৈক্ষণ ॥
মোহাম্মদ রজা বলে শুন সর্বজন।
আল্লায় না মারে যারে মারে কোন জন ॥
কাটিতে চাহিলে বাপে দিয়া অপমান।
প্রসন্ন হইল প্রভু রাখিল পরাণ ॥
কেহ না বুঝিতে পারে মহিমার ধ্বনি।
কোথাতে আছিল অগ্নি কেবা দিল আনি ॥
চতুর্ণ-ছিল্লাল লাগি করে এ প্রকার।
প্রভুর খেয়াল কেবা পারে বুঝিবার ॥

পুরী মধ্যে রহিলেক চতুর্ণ-ছিল্লাল।
জঙ্গলে ভ্রমণ করে তমিম গোলাল ॥

[তমিম গোলাল চতুর্ণ-ছিল্লাল]

কুমারীর খেদ

(বারমাসী)

আষাঢ় মাসেতে প্রিয় প্রথম বরিষা।
স্বপনে পাইয়া প্রিয় কত কৈল্য আশা ॥
অঘোর আঁধার রাত্রি বিজলীর ছটা।
কিরূপে আসিবে প্রিয় নব মেঘের ঘটা ॥
দাদুরীর কলরব কোকিলের ডাক।
অবলা বিভোলা নারী বিরহের দুঃখ ॥
এমত সময় মোর প্রিয় ঘরে নাই।
আমি অভাগিনী রব কার মুখ চাই ॥
শ্রাবণ মাসেতে সখী নির্জল বরিষা।
না ছাড়িল দুঃখ দশা না পুরিল আশা ॥
কলঙ্কিনী বিরহিণী না রহিব ঘরে।
এবে বৈরাগিনী হইব যে করে ঈশ্বরে ॥
নতুবা গরল খাই হইব সংহার।
ভাবিয়া চাহিনু আমি সকল অসার ॥
বিধি বক্র হইল মোর না পুরিল সাধ।
কলঙ্কিনী হইনু আমি মিছা পরিবাদ ॥

ভাদ্রল মাসেতে সখী বরিষা প্রবিন।
শরৎ সময় আইসে রাত্রি হইল দিন ॥
সেই ঋতে হইব মোর কৃশানু বদন।
সেই সে দারুণ দুঃখে বিদরে জীবন ॥
যার পতি ঘরে আছে সেই ভাগ্যবতী।
নানা রঙ্গ পতি সঙ্গে করয় বসতি ॥
আমি অভাগিনী নারী পতি ঘরে নাই।

মুহম্মদ আলী রজা

কান্দিতে কান্দিতে আমি রজনী গোঙাই ॥

আশ্বিন মাসেতে সখী শরতের ঋত।
শীতল না লাগে অঙ্গে হেমন্ত বিদিত ॥
মোর অঙ্গ জ্বলে নিত্য অনলের বাস।
আমি সে ফাঁপর অতি প্রিয় পরবাস ॥
না বুঝি পিরীতি কৈনু নিষ্ঠুর কালা সঙ্গে।
একদিন না বঞ্চিল সেই রস রঙ্গে ॥
জ্বলি জ্বলি উঠে সখী সে সব আগুনি।
প্রিয় সঙ্গে দেখা নাই মিছে কলঙ্কিনী ॥
যার আশা করি আমি সে না করে মায়া।
কার কাছে যাব আমি কে করিবে দয়া ॥
যার লাগি ভাবি মরি সেই পরদেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর তনু হইল শেষ ॥

কার্তিক মাসেতে সখী সময় শিশির।
জাড়ের আকৃতি দেখি প্রাণ নহে স্থির ॥
এই যে দারুণ দুঃখ না সহে অন্তরে।
কোথাতে রহিল প্রিয় ছাড়ি মধুপুরে ॥
অঙ্কুর বয়সে মোর এবে কি করিব।
এ ধন যৌবন আমি কারে ডালি দিব ॥
শয়ন ভোজন কিছু না লাগয় ভালা।
কত বা সহিব আমি যৌবনের জ্বালা ॥
আঘ্রান মাসেতে সখী অধিক উল্লাস।
ঘরে ঘরে নয়া নবীন ভোজন বিলাস ॥
আমার নূতন যৌবন হইল ছারখার।
হারাই যৌবন ধন না পাইব আর ॥
যার আশা করি সখী সেই ছাড়ে দয়া।
কোন ডালে যাব আমি কে দিবে রে ছায়া
যার লাগি রাখি ধন সেহ পরবাস।
ভাবি চিন্তি মোর তনু হইল বিনাশ ॥

পৌষল মাসেতে সখী সুরঙ্গ সুধীর।
জাড়ার তাড়নে মোর দহিল শরীর ॥
প্রতি ঘরে ঘরে সবে করে নানা রঙ্গ।

মোর প্রিয় ঘরে নাই সেই রঙ্গ ভঙ্গ ॥
এতেক জাড়ের জ্বালা আর শূন্য ঘর।
মোব প্রিয় ঘরে নাই দগধে অন্তর ॥
নানা আভরণ পরি বসন ভূষণ।
প্রিয় বিনা নাই মোর জাড়া নিবারণ ॥

মাঘল মাসেতে সখী নিত্য পড়ে শীত।
আকাশ পৃথিবী কম্পে সমীর সহিত ॥
আমি অভাগিনী নারী বুকে হানে শীত।
না বুঝি 'মগধ' সনে করিল পিরীত ॥
শীতে তনু ক্ষীণ হইল আর বৈরী লোক
অবলা বিভোলা নারী কত সহি দুঃখ ॥
যদি সে থাকিত পতি জাড়া যাইত দূরে।
আনন্দে থাকির্তুঁ সখী পতি লই ঘরে ॥

ফাল্গুন মাসেতে সখী বসন্তের বাও।
নানা পক্ষী সুর ধ্বনি কোকিলের রাও ॥
আমি বিরহিণী নারী সদায় নৈরাশ।
অঙ্গেত না লাগে মোর বসন্ত বাতাস ॥
বৃক্ষ আদি তরুলতা হইল হরিহর।
আমার কোমল তনু হইল ঝামর ॥
যার লাগি এত দুঃখ তারে না পাইল।
আহা রে গোলাল চন্দ্র ফিরি না দেখিল ॥

চৈত্রল মাসেতে সখী দারুণ পবন।
প্রচণ্ড রবির তাপ দগ্ধে যে জীবন ॥
যদি সে হইত মোর পতি সঙ্গে গতি।
সব দুঃখ দূরে যাইত পুরিত আরতি ॥
এই সে দারুণ দুঃখ সহিত কি মতে।
বিরহ বিয়োগ যদি দহে নারী চিতে ॥
এবে সে যোগিনী হব না রহিব দেশ।
ধরিলে শমনে আসি কি করে আবেশ ॥

বৈশাখ মাসেতে সখী পঞ্চফুল ফুটে।
দেখিয়া পুষ্পের রূপ নারী প্রাণ ফাটে ॥

মুহম্মদ আলী বজা

যদি সে থাকিত পতি গলে দিত গুঁথি।
গোকুল কানাই লই করিত বসতি ॥
এই যে মাধবী মাসে সময়ুক্ত ভাল।
নারী চিত্ত ফাটে নিত্য ভাবিয়া জঞ্জাল ॥
আহা রে মগধ বন্ধু কেনে বাম মোরে।
এমন নিদানে আমি না দেখি তোমারে ॥

জৈষ্ঠল মাসেতে সখী সময় নিদাঘ।
মদনের বাণ নিত্য শয়ন সজাগ ॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে থাকে করি নানা সুখ।
বিরলে বসিয়া চাহে প্রিয় চন্দ্রমুখ ॥

আমি অভাগিনী নারী পতি ঘরে নাই।
বিরল মন্দিরে থাকি কার মুখ চাই ॥
শুন সখী 'লব্‌ন লখি' আমার বচন।
অবিনাশপুরে এবার করিব গমন।
মনের সন্তাপে কন্যা গায় বার মাস ॥
না ছাড়িল দুঃখ দশা না পুরিল আশ।

[তমিম গোলাল চতুর্ণ-ছিল্লাল]

॥ মোহাম্মদ আলী ॥

পুত্র-কামনা

মাগিল আল্লার স্থান পুত্র এক হইতে তান
জগতে সন্ততি রহিবার।
আয় প্রভু নিরঞ্জন তুমি অনাদি নিদান
তুমি প্রভু জগ অধিকার ॥
তবে নৃপ গুণধাম লইতে আল্লার নাম
মসজিদে প্রবেশিল পুনি।
যতেক পণ্ডিত লইয়া অতি হরষিত হইয়া
নামাজ পড়িল গুণমণি।
নামাজ গুজারি শেষে মোনাজাত প্রভু পাশে
এরাকের নৃপ অধিকারী।
সৃজিয়া আকাশ ক্ষিতি আদম করিলা স্থিতি
বিপদে ত আছিলা কাণ্ডারী।
নূহ্রে সাগর হতে তরাইলা জগনাথে
বিপদে ত করিলা উদ্ধার।
ইবরাহিম খলিলেরে নমরুদ পাপিষ্ঠ ছারে
ক্ষেপিলেক অগ্নির মাঝার।
অকূল সাগর মাঝার মুসারে করিলা পার
জলে মারি পাপী ফেরওয়ান।
নিজ গুণ প্রচারিয়া খলিলকে উদ্ধারিয়া
অগ্নি কইলা পুষ্পের উদ্যান।
ইসুফ রসুলেরে একাদশ সহোদরে
ফেলাইল কূপের মাঝার।
তথা সাধুগণ নিয়া কূপ হন্তে উদ্ধারিয়া
মিসরে করিলা অধিকার।
তৈমুস নন্দিনী বালা রূপে পূর্ণ শশিকলা
তুমি তান দুঃখের ব্যথিত।
কৃপা করি গুণবান ইসুফের দিলা দান

পুরাইলা জোলেখা বাঞ্ছিত।
জাকেরিয়া রসুলেরে অতি কৃপা করি তারে
বৃদ্ধকালে পুত্র দিলা দান।
পবন বরুণ আদি সভানের অধিপতি
যার বাপে ডিম্ব বেচি খায়।
গন্ধর্ব কিন্নর আদি তাহানে যে সেবি নিতি
অদ্যাপিহ লোকে গুণ গায়।
ঈসারে পদবী দিলা মৃত সব জীয়াইলা
নিরবধি ঈসার বচনে।
ইহুদীকে সংহারিয়া ঈসাকে আকাশে নিয়া
কৌতুকে রাখিলা নিরজনে
তুমি প্রভু করতার সংসারের মধ্যে সার
মুই পাপী এই বর মাগি।
দাস জানি করি দয়া দিয়া মোরে পদছায়া
পুত্র এক দেও নিরঞ্জন।
পুরাও মোব মনস্কাম তুমি প্রভু গুণধাম
পালিবাবে রত্ন সিংহাসন।
সুবুদ্ধি সুমতি অতি দিবা রাজ্য অধিপতি
সর্বশাস্ত্রে বিজয় পণ্ডিত।
গুণে রত্ন রূপে কাম বাড়িতে বংশের নাম
হেন পুত্র পাইতে উচিত।
শুদ্ধভাবে সমুচিত সধৈর্য রহিতে নিত
বৈরীজন কবিতে বিজয়।
হেন এক পুত্র মোরে দেও প্রভু করতারে
কৃপা করি তুমি দয়াময়।
এই মতে মধুবাণী নানা মতে মনে আনি
কান্দি কান্দি কহে নরপতি।
শুনি প্রভু নিরঞ্জন অতি তুষ্ট হই মন
পুরাইল নৃপতি আরতি ॥
মুহম্মদ আলিএ কহে তুমি প্রভু দয়াময়ে
পুরাইলা সবার বাঞ্ছিত।
সকল তোমার দাস পুরিছ সবার আশ
মোর না হইলা ব্যথিত ॥

[শাহাপরী-মল্লিকাজাদা]

॥ ফাজিল নাসির মুহম্মদ ॥

বিরহ-ব্যথা

বোল কি উপায় সই রে।
প্রাণ-প্রিয়া বিনে হিয়া ধরন না যায়।
কিসের গৃহের কাজ মোর কিসের অভিলাষ
এ রূপ-যৌবন কালে প্রিয় পরবাস।
হৃদের অন্তরে মোর হানিল কে শেল
আমাকে ছাড়িয়া প্রিয় কোন দেশে গেল।
কহে নাসির মুহম্মদ প্রিয় নাহি দূরে
ভাব ধনি পাইবা নিজ অন্তঃপুরে।

রূপ-মুগ্ধা

কেন রে নদীত আইলাম জল ভরিবার
অপরূপ রূপ দেখি হইলুম ধন্ধকার।
ডংশিল অনঙ্গ নাগে হানি কামবাণ
কিবা রূপ দেখাইয়া হরিলা পরাণ।
সে অবধি প্রাণ মোর নাহি রহে ধড়ে,
ঘব মু আইতে নারি "উড়ুম উড়ুম" করে
পুনি যদি সেইরূপ দেখি আর বার,
জীবন যৌবন দিমু নিছনি তাহার।
কহে নাসির মুহম্মদ স্থির কর মন,
ভাব প্রভু গোপতে পাইবা দরশন।

॥ সিরতাজ ॥

অনুযোগ

সই সই কহিতে খাঁখার পিয়ার বেভার
শুন প্রাণ সই রে।
সই সই কি মোর রান্ধন কি মোর বাড়ন
কি মোর হলদি বাটা।
মনের আগুনে বনেতে যাইমু
রাখিমু সোয়ামীর খোঁটা ॥
সই সই গাছে ধরে ফল নারঙ্গি কমল
বাদুড়ে চুষিয়া খায়
আমার সোয়ামী হালিয়া গোঁয়ার
সুতিলে সে নিদ্রা যায় ॥
সই সই যাহার সোয়ামী রসিয়া নাগর
সে নারীর কিসের দুঃখ
দিনের পাপখানি দিনেতে খণ্ডাইব
দেখিয়া সে চান্দমুখ ॥
সই সই বাপ না মায়েরে কি দোষ দিমুরে।
কুল চাহি দিল বিহা।
হাতে হাত ধরি গলায় বান্ধি দড়ি
সাগরে ডুবাইল নিয়া ॥
সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী।
ঘরের সোয়ামী হাসিয়া না বোলায়
মুঞি অপরাধী দোষী ॥
সই সই না জানি কি দোষে প্রিয় মোরে রোষে
নিদয় হৃদয় পিউ
কহে সিরতাজে সোয়ামী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জীউ।

সাধ

কি হৈল আমারে বন্ধু কি হৈল আমারে
দিবানিশি ঝুরে প্রাণি না দেখিয়া তোরে।
এই সাধ করি মনে তোর লাগ পাই।
তোমার পদের ধূলা নয়নে লাগাই।
কামবাণে হানে প্রাণি না দেখিলে প্রিয়া
গৃহছাড়া হইয়া যাইমু তুই বন্ধুর লাগিয়া।
সাধিয়া আপনা কাজ ছাড়ি গেলা মোরে
পাগল হইলাম বন্ধু না দেখিয়া তোরে।
ফকির ওহাবে কহে এই সাধ মোরে
গলে হার করি বন্ধু গাঁথিয়া রাখম তোরে।

॥ নূর মোহাম্মদ ॥

আফসোস

ভাবি মনান্তরে কিছুই নাই নাইবে
যামিনীর ঘোর অন্ধকার।
নয়ন আনন্দে বিধির নির্বন্ধে
দেখিলুঁ বিজলি আকার ॥
হাতে দিয়া নিধি হরি নিল বিধি
ভাসাইল বিরহ সাগরে।
কূল না পাইলুঁ ভাসিতে লাগিলুঁ
পড়িল সাগর মুড়ে ॥
বিরহ সাগরে ডুবাইয়া মোরে
হরিয়া নিল পুন বিধি
শূন্য রাখি মন কোন প্রয়োজন
তেজিয়া উদ্দেশিব নিধি ॥
মনের মরম কহিলুঁ ভরম
এমন আশা কেন বন্ধু।
ভাবি করতার অন্ধ হয় পার
তরএ হই ভবসিন্ধু ॥
কোন নিধি দিল নয়ানে দেখাইল
কেবা লৈয়া গেল ভাঁড়ি।
নূর মোহাম্মদ ভাবিয়া সে পদ
ভনিল বিরহ লাচারি।

॥ রেজওয়ান শাহ-শমসের আলী ॥

সন্তান-গরবিণী

সেই দেশে ছিল এক স্বামীহীনা নারী।
ধরিবার লক্ষ্য নাই বিশেষ ভিখারী ॥
শিশু সপ্ত পুত্র আছে মাগি মাগি খায়।
তিন সন্ধ্যা পায় এক সন্ধ্যা নাহি পায় ॥
একজনে কহিলেক সে নারীর স্থান।
তুমি কেন নাহি যাও লইতে রাজদান ॥
নৃপদানে দুঃখীসব হইল মহাধনী।
নিজ আলয় বসি তুমি রহিলা কি গুণি ॥
নারী বলে নাই মোর বস্ত্র পরিধান।
বিবস্ত্র কিরূপে যাব রাজ বিদ্যমান ॥
এত শুনি দয়া গুণি পুরুষ সুজন।
বস্ত্র এক ভগ্ন রেক দিলা ততক্ষণ ॥
তবে নারী বস্ত্র পরি লই পুত্রগণ।
রাজপুরী চিহ্ন করি করিলা গমন ॥
রাজদানে সুখ মনে উপস্থিত ভেল।
যদিস্মাত দৃষ্টিপাত নৃপতির হইল ॥
অকস্মাৎ নরনাথ ত্যজিলা আসন।
সে নারীরে অত্যাদরে করে সম্ভাষণ ॥
স্নান করাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইল।
নানা খাদ্য দ্রব্য আনি সম্মুখে ভুঞ্জাইল ॥
নানারূপ. ধনবস্ত্র অলঙ্কার আনি।
জনে জনে প্রসাদে তুষিলা নৃপমণি ॥
সুখ-শয্যা 'পরে নিয়া করাইল শয়ন।
দুঃখী চিত্ত তুষি রাজা করে জিজ্ঞাসন ॥
আমি কিবা তুমি সুখী জগৎ মাঝার।
ভয় শঙ্কা না করিয়া করহ প্রচার ॥
নারী বলে তুমি নৃপ জগৎ-পূজিত।

জগতে তুমি সুখী আমি সে দুঃখিত ॥
কিন্তু একমতে মোর সুখের অন্ত নাই।
সপ্ত পুত্র দিছে বিধি, আর কিবা চাই ॥
প্রাত হইলে ঘরে ঘরে মাগি প্রতি নিতি।
সন্ধ্যাগতে শুতি যেন শামেব নৃপতি ॥
পুত্রগণে বুকে লই সুখে নিদ্রা যাই।
শাম-রোম নৃপতির হেন সুখ নাই ॥
এক সন্ধ্যায় অন্ন যদি থাকএ ভাণ্ডারে।
ইচ্ছা সুখে ঘরে থাকি না যাই কার ঘরে ॥
সন্ধ্যা ভ্রষ্টকালে স্তুতি খাই নিজ রুটি।
রোমের নৃপতি আইলে শয্যাতুন না উঠি ॥
রাজা বলে সত্য বাক্য কহিলা নিশ্চিত।
অপুত্রা লোকের মত নাহিক দুঃখিত ॥
যদি মোরে করতারে পুত্র-কন্যা দিত।
তোমা মত ভিক্ষা করি উদর পালিত ॥
এত কহি নরপতি হরষিত মন।
পুনরপি সে নারীকে দিলা বহু ধন ॥

॥ মোহাম্মদ দানিশ ॥

রূপবতী

বিমল ললাট বাল্য-শশী।
হেরি বলিহার দেবী শচী ॥
নিষ্কলঙ্ক মুখ পূর্ণিমা চান্দ।
ভাবক বন্ধিতে জোল্‌ফ ফান্দ ॥
বক্রতা যুগল ভুরু বিষম।
রতিপতি চাপ না হয় সম ॥
পূর্ণ দেবাসন সুলোচন।
লাজে বনে গেল শশি-বাহন ॥
দন্ত মুক্তা পাঁতি তড়িত হাস।
সুধামুখী সুধা বরিষে ভাষ ॥
কমল অধর কুসুম্ব দল।
তাম্বুল বিহীনে ধিক ধবল ॥
উরু সুগঠ কদলিকা ফুল।
চম্পক কলিকা বিংশ অঙ্গুল ॥

[জ্ঞানবসন্ত

॥ হায়াত মাহ্‌মুদ ॥

বিদ্যার মাহাত্ম্য

যার বিদ্যা নাই সে না জানে ভালমন্দ।
শিরে দুই চক্ষু আছে তথাপি সে অন্ধ ॥
চক্ষু বলি তাহাকে অদেখা যেই দেখে।
কেমন অদেখা হৈব জ্ঞান দিষ্টে লেখে ॥
সে চক্ষু বিদ্যার বিনে আর কার নয়।
বিদ্যা বড় ধন নাহি শুন মহাশয় ॥
বিদ্যাধন যেবা রাখে ধনী বলি তারে।
চোরে চুরি করিবারে যে ধন না পারে ॥
যতেক খরচ করে তত যে বাড়য়।
খরচ করিলে ধন কমি নাহি হয় ॥
কেহ যদি জানে ধন আছে কোন ঠাঁই।
ভাগি নহে কেহ তার বাধা দিতে নাই ॥
পরদেশে বিদ্যা বন্ধু করে নানা হিত।
যে না জানে বিদ্যা তাকে পুছে কদাচিত
মনুষ্যের সম্ভ্রম বাড়ে এ বিদ্যা হইতে।
নিকৃষ্টে পড়িলে বৈসে বড়ার সহিতে ॥
লোকের বিক্রম বাড়ে বিদ্যার বিধানে।
পশুথে অধম যেই বিদ্যা নাহি জানে ॥
শুন নিবেদন মোর রাজা মহাবল।
শাস্ত্র অস্ত্র দুই বিদ্যা সভাতে আসল ॥
এ দুই হইতে ভাল শাস্ত্র বিদ্যা খানি।
যাহাতে দুনিয়া দীন দুই পাই জানি ॥
বৃদ্ধ যদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া বুঝায়।
শুনিয়া সকল লোক প্রশংসে তাহায় ॥
বৃদ্ধ হয় বলে তোয়াজ করে যেবা জন।
তাহাকে দেখিয়া সবে হাসে অচেতন ॥
সবে কহে বৃদ্ধ হৈলে জ্ঞান নাহি মনে।
অস্ত্র হইতে শাস্ত্র ভাল বলি তেকারণে ॥
বিদ্যার মহিমা ভাই কহিতে না পারি।

বিদ্যা পড় বিদ্যা শিখ শ্রম পরিহরি ॥
হন না বলিহ মনে অল্প দিন জীব।
বিদ্যা শিখিয়া শ্রমে কি কার্য করিব ॥
বিদ্যা হৈতে সর্ব সিদ্ধ না করহ হেলা
জ্ঞানীর সহিত কর রাত্র-দিন মেলা ॥
আল্লার বন্দেগী কর দৃঢ় মন হয়া।
আজি আজি কালি করি দিন যায় বয়া ॥

এমত না কহ মনে তরুণ বলিয়া।
আজি কি করিব রোজা নামাজ করিয়া ॥
সদায় মাথার লোম ধরি আছে যমে।
না জানি কাড়িয়া প্রাণ লয় কোন সমে ॥

যে ছেলে না জানে বিদ্যা গরু তাথে ভাল।
বনে ঘাস খায়া বয় গৃহস্থের হাল ॥
পিতা গালি খায় পুত্র অভাজন যার।
অপ্রসূতা হইতে মন্দ পিতামাতা তার ॥
শুনিয়াছি গুরু মুখে যারে কৃপা হয়।
অবশ্য তাহাক বিধি দেয় নিধি ছয় ॥
একেতে তাহার নিধি বিদ্যা যশ বাড়ে।
দ্বিতীয়ে শরীর শুদ্ধ থাকে রোগ পীড়ে ॥
তৃতীয়ে সুন্দরী নারী কোলেতে শুইয়া।
চতুর্থতে করে ভয় ঈশ্বরে লাগিয়া ॥
পঞ্চমে সে ভাগ্যবান অনেক ছিরাই।
ষষ্ঠম হুনর যে দুঃখের সাথী ভাই ॥

বিনা শ্রমে ধন বিদ্যা তপস্যা না হয়।
আছুক কড়াকের কার্য শ্রম বিনে নয় ॥
কুমারের ঘরে হাঁড়ি আপনি না হয়।
যাবত মাখিয়া মাটি হাঁড়ি না গড়ায় ॥
নিশ্চয় পুত্রের বৈরী তার মাতা পিতা।
পিতা হয়া না পড়ালে হয় কুচরিতা ॥
বিদ্যাহীন বৈসে যদি পণ্ডিত সমাজ।
কাক অনুরূপ দেখি সঙ্গে ভৃঙ্গরাজ * ॥

---

* ডক্টর মাযহারুল ইসলাম সম্পাদিত গ্রন্থাবলী থেকে হায়াত মাহ্‌মুদের রচনাংশ সংকলিত।

হায়াত মাহমুদ

পুরুষ

বন্ধু বলি তাকে যে নিদানে আসে কাম।
সুদিনের বন্ধু হইলে তার কিবা নাম ॥
নিদান পড়িলে যেবা অন্ধ জ্ঞান হয়।
পুরুষ না বলি তাকে বড়লোক কয় ॥
পুরুষ বলিব যেবা নিদানের কালে।
চিত্ত স্থির রাখি কার্য করে বুদ্ধিবলে ॥
শুন ভাই বলি আমি বড়লোকের বাণী।
যে জন পুরুষ তার এ ছয় নিশানি ॥
একে চিত্ত স্থির রাখে নিদানের দিনে।
দ্বিতীয়ে সম্ভাষা করে বড় হয়া হীনে ॥
তৃতীয়ে উচিত কথা কহেত বিধানে।
চতুর্থয় বাহুবল করে রণস্থানে ॥
পঞ্চমে জগতে নাম রয় ভালে ভালে
ষষ্ঠমে পড়িতে বিদ্যা ইচ্ছা সর্বকালে ॥
এ ছয় শুনিয়া ভাই আর ছয় কহি।
পুরুষকে যে ছয় কদাচ না চাহি ॥
একেত পুরুষ হয় শয়ন বিস্তর।
দ্বিতীয়ে সকল কাজে চিত্তে করে ডর ॥
তৃতীয়ে অনেক ক্রোধ ইহা ভাল নয়।
চতুর্থয় সর্বক্ষণ ভয়যুক্ত রয় ॥
পঞ্চমে বিস্তর হাসি ষষ্ঠমে আলিস।
পুরুষকে এহি ছয় না চাহি উদ্দিশ ॥

চাকুরীর ঝকমারি

খোদার শোকর ভাই করি সর্বক্ষণ।
অন্নজল দিয়া পালে সংসার যে জন ॥
সে বড় বর্বর যে খোদার নাম ছাড়ি।
রাজসেবা করে নিত্য ভিন্ন দ্বারে পড়ি ॥
রাজার চাকুরী ভাই করে যেবা জন।

কলিজার রক্ত পান করে সর্বক্ষণ ॥
কড়াকের কর্ম বিনে রাজ অনুমতি।
আপনি করিতে পারে না পায় শকতি ॥
ছাড়িয়া খোদার সেবা রাজার সম্মুখে।
হেন সেবা যে করে বর্বর বলি তাকে ॥
চাকুরীর দুঃখ ভাই শুনহ শ্রবণে।
শীতকালে গ্রীষ্মকালে কিবা নানা স্থানে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে কিছু জ্ঞান নাহি তার।
আলস্য ওজর নাহি পারে করিবার ॥
যদি আজ্ঞা করে তুমি যাহ স্থানান্তরে।
শত ক্রোশ হইলেও যেতে হয় তারে ॥
পুত্র মিত্র কন্যা বিবি সকল ত্যাগিয়া।
দেশান্তরে যেতে হয় দুঃখ বিস্মরিয়া ॥
হেন শ্রম করি যদি সেবে নিরঞ্জন।
সর্ব সিদ্ধ হয় তার বৈকুণ্ঠ গমন ॥

গুণের কদর

জ্ঞানী লোকে কহে কথা শুনহে গোঁসাই।
মূর্খ মিত্র হৈতে ভাল জ্ঞানী শত্রু যেই ॥
সুজন দুষ্মন ভাল প্রাণের যে কাল।
কুজন বান্ধব মন্দ করে সে জঞ্জাল ॥
আমি ত অধম জাতি নফর তোমার।
বুদ্ধি বলে কি কাজ না পারি করিবার ॥
কার্যেতে কুশলী যেই তাহাকে বলিয়া।
আপনার পাত্র রাজা করে তারে লিয়া ॥
কর্মযোগ্য দেখি রাজা হয় যেই জন!
তাহাকে সকল কর্ম করে সমর্পণ ॥
রাজা যদি রাখে নিজে বর্বর দেওয়ান।
নারী আভরণ যেন গরুকে পড়ান ॥
তাহাকে দেখিয়া লোক মনে মনে হাসে।
বুঝিয়া না করি কর্ম সকলি বিনাশে ॥
ছাইলা হয়া কহে যদি ভাল কোন কথা।

তাহাকে মনেতে রাখি না করি অন্যথা ॥
বৃদ্ধ হয়া কেহ যদি না বুঝিয়া কয়।
কদাশ্চ না শুনি তাহা শুন মহাশয় ॥
সাহসী নিকৃষ্ট ভাল ধনে কিবা হয়।
বুঝিলে ছাওয়াল বড় বৃদ্ধ হইলে নয় ॥
যে দোকানে ভাল সওদা পাই তাহা কিনি।
দোকানি যে ভাল মন্দ তাহা নাহি গণি ॥

আল্লাহর বন্দনা

বন্দো সৃজনকার সৃষ্টি অধিকার
জলে স্থাপিল মেদিনী।
পানির উপর মহী মহা ভর
যেন ভাসে পত্রখানি ॥
গগন মন্দির শূন্যে কৈল স্থির
বিনা রুয়া তীর খাম্বা।
তাহার উপর চন্দ্র দিবাকর
সৃজিল অতি অসম্ভা ॥
এক রবি শশী দেশে দেশে বসি
সবে দেখে বিদ্যমান।
হেন সে বিধাতা অন্যের যুগ্যতা
কে পারে এমত যান ॥
গগন মণ্ডল কৈল ঝলমল
সৃজিয়া যতেক তারা
ভূমির উপর জীব জন্তু নর
আর তরু তৃণ সারা ॥
নীলা তরুবরে পুষ্প রাঙ্গা করে
আর কত নানা জাতি।
নারীর উদরে জল বিন্দে করে
চিত্র বিচিত্র মূরতি ॥
নীল মণি সনে করিল পাষাণে
আর যত রত্নরাজ।
বক্ষে দুগ্ধ ডালে গর্ভে ছাইলা পালে

কীট পাষাণের মাঝ ॥
জিহ্বাএ বচন করিল সৃজন
তাহে নানা গুণ গায়।
চক্ষে দিল জ্যোতি যেন জ্বলে মুতি
সকলি দেখে তাহায় ॥
এক রূপে নর সৃজিল বিস্তর
কেহ নহে কার মত
হেন বিধি সেহি তার সম কেহি
নাহি ভরি ত্রিজগত ॥
নর পরী পুর দৈত্য দেবাসুর
সকল সৃজন তার।
এ তিন ভুবন তাহার সৃজন
সে নহে সৃজন কার ॥
নাহি মাতা পিতা নির্মল চরিতা
পুত্র নারী তার নাঞি।
শয়ন ভোজন সঙ্গম রমণ
কখন না করে তাঞি ॥
নাহি রূপ রঙ্গ অপূর্ব অভঙ্গ
যেমন পুষ্পের গন্ধ।
কহে বিনা মুখে চক্ষে নাহি দেখে
যত করে ভাল মন্দ ॥
যে ডাকে তাহাক কৃপা করে তাক
আছে হয়া সর্বময়।
মহাম্মদ হেয়াত কহে শুন বাত
সে বিনে সকলি লয় ॥

আদম সৃজনের বয়ান

কহে নাথ নিরঞ্জন পরী হৈল নিপাতন
যেবা ছিল গেল কোহকাপে।
কখন না সেবে মোরে রাত্রি দিবা পাপ করে

সংসার মজিল তার পাপে ॥
শুনহ ফেরেস্তা সবে আদম সৃজিব এবে
দিব তাথে নিজ অধিকারী।
আমাকে সেবিব সেই না জানিবে অন্যকেই
যতেক সৃজিল দেউ পরী ॥
কুরসি শুনিয়া বলে নিবেদন পদতলে
আমাতে সৃজাও হেন জন।
স্বর্গ বলে উচ্চতর নাহি মোর সমসর
করো তাথে আমাতে সৃজন ॥
সূর্য বলে আমি নূরী সংসার উজ্জ্বল করি
আমা হইতে কর রূপদান।
চন্দ্র বলে আমা সম রূপে গুণে নাহি কোন
আমাতে সে কর উপাদান ॥
অগ্নি বলে আমি আলো আমাতে সৃজিতে ভাল
আমি হই সভাতে উজ্জ্বল।
বাও বলে বলী আমি আমাতে সৃজাও স্বামী
কার আছে আমা সম বল ॥
এহি মতে সবে কএ মৃত্তিকা নিঃশব্দে বএ
পুছে তাথে নাথ নিরঞ্জন।
সকলে কহিল যেন তুমি না কহিলে কেন
নিঃশব্দে রহিলা কি কারণ ॥
ভূমি বলে আমি হীন করি অতি ঘীন ঘীন
হাগে মুতে সকলে আমাতে।
আমি কার যুগ্য নই সভার অধীন হই
কোন গর্বে কহিব তোমাতে ॥
ইহা শুনি সৃষ্টিপতি তুষ্ট সে হইল অতি
বলে ভূমি শুনহ উত্তর।
গর্ব বল যে করএ সে আমার প্রিয় নএ
মোর শ্রদ্ধা হীনের উপর ॥
তুমি হৈলা হীনমতি আদম আম্বিয়া পতি
তোমাতে সৃজিব নিশ্চএ।
হেয়াত মামুদ ভণে শুন ভাই সর্বজনে
পুণ্য কথা করিয়া অন্বএ ॥

সুকথা

একদিন খাইবার ঘরেত থাকিলে।
বহু দোষ আছে জান আনতে মাগিলে ॥
অর্ধছায়া তরুতলে কভু না বসিব।
নারদের স্থান এই মনেতে মানিব ॥
পদের উপরে পদ করিয়া ক্ষেপন।
না বসিব এই যেন মুরুদ লক্ষণ ॥
এই তিন কামে মিথ্যা কহিতে উচিত।
কিতাবের মতে দোষ নাহি কদাচিত ॥
দুইজন মধ্যএ যদি ঘটএ বিবাদ।
মিথ্যা কহি রক্ষা কইলে দোষ নাই তাত ॥
দুই সতীনের মধ্যে হইলে অতি রোষ।
পুরুষে কহিলা মিথ্যা নাহিক দোষ ॥
মিথ্যা বাক্য কহি যদি করে মুসলমান।
তাতে দোষ নাহি হবে ধিক পুণ্য জান ॥
নিজ দাস দাসীগণে রাখিব পীরিতে।
আপনার মতে দিব খাইতে পিনিতে ॥
অনাকাজে জীবজন্তু বধ না করিব।
আপনার রিজিক মতে সকল মাগিব ॥
শিশু নারী হীনজ্ঞান আর খলজন।
এ সবে না কহিব কভু মর্মের কথন ॥

পরনিন্দা পরহিংসা নিজ পুণ্য হরে।
রোজা কি নামাজ কইলে ফল নাহি ধরে ॥

[ফায়েদুল মুক্তদি]

॥ মুহম্মদ ফসীহ্ ॥

আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত

(আল্লাহু গনি মোহাম্মদ নবী)

আর এক কথা কহি শুন গুণিগণ।
চিত্ত দিয়া শুন কহি মোর নিবেদন ॥
আরবীর এ ত্রিশ অক্ষরে করি ভার।
মুনাজাত করিলাম গোচরে আল্লার ॥
একেক অক্ষর প্রতি চতুর্পদ বন্ধে।
মোহাম্মদ ফসিএ কহে পয়ারের ছন্দে ॥

আ ॥ ১ আলিপে আল্লার নাম মনে করি সার। ا আলিপ
আওয়ালে আখেরে প্রভু তুমি সে নিস্তার ॥
য়নাদি নিদান প্রভু নির্বলীর বল।
য়নাথের নাথ তুমি এ মহিমণ্ডল ॥

ব ॥ ২ বারিতালা ধর নাম রহ নিরাকার। ب বেএ
বিনি (বাবি) লক্ষ্যে রাখিয়াছ সয়াল সংসার ॥
বুদ্ধি করি চাহিলাম গহীন কাননে।
বিনি প্রভু আর কেহ নাহি সেই স্থানে ॥

ত ॥ ৩ তৈয়ব শরীর প্রভু তুমি বিনে নাই। ت তেএ
তরাইবা ভয় হন্তে তুমি সেই ঠাঁই ॥
তওবা তওবা মুঞি করি বারে বার ॥
তেজিলাম পাপ কর্ম খেমহ আমার ॥

ছ ॥ ৪ ছল হোন্তে রক্ষা করি মোহোরে রাখিবা। ث ছেএ
ছল করি ভুলাইতে ইব্লিছে না দিবা ॥
ছাড়াইবা পাপ মোর হইছে যতেক।
ছজুদা করিতে আছি তে কাজে অনেক ॥

জ ॥ ৫ — ج জীম

জীবন মরণ হায় স্বপ্নের তুলন।
জাগিয়া উঠিলে কিছু না দেখি এমন ॥
যৈবন জানিলুম মিছা থাকে মোর সঙ্গে।
জ্বলি জ্বলি উঠে মন মিছা কেনে অঙ্গে ॥

হ ॥ ৬ — ح হেএ

হকিকতে তোমার নাম সদায় ভাবিতে।
হেতু বুদ্ধি করি দিবা সুপন্থে চলিতে ॥
হক নাম মুখে লইলে নাহিক সঙ্কট।
হতাশ না কর মোরে রাখহ নিকট ॥

খ ॥ ৭ — خ খেএ

খুদ্র বুদ্ধি মোর হয় নাহি পাই ওর।
খেমা কর আর প্রভু যথ পাপ মোর ॥
খোয়াইলুঁ প্রভু নাম করিতে যে পাপ।
খুদিতে আছিলাম (মুঞি) না দেও সন্তাপ ॥

দ ॥ ৮ — د দাল

দরিদ্র করিয়া প্রভু করিছ সৃজন।
দুখী হই তোমার নাম লই ঘন ঘন ॥
দোষ যথ করিয়াছি ক্ষেম অপরাধ।
দাস তুল্য হই মাগি চরণে প্রসাদ ॥

জ ॥ ৯ — ذ জাল

জাহান্নাম এক কূয়া আছে আমি ডরি।
জাইতে না চাহি তথা রাখ কৃপা করি ॥
জদি না হইত দুষ্ট ইব্লিছ দুর্বার।
জন্ম ভরি না হইত পাপের সঞ্চার ॥

র ॥ ১০ — ر রেএ

রহিম প্রভুর নাম অধিক নির্মল।
রাখিব সদায় মোরে সেই পদতল ॥
রজ্জাক রাখিছে নাম মহিমা কারণ।
রাত্রি দিবা ভজি আমি পাইতে দর্শন ॥

জ(য)॥১১ — ز জেএ

জলস্থল দেখি প্রভু তুমি বিনে আর।
জপিতে আছি এ নাম জানি তত্ত্ব সার ॥
জেই জনে তোমা নাম করএ কল্পনা।
জাইব বিহিস্ত মাঝে নাহিক ভাবনা ॥

(চ)ছ,স্র ॥১২ ছাপাই রাখিছ প্রভু অঙ্গের যে জুতি। س ছিন
স্রধা করে দেখিবারে পুরাই আরতি ॥
ছত্তারের নাম যেবা লয় অনুক্ষণ।
ছিদ্র পাপ না রহিব হইব মোছন ॥

স,(শ)॥১৩ সেই ভয়ে মনে গুণি প্রভু করতার। س সিন
সেবিতে আছিএ নাম করি কণ্ঠহার ॥
সরিয়ত মধ্যে মোরে করিবা নিস্তার।
শত্রু হস্তে তরাইতে মাগি পরিহার ॥

ছ ॥ ১৪ ছোলেমান নবী প্রতি দিলা দুক্ষ অতি। ص ছোয়াদ
ছবরের গুণে পুনি হইল নৃপতি ॥
ছাওাল ইত্যাদি মোর গুণা হইলেক।
ছগীরা কবিরা গুনা খেম একে এক ॥

জ ॥ ১৫ জদ্যপিহ 'ছুম্মাউন' নবীকে ধরিলা। ض জোয়াদ
জমি পরে পাপী সবে লাঘব করিলা ॥
জানিলুম সে নবীএ নামের কৃপাএ।
জলে ধনে দিলা প্রভু বহু সম্ভাষাএ ॥

ত ॥ ১৬ তেকারণে জানিলাম প্রভু পাক হয়। ط তোয়া
তোমার নাম লইলে মোর কিন্তু নাহি ভয় ॥
তরিকতে যেই নাম আছএ পসর।
তনে-মনে ভাবিতে আছিএ নিরন্তর ॥

জ ॥ ১৭ জখনে করিবা প্রভু প্রলয়ের দিন। ظ জোয়া
জিবরিলে আসি তথা করি দিব চিন ॥
জে সকল পুণ্যবন্ত স্বর্গ যাইব রঙ্গে।
জোড় হস্তে মাগি যাইতে তা সবার সঙ্গে ॥

আ ॥ ১৮ আজিম প্রভুর নাম পড় এক মন। ع আইন
আলিম সবার পদে করি নিবেদন ॥
আওমায় কহে মুনাজাত শুন বন্ধুভাই।
আঞ্জি মধ্যে নিজ রূপ রাখিছে ছাপাই ॥

গ ॥ ১৯	গুঁথিয়া রাখিছি নাম তেকারণে অতি। গলাতে মুকুতা যেন রাখি প্রতি নিতি ॥ গুণা খথা করিয়াছি আয় দয়াময়। গৌরব করিয়া মোরে ক্ষেমিবা নিশ্চয় ॥	غ গাইন
ফ ॥ ২০	ফকিরের বেশ ধরি ডুবিমু সাগরে। ফাফর লাগএ প্রভু উদ্ধার আমারে ॥ ফরিয়াদ করি আএ প্রভু নিরঞ্জন। ফিৎরাত না রাখিবা মাগিএ চরণ ॥	ف ফেএ
ক ॥ ২১	কাদির তোমার নাম ত্রিজগতে চাই। কায়া মনে সেবিলেহ নির্ণয় না পাই ॥ কাতর হই এবাদত করি লাখে লাখ। কিঞ্চিৎ রাখিবা দয়া যেন পদে থাক ॥	ق ক্বাফ
ক ॥ ২২	করতা প্রভুর এক নাম মধ্যে অতি। করি মুনাযাত মুঞি সেই নাম প্রতি ॥ কার্য যত বিঘটিত হইলে আমার। করাহ সুসার কর্ম ছাড়াই দুঃখ ভার ॥	ك কাফ
লা ॥ ২৩	লাইতেত ডুব দিয়া দেখি অন্ধকার। লক্ষ্য নাহি জানিলাম বিনে করতার ॥ ললাটেত কি লিখিছ নাহিক স্মরণ। লাঘব সঙ্কটে তরাইবা নিরঞ্জন ॥	ل লাম
ম ॥ ২৪	মোহাম্মদ রসুল প্রভুর সখাবর। মানিলুম তাহান দিন হরিষ বিস্তর ॥ মুনাযাত করি আমি চরণে নবীর। মনের আবেগ আপে পুরাইবা শিগ্‌গীর ॥	م মীম
ন ॥ ২৫	নুর নবী সৃজিয়াছ মহিমা কারণ। নাম প্রকাশিয়া দিতে এ তিন ভুবন ॥ নিরবধি প্রভু প্রভু ডাকি বহু দুঃখে। নিঠুর না হই দয়া করিবা আমাকে ॥	ن নু

ও ॥ ২৬ ওয়াহেদ নাম প্রভু তোমার আছএ। و ওয়াও
ওয়াধাভি (?) নাম ইনাম লইতে সমএ ॥
ওহি নাম মুঞি ক্ষুদ্রে লই রাত্রিদিন।
ওথাতে প্রণাম হোন্তে না করিবা ভিন ॥

হ ॥ ২৭ হওয়াত মোয়ত আর রিজিক দৌলত। ه হেএ
হস্তেত রাখিছ প্রভু চারি মনুরথ ॥
হামজা মরদান আলি বলবন্ত ছিল।
হালাক হই সে সকল মৃত্যু পদ পাইল ॥

ল ॥ ২৮ লা ইলাহা ইল্লাহ জানি তত্ত্বসার। لا লামালিফ
লওয়াইবা মুখে মোর জিকির তোমার ॥
লইতে (নাম) আহ্মি ভুলাইতে না দিবা।
লঘু জন হোন্তে প্রভু তুমি তরাইবা ॥

হ ॥ ২৯ হা হা প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান। ء হামজা
হারাইলে তোমা নাম করাইবা স্মরণ ॥
হীন হই না রহিম কেনে পদতল।
হইয়া মানব কুলে জীবন বিফল ॥

ই ॥ ৩০ ইব্লিছে বসাই ফাঁদ বহে রাত্র দিবা। ى ইএ
ইহার সঙ্কট হোন্তে প্রভু উদ্ধারিবা ॥
ইয়াদ হামেশা করি কহিতে সাক্ষাৎ।
ইতি সমাপ্ত এবে মোর মুনাযাত ॥

[আরবী ত্রিশ হরফে মুনাযাত]

শেখ মনসুর ॥

জীবন রহস্য

সংসার বসতি জান নিশির স্বপন।
মায়াজাল বন্দিবাজি দেখহ আপন ॥
পোতলা লইয়া যেন ফেরে অবিরত।
হাতের ঠমক যেন নাচে তেন মত ॥
তেমতি মূরতি সব সয়াল জুড়িয়া।
নিরঞ্জনে মূর্তি সব দিয়াছে ছাড়িয়া ॥
মায়া দিয়া চালায় প্রভু ছান্দিয়া যতনে।
চালায় মূরতি সব নানান বরণে ॥
মৃত্তিকার কাল বুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে সেই সে পাগল ॥
দুই আঁখি মুদিলে হইব অন্ধকার।
ভাগ্য হইলে রাখে নিয়া বিহিস্ত মাঝার ॥
মনুষ্যের আয়ু জান শিশিরের পানি।
যম রাজার কাছে জান জল ভাণ্ডখানি ॥
শিশিরের জল শোষে যেহেন ভাস্করে।
তেমতে আছএ যম শরীর অন্তরে ॥
দিনে দশবার জান ফিরিস্তাএ আসি।
ডাকি বলে দেশে চল যত পরবাসী ॥
সংসার অসার জান বুঝ বুধগণ।
পুনঃ চলিয়া গেলে অপনে আপন ॥
সেখ মনসুর কহে মিথ্যা মায়া বান্ধা।
অকারণে মায়াজালে মন কর বান্ধা।

[শির্নামা]

উদ্যান শোভা

পর্বত উপর হোতে সজল নয়ন।
ধীরে ধীরে নরপতি করিলা গমন ॥
প্রবেশি ছবজ গ্রাম দেখে মহারাজ।
রম্যস্থল অমরানিন্দিত পুরীসাজ ॥
চারিপাশে উদ্যান কমল বিকশিত।
চন্দ্র আমোদিত তরুচারু সুললিত ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সতত।
উষ্ণহীন নিদাঘ সময় বেকত ॥
মনোহর দেশ ফুলে ফলে সুপূর্ণিত।
ইন্দ্রের ভুবন জিনি গন্ধে আমোদিত ॥
স্থানে স্থানে বিচিত্র উদ্যান মনোহর।
আলোকি' নৃপতি চিত্ত আনন্দ নির্ভর ॥
আম কাঁঠাল বয়ড়া জামির শ্রীফল।
বরল খাজুর তাল গুয়া নারিকল ॥
ছোলঙ্গ ডালিম্ব বেল নারঙ্গি কমলা।
শ্যামতারা কামরাঙ্গা আর সদা ফলা ॥
ছেব জলপাই কালাজাম অতিশয়।
খোরমা খরমুজ আনারস শোভাময় ॥
দীঘি পুষ্করণী সরোবর শোভাকর।
মৈথুন শোভিত পুরী বন্ধ পারাবার ॥
ক্ষীর নিন্দে শ্বেত বারি ফটিকে রচিত।
দর্শনে তৃষ্ণা হরে পরশে মন হরষিত ॥
ফটিক নির্মাণ ঘাট নিন্দিত দর্পণ।
চতুর্ভিতে শোভিত রোপিত উপবন ॥
রক্ত শ্বেত সরোজ সলিলেত বিকাশ।
আলোকি' 'পারচ'পতি আনন্দ উল্লাস ॥
মধুব্রত ঝঙ্কার কমলে মত্ত হইয়া।

অতি শোভামান কুমুদিনী বিকশিয়া ॥
পরীজায়া সবে হেমকুম্ভে ভরে জল।
কেতন-বনিতা জিনি শরীর নির্মল ॥
স্থানে স্থানে ভ্রময়ে হেরিয়া নানারঙ্গ।
তাজ হেতু পরী সবে না দেখয়ে অঙ্গ ॥
চরবান জলচর চরয়ে অনেক।
নীরে উপস্থিত সীতাসুত পরতেক ॥
রাজহংসী চক্রাবাক বহুক নাইতে।
কুরল সারস কল্লোলে সুললিত ॥
হীরা মণি মাণিক্য রতন নিরন্তরে।
কারো ভাগ্য শুভ ডুম্বগতে মিলে তারে ॥
উদ্যান হেরিয়া ভ্রমি মনের উল্লাস।
পুষ্প গন্ধে বৃক্ষ ভেদি চন্দন সুবাস।
যুথী শতবর্গ রঙ্গ সুগন্ধি চম্পক।
গোলাপ মালতী নাম রূকদমনক ॥
কেতকী আমদ বেল ফুল সে বৈজয়ন্তী।
কেয়া সর বেল ফুল নন্দি ব্রতজাতি ॥
রঙ্গক কাঞ্চন মৌল ছড়ি মুক্তা ছড়।
মাধবী বকুল ভূমিচম্পা নাগেশ্বর ॥
কুঞ্জারূপ সুদর্শনা বাসক মঞ্জরী।
কালা ফল কৈবছল তুষ্ট মনোহেরি ॥
দাউদি উড়ক শ্বেত যামিনী গন্ধক।
নানাজাতি পুষ্প কইতে বিশাল পুষ্পক ॥
এ পুষ্পে লাগিয়া প্রগামিয়া যথা যায়।
গন্ধে আমোদিত নিতি দুর্গন্ধ পলায় ॥
নানা পুষ্প আদেখা হেরিয়া নরপতি।
স্তব্ধগতি হইয়া ভাবে স্বর্গ এই স্থিতি ॥
অদৃষ্ট অশ্রুত পুষ্প ফল সুরুচির।
আলোকি' অস্থির চিত্ত পারচের বীর ॥
বৃক্ষ পরে নানা পক্ষী করয়ে সুরব।
আমোদে পুলকি তনু নাদে পরাভব ॥
শারী শুকে গাহে গীত কোকিলে পঞ্চম।
কাক তিত্তিরির রব শুনিতে উত্তম ॥
পাপিয়া নাদয়ে পিউ শিখিনী কল্লোল।
ভ্রমর ঝঙ্কার শব্দ মধু মুক্ত ভোল ॥

স্থানে স্থানে জলপূর্ণ কূপ মনোহর।
ফটীক পাষাণঘাট প্রবন্ধ সুন্দর ॥
গৃহ সুমুখে রত্নময় মসজিদ উপাম।
দেওয়াল উজ্জ্বল হেমবন্ধ চারি ঠাম ॥
অনুদিন মোল্লা মোখাদ্দিমে তেলাওতে।
সত্য বিনু অনাচার নাহি কারো চিতে ॥

[বানু হোসেন-বাহরামগোর]

॥ মুহম্মদ হারি পণ্ডিত ॥

জয়গুনের বারমাসী

মাধবী মাসেত মন মত্ত মহীরাজ।
মহোৎপল দন্তরুচি মধুসেনা সাজ ॥
মধুব্রত কুলে মধুমত্ত ভ্রমে-নাদ।
মধুর স্ফুটএ পরভৃত কুহু নাদ ॥
মনোরম বনস্পতি প্রফুল্ল মুকুল।
মানিনী বিভঙ্গ মন বিরহে আকুল ॥
জৈষ্ঠ্যেত জ্বালনা যেন উষর সূর্য চণ্ড।
জীমূত জীবনহীন ধরণী বিখণ্ড ॥
দম্পতি বেরাগ জ্বলে জ্বোলা-জ্বালা ভঙ্গ।
জায়া নব যৌবনি কৈল্য আনে কেলিরঙ্গ ॥
প্রোষিত যৌবন-রত্ন বিরহে গরল।
জপিতে জীবননাথ নয়ান সজল ॥
আষাঢ়ে অম্বর পুরী অভ্র অন্ধকার।
অবিরত অবনী আসমানে জলধার ॥
অম্বুদ নির্ঘোষে ঘনে দামিনী ছটকে।
উল্লাসে সিল্লাল সিল্লি আপ মত ভোগে ॥
অঙ্গনা আনন্দ অতি কান্ত নিশিকাল।
অশ্রুপূর্ণ নয়ান বিরহী শোকাকুল ॥
শ্রাবণ স্রবএ ঘন রস অহর্নিশ।
শিখরে সুনাদে শিখি শিখিনী হরিষ ॥
সক্র শরাসন রচি গগন মণ্ডল।
সীমন্তিনী সুখসজ্জা মদন মঙ্গল ॥
সরস বিহঙ্গ শব্দ চাতক সুধ্বনি।
শুনি ধ্বনি পিউনাদ চমকিত প্রাণী ॥
ভাদ্রমাস ভর্তা বিনে শর্বয়ী ভীষণ।
ভীমভেরু মন্দিরেত ভৈরব গর্জন ॥
ভব সুখে খঞ্জরীটে ক্রীড়এ সানন্দে।

ভেরু-ভর্ত্তা মিলনে করুণা অনুবন্দে ॥
ভাগ্যবতী কান্ত ক্রোড়ে সুখে অভিসার।
ভাবসার ভাবিনী বিমন অনিবার ॥
আশ্বিন শরৎ নিশি হাসি তমনাশ।
অতি জ্যোতির্ময় আজ উঝল আকাশ ॥
উডুগন অমল বিমল নীলোৎপল।
অতি শুচি দশদিশ যামিনী ধবল ॥
আত্মভূ পূজএ বালা উল্লাস মানসে।
অবলা সৌভাগ্যহীন প্রিয় পরদেশে ॥
কুমারী কুসুম্ব কাচ বিশেষণ বিকাশ।
কন্দর্প সুকীর্ত্তি কিবা ভুবনে প্রকাশ ॥
কুবলয় কুরুবক ফুটিল প্রচুর।
কমলিনী ক্রোড়ে ক্রীড়ে চক হংস জোড়
কান্ত-ব্রত করে রঙ্গে কুমারী সংকুল।
কান্ত বিনে কান্তা কাম কেবল আকুল ॥
অঘ্রাণে অচলা অনন্ত নবক্ষেতি।
আমোদ সুশয্যাগন্ধ সঞ্চরএ নিতি ॥
উপনীত নব শীত নবীন নিচোল।
অধিক আনন্দ কের কাকলী কল্লোল ॥
আনন্দিত দম্পতি মকরধ্বজ পূজে।
উতাপিত চিরবিরহিণী অনুশোচে ॥
পৌষেত প্রবল শীতে পৃথিবী পুরিল।
পদ্মবৃন্দ পয়োপানে শিশিরে নাশিল ॥
প্রবীণ যামিনী কোহ্ মলিন পুষ্কর।
প্রভাহীন ভাস্কর বাসর ক্ষীণতর ॥
পতিপত্নী প্রমোদিত পুষ্পকেতু রসে।
প্রমোদা প্রমাদগণে পঁহু পরদেশে ॥
মাঘ মাসে হিমময় মরমে পীড়িত।
মেদিনী মণ্ডলে পুষ্প তুষার মণ্ডিত ॥
মারুত অসীম হিম রামা কামাকুল।
মধু হোতে মধুর মৈথুন কান্ত কোল ॥
মঙ্গল পঞ্চমী উষ্ণশর মহাসুখ।
মৃতব্য বিরহী মরমে মারে দুঃখ ॥
ফাল্গুনে পবনে প্রতুল ফুটিল যথ।
ফুটএ পল্লব নব পাদপ সমস্ত ॥

ফাল্গুনি পরবে ফাউ খেলে মনোরঙ্গে।
ফাগু রেণু লোহিত শোভিত সর্ব অঙ্গে ॥
ফুলসার পীড়িত প্রমোদা পতিবশ।
ফাগুনে বিরহী চিত্ত ফাফর মানস ॥
মধুমাসে মধুঋত মাধুরী মধুর।
মাধবী মালতী মালা বিকাশে প্রচুর ॥
মলয়া পবন পরিমল বহে মন্দ।
মধুকরে ঝঙ্কিত পিবএ মকরন্দ ॥
মলয়া পবন বহএ সর্বদেশ।
মরিমু গরল ভক্ষি বরিখ নিশেষ ॥
মরণেত মদন প্রাণেশ দূরদেশ।
মরিমু গরল ভক্ষি বরিখ নিশেষ ॥
মরণ বিফল সতী যদি ক্রোড়ে মিলে।
অচিরে মিলিবে প্রভু হারি পণ্ডিতে বোলে।

॥ ফকির গরীবুল্লাহ্

জোলেখার স্বপ্ন

বড় খাঁ বলেন পীর মোর পানে চাও।
ইউসুফ জোলেখার কথা আমাকে শুনাও ॥
কেমন করিয়া সাহা ইউসুফে বেচিল।
কিরূপে জোলেখার হাতে ইউসুফ বিকিল ॥
শুনিয়া খোসাল বদর বড় খাঁর বাত।
ইউসুফ জোলেখার যত কহে হকিকত ॥
পশ্চিম মুল্লুকে দেশ দুনিয়া ভিতর।
তৈমুছ নামেতে বাদশা বড়া জোরওয়ার ॥
হাতি ঘোড়া মালমাত্তা নাহিক শুমার।
বড়া জবরদস্ত বাদশা বড়া নামদার ॥
সেপাই লস্কর লোক লেখা জোখা নাই।
বাঘে ও বলদে পানি খায় এক ঠাঁই ॥
জেরদস্তের উপরেতে জবরদস্তি নাই।
অনেক মুল্লুক নিয়া করেন বাদশাই ॥
নানা জাতি বসতি করে ঘরে ঘরে।
চোর আর তস্কর ডর নাহিক শহরে ॥
এমন আদলে খুব করেন বাদশাই।
এক বেটী বাদশার ঘরে আর কেহ নাই ॥
জোলেখা নামেতে বেটী আজব সুরাত।
বহুত হুনুর জানে বড় নেকজাত ॥
হুরপরী জিনে রূপ দিতে নাহি সীমা।
এক মুখে কত কব রূপের মহিমা ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের সুরাত।
ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের সুরাত ॥
ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথা পরে।
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাঁদেরে ॥
ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।

ভুবন ভুলাতে পারে সেই রূপ দেখি ॥
দুইখান ঠোঁট যেন কমলের ফুল।
তাহার বদন যেন চাঁদ সমতুল ॥
বত্রিশ দন্ত দেখি যেন মুক্তার হার।
বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার ॥
দুটি হাত দেখি যেন কুন্দিকার তুল।
আলতার চিকন যেন দশটি আঙ্গুল ॥
মুখের বচন যেন অমৃতের ধার ।
পিঠের লোটন শোভে গজমতি হার ॥
সুবর্ণের হার ফুল সুন্দরীর গলে।
দূরেতে পালায় দুঃখ সুরাত দেখিলে ॥
সুবর্ণের ফুল যেন দুলের উপর।
দুটি ঠোঁট দেখি যেন অতি সে সুন্দর ॥
বুকের কাঁচলি যেন করে ঝিকিমিকি।
চন্দ্র সূর্য মেঘে যেন হয়ে যায় লুকি ॥
অতি ক্ষীণ মাজা তার কে করে বাখনি।
চলন খঞ্জন তার দেখে ভোলে মুনি ॥
সোনার পালঙ্কে বইসে পান গুয়া খায়।
সোনার ভ্রমর যেন চারিদিকে যায় ॥
তিলেক না পারি রূপ করিতে বয়ান।
দেখিলে সে মুনি ভোলে হইয়া অজ্ঞান ॥
সোনালী সকল বস্ত্র জোলেখার গায়।
দাসী বান্দী আছে পিছে কতজন ধায় ॥
দাই মেহেরবান কাছে থাকেন মোদাম।
জসন করেন সবে আনন্দে আরাম ॥
আপনার রূপ বিবি আপনি তাকায়।
দেখ না তামাসা পয়দা করেন খোদায় ॥
একদিন জোলেখা বিবি আনন্দে অন্তরে।
অন্দরে আছিল শুয়ে পালঙ্ক উপরে ॥
দাসী বান্দী ছিল যবে চৌদিকে ঘিরিয়ে।
আনন্দে বাদশার বেটী নিদ্রা যায় শুয়ে ॥
আল্লার কুদরতে আইল ইউসুফ স্বপনে।
জোলেখায় দিল দেখা সুরাত যৌবনে ॥
ইউসুফের রূপ দেখে ধন্দ বড় লাগে।
জাগিয়া উঠিল বিবি চায় চারিদিকে ॥

ফকির গরীবুল্লাহ্

এই ছিল কোথা গেল দেখিনু নয়নে।
কেবল নেহাত যেন দেখিনু স্বপনে ॥
কেবা আর দেখিয়াছে এমন সুরাত।
গমজাদা হইয়া থাকে জোলেখা আওরত ॥
দাসী বান্দী যত ছিল উঠিল জাগিয়া।
দেখিল জোলেখা কাঁদে হেঁট সের হইয়া ॥
বান্দী দাসী বলে কাঁদ কিসের খাতেরে।
বাত নাহি কহ কেন আছ হেঁট সেরে ॥
দাসী বান্দী যত পুছে কিছু নাহি বলে।
স্বপনের রূপ বিনে কিছু নাহি দেলে ॥
গুম হইয়া কাঁদে বিবি ভাবিয়া রব্বানী।
অঝোর নয়নে কাঁদে চক্ষে বহে পানি ॥
কি বুদ্ধি কুবুদ্ধি মোর কপালের লেখা।
বঞ্চিত করিলে প্রিয় মোরে দিয়া দেখা ॥
আঁখির পলকে প্রিয় গেল দেখা দিয়া।
ধরিতে ধরিতে গেল সোনার মুনিয়া ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আঁখি হইয়া গেল লাল।
অধীন ফকির কহে আশকের হাল ॥

[ইউছুফ জোলেখা]

ইমাম হোসেনের সংগ্রাম

হোসেন বলেন বিবি না কান্দিও আর।
আমা বাদে ভাল হবে তোমা সবাকার ॥
সহরবানু বলে ভাল কিসে হবে আর।
না রাখিবে মোর বংশ এজিদ কুফর ॥
আপনি চলিল ফের করিতে লড়াই।
কুফরে সুপিয়া যাহ কি হবে ভালাই ॥
এমাম বলেন বিবি না কান্দিও আর।
রদ না হইবে কভু কলম আল্লার ॥
ঘিরিয়া রাখিল কুফর পানি বন্দ করে।
পানি পানি করে যত সব গেল মরে ॥

তোমরা মরহ সবে পানির লাগিয়া।
মেরা জিউ পানি বিনে যায় নেকালিয়া ॥
আজ কালি পানি বিনে মরিব নিশ্চয়।
লড়িয়া মরিলে নাম রবে দুনিয়ায় ॥
তোমা সবে সুপে যাই এলাহি আলমিনে।
আর কি ভরসা আছে কারবালা ময়দানে ॥
জয়নাল আবদিনের তরে না দিবে ছাড়িয়া।
যতনে তাম্বুর বিচে রাখ লুকাইয়া ॥
এত বলি সবা হইতে বিদায় হইয়া।
চড়িল ঘোড়ার পরে বিসমিল্লা বলিয়া ॥
চার রেকাবের উচা ঘোড়া জোরওয়ার।
হাওয়ায় মিশিয়া গেল ময়দান উপর ॥
কেবল যাইয়া সাহা ময়দানে খাড়া হয়।
দেখিয়া কুফর সব হজিমত খায় ॥
হাকিল হৈদরী হাক ভাবিয়া খোদায়।
ঝন ঝনা পড়িল যেন কুফরের মাথায় ॥
কত জঙ্গি পালাইল লস্করের মাঝে।
ভয়ে কম্পমান হৈল হাকের আওয়াজে ॥
হোসেন বলেন আছ কোন পাহালওয়ান।
মহিমের সাধ থাকে হও আগুয়ান ॥
জোরওয়ার এক ছিল নামে রহমান।
এজিদের লস্করে নাই তাহার সমান ॥
বড় পাহালওয়ান সেই বড়া জোর ধরে।
উচা মোটা কদ যে পাহাড় বরাবরে ॥
লোহার শরীর তার পাষাণের বাহু।
আজ্রাইল-সমান দুই আঁখি যেন লহু ॥
কোমর বান্ধিল জাহাগীর রহমান।
লস্কর সহিত এসে হইল আগুয়ান ॥
হোসেনের তরে বলে আইনু হুজুরে।
কত শক্তি আছে দেখি মারহ আমারে ॥
হোসেন বলেন মেরা জাতের নিয়ম।
আগে কারো পরে নাহি পৌঁছাই ছিতম ॥
পহেলা ওয়ার কর আমার উপরে।
পিছেতে করিব ওয়ার যে হয় আখেরে ॥
শুনিয়া হইল গোস্বা কুফর শয়তান।

এমামের তরে তেগ মারে খুব সান ॥
কিছু কাম না করিল কুফরের তলওয়ার।
হাকিয়া হোসেন বলে হও হুসিয়ার ॥
মেরা এক হাত যে কবুল এবে কর।
এমাম খেচিয়া তেগ বলে ধর ধর ॥
হাকিয়া মারিল তেগ এমাম কুওতে।
দুইখান হৈয়া পড়ে ঘোড়ার সহিতে ॥
দেখিয়া ডরিয়া গেল যত কুফরান।
না জানি ইহার হাতে মরে বা জাহান ॥
যদি এই সৈয়েদজাদা পানি পিতে পায়।
এক জনে জিউতা না ছাড়িবে নিশ্চয় ॥
হাকিল হৈদরী হাক গোস্বা হৈয়া মনে।
বাজ যেন পড়ে গেল পক্ষীর গর্দানে ॥
ধরিল ঘোড়ার বাগ দাঁতেতে খেচিয়া।
চলিল এমামের ঘোড়া হাওয়ায় মিশিয়া ॥
দু'হাতে তলওয়ার ধরে পিঠে বুকে ঢাল।
আগ বরাবর মর্দ দোন আঁখি লাল ॥
এয়ছাই যাইয়া মর্দ লাগিল লড়িতে।
থাকুক মানুষ দেও না পারে আসিতে ॥
এমাম হোসেন মর্দ যেমন মস্ত হাতী।
একেলা কাটিয়া যায় কেহ নাই সাতি ॥
কেলার বাগান যেন কাটিয়া চলিল।
ছাগলের পালে যেন বাঘ সান্ধাইল ॥
তলওয়ার মারিয়া সের উড়ায় কাহার।
কাহারে মারিয়া নেজা পিঠ করে পার ॥
চাবুকে কতেক সের দিল উড়াইয়া।
কারে বা দোজখে ভেজে পয়জার মারিয়া ॥
উড়ে সির পরে কার মারিল তলওয়ার।
যেন গুড়ি গাছ চিরে করাতি সুতার ॥
কাহার পেটেতে মারিল এয়ছা কাটারি।
সিদ কেটে দেয়ালে করিল যেন চুরি ॥
কারে ধরে শূন্য ভরে ফেকে পাহালওয়ান।
ঢেলা চূর্ণ করে যেন ঢেলায় করি সান ॥
গোস্বায় কুফরের সের এয়ছা ভাতি তুড়ে।
যেমন করিয়া তুলা ধুনখারেতে ফারে ॥

কারে বা মারিল তীর কারে বা তলওয়ারে।
ঘোড়ার দাপটে কেহু গেল যম ঘরে ॥
হাজার হাজার সের কাটে এক দমে।
কেহ না পারিল চোট করিতে এমামে ॥
ময়দানে বহিল নদী লহরি লহর।
যেন শ্রাবণ মাসে উথলি সাগর ॥
বড় বড় হাতী যার বড় বড় দাঁত।
লহুতে গিরিয়া গেল খাইয়া জোড়া লাত ॥
মারিল বহুৎ লোক ঘোড়া বেড়ি দিয়া।
কেহ ডরে পড়ে রহে মোর্দাই হইয়া ॥
চুনিন্দা সেপাই আর যতেক সর্দার।
কাটিয়া হোসেন সাহা করে ছারখার ॥
পালায় কাফের সব কেহ নাহি টেকে।
আইল আইল বলে কেহ পিছে নাহি দেখে ॥
সেরের পাগড়ি টোপ খসিয়া পড়িলে।
আইল আইল বলে তাহা কেহ নাহি তোলে ॥
এক পাও কাটা কার কাটা এক ভুজ।
বুকের ঘায়েতে কার পিঠ হৈল কুজ ॥
দাঁতে ঘাস লিয়া কেহ বিনয় করিয়া।
হোসেন সালাম করে জমিনে পড়িয়া ॥
পরম দয়াল সাহা নাহি মারে তারে।
ময়দান হৈল খালি লুকায় কুফরে ॥
অধম ফকির কহে সাদ কাম দেলে।
জঙ্গনামা শুনে মুখে শোকরানা বলে ॥

[জঙ্গনামা]

এমাম হোসেন শহীদ হইবার বয়ান

তামাম কুফর যদি জঙ্গলে লুকায়।
চাহিয়া খুঁজিয়া যে এমাম নাহি পায় ॥
আবদুল্লাহ জেয়াদ বলে ডাকেন হোসেন।
কোথা গেল ওম্মর জেয়াদ দুইজন ॥

এইরূপ হোসেন মর্দ ফেরেন হাকিয়া।
কেহ না আইল আগে দহসত পাইয়া ॥
ফোরাতের খাল বিচে লুকাইয়া রয়।
আইল বলিয়া কেহ কথা নাহি কয় ॥
তবে ত হোসেন বাগ থামিয়া ঘোড়ার।
খাপেতে রাখিয়া মর্দ হাতের তলওয়ার ॥
এমাম চলিয়া আইল নদীর কেনারে।
পানি দেখে বড় খুশী হইল অন্তরে ॥
খোসালে সৈয়দজাদা পানি পিতে যায়।
দুই হাতে করে পানি উঠাইয়া লয় ॥
মুখের উপরে যদি পানি লিল পিতে।
ফরজন্দ ইয়ারের বাত পড়িল মনেতে ॥
এই পানি বিনে মোর ফরজন্দ ইয়ার।
তামাম মরিয়া গেল কারবালা ভিতর ॥
তামাম শহীদ হইল পানি না পাইয়া।
একেলা খাইব পানি সব হারাইয়া ॥
ইয়ার আজিজ সব মৈল পানি বিনে।
হালাক হইয়া মৈল কুফরের বাণে ॥
জানের অধিক ছিল মোর সেই লোক।
তাহা সবাকার তরে দেলে রহে শোক ॥
তাহা সবা হইতে জান হইল পেয়ার।
সব হারাইয়া পানি পিব এইবার ॥
সবার খাতিরে মোর দগধে যে পরাণি।
দুনিয়ার বিচে আর না খাইব পানি ॥
এতেক ভাবিয়া পানি ছাড়িল এমাম।
ভাবিল দেলেতে এই নহে ভাল কাম ॥
পানি বিনে কলেজা যে হইয়াছে আগুন।
তবু না খাইল পানি এমাম হোসেন ॥
হেথায় জেয়াদ ছিল ফোরাতের খালে।
দেখিল যে হোসেন আলি নামিল যে জলে ॥
দুই হাতে করে পানি লিল উঠাইয়া।
না খাইল পানি ফের দিলেক ফেলিয়া ॥
খাল হইতে উঠিয়া হাকিল চারিদিকে।
যে কেহ এজিদের লোক আইসহ তুরিতে ॥
ঘন ঘন ডাকি গিধি করিয়া দেলাসা।

হোসেন কাতর হৈল না কর আন্দেসা ॥
পানিতে নামিয়া মর্দ পানি নাহি খায়।
এখনি মারিব তারে কিছু নাহি ভয় ॥
ঘড়িকে কোশেস কর মারিব এখনি।
এনাম বাদশার কাছে দেলাব আপনি ॥
আবদুল্লাহ জেয়াদ ইহা কহিল হাকিয়া।
এজিদের লস্কর সব আইল ঘেরিয়া ॥
সেমর তেমুছ আর ওম্মর কাফির।
পালটিয়া লস্করেতে হইল হাজির ॥
ঘেরাও করিল ফের নদীর কিনারে।
হাকিয়া জেয়াদ কহে তামাম লস্করে ॥
এবে যে এমাম ফের পানি যদি পিবে।
মনেতে করেছ যদি একজন জিবে ॥
এমাম হোসেন হেথা কেনারে উঠিয়া।
গায়ের পোষাক সব দিলেক ফেলিয়া ॥
মাথার ফেলিল পাগ জেরারক্ত পোস।
পেয়াসে কলিজা ফাটে হারাইল হোস ॥
মউত নজদিক হৈল পিয়াসের জোর।
অজুদ আগুন যেন আখি হৈল ঘোর ॥
ঘোর আখে আছু চলে ফরজন্দ লাগিয়া।
কুফর লস্কর হেথা ঘিরিল আসিয়া ॥
নজদিকে না আসে কেহ থাকে আড়ে ওড়ে।
কেহ বলে এমাম ঘুরে বুঝি পড়ে ॥
তীরন্দাজ তীর মারে তফাতে থাকিয়া।
চারিদিকে এমামের সের তাকাইয়া ॥
কত তীর রদ হয়ে গেল আশে পাশে।
এক তীর গর্দানেতে লাগে অবশেষে ॥
জেরা রক্ত পোস গায়ে কিছু না আছিল।
জহর আলুদা তীর গর্দানে লাগিল ॥
মোবারক গর্দানে যদি লাগিলেক তীর।
জ্বলিয়া উঠিল সাহা হইল অস্থির ॥
লা এলাহা ইল্লাল্লাহ জবানে চালায়।
মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ তার পরে কয় ॥
এমাম বলেন আল্লাহ তুমি কর পার।
এমন সময় কেবল ভরসা তোমার ॥

দুই হাতে এমাম গলায় ফেরাইল।
এমামের দুই হাত লহুতে ডুবিল ॥
লহু ভরা দুই হাত এমাম উচা করে।
এমামের লহু গেল আসমান উপরে ॥
আসমান উপরে লহু সিটকিয়া লাগিল।
সিন্দুরিয়া মেঘ হইয়া আসমানে রহিল ॥
আজিতক সেই মেঘ উঠে যে আসমানে।
হোসেনের শহীদের লহু জানে সর্বজনে ॥
ফের দোন হাত পরে লহু মেলাইল।
আপন অঙ্গেতে দিয়া লাল রঙ্গ হইল ॥
লস্কর ভিতরে সাহা ঘোড়া উঠাইয়া।
কাটিল বহুত লোক হিম্মত করিয়া ॥
তীরগুলি নেচা বরছি মারে যে কাফেরে।
খালি অঙ্গ এমামের এসে লাগে জোরে ॥
সত্তুর যখন হইল এমামের গায়।
ঘোড়ার পায়েতে লহু চুয়ে চলে যায় ॥
যত লহু হোসেনের গায়েতে আছিল।
কারবালা জমিন দিয়া লহর চলিল ॥
মউত নজদিকে আইল রণে হইল ভঙ্গ।
কারবালার খাক সব হইল লাল রঙ্গ ॥
আসমান জমিন সব লহু বর্ণ হইল।
আল্লা আল্লা বলে এমাম জমিনে গিরিল ॥
জহর আলুদা বড় ইহল তার গায়।
ঘোড়া হইতে বেহুস পড়িল কারবালায় ॥
সবে বলে মর্দ যদি পানি কিছু পিত।
মুল্লুক সমেত সবে উড়াইয়া দিত ॥
কেহ বলে জেরা রক্ত থকিলে যে গায়।
কাহার কুদরত ছিল নজদিকেতে যায় ॥
যখন এমাম হোসেন গিরিল জমিতে।
ভাই বন্ধু দোস্তদার কেহ নাহি সাতে ॥
দেখিয়া কুফর সব আইল ঘিরিয়া।
সের লিতে কেহ ডরে না যায় ডরিয়া ॥
নজদিকে না যায় কেহ এমামের ডরে ॥
ডরেতে অজুদ সবে কাঁপে থরে থরে ॥
সেমর লাইন বলে কেহ না পারিবে।

আমি সের কাটিয়া এজিদে ভেজি তবে ॥
এত বলি বদ্‌বক্ত জালেম কুফর।
কোমর হইতে গিধি নেকালে খঞ্জর ॥
এমামের ছাতির উপরে গিয়া বৈসে।
সের জুদা করিবারে ঘন ঘন হাসে ॥
হোসেন বলেন শুন সেমর লান্নতী।
আমি ত আলির বেটা রসুলের নাতি ॥
রসুলের ডর কিছু নাহিক মনেতে।
কেমনে বসিলি তুই আমার ছাতিতে ॥
সেমর লাইন বলে তোরে ভাল চিনি।
ডর ভয় এহালেতে নাহি আমি গুনি ॥
হোসেন বলেন শুন সেমর নাবাকার।
মেরা এক নালিশের হও রওাদার ॥
একবার খোল যদি ছাতি আপনার।
বেহেশ্‌তে লইব তুঝে সঙ্গে আপনার ॥
এতেক শুনিল যদি সেমর লান্নতী।
অবিলম্বে খোলে গিধি আপনার ছাতি ॥
হজরত রসুল যবে হায়াতে আছিল।
কাতেলের আলামত হোসেনে কয়েছিল ॥
সেই আলামত সাহা দেখিয়া নজরে।
বুঝিল ইহার হাতে মরণ আমারে ॥
ছাতির উপরে দেখিলেন তিন দাগ।
ছাতিতে পশম নাই কাফেরী দেমাগ ॥
তবে ত এমাম কয় শুনরে সেমর।
যে কিছু তোমার দেলে থাকে তাহা কর ॥
শুনিয়া কুফর খোলে পোলাদের ধার।
হলকুম উপরে সে চালায় বার বার ॥
কাটিতে না পারে গিধি হোসেনের গলা।
কহিতে লাগিল সাহা পাইয়া কসেল্লা ॥
শুনহ সেমর তুমি শুনহ ফরমান।
আমারে মারিবে যদি শুনহে সন্ধান ॥
নূর নবী নানা মেরা আছিল সংসারে।
বোছা দিয়াছেন মেরা হলকুম উপরে ॥
যেখানে দিয়াছে চুমা নানাজি আমার।
না লাগিবে তীর সেথা হুকুমে আল্লার ॥

নূর নবী বোছা মেরা দিয়াছে গলাতে।
তোমার হাতিয়ার হইতে নারিবে কাটিতে ॥
খুলিয়া খঞ্জর লহ আমার কোমরে।
কাটহ হলকুম মেরা সেই যে খঞ্জরে ॥
সেমর লাইন যে এমামের ভেদ পাইয়া।
কোমর হইতে তেগ লিল নিকালিয়া ॥
চালাইল হলকুমে কাফের মালাউন।
এমামের গলা তবু না যায় কাটন ॥
হোসেন বলেন নবীর বোছার বরকতে।
হরগেজ নারিবে মেরা হলকুম কাটিতে ॥
জমিনেতে সের মোর উল্টা করে ধর।
ঘাড়েতে তীরের দাগ তাতে তেগ মার ॥
আর এক বাত কহি হও রওাদার।
পোছাইয়া সের মেরা না কাট বার বার ॥
ধড় হইতে সের এক চোটে কর জুদা।
মেরা সঙ্গে বেহেস্তে তুঝে লইব সর্বদা ॥
হোসেনের হুকুম মত সেমর দুর্জন।
শমসের খেচিয়া জুদা কৈল সের তন ॥
ইন্নালিল্লাহে কহে যত মমিনগণ।
ওয়া ইন্নাইলায়হে পড়ে রাজেউন ॥
অধম গরীব কহে ভাবিয়া খোদায়।
এমামের পদ আসে রচিলাম ইহায় ॥

যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
সের জুদা কৈল যদি এমামের তরে ॥
আরশ কোরস লহও কলম হইতে।
বেহেস্ত দোজক আদি লাগিল কাঁপিতে ॥
আসমান জমিন যদি পাহাড় বাগান।
কাঁপিয়া অস্থির হৈল কারাবালা ময়দান ॥
আফতাব মহাতাব তারা কালা হৈয়া গেল।
জানওয়ার হরিণ পাখী কান্দিতে লাগিল ॥
বালক সকল মায়ের দুধ যে হইতে।
নাওম্মেদ রহে সবে এমাম শোকেতে ॥
বাঘ ভাল্লুক কান্দে আর মহিষ গণ্ডার।
বাচ্চারে না দেয় দুধ কান্দে জারে জার ॥

যত মুসলমান ছিল এজিদ লস্করে।
জার জার হৈয়া কান্দে এমাম খাতিরে।
শোকেতে কাতর হইল যত মুসলমান।
দেলেতে হইল খুশী যত কুফরান।

[জঙ্গনামা]

দেও-হামজার লড়াই

আমির সালাম কৈল তরে খোওয়াজের।
খোওয়াজ করিল দোয়া তরে আমিরের ॥
শুন বাবা পাহালওয়ান হামজা মেরা বাত।
যখন লড়িবে তুমি রাক্ষসের সাথ ॥
দুই বার ওয়ার যদি কর তুমি দেও।
কদাচিত দেও নাহি মরিবেক কেও ॥
একবার দেও পরে করিবে ওয়ার।
সেই ঘায়ে মরিবেক জানিও কারার ॥
বিপদে পড়িলে মুঝে করিও এয়াদ।
তখনি হাসেল তেরা হইবে মোরাদ ॥
এয়সাই আল্লার দোস্ত আছিল আমির।
যার সাথে সাথে ফেরে খোওয়াজ খেজির ॥
ভেদ বাত পেয়ে মর্দ আমির জাহান।
দেওকে মারিতে তীর খেঁচিল কামান ॥
গিরিল বাগানে দেও কাঁপে থরথর।
মিনতি করিয়া বলে ফের মার শর ॥
আমির দুবারে তারে না করে ওয়ার।
মরিল পাথর মেরে সেরে আপনার ॥
দেও মারি আমির চলিল একদিকে।
সেই ঘড়ি আওয়াজ পৌঁছিল তার আগে ॥
দেওয়ের লস্কর আইসে পাইল খবর।
খাড়া হইয়া রহে মর্দ রাহের উপর ॥
বহুত লস্কর দেও দেখিল আমির।
আফরিত নামেতে দেও হইল হাজির ॥

তারে এক দেও কহে খবর জানিয়া।
না জানি মানুষ আইল কোথায় থাকিয়া ॥
সুরাত মানুষ বটে বহুত গুমান।
আফরিত দেও বলে পাকড়িয়া আন ॥
মুদ্দত পরেতে খাব মানুষের হাড়।
সেতাব ধরিয়া আন মোড়া দিয়া ঘাড় ॥
শুনে এক দেও গেল লইয়া পাথর।
আমির দেখিয়া তারে মারে এক শর ॥
এক তীরে মরে দেও পড়িয়া জমিনে।
আর এক দেও আসি পৌঁছিল সেখানে ॥
সেহ সেই ভাতে এক তীর খেয়ে মৈল।
দশ দেও এয়সা ভাতে মারা সেথা গেল ॥
দেখিয়া তামাম দেও হইল হয়রান।
ফকির গরীব কহে কেতাব বয়ান ॥

দেও বলে মানুষ এয়সাই জোর ধরে।
দশ দেও পাহালওয়ান এক তীরে মারে ॥
দেওয়ের বাদশার নাম আফরিত সরদার।
তরফিত নামেতে দেও ছোট ভাই তার ॥
আগ বরাবর হইয়া রাক্ষস কমজাত।
হাজার মণের এক পাথর লিল হাত ॥
আমির উপরে পাথর গোস্বা হৈয়া ফেকে।
সের 'পরে ঢাল দিয়া উড়াইল তাকে ॥
বিজুলি কড়কে যেন লাগে ঢাল পর।
তবুত আমির খাড়া জমির উপর ॥
গোস্বা হৈয়া আমির খুলিল তলওয়ার।
মারিল সমসের খুলে গর্দানে তাহার ॥
গিরিল তফরিত বলে ফের মুঝে মার।
আমির শুনিয়া তারে না মারিল আর ॥
খোওয়াজের ভেদ বাত ছিল তার মনে।
মরিল তফরিত হোতা ঘায়ের জ্বলনে ॥
মরিল কমিনা দেও হৈয়া গেল খাক।
দেখিয়া আফরিত গোস্বা হাঁকে বড়া হাঁক ॥
এয়সাই গোস্বায় দেও হাঁক মেরেছিল।
জঙ্গল পাহাড় সব কাঁপিতে লাগিল ॥

হাঁক শুনে তামাম লস্কর দেওজাত।
আফরিতের আগে আসি দিল মোলাকাত ॥
আকাশ পাতাল দেও মুখ মেলে ধায়।
করঞ্জক নামে দেও আছিল সেথায় ॥
রাম্মালি এলেম খুব জানিত নর্জুম।
হইয়াছে হইবেক তাহাকে মালুম ॥
বাদশার হুজুরে করঞ্জক হইল খাড়া।
সালাম করিয়া কহে দোনো হাত জোড়া ॥
আলম্পানা বাদশা জীউ শুন মেরা বাত।
সোলেমান কেতাবে কয়েছে এয়সা ভাত ॥
নবীর আওলাদ বিচে আমির জাহান।
কহিল কেতাবে হামজা বড় পাহালওয়ান ॥
এবরাহিম নবীর আওলাদ বিচে হৈয়া।
মারিবেক দেও সব কোকাফে আসিয়া ॥
কি জানি আমির বুঝি আসিবারে পারে।
খবর জানিয়া মেল আমির হামজারে ॥
মিলে জুলে তার সাথে করহ বাদশাই।
নহেত খারাব হবে আমিরের ঠাঁই ॥
করঞ্জক এয়সা বাত কহিল বাদশায়।
আগ যেন জ্বালাইয়া দিল তার গায় ॥
গোস্বা হৈয়া পাথর মারিল তারপর।
মরে গেল করঞ্জক পড়ে জমি পর ॥
তখন আসিয়া যে আফরিত কহে বাত।
আগুন সমান জ্বলে উঠে দেওজাত ॥
আফরিত খারবার হয় আল্লার কুদরত।
ফকির গরীব কহে কেতাবের বাত ॥

[আমির হামজা]

প্রেমা-মনোহর পরিচয়

পুত্র বিনে কমলার শূন্য হইল ঘর।
অনাথ হইল দেশ কিঙ্কর নগর ॥
মনোহর করে হেথা নৌকায় চাপন।
পূর্ণিত হইল তার ডিঙ্গা সাতখান ॥
নানা ধনে কাণ্ডার বাঙ্গাল হইল বশ।
তুরিত লইয়া মোরে চল মহারস ॥
এত বলি নৌকায় বসিল মনোহর।
নায়ের নফর যত দাঁড়ে দিল ভর ॥
খুলিয়া নৌকার কাছি তুলিল নোঙ্গর।
গরু ধেয়াইয়া চলে রাজা মনোহর ॥
বাহো বাহো বলিছে কাণ্ডার গুণধর।
সেতাব যাইব চল মালতী নগর ॥
এইরূপে কতদিন ডিঙ্গা বেয়ে যায়।
রন্ধন ভোজন করে সকলি নৌকায় ॥
অকুল সমুদ্র আদি কুল নাহি মেলে।
হাঙ্গর কুম্ভীর সব ভাসে পালে পালে ॥
দেখিয়া যতেক লোক ভয়ে কম্পবান।
না জানি কেমন দশা করে ভগবান ॥
কতদিন এমতি ভাসিয়া চলে যায়।
রাত্র দিন ভাসে তরী কুল নাহি পায় ॥
হেন কালে ভাগ্য দোষে বিধি বিড়ম্বিল।
উলটি পালটি বায়ু বহিতে লাগিল ॥
টলমল করে নৌকা ধরা নাহি যায়।
সাত ঠাঁই সাত নৌকা করি সবে যায় ॥
ঢেউয়ের হিলনে নৌকা করে তোলপাড়
খান খান হইল যত নৌকার আদাড় ॥
বিপত্তে পড়িয়া কান্দে রাজার কুমার।
কেন বিধি হেন দুঃখ করিলে আমার ॥
মাতা পিতা ছাড়িয়া আইনু পরবাসে।

ঘরেতে মরিল তারা আমার হুতাশে ॥
লোকজন যে কেহ আসিয়াছিল সাথে।
সকল মরিল বুঝি পড়িয়া বিপত্তে ॥
বিদেশে মরিনু আমি মালতীর দায়।
মাতা পিতা শাপ বুঝি দিলেন আমায় ॥
এমন বিনয় করি কান্দিতে কান্দিতে।
পাথারে পড়িয়া নৌকা ডুবে আচম্বিতে ॥
কাণ্ডার বাঙ্গাল ভাসে নায়ের নকর।
বুদ্ধিমন্ত পাত্র ভাসে গুণের সাগর ॥
ডুবিয়া মরিল কেহ না জানে সাঁতার।
তরাসে মরিল কেহ দেখিয়া পাথার ॥
কারে বা ধরিয়া খাইল হাঙ্গর কুম্ভীর।
ভাসিয়া চলিল কেহ হইয়া অস্থির ॥
জলের হিলনে ভাসে রাজার কুমার।
আসে পাশে ভাসে কত শুশুক হাঙ্গর ॥
আর কত জীবজন্তু দিয়াছে ভাসান।
দেখিয়া রাজার বালা হইল অজ্ঞান ॥
আছিল চন্দন কাষ্ঠ নৌকায় তাহার।
ভাসিয়া যাইতেছিল দেখিল কুমার ॥
ধরিয়া বগলে তায় রাখিল নিঃশ্বাস।
প্রাণ রক্ষা হবে বলে হইল কিছু আশ ॥
রাত্র দিন ভেসে যায় নাহি পায় কুল।
বিপত্তে পড়িয়া রাজা হইল আকুল ॥
না জানি কি দোষে মোর বিড়ম্বিল ধাতা।
মালতীর নাম মোর হৃদয়েতে গাথা ॥
বিষম সঙ্কট পথে আমি যদি মরি।
মরিবে আমার শোকে মালতী সুন্দরী ॥
সত্যের কারণে যে মরিব দুইজন।
বড় ভাগ্য বিধি যদি করয়ে মিলন ॥
এমতি ভাবনা করি বলে হায় হায়।
দিব্য বালাখানা বাড়ি দেখিবারে পায় ॥
অরুণ বনের মাঝে বালাখানা ঘর।
হরষিত হইল বড় রাজা মনোহর ॥
ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতরে যদি যায়।
লোকজন কোনোখানে দেখিতে না পায় ॥

শূন্য ঘর বাড়ি দেখে ভাবে মনে মনে।
না জানি কেমন রূপ হয় এইখানে ॥
নানা রঙ্গ পরিপাটি ঘরের ভিতরে।
দেখিতে দেখিতে গেল কোঠার উপরে ॥
সুবর্ণের খাটে দেখে শুয়ে এক নারী।
নবীনা যুবতী ধনী রূপের মাধুরী ॥
পড়িছে মাথার কেশ সুন্দর বদনে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে তার অঙ্গের বসনে ॥
মনোহর ভাবে মনে না জানি কে হয়।
ইন্দ্রের কামিনী কিবা মুনির তনয় ॥
কুমার বসিল তার চাপিয়া পালঙ্ক।
হেনকালে রূপবতীর নিদ্রা হইল ভঙ্গ ॥
মাথা তুলি চক্ষু মেলি করে নিরীক্ষণ।
পালঙ্কে বসিয়া আছে পুরুষ রতন ॥
কন্যা বলে কেবা তুমি কি নাম তোমার।
কি লাগিয়া আইলে হেথা কহ সমাচার ॥
বাওরা নয়ন দেখি কিঞ্চিত সুহাস।
বিরহের অনলে জ্বর ছাড়হে হুতাশ ॥
হামজা বলে দুইজনে হইল জানাজানি।
প্রভাত হইল বুঝি দুঃখের রজনী ॥
মনোহর বলে কন্যা কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা কব কোন খান ॥
কহিতে বিদরে হিয়া দগ্ধায় পরানি।
মোর দুঃখ শুনিলে পাষাণ হয় পানি ॥
পথের পথিক আমি তাপের তাপিয়া।
প্রয়োজন নাহি কিছু পরিচয় দিয়া ॥
শুনিলে আমার দুঃখ মনে পাবে ব্যথা।
আমার বিপদ বড় অপরূপ কথা ॥
নিজ পরিচয় বামা কহ দেখি শুনি।
কাননেতে শূন্য ঘরে কেন একাকিনী ॥
লোকজন কেহ নাহি তোমার ভবনে।
একা তুমি শূন্য ঘরে আছয়ে কেমনে ॥
কন্যা বলে শুন রায় আমার বচন।
আপন দুঃখের কথা করি নিবেদন ॥
আমার বসতি দেশ বিচিত্র বিশ্রাম।

চিত্র সেন পিতা বটে প্রেমা মোর নাম ॥
নগর বিশ্রাম বিচে আমার বসতি।
চিরকাল সেই দেশে বাপের রাজত্বি ॥
মাতা পিতা বর্ত্তমান সুখে রাজ্য করে।
অবিবাহি কন্যা আমি মা-বাপের ঘরে ॥
বিরলে মহলে থাকি দাসীগণ লিয়া।
একদিন জননীকে কহিনু আসিয়া ॥
মন উচাটন আজি হয়েছে আমার।
তেকারণে আইনু মাতা সাক্ষাতে তোমার ॥
নিবেদন করি মাতা যদি আজ্ঞা পাই।
দাসীগণ সঙ্গে লিয়া বাগানেতে যাই ॥
তামাসা দেখিয়া আমি ফুলের বাগানে।
চঞ্চল হয়েছে চিত বোধ নাহি মানে ॥
এতেক শুনিয়া মাতা কহিলেন কথা।
তামাসা দেখিতে বাছা যাইবে গো কোথা ॥
কৌতূহলে থাক বাছা আমার বাসরে।
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে রব একত্তরে ॥
তবে যদি একান্ত যাইতে চাহ তুমি।
ত্বরায় আসিবে মা নিষেধ করি আমি ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী মোর যত দাসীগণ।
সবারে ডাকিয়া মাতা কৈল সমর্পণ ॥
মায়ের চরণে আমি প্রণাম করিয়া।
তামাসা দেখিতে গেনু দাসীগণ লিয়া ॥
অতি পরিপাটি সেই ফুলের বাগান।
চিত্রে গঠন তার কি কব বাখান ॥
যাতি যুঁই গন্ধরাজ মল্লিকা মালতী।
অটল পাটল জবা চাঁপা কত ভাতি ॥
সূর্যমণি তরুলতা চম্পা নাগেশ্বরী।
মাধবী কনকচাঁপা রূপ মুঞ্জরী ॥
কেতকি কস্তুরী আর পলাশ বকুল।
বনমালি কার কোলি নানা জাতি ফুল ॥
শতদল পদ্ম কমল ভাসে সরোবরে।
মধুর লোভেতে কত ভোমরা গুঞ্জরে ॥
চাতক চাতকী কত কেলি করে জলে।
কুহু কুহু করিয়া কোকিল ডাকে ডালে ॥
ময়ূর ময়ূরী কত ধরিছে পেখম।

আবেশের বেশে নৃত্য করে জনে জন ॥
শারী-শুক হীরামন খঞ্জন খঞ্জনী।
কেশরাজ কস্তুরী সারেশ কাদম্বিনী ॥
স্থানে স্থানে কত জাতি ফুল ডালে ডালে।
ভোমর ভোমরী মত্ত নানা জাতি ফুলে ॥
সুগন্ধে মোহিত পুরী ইন্দ্রের ভুবন।
মুহূর্তেকে মজিল মন যত সখীগণ ॥
নবীন যৌবন সবাকার সমতুল।
নবীন ফুলের বাসে হইল আকুল ॥
মত্তরূপে কেলি করে কেহ কারো সঙ্গে।
কেহ বা ঢলিয়া পড়ে গিয়া কারো অঙ্গে ॥
যৌবন ঢলিয়া আইল দেখিতে দেখিতে।
কামাতুর হইল সবে যৌবন ভরেতে ॥
কেহ হাসে কেহ খেলে কেহ রসগায়।
অঙ্গের বসন কেহ খুলিয়া ফেলায় ॥
না পারে রাখিতে কেহ অঙ্গের বসন।
উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করে জনে জন ॥
এইরূপে সখীগণ খেলিয়া বেড়ায়।
উত্তম কুসুম মালা সবার গলায় ॥
সবে মিলি পুষ্প তুলি বানাইয়া হার।
আনিয়া দিলেক মালা গলায় আমার ॥
রঙ্গিলা ফুলের মালা রমণী সকল।
জনে জনে গলে গলে করিল বদল ॥
এইরূপে রঙ্গরসে যায় কতক্ষণ।
তামাসা দেখিয়া বুলে যত সখীগণ ॥
চারিদিকে সখীগণ আমি মধ্যখানে।
হেনকালে দৈত্য এক আইল বাগানে ॥
দেখিয়া উড়িল প্রাণ সখী সবাকার।
কোন কালে না দেখি এমন অবতার ॥
পলাইল যত সখী রাখিয়া আমায়।
লুকাইল বৃক্ষ আড়ে যে যেখানে পায় ॥
আমি এক বৃক্ষ আড়ে লুকাইনু গিয়া।
ধাইল পাপিষ্ঠ দৈত্য আমারে দেখিয়া ॥
মূর্ছাগত হইয়া ভূমে পড়িনু তরাসে।
আমারে লইয়া দৈত্য উড়িল আকাশে।

[মধু মালতী]

মধুমালতীর রূপ

নানা হাস্য পরিহাসে মালতীর আসে পাশে
রূপসী গায়েন গান গায় ॥
যুবগণ কুতুহলী কেহ দেয় করতালী,
কেহ কেহ খঞ্জনী বাজায় ॥
লইয়া সুবর্ণ ঝারি আনন্দে কৌতুক করি,
কেহ কেহ দেয় জলধার ॥
নারীগণে আনন্দেতে অতি সরু গামছাতে
বদন মোছন করে তার ॥
নাওহিয়া মালতীরে দ্বিতীয় পীড়ার পরে,
বসাইল মুছিয়া বদন ॥
দুই চারি সখি মিলে সবে অতি কুতুহলে,
কেহ তার বদলে বসন ॥
কোলে করি লইয়া দুলিচায় বসাইয়া,
নারীগণ বসিল বেড়িয়া ॥
তুরিত মঞ্জরী রাণী, বস্ত্র অলঙ্কার আনি,
যোগাইল মালতী লাগিয়া ॥
সহজে রূপের ভরে আপনি চলিতে নারে,
নবীন যৌবন তাহে ভার ॥
রূপের মুরারি বালি খ্যান মধ্যে পড়ে ঢলি,
কেমনে বহিবে অলঙ্কার ॥
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ সূর্যের যেমন ধূপ,
আভরণে কিবা প্রয়োজন ॥
এওরাও অন্যে যত দেশের চলন মত,
আনিল কিঞ্চিৎ আভরণ ॥

জইগুন-হানিফার যুদ্ধ

হোথা সে হানিফা মর্দ্দ ময়দান দেখিয়া।
ঘোড়া উঠাইয়া চলে শিকার ঢুড়িয়া ॥
ঘোড়ার পায়ের নাল ডাকে কড়াকড়।

গর্দ্দ উঠাইয়া চলে বহে যেন ঝড় ॥
হানিফা পৌঁছিল গিয়া জইগুন বরাবর।
জইগুন ডালিল ঘোড়া হানিফা উপর ॥
হাঁকিয়া বাদশার বেটি হানিফাকে বলে।
আমার দৈসত বুঝি নাহি তেরা দেলে ॥
দেও পরী ভূত ভাগে দৈসতে আমার।
কি জোরে আইলে হেথা করিতে শিকার ॥
আমি বিনে এমন যোগ্যতা আছে কার।
মেরা সীমানায় আসে করিতে শিকার ॥
বেগানা-মুল্লুক বলে না কর আন্দেসা।
আসিয়া বেদাত কর এতেক ভরসা ॥
মেরা পাহালওয়ানি বুঝি নাহি শুন কানে।
হাজার পাহালওয়ান তাবে আমার মাকানে ॥
মেরা হাতে মারা গেল কত পাহালওয়ান।
পলাইল কত লোক বাঁচাইয়া জান ॥
গোলাম হইয়া আছে যতেক মর্দ্দানা।
পায়ে বেড়ি কত লোক আছে বন্ধখানা ॥
কি জোরে আইলে তুমি সহরে আমার।
রোস্তম আমার দেশে না করে শিকার ॥
বটের সমান তুমি ফের ডালে ডালে।
আসিয়া ঠেকিলে আজি বাঘের জঙ্গলে ॥
কোথা হইতে আইলে মর্দ্দ কিবা তেরা নাম।
কাহার ফরজন্দ তুমি কোথায় মোকাম ॥
কহত আপনা নাম আমার সামনে।
বেনামেতে পাহালওয়ান মারা যাবে কেনে ॥
হানিফা কহেন শুন বেহায়া আওরত।
মা-বাপ উপরে তেরা হাজার লান্নত ॥
বেটি যার দেশে দেশে করে পাহালওয়ানি।
কিসের শরম তার মিছে জিন্দেগানী ॥
আওরত হইয়া চড়ে ঘোড়ার উপর।
জাহানে বদজাত নাহি তার বরাবর ॥
চরকা পিওনি সাতে আওরতের কাম।
কুস্তিগিরী বাহাদুরী আলমে বদনাম ॥
পিওনি কাবাস রুই আওরতের পেশা।
পর্দ্দার ভিতরে থাকে এলাহি ভরসা ॥

আওরত পর্দ্দার বিচে যদি নাহি থাকে।
বেহায়া মা-বাপ তার জান কেন রাখে ॥
বেগানা মর্দ্দের সাথে লড়ে যে আওরত।
কদাচিত কভু তার না বাঁচে হুরমত ॥
এমন গজব পয়দা না করে খোদায়।
বেহায়া আওরত যেন না থাকে দুনিয়ায় ॥
আওরতের কারবার মহল ভিতরে।
এখানে কি কাম তেরা ময়দান উপরে ॥
পর্দ্দার ভিতরে গিয়া রহ মহলেতে।
হুরমত খোয়াবে কেন বেগানার হাতে ॥
পাহালওয়ান মোহাম্মদ হানিফা মেরা নাম।
হজরত আলীর বেটা মদিনা মোকাম ॥
জইগুন কহে পাহালওয়ান কহ বুঝাইয়া।
কেমনে চিনিলে মুঝে আওরত বলিয়া ॥
হানিফা বলেন তুঝে আক্কেলে পাছানি।
তেরা মুখে মর্দ্দানা আওয়াজ নাহি শুনি ॥
না ছাপে মর্দ্দের আগে মরদ আওরত।
আক্কেল অকুফ যার সে চেনে আলবত ॥
আওরত ছওয়ার হইলে ঘোড়ার উপর।
সাবুত মজবুত তার না থাকে কোমর ॥
ছওয়ারিতে আসন হেলিয়া ফেরে তার।
সামনে রেকাব ঝোকে সমুখেতে ভার ॥
বাদশাহজাদী বলে আমি ফিরি কত ঠাঁই।
আওরত বলিয়া মোরে কেহ চিনে নাই ॥
আমাকে আওরত যদি ঠাহরিলে তুমি।
পহেলা দেখাও তুমি যে থাকে মর্দ্দমি ॥
শুনিয়া জইগুনের বাত কহে পাহালওয়ান।
আগেতে ওয়ার নহে মরদের শান ॥
আমাকে লাজেম নহে পহেলা ওয়ার।
আগে তেরা পাহালওয়ানি দেখি একবার ॥
শুনিয়া বাদশার বেটি জ্বলিল গোস্বায়।
খেচিয়া দামেস্কি নেজা মারে হানিফায় ॥
এয়ছা জোরে ঘুমাইয়া মারিল কোমরে।
ঘোড়া হইতে পাহালওয়ান গেরে জমি পরে ॥
দুনিয়া আন্ধার দেখে গিরিয়া জমিনে।

দম নাহি চলে যেন জীউ নাহ্ তনে ॥
কুদিয়া উতরে বিবি জমিন উপর।
জবে করিবার তরে নেকালে খঞ্জর ॥
হইল হানিফা পরে আল্লার রহম।
আপনা কুদরতে বন্ধ করে তার দম ॥
বাঘ বাচ্চা মারা যাবে আওরতের হাতে।
ফতে নাহি দিব আমি আওরতের জাতে ॥
জইগুন দেখিল যদি দম নাহি বহে।
হাত সামটিয়া বিবি হেঁট ছেরে রহে ॥
দেলেতে ভাবিল ভাল নহে এই কাম।
তলওয়ার মোরদার পরে চালান হারাম ॥
মোরদার উপরে যদি চালাই তলওয়ার।
আখেরে হইব আমি বড় গোনাগার ॥
এয়ছাই ভাবিয়া বিবি দেলে আপনার।
ছাতি হইতে উতরিল হইয়া হুশিয়ার ॥
সিদ্দিকের দোন বেটা আছিল হাজির।
ধরিল যাইয়া বিবি দোহার খাতির ॥
দোন পাহালওয়ান যদি নিলেন বান্ধিয়া।
মকবেল ভাগিয়া গেল ঘোড়া উঠাইয়া ॥

হাসেন বানুর সাত সওয়াল

কহ মুসাফির কাহে না লেও নজরানা
মেহমান হইয়া কাহে নাহি খাও খানা ॥
কহিল হাতেম তাই বিবির খাতের।
রূপের মেহমান মোরা নহি মুসাফের ॥
সুরত জামাল তুঝে দিয়াছে খোদায়।
এ খাতিরে আসি মোরা দেখিতে তোমায় ॥
বিবি বলে আমার সওয়াল আছে সাত।
তাহার জওয়াব দিবে যেই নেকজাত ॥
চেহারা দেখাব তারে হইয়া তাহার।
লেউণ্ডি হইব এই করেছি কারার ॥
সেই হবে আমার হালাল তার আমি।

বুঝিয়া উঠাও পাও থাকে ত মরদমী ॥
হাতেম কহিল আমি আনিব খবর।
যে আছে সওয়াল কহ মেরা বরাবর ॥
বিবি বলে পহেলা সওয়াল এই তার।
এক লোক এই বাত কহে বারে বার ॥
'একবার দেখিনু দেখিব আরবার।
বহুত খাহেশ রাখি দেখিতে দীদার ॥'

কে কহে এমন কথা কোন দেশে ঘর।
জানিয়া আমার আগে কহিবে খবর ॥
আনিবে খবর যেই সাত সওয়ালের।
কবুল করিব তাকে না করিব দের ॥
নেহাত খরব দিবে তহকিক করিয়া।
নহেত ফিরিয়া যাবে শরমেন্দা হইয়া ॥
হাতেম কহেন শুন সওদাগরজাদী।
সওয়ালের খবর আনিতে পারি যদি ॥
আমার হইবে তুমি করিলে কবুল।
তোমার কারার যেন না হয় ওদুল ॥
যাহাকে সঁপিব আমি তুমি হবে তার।
না পারিবে করিতে বাহানা কিছু আর ॥
বিবি বলে কবুল করিনু তেরা বাত।
যা কিছু কহিনু আমি না হবে তফাত ॥
বিবি বলে দোসরা সওয়াল এই মোর।
এক লোক আপনার দরওয়াজা উপর ॥
লিখিয়াছে এই বাত করিয়া পছন্দ।
শুনিয়া আমার দেলে আছে বড় ধন্দ ॥
নেকি কর দৌলত যত ঢাল দরিয়ায়।
সেই কে কেমন কথা বুঝিয়া তাহায় ॥
কোন লোক থাকে কোথা করিবে তমিজ।
দৌলত পানিতে ফেলে নেকি কোন চিজ ॥
এ কাম করিলে হবে ফায়দা কিবা তার।
মালুম করিয়া খুব দিবে সমাচার ॥
হাতেম কহিল সেহ থাকে কোনখানে।
পূর্ব পশ্চিম কিম্বা উত্তর দক্ষিণে ॥
দাই বলে সেই জায়গা উত্তর বলায়।

লোক মুখে ইহার খবর শুনা যায় ॥
কতদূর কোনখানে না পারি কহিতে।
হাতেম কহেন আল্লা রাহাদার সাথে ॥

কহেন হাসেন বানু তেসরা সওয়াল শুন,
সওয়াল কহিতে লাগে ধন্দ।
এক মুল্লুকের বিচে হামির ময়দান আছে,
শুন তাহা করিয়া পছন্দ ॥
এক মর্দ্দ সেইখানে পুকারিয়া ঘনে ঘনে,
কহে কেহ না করিও বদী।
বদকামে বদী ফলে বুঝ আপনার দেলে,
করে দেখ নাহি মান যদি ॥
এই কথা বারে বারে কহে মর্দ্দ কি খাতিরে,
জানিয়া নেহাত সমাচার।
আসিয়া খবর দিবে সওয়ালে খালাস পাবে,
দেল খোশ হইবে আমার ॥

বিবি বলে চাহারম সওয়াল আমার।
এক মর্দ্দ এই কথা কহে বারে বার।
সাচ্চা কথা যে কহে হামেশা খোশ থাকে।
বাস্ত বাতে লোক কভু নাহি পড়ে পাকে ॥
রাস্ত বাত কারে বলে কেয়সা সমাচার।
আমাকে জানিয়া দিবে খবর ইহার ॥
হাতেম কহেন সেই দেশ কোনদিকে।
জানিলে যাইতে পারি আমি তার আগে ॥
বিবি বলে আমি তার কি জানি খবর।
শুনা গেছে লোক মুখে করম শহর ॥
বিবি বলে পঞ্চম সওয়াল এই কাম।
শুনা গেছে লোক মুখে কোহেনেদা নাম ॥
নেকালে আওয়াজ সেই পাহাড় থাকিয়া।
কে করে আওয়াজ তাহা মালুম করিয়া ॥
মালুম করিয়া ভেদ সেই পাহাড়ের।
খবর পৌঁছাবে মুঝে আওয়াজ কিসের ॥
বিবি বলে এক মতি আছে মেরা ঠাঁই।
আমার মুল্লুকে তার জোড়া মিলে নাই ॥

তার জোড়া এক মতি দেহ না আনিয়া।
ষষ্ঠম সওয়াল এই কহিনু বুঝিয়া ॥
হাতেম কহেন তারে সেই কেয়সা মতি।
না দেখিলে কিরূপে আনিব তার সাথি ॥
দেখাইল মতি তারে সওদাগরজাদী।
এ মতির জোড়া তুমি মোরে দেহ যদি ॥
হাতেম দেখিয়া মতি কহে আর বার।
আমাকে না দিবে তুমি করিয়া এতবার ॥
মতির নমুনা মুঝে দেহ বানাইয়া।
তালাশ করিব সে নমুনা হাতে লিয়া ॥
শুনিয়া হাসেন বানু কোন কাম করে।
খাড়া নাড়া মাঙ্গাইয়া নিল কারিগরে ॥
নমুনা রূপার মতি দিল বানাইয়া।
হাতেম উঠিল সে নমুনা হাতে লিয়া ॥

হাতেম তাইর তরে, বিবি যে সওয়াল করে,
শুনে হে হাতেম নেক মর্দ্দ।
লোক মুখে শুনা গেছে, সে নাম জাহের আছে,
নামেতে হাম্মাম বাদ গর্দ্দ ॥
বাদ গর্দ্দ নাম তার, শূন্য ভরে আছে আর,
বাতাসেতে ঘুরিয়া বেড়ায়।
বস্তিওয়ালা লোক যত, হাম্মামের তরে কত,
হামেসা গোসল করে তায় ॥
কিসের গঠন আর, কে তার করন হার,
কোন চিজে করিল হাম্মাম।
কোন দেশে আছে আর, কি আছে ভিতরে তার
ভেদ লেহ যাইয়া তামাম ॥
ইহার খবর যবে, মেরা আগে পৌছাইবে,
পুরা হবে আমার সওয়াল।
যেই মেরা খরিদার, মোরাদ হাসেল তার,
হবে মেরা কারার বাহাল ॥
হাতেম পুছেন আর, জানো কিছু সমাচার,
কোন দেশে আছে সে হাম্মাম।
বিবি বলে শুনা গেছে, দক্ষিণ পশ্চিমে আছে,
নির্ণয় না জানি সে মোকাম ॥

আজব গাছ ঃ আজব কাণ্ড

হাসেন বানুর আগে হইয়া বিদায়।
যেখানে মনির সামী পৌঁছিল সেথায় ॥
দেলাসা ভরসা দিয়া আশক খাতির।
নিকালিয়া হাতেম হইল রাহাগীর ॥
মনির সামীর আগে হইয়া বিদায়।
শাহাবাদ ছাড়িয়া হাতেম তাই যায় ॥
দশ বিশ রোজ এয়সা যায় নিকালিয়া।
এক পাহাড়ের নীচে পৌঁছিল যাইয়া ॥
পানির সয়লাব দেখে পাহাড়ের নীচে।
মানুষের তাজা লহু তার সাথে আছে ॥
দেখিয়া হাতেম তাই হইল হয়রান।
কোন কালে নাহি দেখি লহুর তুফান ॥
নিশানী ধরিয়া তার কতদূর যায়।
আজিম দরখ্‌ত এক দেখিবারে পায় ॥
যাইয়া গাছের নীচে দেখে তাকাইয়া।
কুদরতে ইলাহী দেখে নজর করিয়া ॥
মানুষের কাটা শির ঝুলে ডালে ডালে।
শির হইতে লহুর ফোয়ারা চুঁয়ে চলে ॥
শিরেতে মুখের রূপ করে ঝলমল।
হাতেমে দেখিয়া শির হাসে খলখল ॥
বড় এক তালাব দেখিল তার নীচে।
লহু চুয়ে গিরে সেই তালাবের বিচে ॥
সেই তালাবের পানি নিকালিয়া যায়।
লহুর সয়লাব তাতে ময়দানে দেখায় ॥
হাতেম হয়রান তার দেখিয়া তামাসা।
আল্লার কুদরত দেখে করেন আন্দেসা ॥
লোকজন নাহি হেথা পুছি আমি কারে।
ইহার নেহাত ভেদ কে কবে আমারে ॥
হইয়া ফেকেরমন্দ চারিদিকে চায়।
আর ডালে এক শির দেখিবারে পায় ॥
মুখের চটক তার চান্দের সমান।
দেখিয়া হাতেম তাই হইল হয়রান ॥
বেহুশ হইয়া মর্দ্দ গিরিল জমিনে।

হোশ গোস জান যেন নাহি তার তনে ॥
ঘড়ি চার বাদে কিছু হোশ হইল তার।
আখেরে কারার হইল দেলে আপনার ॥
রোজ কত এইখানে করিব মোকাম।
মালুম করিব ভেদ রহিয়া তামাম ॥
দেলের হসরত তবে মিটিবে আমার।
না দেখিলে জীউ মেরা না হবে কারার।
এয়সাই ভাবিয়া দেলে রহিল বসিয়া।
আল্লার হুকুমে দিন গেল গোজারিয়া ॥
দিন গোজারিয়া গেল নিমাশাম কালে।
আদমের শির যত ছিল ডালে ডালে ॥
আপনা আপনি শির গিরিয়া পানিতে।
গায়েব হইয়া গেল না পায় দেখিতে ॥
হাতেম তাকায়ে রহে তালাবের পানে।
কাটা শির কোথা গেল জানিব কেমনে ॥
হইল বৈঠকখানা তালাবের বিচে।
উপরে বসিল তখত পানি তার নীচে ॥
শাহানা মসলন্দ ডালে পানির উপর।
গালিচা সতরঞ্জি বিছাইল তার পর ॥
ফরাস ডালিল যদি শাহানা বিছান।
সুরত মেহেরি কত ধরিল যোগান ॥
এক এক চিজ নব নাজনির হাতে।
আতর চন্দন আর গোলাপ শিশিতে ॥
দশ পাঁচ সুরত মেহেরি সাথে লিয়া।
উঠিল সরদার তার তালাব থাকিয়া ॥
যখন পৌঁছিল সেই সাহেব জামাল।
দেখিয়া হাতেম তাই হইল বেহাল ॥
বসিল যাইয়া বিবি তখতের উপর।
দাঁড়াইল তামাম মেহেরি চারিওর ॥
হাসে খেলে বাজি করে আর গীত গায় ॥
কেহ কেহ নাচে কেহ তানপুরা বাজায়।
নাচ বাজা রঙ্গ রাগে মত্ত জনে জন।
সরদার দেখিয়া তাহা হইল মগন ॥
এইরূপ আধা রাত গেল গোজারিয়া।
হাতেম হয়রান তার তামাসা দেখিয়া ॥

দু পহর রাত যবে হইল আসমানে।
খাবার সামানা কত নিয়মিত আনে ॥
সরদারের আগে যদি পৌঁছাইল খানা।
খাদেমে ডাকিয়া বিবি কহিল আপনা ॥
মেওয়াজাত নেয়ামত যত চিজ আছে।
এক খাঞ্চা দেহ লিয়া মেহমানের কাছে ॥
শুনিয়া খাদেম লোক বিবির ফরমান।
হাতেম হুজুরে আনে খাবার সামান ॥
হাতেম কহেন আমি তবে খানা খাই।
তখত পরে কে বটে শুনিতে যদি পাই।
খাদেম কহিল তাকে শুন নামদার।
কহিলে বিবির নাম হব গোনাগার ॥
না পারি কহিতে দেখ সরদারের নাম।
বিবির হুকুম নাই করিতে এ কাম ॥
হাতেম কহেন তবে খানা খাব নাই।
এবাত শুনিয়া গেল সরদারের ঠাঁই।
শুনহ সাহেবজাদী আরজ আমার।
মুসাফির চাহে নাম শুনিতে তোমার ॥
এই সওয়াল মেরা আগে কৈল মুসাফির।
সরদারের নাম কহ আমার খাতির ॥
পানি হইতে উঠিয়া বসিল তখ্‌ত পরে।
কে বটে কি নাম বিবির কহ না আমারে ॥
নাম না কহিলে মর্দ্দ খানা নাহি খায়।
মুসাফির ফাকা থাকে এ ত বড় দায় ॥
বিবি বলে এই বাত কহ মুসাফিরে।
খানা আগে খাও নাম কহিব আখেরে ॥
হাতেম খাইল খানা কত সরঞ্জাম।
খাইয়া পুছিল বিবি কহ দেখি নাম ॥
নাজনি খাদেম কহে কহিব বিহনে।
এয়সাই কহিয়া গেল সরদার যেখানে ॥
নাচা বাজা রাগ রঙ্গে রাত গোজারিল।
যতেক মেহেরি সব তালাবে গিরিল ॥
সরদার সমেত সবে ডুবে তালাবেতে।
দেখিয়া হাতেম তাই রহিল হয়রতে ॥
তারপরে কাটা শির উঠিল তামাম।

লাগিল গাছের ডালে যার যে মোকাম ॥
সব শির তেয়সাই সে ঝুলে ডালে ডালে।
উপরে সরদার শির চান্দ এয়সা জ্বলে ॥
মাশুকের শির বন্ধ দরখ্তের ডালে।
হাতেমের দেল বন্ধ তাহার জামালে ॥
কাটা শির পরে মর্দ্দ হইয়া আশক।
তাকায় শিরের পানে না মারে পলক ॥
খল খল হাসে দেখে যত কাটা শির।
দেওয়ানা হইল বুঝি এই মুসাফির ॥
হাতেম ভাবেন দেলে হবে তেলেসমাত।
ভোজবাজী হয় কিবা যাদুকর জাত ॥
এমন সুরত শির না জানি কে বটে।
সারা দিন টাঙ্গা থাকে সাঁঝে ধড়ে জুটে ॥
বারেক বিবিকে আমি জিতা যদি পাই।
হাল হকিকত পুছে হসরত মিটাই ॥
পরীজাত বিবিকে করিলে আপনার।
হসরত মিটিবে জান বাঁচিবে আমার ॥
নহেত বিবির দায়ে হারাইব জান ॥
আশক মনির মেরা হবে পেরেশান ॥
এইরূপে ভাবা গোনা করেন বসিয়া ॥
দিন গোজাবিয়া রাত পৌঁছিল আসিয়া ॥
সেই রূপে যত শির গিরে তালাবেতে।
গায়েব হইয়া গেল না পায় দেখিতে ॥
সুরত মেহেরি সব ঘড়ি এক পিছে।
আসিয়া পৌঁছিল সেই তালাবের বিচে ॥
নাচ গান বাজী করে যত বাজীকর।
সরদার তামাসা দেখে তখ্তের উপর ॥
এইরূপে আধারাত গেল গোজারিয়া।
খাদেম আনিল খানা হাতেম লাগিয়া ॥
হাতেম ভাবেন দেলে না খাইব খানা।
যতক্ষণ নাহি পাই নামের ঠিকানা ॥

নাজনি কহিল খানা খাও মুসাফির।
হাতেম জবাব দিল তাহার খাতির ॥
পহেলা আদায় কর আপনা কারার।

তবে কিছু খানা পিনা হইবে তোমার ॥
খাদেম কহিল তুমি খানা খাও আগে।
কহিব বিবির নাম তোমার নজদিগে ॥
হাতেম কহেন আমি না করি এতবার।
আগে তুমি নাম কহ হুজুরে আমার ॥
তবে আমি খানা খাব কহিনু নেহাত।
খাদেম চলিয়া গেল শুনিয়া এ বাত ॥
বয়ান করিয়া কহে বিবির খাতির।
শুন বিবি এই বাত কহে মুসাফির ॥
কে বটে কি নাম বিবি কহ আগে তুমি।
শুনিলে বিবির নাম খানা খাব আমি ॥
বিবি বলে এই বাত কহ গিয়া তাকে।
আমার নামের সে খায়েস যদি রাখে।
আসিয়া আমার আগে পৌছিবে যখন।
আমার তামাম ভেদ পাইবে তখন ॥
নাজনি আসিয়া তারে দিল সমাচার।
যাইতে হাতেম তাই হইল তৈয়ার ॥
বিবি বলে খানা আগে খাও মুসাফির।
তবে আমি লিয়া যাব তোমার খাতির ॥
হাতেম কহেন আমি নাহি খাব খানা।
দাগাদারি বাত কহ করিয়া বাহানা ॥
ছওগন্দ করিয়া বিবি কহে আর বার।
খানা খাও লিয়া যাব দোহাই আল্লার ॥
হাতেম খাইল খানা খোশাল হইয়া।
উঠিল বিবির সাথে যাওয়ার লাগিয়া ॥
পানিতে নামিলে বিবি খানা লিয়া শিরে।
পৌছিল যেখানে বিবি তখ্‌তের উপরে ॥
হাতেম নামিল যদি তার পিছে পিছে।
যাইয়া পৌছিল মর্দ্দ পাতালের নীচে ॥
জমিনে ঠেকিল পাও দেখে তাকাইয়া।
কোশাদা ময়দান দেখে নজর করিয়া ॥
কোথা সে মেহেরি আর কোথা তার তখ্‌ত।
কোথা সে তালাব আর কোথা সে দরখ্‌ত ॥
দহশত হইল দেলে দেখিয়া ময়দান।
আহা মারে শোর করে হয়ে পেরেশান ॥

হাতেম দেওয়ানা হালে কান্দে জার জার।
ময়দানে ময়দানে ফেরে হইয়া লাচার ॥
বিবির সুরত তার চাতি বিচে কারি।
শোকেতে বেহুশ হইয়া করে আহাজারি ॥
সাত রোজ সাত রাত কান্দিয়া বেড়ায়।
খাক ধূল শিরে ডালে করে হায় হায় ॥
হাতেম দেওয়ানা হালে ফেরে রাতদিন।
রহম করিল তারে ইলাহী আলমীন ॥
গায়েবী আওয়াজ দিল খোওয়াজের কানে।
হাতেম হয়রান আছে ফলানা ময়দানে ॥
সেতাবি চলিয়া যাও খোওয়াজ খেজির।
মদদ কর না গিয়া হাতেম তাইর।
খোওয়াজ পৌঁছিল যেথা দেল পেরেশানে।
হাতেম কান্দিয়া ফেরে ময়দানে ময়দানে ॥

হামজার প্রতি কারুণ-ভগ্নীর প্রেমানুরাগ

কারুণেব বহিন এক ছিল তার ঘরে।
খোওয়াবে দেখিল এব্রাহিম পয়গম্বরে ॥
খোওয়াবে কহেন তারে এব্রাহিম নবী।
একিদাতে আল্লাকে ঈমান আন বিবি ॥
আমির কয়েদ আছে বন্ধখানা বিচে।
খালাস করিয়া আন আপনার কাছে ॥
হামজার হালাল তুমি হইবে পছন্দ।
তোমার সেকমে হবে হামজার ফরজন্দ ॥
তাহার হালাল তুমি নসীবে লিখন।
খালাস হইলে দোনো হইবে মিলন ॥
মুসলমান হইল বিবি এব্রাহিমের পাস।
উঠিয়া চলিল বিবি করিতে খালাস ॥
থোড়া খানা লিল বিবি আমিরের তরে।
নেরালা চলিল বিবি বন্ধখানা ঘরে ॥

নেঘাবান লোক যত ছিল দরওয়াজায় ।
করিল খাতেরদারি তাহা সবাকায় ॥
বিবি বলে শুন বাবা তামাম দরওয়ান ।
নেকালিয়া দেহ মুঝে আমির পাহালওয়ান ॥
যেদিন খালাস হবে পাহালওয়ান আমির ।
খুব ভাতে নেওয়াজিব সবার খাতির ॥
তামাম দরওয়ান লোক কোন কাম করে ।
খানা খেলাইল লিয়া আমিরের তরে ॥
পিঞ্জের সমেত তারে দিল নেকালিয়া ।
বিবির মহলে তারে দিল পৌঁছাইয়া ॥
খোওয়াবের বাত বিবি কহিল আমিরে ।
আমির শোকরানা ভেজে আল্লার দরবারে ॥
খেদমত করেন বিবি আমির হামজার ।
বহুত মেহের করে বহুত পেয়ার ॥
রাত গোজারিয়া গেল হইল বেহান ।
আমির ভাগিল শোনে কারুণ শয়তান ॥
আমির গায়েব হৈল কারুণ শুনিয়া ।
চারিদিগে ভেজে লোক তল্লাস লাগিয়া ॥
নজ্জুম দেখিয়া তারে কহিল উজির ।
বহিনের ঘরে তেরা আছেন আমির ॥
তোমার বহিন বিবি মহল ভিতবে ।
আমির পাহালওয়ান মর্দ্দ আছে তার ঘরে ॥
শুনিয়া কারুণ বড় শরমেন্দা হইল ।
বিবির নজদিগে লোক পাঠাইয়া দিল ॥
উকিল যাইয়া কহে বিবির হুজুরে ।
শোনা গেল আমির আছেন তেরা ডেরে ॥
নেকালিয়া দেহ তারে যদি ভাল চাও ।
কারুণের কাছে তবে নেকনামি পাও ॥
বিবি কহে কহ গিয়া কারুণের তরে ।
নাহক উজির মেরা বদনামি করে ॥
আমার নজদিগে এসে করিল পয়গাম ।
মেরা সাথে চাহে সে করিতে বদকাম ॥
না করি কবুল আমি জেনাকারি কাম ।
এখাতেরে করে গিধী আমার বদনাম ॥
কে জানে আমির কোথা থাকে কোনখানে ।

আমির আমার ঘরে আসিবে কেমনে ॥
কমজাত উজির তেরা এয়সা বাত কহে।
ফেরেবি করিয়া মুঝে দুঃখ দিতে চাহে ॥
কারুণের আগে গিয়া কহিল উকিল।
কারুণ শুনিয়া বাত হইল বেদিল ॥
উজির উপরে মারে খেঁচিয়া তলওয়ার।
মারা গেল দাগাবাজ উজির গোঙার ॥

[আমির হামজা]

হেন্দার প্রতিহিংসা

দেওজাত ঘোড়া যবে পাইল আমির।
বান্ধিল তাহাব নাল খোওয়াজ খেজির ॥
কহিল ঘোড়ার নাল ছুটিবে যখন।
মওত পেয়ালা তেরা পৌঁছিবে তখন ॥
এয়াদ হইল যদি খোওয়াজের বাত।
মওত নজদিগে মেরা বুঝিল নেহাত ॥
ফিরিয়া চলিল মর্দ্দ ঘোড়া উঠাইয়া।
আহাদ পাহাড় নীচে পৌঁছিল যাইয়া ॥
লড়িয়া মর্দ্দানা হালে আছিল বেহুশ।
ওজুদেতে ছিল তার মহিমের জোশ ॥
আছিল লোহার টুপি সেরের উপর।
টলিয়া পড়িল পিঠে না জানে খবর ॥
হেন্দিয়া হারামজাদি রাহা আগুলিয়া।
ছাপাইয়া ছিল সেই গোস্বাতে ভরিয়া ॥
ময়দানে খন্দক ছিল বহুত গভীর।
যাইয়া তাহার নীচে পৌঁছিল আমির ॥
আমির উতারে যদি খন্দকের নীচে।
হেন্দিয়া হারামজাদি গেল তার কাছে ॥
জোরেতে মারিল রাঢ় ধরিয়া তলওয়ার।
আমির এয়াদ করে পরওয়ারদেগার ॥
এয়সা জোরে চোট মারে আওরত বজ্জাত

ধড় হইতে সের তার হইল আজাদ ॥
আজল পৌঁছিল যদি আমির হামজার।
বরষিল তাহার পরে রহম আল্লার ॥
আল্লার মকবুল অলি দিনের ফারাস।
মুসাফিরি ছাড়িয়া গেলেন নিজ বাস।
যে কেহ আল্লার অলি মরিয়া না মরে।
দুনিয়ায় কেহ ভাই না দেখে তাহারে ॥
লোকের নজর হইতে ছাপাইয়া রহে।
এ খাতিরে ফলানা মরিল সবে কহে ॥
যার ভেজা তার কাছে হইল মওজুদ।
পড়িয়া রহিল বাসা খাকের কালবুদ ॥
পরবাস ছাড়িয়া বান্দা যায় নিজ ঘরে।
যেথাকার সেথা যায় লোকে বলে মরে ॥
কারার করিয়া বান্দা আসে দুনিয়ায়।
কারার হইলে পুরা নিজ দেশে যায় ॥
মওত বরহক জান আল্লার ফরমান।
জন্মিলে মওত আছে না হয় এড়ান ॥
আল্লার মক্কর কেহ না পারে বুঝিতে।
যাহা চায় তাহা করে আপন কুদরতে ॥
বান্দাকে খবর নাই আল্লার মক্কর।
হাতিকে মারিতে পারে ভেজিয়া মচ্ছর ॥
খাক্‌কে পাহাড় করে এয়সাই করিম।
পাহাড়ে বানায় খাক্ কুদরত আজিম ॥
আমির শহীদ হইল আল্লার কুদরতে।
লোকে বলে মারা গেল আওরতের হাতে ॥
হেন্দিয়া হারামজাদি মারিয়া আমিরে।
শয়তানের দাগাতে শয়তানি কাম করে ॥
সিনা চাক করে তার জহুদের জাতে।
বাহাত্তর খান করে আপনার হাতে ॥
আমিরে মারিয়া সে করিল খান খান।
দিলেতে বুঝিয়া পিছে হইল পেরেসান ॥
[আমির হামজা]

॥ শেখ ইয়াকুব ॥

পূর্বাভাস

এক রোজ মোহাম্মদ নবী পয়গম্বরে।
ঈদেতে মসজিদে গেল নামাজ পড়িবারে ॥
নামাজ পড়িয়া নবী উঠিয়া চলিল।
ফাতেমা যেখানে সেথা আসিয়া পৌঁছিল ॥
ঘরেতে ফাতেমা বিবি কান্দেন বসিয়া।
রছুল বলেন মাতা কান্দ কি লাগিয়া ॥
ফাতেমা কহেন বাবা আজ হৈল ঈদ।
লাড়কার কাপড় মেরা নাহিক ছাবিদ ॥
টুটা ফাটা কাপড় যে হইয়াছে ফানা।
এ খাতিরে দেলে দর্দ্দ আমার কান্দনা ॥
হাছান হোছেন মেরা ভাল কাপড় চায়।
দুনিয়ার কাঙ্গাল মোরে করেছে খোদায় ॥
আমি এয়ছা গরীব নাহিক দুনিয়া পরে।
ভাল জামা কোথা পাব এমাম খাতিরে ॥
রছুল কহেন মাতা শুনগো ফাতেমা ॥
ঘরের ভিতরে দেখ আছে দুই জামা ॥
জিবরীল আনিয়া জামা দিয়াছে আমারে।
রেখেছি তোমার ঘরে সিন্দুক ভিতরে ॥
শুনিয়া ফাতেমা বিবি ঘর বিচে যায়।
সিন্দুকের বিচে গিয়া দুই জামা পায় ॥
এক জামা সে ঘড়ি দিলেন হাছানেরে।
আর এক জামা দিল হোছেনের তরে ॥
কবুল না করে দোন পাইয়া কাপড়া।
রঙ্গদার কাপড় যে চাহে দুই জোড়া ॥
এ বাত কহিতে তথা জিবরীল পৌঁছিল।
রছুলের তরে বার কহিতে লাগিল ॥
শুন মোহাম্মদ নবী করিয়া সেতাব।
কাপড় উপরে থোড়া ফেলে দেহ আব ॥

দুই জামা দুই রং হইবে এখন।
যার যে লইবে জামা বুঝিয়া দু'জন ॥
জিবরীলের বাত শুনি রছুল আপনি।
জামার উপরে থোড়া ছিটাইল পানি ॥
এক জামা সবজা হৈল আর এক লাল।
সবুজ জামা দেখে মর্দ্দ হাছান খোশাল ॥
লাল জামা দেখিয়া হোছেন খোশালিত।
দুই জামা দুই ভাই লিলেকে তুরিত ॥
হাছান সবুজ লিল হোছেন যে লাল।
দেখিয়া রছুল তাতে বড়ই খোশাল ॥
জিবরীল কহেন বাত শুন পয়গম্বর।
মরিবে হাছান মর্দ্দ খাইয়া জহর ॥
এমাম হোছেন মারা যাইবে তলওয়ারে।
আল্লার হুকুম এই শুন পয়গম্বরে ॥
জিবরীলের বাত শুনি নবী হৈল গম।
কে পারে করিতে রদ আল্লার কলম ॥
অধম ফকির কহে এমামের পায়।
আল্লার মক্কর যাহা কে বুঝিবে তায় ॥

[জঙ্গনামা]

॥ উনিশ শতক ॥

॥ মুহম্মদ চুহর ॥

পুত্রার্থে বিলাপ

[পুত্রার্থ রাজা আজর শাহ-এর বিলাপ]

ঘুচাইতে পারে কে বিনে জগপাল।
আপে ধনী দাতা বড়ি দয়াল ॥

কান্দে ভূপালা মালত মালা
জপিয়া ভালা ফুকারি নালা।
তুঞি দয়ালা তুঞি ভয়ালা
সৃজন আৰ্ত্তি ভুলা বিনোদ গোপালা।
তু বড়ি ধর্ম্ম ত্রিলোক সায়াঁ
হামে দয়া করি দেহি পুত মায়া।

কন্যার সজ্জা

সাজয়ে কুমারী পরম সুন্দরী
শ্যাম উদ্দেশে গমনা।
সব সখী নাগরী কুমারীক বেড়ি
করয়ে বিবিধ সাজনা।
লইয়া চাচরি বিনি জটা ছিরি
সঞ্জোগে ত্রিপ্যাঁচ গুণনা।
মুক্তামালা ছড়া গন্থিল লড়া লড়া
বিনি ফাঁসে কৈল গোপনা।
সিন্দূর প্রচুর যেন প্রাতঃ সুর
স্থির-স্বর্ণ-প্রায় শোভনা।
খাচামত বলি শাড়ি গঙ্গাজলি
সুন্দরী করিলা ভূষণা।
গাএত পঞ্চম শব্দ মনোরম
নূপুর রুনু ঝুনু বাজনা।

লালমতি-তাজুলমুল্‌কের প্রণয়

দুই পক্ষী পালে 'বালা' প্রাণ সমসর ॥
রাজকন্যা পক্ষীবাক্য সমস্ত বুঝয়ে।
মনুষ্যের কথা পক্ষী জ্ঞাপন আছয়ে ॥ ...
মা ও বাপ বুলি কন্যা পক্ষীরে ডাকয়ে ॥
পক্ষীগর্ভে জন্ম হেন জানে রাজবালা।
কোন দিন নাই কভু নর সঙ্গে মেলা।
তাজুলমুল্‌ক গেল সেথা শিকার উদ্দেশে।
একদিন কুমারীক দেখিল দৈববশে ॥
আপাদ সমস্ত যদি কুমারে হেরিল।
পক্ষীপ্রায় অপ্সরার ফান্দেত বান্ধিল ॥
প্রথমে বয়ান হেরি দিল আলিঙ্গন।
শাস্ত্রনীতি নিকাহা পড়িলা দুইজন ॥
সাক্ষী হেতু মনুষ্য নাইক কোনজন।
মনকীর নকীর সাক্ষী করিলা তখন ॥
দিবা শেষে কন্যা তবে মাগিল মেলানি।
বিহঙ্গম আইসয়ে পাখার শব্দ শুনি ॥
মেলানি দিবারে মুখে না নিঃসরে বাণী।
বচনের আগে নিঃসরিতে চাহে প্রাণি ॥
মনে লয় মর্মান্তরে তোমা দিতে ঠাঁই।
যেন শত্রু না দেখয়ে রাখিতে ছাপাই ॥
কুমারে বুলিল শুন প্রিয়া চন্দ্রমুখী।
কিরূপে রহিব আমি তোমাকে না দেখি ॥
নিশি শেষে যদি পুনি হইব প্রভাত।
পক্ষীরে বুলিবা আনি দিবারে এথাত ॥

॥ সামসুদ্দিন সিদ্দিকী ॥

পরীর দৌত্য

পরীগণ উচাটন হইয়া তখন।
যতনে পতন করি দেখয়ে বদন ॥
হেন রূপ অপরূপ রূপ নাহি হেরি।
যেই করি এই লই হাতে ধরি ॥
পরে তার শুন আর নতুন বচন।
বিদ্যাধরী যত পরী করিয়া মিলন ॥
ফেরদৌস নগরে মোরা এহারে লইয়া।
রাজকন্যা কোলে দিব কৌতুক করিয়া ॥
রাজকন্যা রূপে ধন্যা পরম সুন্দরী।
তার রূপ অপরূপ যেন বিদ্যাধরী ॥
রূপের গুণের কথা কহিব কি তার।
প্রথম যৌবন যার করেছে বাহার ॥
বদনে তপন ত্রাসি হয়ে নিকেতন।
মলিন বদন হয়ে করে পলায়ন ॥
বদনে চিকুর শোভা যেন কালফণী।
বিরাজ করিছে লয়ে নিরমল মণি ॥
কেশ বেশ কিবা কব যারে দেখি নিশি।
আশ্রয় চাহিল তার কেশে বেশে আসি ॥
নাসিকা মুকুতা যেন আকারে আকার।
ললাট তাহার যেন বেলওয়ারি তক্তার ॥
কর্ণেত কুণ্ডল শোভা মুক্তার কিরণ।
শুকতারা আকাশেতে প্রকাশ যেমন ॥
মৃগ আদি দেখি তারা খঞ্জন নয়ন।
অভিমানে মানী হয়ে প্রবেশে কানন ॥
দন্ত তার মুক্তা হার হাতে পুন মিশি।
তাহাতে প্রকাশ পায় যেন শশী নিশি ॥
এক নিশি এক শশী জগতে অভ্যাস।

বদনেতে শশী নিশি বত্রিশ প্রকাশ।
গলা সেবিবারে জন্যে গজমোতি হার।
আশ্রিত হইল গিয়া গলেতে তাহার ॥
হেমপঞ্চ নরি, আর সাতনরি মুক্তার।
কণ্ঠ গলে ফাঁসি লয়ে ঝুলিছে তাহার ॥
অলঙ্কারে শোভে চিত্র সর্বলোকে বলে।
অলঙ্কার শোভে পায় সে চিত্র পাইলে ॥
কলেবরে বেলওয়ারি তক্তার প্রকার।
তাহে দই কুচ তার হেম অলঙ্কার ॥
ডুবিল কমল কলি কুচ দরশনে।
কদম্ব দাড়িম্ব ফাটে দেখিলে মদনে ॥
কুচ কলি তারে বলি যারে দেখি অলি।
গুন গুন করে গান গায়ে অলি গলি ॥
আমরা যে পর নারী এই দাসী তার।
হেন রূপ অপরূপ নাহি দেখি আর ॥
তাহার কপাল বড় হইয়াছে মন্দ।
দিবা রাত্রি নিরানন্দ না হয় আনন্দ ॥
নুরজাহাঁ নাম তার আনন্দ অপার।
পিতা তার রাখিয়াছে করিয়া আদর ॥
বিবাহ দিলেন তারে দেখিয়া সুজন।
সুন্দর সুন্দর বর নৃপতি নন্দন ॥
কি ক্ষণে বিবাহ হইল কেমন হইল।
স্বামী তার বাসরেতে কুঁজা হয়ে গেল ॥
কুঁজারে লইয়া ধনি সে বিধুর বদনি।
ভাবিত অন্তরে সদা দিবস রজনী ॥
কখন বা কপালে আপন করে নিরীক্ষণ।
কখন বা দেখে ধনি আপন যৌবন ॥
যখন যৌবন দেখে গালে দিয়া কর।
উদাসিনী মত বসে ভাবে নিরন্তর ॥
শিরে করাঘাত মারি করে হায় হায়।
কখন বা দুঃখ হেরি বিধিরে ধেয়ায় ॥
চল চল সবে মিলি কৌতুক করিব।
এহারে লইয়া মোরা তার কোলে দিব ॥
কুঁজারে কাননে এনে শুয়াইব জীনে।
নুরজাহাঁ কোলে দিব লয়ে এইজনে ॥

পরামর্শ স্থির করি মন্ত্রীর নন্দনে।
আপনাদের রথমধ্যে লইয়া যতনে ॥
নুরজাহাঁ নিকেতনে সকল পরীগণ।
মন্ত্রীর কুমারে লয়ে করিল গমন ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইল যখন।
মন্ত্রীর কুমারে লয়ে পৌঁছিল তখন ॥
কুঁজারে কাননে এনে শুয়াইল জীনে।
নুরজাহাঁ কোলে দিল মন্ত্রীর নন্দনে ॥
প্রথমেত মন্ত্রীসুত চেতন পাইল।
নুরজাহাঁ নিদ্রাভঙ্গ পরেত হইল ॥
উভয়েতে দুইজন পাইল চেতন।
এ উহায় দেখে দোহে করে নিরীক্ষণ ॥
বিধাতা সদয় বুঝিয়া আমারে হইল।
কুঁজা বর মোর বুঝি ভাল করি দিল ॥
বুঝিল মন্ত্রীর সুত আমি ছিলাম বনে।
সদয় হইয়া বিধি আনিল এখানে ॥
পরে উভয়েতে ছড়া মনে মনে গায়।
গোপনে রহিল কথা প্রকাশ না পায় ॥
মনে যত আঁচ আঁচি উভয়ে করিল।
ছড়াতে বৃত্তান্ত তার সিদ্দিকী রচিল ॥

লালমনের শোক

কাটা শির লইয়া লাল কোলেতে লইয়া।
কান্দিতে লাগিল লাল মাথায় মারিয়া ॥
কোথা গেলে প্রাণনাথ ছাড়িয়া আমারে।
তোমা বিনে কেহ মোর নাহিক সংসারে ॥
সংসারের মাঝে মোর আর কেবা আছে।
প্রাণনাথ বিনে দাণ্ডাইব কার কাছে ॥
কার সঙ্গে পাশা আমি খেলিব সদাই।
পাশাতে হারিলে কারে খেলাব মেঠাই ॥
কাটা শির কোলে লিয়া তাহা ফেরে হাত।
এই মুখে পান তুমি খেতে প্রাণনাথ ॥
কোথা গেলে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িয়া।
কেমনে থাকিব নাথ তোরে বিসরিয়া ॥
সংসারের মধ্যে নাই কোন বন্ধুজনা।
সমুদ্রের মাঝে ভাসি যেন টোপা পানা ॥
আর জন্মে কার স্বামী নিয়েছি ছিনাইয়া।
তেই বুঝি প্রাণনাথ গেলরে ছাড়িয়া ॥
সাগরে ভাসিয়া গেল মোর করসাতী।
একটাই সইজনে ভঞ্জিব পিরীতি ॥
ছাড়ি প্রহর দিন গেল শুন প্রাণনাথ।
ডোকে কত নিদ্রা যাও উঠি খাও ভাত ॥
তোমা বিনে কেহ মোর নাহিক সংসারে।
হংস বিনে জল যেন শোভা নাহি করে ॥
সোনার সুরত তনু হইয়া গেল কালি।
নয়নের জলে তার তিতিল কাঞ্চুলী ॥
ভিজিল সকল তনু ঝরা বইয়া যায়।
তিন রোজ গুজারিল কিছু নাহি খায় ॥
জঙ্গলের যত জীব শুনিয়া করুণা।
উপবাসী জঙ্গলে রহিল সর্বজনা ॥
তিন রোজের শিশু ছিল হরিণীর কোলে।
ফজরে উঠিয়া তারে দুগ্ধ খেতে বলে ॥
শিশু বলে শুন মাতা বনেতে অতিথি।

একেলা বসিয়া কান্দে কোলে লইয়া পতি ॥
যতক্ষণ না কন্যা না করে সিনান।
ততক্ষণ না করিব আমি দুগ্ধ পান ॥
এতেক কহিল শিশু মাতা বিদ্যমানে।
হরিণ হরিণী তারা কান্দে দুইজনে ॥
জীব জন্তু কান্দে তারা না করে আহার।
শিকার ছাড়িয়া বনে কান্দে জার জার ॥
তাহার লাগিয়া পক্ষ উগারিয়া ফেলে।
জঙ্গলের যত পাখী বসে কান্দে ডালে ॥
দরখ্‌তের তলে ঘোড়া কান্দে উভরায়।
তিন রোজ গুজারিল কিছু নাহি খায় ॥
পচিল গায়ের মাংস ছাড়িল নেকবাস।
পতির খাতিরে কন্যা ছাড়িল নিঃশ্বাস ॥
উড়িয়া কতেক মাছি বসে ঝাঁকে ঝাঁকে।
গায়ের আচল দিয়া লালমন ঢাকে ॥
হায় হায় বলে কন্যা নিঃশ্বাস ছাড়িল।
সত্যের আসন হেথা টলিতে লাগিল ॥
আসন যে স্থির নহে টলমল করে।
লালে উদ্ধারিতে জান আপে সত্য পীরে ॥
আশা লিল হাতে যে খরম দোন পায়।
কালিয়া গুধরি পীর তুলি দিল গায় ॥
যেইখানে কান্দে লাল কোলে লইয়া শির।
মায়া করে সেইখানে গেল সত্যপীর ॥
দেখিয়া কহেন পীর লালেরে ডাকিয়া।
কি কারণে কান্দ তুমি জমিনে পড়িয়া।
শুনিয়া কহেন লাল শুন হে দেওয়ানা।
জঙ্গল ভিতরে মোর বিধি হইল বামা ॥
ছাড়ি গেল প্রাণনাথ অনাথ করিয়া।
সংসারের মধ্যে আমি বড় অভাগিয়া ॥
শুনিয়া কহেন পীর লালের নিকটে।
মরেছে বাদশার বেটা সত্যপীরের হাটে ॥
একিদা করিয়া সিন্নি সত্য পীরে দিবে।
মরিছে তোমার পতি প্রাণদান পাবে ॥
একজন করে ধরে লাগাইবে শির।
বাঁচিবে বাদশার বেটা সখা সত্যপীর ॥

॥ হামিদুল্লাহ্ খান বাহাদুর ॥

দুটো হাদিস

॥ এক ॥

চারি স্বভাব আছয়ে যে জনের পাশ।
মোনাফিক সম্পূর্ণ সে জানিবা নির্যাস ॥
তাহা হতে এক যদি কারো পাশ হয়ে।
সে স্বভাব মোনাফিকে জানিবা নিশ্চয়ে ॥
বিশ্বাস করিলে তাতে ঘাতকী সে হয়ে।
কোন কথা কহিলে সে তাহা মিথ্যা কয়ে ॥
সত্য করিলে সে কারো সঙ্গে নাহি পালে।
দতাই করিলেহ মিথ্যা করে একি কালে ॥

॥ দুই ॥

তিন সঙ্গে হাশরে না কহে প্রভু কথা।
আরো তাহারার দিকে না দেখিব তথা ॥
আরো তাহারাকে প্রভু শোধারি না লবে।
আরো বড় আজাব তাহারা প্রতি হবে ॥
যেই বৃদ্ধে বৃদ্ধকালে করে পরদার।
যেই নৃপ মিথ্যা কহে লোকের মাঝার ॥
খাওনিয়া সব রাখি যে করে গৌরব।
হাদিসের এই তিন জান এই সব ॥

নারী চরিত্র

নারীগণে ধিক অংশে প্রবঞ্চনা জ্ঞানে।
ওহে মোসলমান ভাই থাক সাবধানে ॥

বধিল হাসান হেন স্বামী যে পাপিনী।
যেন দুগ্ধ বেচিয়া প্রস্রাব লয় কিনি ॥

পুরুষ হইতে বহু করায়ে কুকর্ম।
শেরেক বেদাত টোনা জাতে নষ্ট ধর্ম ॥

কহেন যে খোন্দকার নাম মিথ্যা লয়ে।
তার পাশে যাই বৃথা ঈমান হারয়ে ॥

আদমকে বিহিস্ত হইতে নিকালিল।
সে জন্যে শয়তান ঢুড়ি রসুলে কহিল ॥

স্ত্রীয়ার প্রেমের পরে না ভুল কখন।
বক্ষে থাকি বক্ষ ছেদে পাই অন্যজন ॥

গুণিগণে কহে মানি চলে তোমা ডাকে।
ঘোড়া জোড়া যাবতে রাগের হেটে থাকে ॥
বুঝালোকে নারীর বিশ্বাস নাহি করে।
যার উরু নিচে যায়ে তার কথা ধরে ॥

ব্যাঘ্রে ধরে ব্যাঘ্রিণীর ঘাড় হেঁট করি।
লয়ে মনস্কাম তাতে নিজমন ভরি ॥

ব্যাঘ্রে না চাটয়ে লিঙ্গ কুকুরের ন্যায়।
কুর্কুটেহ কামলয়ে ধরিয়া মাথায় ॥

না হইলে নারী নাই চলে সংসার।
সাবধানে যজ্ঞ মতে কর ব্যবহার ॥

রুষিতে রুষিবা আর তোষণে তুষিবা।
ঊর্ধ্বে থাক কদাচিত হেঁটে না হইবা ॥

নরমেতে মাথে চড়ে বানরের ন্যায়।
দড় দেখী কুকুরের ন্যায় দূরে ধায় ॥
অল্পে তুষ্ট হয়ে তুষি নিজ পাশ ডাকো।

ঝগড়া না কর পায্যমানে সহি থাকো ॥
প্রেম ভাবে যদ্যপি ডাকিয়া তোষাইবা।
কিন্তু কদাচিত নিজ ভ্রম না ছাড়িবা ॥
প্রথমে ছাড়িলে মান পুনি না পাইবা।
অদ্য হতে নিজ ভ্রম বাঁচাই চলিবা ॥
ভ্রম অর্থ তোমা হতে নির্ভয়ে না হয়।
নতু দাস হতে তুচ্ছ হইবা নিশ্চয়।
ভয়ে বাঞ্ছা দোন মধ্যে রাখিবা যুবতী।
বুঝিয়া চলয়ে বুদ্ধিমন্ত হইলে পতি ॥
অর্থযোগ্য মতে রাখ ভয়ে বাঞ্ছা মাজা।
লোভে লাভে ভয়ে ভাব সাধ নিজ কাজ ॥
ভার্যা সকলেই রাখে কিন্তু তিন মতে।
প্রথমে যে হেঁট থাকে সদা গাধা হতে ॥
দ্বিতীয় যে কষ্ট দেয় কুর্কুটের ন্যায়।
তবে সে কুর্কুটে তাহা হতে দূরে ধায় ॥
তৃতীয়ে কৈতর ন্যায় পারিকে চালায়ে।
তুষিতে তোষয়ে আর খাইতে খাওয়ায়ে।
অন্য পারা সব মধ্যে গেলে মারি আনে।
যেখানে উচিত বুঝে আনয়ে সেখানে ॥
বিশেষত খাওয়াই পরাই রাখে তুষ্ট।
ভয়েতে রাখহ কিন্তু না করিবা রুষ্ট ॥
ছাটনার হাড়ে জান নারীর সৃজন।
একবারে সোজা নাই হব সে কখন ॥

॥ কাজী হাসমত আলী চৌধুরী ॥

মিসরপতির নিকট রোম নৃপতির পত্র

শুন আয় ক্ষুদ্র মিশর অধিকারী।
কুবুদ্ধি ঘটিছে বুঝি হৃদয়ে তোমারি ॥
সব নৃপ কর আনি দিল মান্য করি।
তুমি নাহি দিলা কর কার গর্ব ধরি ॥
তুমি বুঝি মনে গুণিয়াছ আপনারি।
রুম নৃপ মৃত হইছে হইছ অধিকারী ॥
নহি জান রুম নৃপ মহাকাল সর্প।
তিলে সর্বনাশ করিবেক তোর দর্প ॥
পীযূষে মিশ্রিত করি বিষ হলাহল।
গর্ব যত কর তত দিব ফলাফল ॥
যদি হিত উপনীত আপনার চাহ।
লইয়া কর কন্ধ 'পর আসিয়া ভেটহ ॥
নহে যদি আশা থাকে যুদ্ধ করিবার।
শীঘ্রে আসি দন্তাওসি সংগ্রাম মাঝার ॥
মনে যদি লয় তোর আইসহ এথায়।
ডর যদি লিখ আমি যাইব তথায় ॥
আমি যদি যাই তোর নাহিক কল্যাণ।
সবংশে করিব নাশ নাহি পরিত্রাণ ॥
অরূপা হইয়া হরি সংগে যুদ্ধ আশ।
ঝোপে খাপে না পারিবি হবি সর্বনাশ ॥
বহরি সহিতে কোথা চটকের গণ।
সাক্ষাত হইয়া করিয়াছে মহারণ ॥
তাম্রচূড় গর্ব কোথা সাচন সহিত।
ব্যাঘ্র যুদ্ধে সোনার আঁটনি কদাচিত ॥
মর্কটের ডোরে করী কোথা ত বন্ধন।
কি গর্ব করছি না গুণসি নিজ মন ॥
পত্র পঠি নিজ শক্তি বিচারি বুঝিয়া।
পদুত্তর শীঘ্রতর দিবি পাঠাইয়া ॥

[ফগফুর শাহ কয়মুচ রাজার কেচ্ছা]

॥ নওয়াব ফয়জুন্নিসা ॥

রূপ

বলি তা শ্রবণ কর কিঞ্চিত স্বরূপ
শিরেতে শোভিছে বেণী যেন কাল ফণি।
দৃষ্টি মাত্র হৃদি মাঝে দংশায়ে অমনি ॥
সুবর্ণাভরণ যুক্ত কেশ-বেশ হেরি।
প্রলয়ের মেঘ যেন চপলা বিস্তারি ॥
চিকুরের চির হতে মাথায় বরণ।
দৃষ্টিতে যে জ্ঞান হয় বিদ্যুৎ লক্ষণ ॥
সুবর্ণ নির্মিত যেন দুইটি শ্রবণ।
আশকের মনোলোভা সেইত বরণ ॥
মুখ চন্দ্র-গ্রাস-আশে সুভ্রু রাহুবর।
আচ্ছাদিয়ে বসে আছে নয়ন উপর ॥
নয়ন দর্শনে কুমুদিনী গেল জলে।
নাসা হেরি লাজ পেয়ে আছে তিল-ফুলে ॥
দশন-দর্শনে হলো বিদীর্ণ দাড়িম্ব।
অধর হেরিয়া হয় বিদীর্ণ যে নিম্ব ॥
অধর মেঘেতে ছাপা দশনের জ্যোতি।
হাসিতে চপলা যেন চমক নিতি ॥
প্রিয়ার অমৃত স্বর শ্রবণ মোহন।
মৃত কর্ণে প্রবেশিলে সঞ্চারে জীবন ॥
গ্রীবা হেরি লাজে বুঝি মরে হবে সরাজ।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে জীবনের মাঝ ॥
কুন্দের নির্মাণ যেন ভুজলতা দ্বয়।
করপদ্ম স্থলপদ্মে বিনির্মিত হয় ॥
অঙ্গুলির চম্পক-কলিকা হৈতে শোভা।
নগ্নচন্দ্রে পড়িয়াছে অর্ধচন্দ্র-আভা ॥
কনক শ্রীফল যেন কুচ বক্ষো পর।
যেই হেরে সেই মরে খেয়ে পঞ্চশর ॥

মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি জিনি পশুরাজ।
কনক কোটরা যেন নাভি তার মাঝ ॥
রাম রম্ভাতরু জিনি উরু শোভা পায়।
নিতম্ব দর্শনে রতিপতি মোহ যায় ॥
কন্যার নয়ন হেরি মৃগ গেল বনে।
তারি চক্ষু-দর্প চূর্ণ হৈল ভেবে মনে ॥
বানুর নয়ন-জল ঝরে মুক্তা-প্রায়।
মৃগ নেত্রবারি ইথে কাপে না দেখায় ॥
নাসা খগ চক্ষু জিনি হেরে খগ পাখী।
বনবাসী হলো সব হয়ে মন-দুখী ॥
কর্ণ-বর্ণ হেরে লাজে শকুনি বাজন।
অপমানে লুকায় সে গহন কানন ॥
অপূর্ব দশন-শোভা হেরি মুক্তারাশি।
শুক্তিতে প্রবেশ যেয়ে হলো জলবাসী ॥
নূতন পল্লব রুচি যেন চক্ষু শোভা।
হাস্য হেরি হরে জ্ঞান মুনি-মন-লোভা ॥
অধরে মিশির রেখা দন্তের সহিত।
জলধর আড়ে যেন চমকে তড়িৎ ॥
ধনীর শুনিয়ে ধ্বনি পিকবর লাজে।
ক্ষণে আসে ক্ষণে যায় কাননের মাঝে ॥
গ্রীবা হেরি কলঙ্কের ভয়েতে শিখিনী।
বনবাসী হলো যেয়ে হয়ে বিবেকিনী ॥
ভুজলতা সুগঠন মৃণাল নেহারি।
সর্বাঙ্গে কণ্টক খেদে জন্মিল তাহারি ॥
গোলাপ-কুসুম কন্যা করে নিয়েছিল।
করপদ্ম হেরি খেদে কণ্টকে পশিল ॥

[রূপ জালাল]

বদিওজ্জামালের সহিত ছয়ফল মুল্লুকের পরিচয়

নীরবে ছয়ফল মুল্লুক কাঁদে জার জার।
এত দুঃখ লেখা ছিল নসিবে আমার ॥
মালেকা দেলাসা দিয়া কহিল এমন।
একমাস বাদে পাকা মাশুক দরশন ॥
আজতক সেই মেয়াদ গত হইয়া গেল।
যত আশা করেছিনু সব মিথ্যা হইল ॥
এই স্থানে থাকা আর নাহি কোন গুণ।
মালেকার দেলাসায় বাড়ে দ্বিগুণ আগুন ॥
এত দুঃখ হইতে যদি হইত মরণ।
তবে ত নিভিয়া যাইত দুঃখের জ্বলন ॥
এই মত বলে আর কাঁদি কাঁদি হাঁটে।
উপনীত হইল যাইয়া পরীর নিকটে ॥
আসমানের চন্দ্র যেন গিরিছে জমিনে।
সুরতের জ্যোতে আলো হইছে বাগানে ॥
আগু বাড়ি যাইয়া শাহা দেখে নিরক্ষিয়া।
রূপের কামিনী এক রহিছে মোহিয়া ॥
তরুণ নয়ন মুদি রহিছে যুবতী।
পূর্ণিমার চাঁদ জিনি এয়ছা রূপ জ্যোতি ॥
জামালের রূপের কাছে চাঁদের জ্যোতি কালা।
উলটি চাঁদের জ্যোতি হইয়াছে উজালা ॥
আকাশে জমিনে চাঁদ দেখে দুই খানে।
ক্ষণেক জমিনে দেখে ক্ষণেক আসমানে ॥
দেখিল আকাশের চাঁদ আকাশে জুড়িত।
জমিনে উঠিল চাঁদ একি বিপরীত ॥
ক্ষণে বলে হবে বুঝি ফজরের ভানু।
নতুবা এমন রূপ হবে কার তনু ॥
লাল ফুল জবা জিনি নাজুক বদন।

মশালের জ্যোতে যেন বাগিচা রৌশন ॥
ক্ষণে বলে হবে বুঝি মাণিক্যের মূরতি।
তাই এত ঝলমল জোনাকের জ্যোতি ॥
এমন গোলাবী বাস নাজুক শরীরে।
খোসবাসে ভোমরায় গুণ গুণ গুঞ্জরে ॥
চতুর্ভিতে ভোমরায় ভন ভন রোল।
শাহাজাদা দেখে হইল হুতাশে পাগল ॥
সাহস করিয়া শাহা করে নিরীক্ষণ।
সুরত যুবতী কন্যা ভানুর মতন ॥
সুবর্ণের মূরতি যেন রহিছে মোহিয়া।
পিন্দনের বস্ত্র সব গিয়াছে খসিয়া ॥
কচুমাঞ্জি গুপ্তস্থান সকল উদলা।
শাহাজাদা দেখে হৈল কামেতে উতলা ॥
কাপড়েতে যেই ছবি আছিল নকল।
তখনি ভুলিয়া গেল দেখিয়া আসল ॥
থর থর কাঁপে হাঁটু না পারে থামিতে।
বায়ুচড়া হইয়া যেন লাগিল ঘুমিতে ॥
কাপড়েতে যেইরূপ দেখিয়া পাগল।
মনে বুঝি এইরূপের হইবে নকল ॥
বগলে কাপড় ছিল দেখে নিকালিয়া।
নকল আসলের সাথে গেল যে মিলিয়া ॥
বদিওজ্জামাল রূপ শাহাজাদার মনে।
হামেহাল গাঁথা ছিল জাগন শয়নে ॥
স্বপনের রূপ যেন হইল আস্কার।
শাহাজাদা বলে এই মাশুক আমার ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ প্রাণে না ধরায়।
অমনি ঢলিয়া পড়ে ধরে বানুর পায় ॥
পুরুষের পর্শনেতে জাগিল যুবতী।
যেমন ঔষধ বাসে জিয়ে সর্পঘাতী ॥
কামের কামিনী বানু কামরসে ভুলে।
সামটিয়া ধরে বানু সাজাদার গলে ॥
নাজুক বদনে যবে পুরুষ পরশে।
মোর্দা গাছে পত্র মেলে বসন্ত বাতাসে ॥
রস বাসে রস ভ্রমর উঠিয়া বসিল।
রসবানুর মুখ দেখিয়া ঢলিয়া পড়িল ॥

গোলাব হইতে খোশবাস পরীজাদির মুখে।
শুঙ্গাইল পরীজাদি শাজাদার নাকে ॥
খোশবাসে শাহাজাদা পাইল চেতন।
এক দৃষ্টে জামালের মুখ করে নিরীক্ষণ ॥
বদিওজ্জামালে দেখি ধরে সামটিয়া।
উঠ প্রিয়া দেখ রূপ নয়ন ভরিয়া ॥
আশনাই পাইয়া শাহা উঠে দড়বড়ি।
দেখিয়া সাহার রূপ ঢলিল সুন্দরী ॥
এই মতে দুইজনে হইল দরশন।
একজন উঠিতে ঢলয় একজন ॥
শাহাবানু এই মতে রসে আলাপন।
প্রেমরসে কোলাকুলি রসের মিলন।
দেখিয়া কন্যার রূপ ছয়ফল মুল্লুক।
কোলে তুলি লিয়া বসে মুখে দিয়া মুখ ॥
বুকে বুখে লেপটিয়া ধরিল কন্যার।
মুখে মুখ লাগাইয়া কাঁদে জারজার ॥
পুরুষের পরসে ধনি পাইয়া চেতন।
চারচক্ষে দেখাদেখি হৈল দরশন ॥
আপনাকে দেখে বানু শাজাদার কোলে।
লজ্জায় আপনা মুখ ঢাকিল অঞ্চলে ॥
মুখ ফিরাইয়া কহে শাহাজাদা পরী।
মন্দা মন্দা হাসি কহে বচন চাতুরী ॥
তুমি হও ভিন্ন পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
কোন লাজে কোলে নেও লাজ-শরম ছাড়ি ॥
আমি হৈ পরীর কন্যা তুমিতো মানুষ।
বেশরম হও তুমি বেহায়া পুরুষ ॥
মোর তাবে আছে যে বহুত পরীগণ।
হুকুম করিলে তোমার না রবে জীবন ॥
এহা না করিয়া করি শাস্তির ফরমাণ।
বেতেজ ছুরিতে তোমার কাটিবেক কান ॥
প্রাণ হরি নিল বলে কহে শাহাজাদা।
মোরদাতে করিতে শাস্তি কে করিবে বাধা ॥
মরাকে করিতে শাস্তি কোন শাস্ত্রে কয়।
আগে যে মরিল তার মরণে কি ভয় ॥
দাতা হইয়া ভিখারীকে নৈরাস করিতে।

লিখিল এমন বিহিত বল কোন শাস্ত্রেতে ॥
তুমি দাতা আমি ভিক্ষুক কাঙ্গালী ফেরার।
প্রেমভিক্ষা দিয়া আশা পুরাও আমার ॥
বরিষার বাদল তুমি আমিতো পিয়াসা।
কিঞ্চিৎ বরষিলে মোর পূর্ণ হয় আশা ॥
তুমি বড় গাছ আমি ধূপে-তাপে মরি।
অধমের দিয়া ছায়া রাখগো সম্বরি ॥
আমি ক্ষুদ্র মৎস্য মরি শুখাতে গড়াই।
তুমি তো গভীর নদী দেও মোরে ঠাঁই ॥
তালেবর লোকের কাছে কাঙ্গাল বসায়।
গরীব দেখিয়া ঘৃণা মোনাসিব নয় ॥
আমি অধমের প্রতি কর পরিত্রাণ।
হাস্য মুখে কহ কথা জুড়াক পরাণ ॥
চতুর্দশ বচ্ছর দুঃখ করি প্রাণ ধন।
তাহাতে নিঠুর হওয়া উচিত কেমন ॥
যত দুঃখ পাইয়াছি তোমার কারণ।
কিঞ্চিৎ নিবিছে দুঃখ পাইয়া দরশন ॥
এখন তোমার কাছে করি নিবেদন।
পিরীত করিয়া রাখ করিয়া আপন ॥
আমি হীন কাঙ্গালেরে না কর বঞ্চিত।
হাস্য মুখে কহ কথা আমার সহিত ॥
বানু বলে, আমি পরী তুমিত মানব।
তোমার আমার প্রেম না হয় সম্ভব ॥
শাহাবাল পরীর বাদশাহ সেই মোর পিতা।
এই বাত শুনিলে তোমায় না রাখিবে জিতা ॥
না জানি আমারে করে কত অপমান।
রাখে বা না রাখে আমার পরান ॥
আর এক বাত বুরা আছে মনুষ্যের।
মনুষ্যের পিরীত কখন না হয় কাজের ॥
মনুষ্যের পিরীত কভু ওফা নাহি পায়।
সত্য ভঙ্গ করি পাছে দুর্গতি ঘটায় ॥
কামের পুরুষ এখন কামেতে মজিবা।
সুন্দর কামিনী পাইলে ফিরিয়া যাইবা ॥
যুবাকালে পিরীত করে ধরে হাত পায়।
যৌবন ফুরাইলে শেষে ফিরিয়া না চায় ॥

পাইল যতেক দুঃখ আমার কারণ।
এখানে ফিরিয়া যাও পাইলে দরশন ॥
যতেক চাতুরী তুমি করিলা আমারে।
ক্ষমিনু সকল দোষ ফিরে যাও ঘরে ॥
জীবনের আশা যদি থাকিত তোমার।
তবে তো আমার নাম নাহি লিও আর ॥
বানুর নিঠুর কথা শাজাদা শুনিয়া।
কাঁদিয়া জমিনে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥
লোটন পায়বার মত গড়াগড়ি যায়।
শুন গো বদিওজ্জামাল ধরি তোর পায় ॥
গলে ছুরি দিয়া মোর করি ডাল খুন।
একেবারে নিবে যাউক ও-দুঃখের আগুন ॥
এই মতে কহে শাহা কাঁদিয়া বেহাল।
শাজাদার কাঁদা দেখি আকুল জামাল ॥
শাজাদার বিচ্ছেদ দেখি শাহাজাদী পরী।
থুইলেক লোক লাজ এক ধার করি ॥
বদিওজ্জামাল পরী কামে উথলিয়া।
শাহাজাদার গলে ধরে হাসিয়া হাসিয়া ॥
লেপটিয়া বুকে বুকে করেন মিলন।
মুখে মুখ লাগাইয়া আদরে চুম্বন ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে দোনই মিলিয়া।
অঙ্গে অঙ্গে মিল দোন রহিল মজিয়া ॥
কামাতুরা মতি অতি বিপরীত গতি।
পুরুষে কামিনী দেখে কামে হয় মতি ॥
কামের সাগরে অতি তরঙ্গ দেখিয়া।
লাজেতে রহিল শাহা দু' আখি মুদিয়া ॥
কভু নাহি জানে শাহা কাম রসবতী।
লাজে আঁখি মুদি রহে না ছাড়ে যুবতী ॥
দুধকে ছানিয়া যেমন তুলেছে মাখন।
বদিওজ্জামালের তনু মোলাম তেমন ॥
বানুর আশনাই বাস পাইয়া রসিক।
আঁখি মেলি শাহাজাদা চাহে চারিদিক ॥
শরীর কম্পয় জোরে ধড়কে পরাণ।
কি করিব কি কহিব না সরে জবান ॥
রসবন্তী ভঙ্গি যদি ধরিয়া এখন।

নাহি জানি প্রাণেশ্বরী করেন কেমন ॥
ছয়ফল মুল্লুক মনে এমনি ভাবিয়া।
রাজি কি নারাজ বানু দেখে নিরক্ষিয়া ॥
ধরিল বানুর কুচে প্রেম রঙ্গ রসে।
শাহাজাদী রসমুখী মুচকিয়া হাসে ॥
ছয়ফল মুল্লুক দেখে খুসি পরে খুসি।
শরম ত্যাগিয়া ধরে বুকে বুকে কসি ॥
জড়াজড়ি ঘেঁসাঘেঁসি ছিড়িল কাঞ্চলি।
শাহাজাদা বানু দোন রসে মিলামিলি ॥
ভোমরায় মধু পান করে মন রসে।
পিয়াসী পাইল পানি অনেক দিবসে ॥
হারাধন পাইল যেন অনেক বিচারি।
তীরেতে শিকার পাইল যেনরে শিকারী ॥
কাঙ্গালে পাইল যেন পরশ পাথর।
সুন কুইচ বদলে পাইল লাল জোয়াহের ॥
সারাদিন ভুকা যেন থাকে রোজাদার।
শামে পাইল গোস্তরুটি করিতে এপ্তার ॥
বাঘেতে পাইল যেন গোস্ত হরিণের।
জোঁকেতে পাইল যেন রক্ত মনুষ্যের ॥
এই মতে শাহজাদা খুশিতে ডুবায়।
বানুকে করিয়া কোলে তরঙ্গ খেলায় ॥
বুকে বুকে মিশামিশি কামখেলা জোটে।
বানুর কমল ছাতি ধরে দোন মুঠে ॥
যেমন জড়াইয়া ধরে গাছ আর লতে।
সিঙ্গার নিকটে জোটে উড়াতে উড়াতে ॥
কামের সাগরে জোশে উথলে দু'জন।
কি করিব কি করিব এই সে জপন ॥
শাহাজাদা অতিরসে মাঙ্গে রসরতি।
নহে নহে বারে বারে বলেন যুবতী ॥
উহুঁ উহুঁ নহে নহে ছাড় ছাড় মোরে।
অবলা কুমারী আমি না ভজ আমারে ॥
সর্বদায় সত্য ভঙ্গ না কর আমার।
নহে নহে বিনোদিনী বলে বার বার ॥
ছি ছি শরমে মরি না ভজ আমারে।
দেখ দেখ মালেকা আসিল দেখ ফিরে ॥

শাহাজাদা শুনে বাত চতুর্দিকে চায়।
আশে পাশে কাহাকেও দেখিতে নাহি পায় ॥
কেন গো প্রিয়সী তুমি আমাকে ভাড়াও।
রসবতি দিয়া জান আমায় বাঁচাও ॥
চতুর্দশ বচ্ছর যাবত লাগিছে পিয়াস।
দেখাইয়া মিষ্ট পানি না কর নৈরাশ ॥
হাসি হাসি করে মানা রস বিনোদিনী।
না কর না কর প্রিয়া মোরে কলঙ্কিনী ॥
বে-শরম হইয়া যদি না ডর খোদাকে।
আখেরে শরমিন্দা হইয়া যাইবে দোজখে ॥
পরদারি বিষম কাম করা অনুচিত।
আমি কি বুঝাব নাথ আপনি পণ্ডিত ॥
বিদ্যায় ফাজেল তুমি সব শাস্ত্র জান।
তবেত এমন কর্ম করিতে চাও কেন ॥
তবু নাহি মানে শাহা কামের জ্বালায়।
অঞ্চলে উড়াত অঙ্গ ঢাকেন কন্যায় ॥
দোন হাতে ধরে বানু শাহজাদার পাও।
আজ তুমি ক্ষেম মোরে মোর মাথা খাও ॥
না কর কলঙ্ক পাপ না কর বদনাম।
সহজে সহজে প্রিয়া সাধ আপন কাম ॥
পাও ধরি বানু বলে আজি মোরে ছাড়।
পুরাইব মনের সাধ যত খাইতে পার ॥
তুমি ত পিয়াসী আমি মিষ্ট জল নদী।
পিইতে ফুরান নাই জনম অবধি ॥
তুমি রসকাগ আমি মধুর বোতল।
নয়া মধু বোতল ভরা করে টল মল ॥
এখানে বোতলে কাগ দিতে না উচিত।
সহজেতে সাবধানে ধর্মের পিরীত ॥
পাপের পিরীত কভু না হয় কাজের।
ধর্মের পিরীত নহে জেন্দেগী বাহের ॥
ছয়ফল মুল্লুক বলে বুঝে না মোর মন।
কাম জ্বালার আগুনেতে জ্বলে হইনু খুন।
বহুত দিনের পিয়াসা পানির ধারে গিয়া।
কেমনে ধরিবে চিত্তে পানি নাহি পিয়া ॥
শৃগাল কুকুরে যদি মৃত গরু পায়।

মনেতে সন্তুষ্ট নহে যাবত না খায় ॥
বাঘের সামনে হইতে ভাগিলে শিকার।
কেমনে ক্ষমিবে বাঘ করনা বিচার ॥
শিকারীর হাত হইতে শিকার ছুটিলে।
রোজাদারে শামের এপ্তার না পাইলে ॥
কেমন কেমন প্রাণ করে তা সবার।
বিবেচনা কর বানু মনে আপনার ॥
জিতা রোগীরে ঔষধ না দেয় কবিরাজ।
প্রাণ গেলে ঔষধ করিবে কোন কাজ ॥
বানু বলে যেই পুরুষ কামাতুর অতি।
মজি যে দেখিলে পরে সুন্দরী যুবতী ॥
তুমিত কামের পুরুষ কামেতে মজিবা ।
সুন্দরী যুবতী পাইলে মোরে না চাহিবা ॥
পুরুষ নিঠুর জাত বড়ই কঠিন।
ঘড়িতে দয়ায় রাখে ঘড়িতে কুদিন ॥
কাবুতে যখন থাকে ধরে আসে পায়।
হাসিল হইলে কাম চড়েন মাথায় ॥
যুবাকালে পিরীত করে হাতে পায় ধরিয়া।
যৌবন ফুরাইলে শেষে না চায় ফিরিয়া ॥
এই মতে আছে কত মনুষ্যের রীতি।
না করি তোমার সাথে বেওফা পিরীতি ॥
এখন ভাবেতে মন মজিছে তোমার।
যৌবন ফুরাইলে আদর না রবে আমার ॥
শাড়ির অঞ্চলে মুখ ঢাকেন যুবতী।
ছল কবে বুঝে বানু কেমন পিরীতি ॥
ছয়ফল মুল্লুক দেখি বানুর চরিত।
কাঁদিয়া লুটিয়া পড়ে গড়ায় ভূমিত ॥
দারুণ কামের আগুন সহিতে না পারি।
জেবেতে ডালিয়া হাত নিকালিল ছুরি ॥
হায়রে মেহান্নত মেরা গেল মিছা কাজে।
না রাখিব এ ছার জীবন সংসারের মাঝে ॥
এ ছার জীবন রাখি নাহি কোন কাজ।
মাশুক বিনে মউত মোর রোগের এলাজ ॥
শাহাজাদার এই হাল দেখি বিনোদিনী।
শাড়ির অঞ্চলে মুছে দুই চক্ষের পানি ॥

পরীজাদি বলে যদি না করি আশনাই।
মরিলে এমন প্রিয়া মোর কপালে ছাই ॥
পুরুষ যদি প্রাণ ত্যাজে নারীর কারণে।
পুরুষ বধের পাপে নারী জ্বলিবে আগুনে ॥
দেব কি মনুষ্য মধ্যে দেখিনু ঢুড়িয়া।
না পাইনু হেন রূপ জগৎ বিচারিয়া ॥
এই মানব বিনে আমি না ভজিব পতি।
যে হউক সে হউক পাছে করিব পিরীতি ॥
এই মত ভাবনা ভাবিয়া সুন্দরী।
হাসিতে হাসিতে বানু কাড়ি নিল ছুরি ॥
ছিনাইয়া লিয়া ছুরি দূরে দিল ফেলে।
বসিলেন রসমুখী প্রিয়া লইয়া কোলে ॥

॥ মুহম্মদ খাতের ॥

পিতা-পুত্রে যুদ্ধ

পহেলা সোহরাব মর্দ্দ তেগ লিয়া হাতে।
রোস্তম উপরে খেঁচে মারিল জোরেতে ॥
রোস্তম সে তেগ তার ঢালে উড়াইয়া।
ওয়ার করিল এক জোরেতে খেঁচিয়া ॥
বাও ভরে সোহরাব সে ওয়ার তাহার।
রদ কইল ঢাল দিয়া ছেরে আপনার ॥
এইরূপে তেগবাজি করে দু'জওয়ান।
কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান ॥
ঘড়ি চার তেগবাজি করিল এয়ছাই।
হইল দোহার তেগ করাত যেয়ছাই ॥
তারপরে নেজা লিয়া লড়িতে লাগিল।
টুটিয়া দোহার নেজা খান খান হইল ॥
নেজা টুটে গেল যদি গোর্জ্জ লিয়া ফের।
লড়িতে লাগিল দোহে যেন মস্ত শের ॥
গোর্জ্জ মারে ঢাল পরে গেরে যেন বাজ।
দু'দলে লস্কর তক পৌঁছিল আওয়াজ ॥
এইরূপে গোর্জ্জবাজি করিল বিস্তর।
কারি না হইল চোট কাহার উপর ॥
নেজা গোর্জ্জ তেগ যদি গেল নিবড়িয়া।
তখন দু-পাহালওয়ান ফাঁসি নেকালিয়া ॥
গলে লাগাইয়া খেঁচে দেয় খুব টান।
টুটিল দোহার ফাঁসি হইয়া খান খান ॥
এয়ছাই করিল জোর দোন আছওয়ার।
পারা পারা হইয়া গেল জেরা দোহাকার ।
ধমকের চোটে ঘোড়া না পারে দাঁড়াতে।
আজেজ হইয়া হাঁটু পাতে জমিনেতে ॥
পছিনা ছুটিল গায় হৈল শোরবোর।

গিয়াছে শুকায়ে ছাতি কম হইল জোর ॥
তখন রোস্তম কহে সোহরাব লাগিয়া।
থোড়া এয়ছা দম লেহ মহিম ছাড়িয়া ॥
তাহা না হইলে মরে ঘোড়া দোহাকার।
পেরেশানি হবে বড়া তোমার আমার ॥
ইহা বলে দুই জনে মহিম ছাড়িয়া।
খাড়া হইল জুদা জুদা তফাতে যাইয়া ॥
ঘোড়া হইতে উতারিয়া দুই পাহালওয়ান।
টহলিয়া ফিরিতে লাগিল সেইখান ॥
মহিমের পরিবন্দ দেখিয়া সবাই।
কহে কভু নাহি দেখি এমন লড়াই ॥
রোস্তম আপনা দেলে কহে এই বাত।
কভু এয়ছা জোর না করেছি কার সাথ ॥
করিনু বহুত জঙ্গ গিয়া ঠাঁই ঠাঁই।
কোনখানে না দেখিনু এমন সেফাই ॥
বড় পাহালওয়ান এই সোহরাব সর্দ্দার।
আমার দ্বিগুণ জোর গায়েতে ইহার ॥
লাড়কাই ওম্মরে মর্দ্দ এয়ছা জোর ধরে।
না জানি হইবে কেয়ছা জওয়ানি ওম্মরে ॥
মহিমে ইহার হাতে ফতে পাওয়া ভার।
না হইলে শরম হবে লোকের মাঝার ॥
এইরূপ দেল বিচে রোস্তম মর্দ্দানা।
ফতের লাগিয়া ছিল করিতে ভাবনা ॥
হেনকালে কহে ফের সোহরাব এয়ছাই।
আইস এবে তীরে তীরে করিব লড়াই ॥
ইহা বলে মোকাবেলা হইয়া দু'জওয়ান।
জুড়িল তীরের জঙ্গ লইয়া কামান ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে মারে তীর খেঁচিয়া জোরেতে
কেহ কারে নাহি পারে জখম করিতে ॥
এইরূপে দুই জনে বহুত লড়িয়া।
যার যত তীর ছিল গেল নিবড়িয়া ॥
তখন রোস্তম কহে সোহরাবের তরে।
কেমনে করিব জঙ্গ বেগর হাতিয়ারে ॥
আছিল হাতিয়ার যত হইল তামাম।
কিরূপে হইবে বল মহিমের কাম ॥

সোহরাব কহিল তবে শুনহ জওয়ান।
জঙ্গে ভঙ্গ দেও কেন হইয়া পাহালওয়ান ॥
এক বন্দ বাকী আছে কহিয়া জানাই।
আইস এবে করি দোঁহে কুস্তির লড়াই ॥
ধরাধরি করি দোঁহে দোঁহার কোমর।
ঘড়ি একে জানা যাবে যার যত জোর ॥
রোস্তম একথা শুনে হইয়া খোশাল।
ধরিল সোহরাবের কোমরের দেওয়াল ॥
সোহরাব কোমরে তার ধরিল জোরেতে।
দুইজনে খেঁচাখেঁচি লাগিল করিতে ॥
পহেলা করিল জোর রোস্তম সর্দ্দার।
রহিল সোহরাব মর্দ্দ ঘোড়াতে সওয়ার ॥
এয়ছাই করিল জোর রোস্তম মর্দ্দানা।
জামা জোড়া তর হইল ছুটিয়া পছিনা ॥
অজুদের রগ সব শিহরিয়া গেল।
আঙ্গুলের মাথা ফেটে লহু নেকালিল ॥
তবু না হেলাতে পারে সোহরাবের তরে।
সাবুদ রহিল মর্দ্দ ঘোড়ার উপরে ॥
রোস্তম ভাবেন কইনু বহুত লড়াই।
কভু এয়ছা জোর না করিনু কোন ঠাঁই ॥
যদি এ সোহরাব মর্দ্দ হইত পাহাড়।
ফেলিতাম একদমে দিয়া এক চাড় ॥
ইহা বলে খেঁচাখেঁচি করিয়া বিস্তর।
আখেরে লাচার হইয়া ছাড়িয়া কোমর ॥
সোহরাব কহিল জোর বুঝিনু তোমার।
আমি এবে জোর করি হও হুশিয়ার ॥
ইহা বলে রোস্তমের ধরিয়া কোমর।
উঠাইতে সোহরাব করিল খুব জোর ॥
খেঁচাখেঁচি করে মর্দ্দ হইয়া মস্ত হাল।
পছিনা ছুটিয়া গায়ে আঁখি হইল লাল ॥
জোরের ধমকে ঘোড়া লাগিল কাঁপিতে।
জমিনে পতিল হাঁটু না পারে দাঁড়াতে ॥
এয়ছাই করিয়া জোর সোহরাব তখন।
আখেরে ছাড়িয়া দিল হইয়া গোস্বামন ॥
গোর্জ্জ নিকালিয়া হাতে জোরেতে কুদিয়া।

রোস্তমের সের পরে মারিল খেঁচিয়া ॥
রোস্তম সে গোর্জ্জ ঢালে না পারে ধরিতে।
করি চোট আসিয়া যে লাগিল মাথাতে ॥
তখন সোহরাব কহে রোস্তমে এয়ছাই।
আর তুঝে তাব আছে করিতে লড়াই ॥
রোস্তম কহিল এতে কি হবে আমার।
আর এয়ছা দশ গোর্জ্জ করিলে ওয়ার ॥
তবু কি পারিবে মুঝে বেতাব করিতে।
কি হইবে এয়ছা এক গোর্জ্জের চোটেতে ॥
ইহা বলে কহে আজ হইয়া এল সাম।
মকুফ রাখিয়া এবে মহিমের কাম ॥
যার যে লস্করে গিয়া রহি রাতকালে।
মহিম করিব কাল আসিয়া সকালে ॥
সোহরাব কহেন আমি করেছি কারার।
যতক্ষণ নাহি ধরি বাদশাকে তোমার ॥
কদাচিৎ লস্করেতে না যাব ফিরিয়া।
ইহা বলে চলে মর্দ্দ তেগ হাতে লিয়া ॥
লস্করে কাউছ শাহা আছিল যেথায়।
হাঁকিয়া জোরেতে মর্দ্দ যাইয়া সেথায় ॥
মারিতে লাগিল তেগ ইরানী লস্করে।
যারে পায় মারে ঠায় তলওয়ারের জোরে।
ঘড়ি একে কত লোকে দিল গিরাইয়া।
ময়দানে লহুর নদী চলিল বহিয়া ॥
টিকিতে না পারে কেহ সোহরাবের আগে।
ডরেতে ইরানী লোক পিছে হেঁটে ভাগে ॥
এইরূপে লড়ে হেথা সোহরাব মর্দ্দানা।
রোস্তম কি করে হোথা শুন সর্বজনা ॥
সোহরাব আইল যবে লড়িতে এদিকে।
রোস্তম যাইয়া হোথা তুরুকের বাগে ॥
যেখানের সোহরাবের তুরকী লস্কর।
তেগ মেরে চলে সাহা সবার উপর ॥
গোস্বাভরে তেগ জোরে মারিয়া গিরায়।
দলে দলে মেরে চলে নাহি ছাড়ে কায় ॥
দফা দফা সাফ করে ঘোড়া বেড়ি দিয়া।
যে আইল না ফিরিল জান বাঁচাইয়া ॥

কারে ধরি বাও ভরে ফেঁকে দেয় দূরে।
মারে লাথি গিরে হাতী জমিন উপরে ॥
রক্স ঘোড়া মারে জোড়া যে আসে পিছেতে।
মারা গেল কত লোক ঘোড়ার লাথিতে ॥
চাক হেন ঘোরে যেন রোস্তম সর্দ্দার।
দেখে বন্ধ লাগে ধন্ধ তুরক সবার ॥
এইরূপে দুই দলে দোহ পাহালওয়ান।
গিরাইল কত লোকে না হয় বয়ান ॥
মারা গেল বে-শুমার দু'দলে লস্কর।
আল্লা বিনে কেহ তার নাহি জানে ওর ॥
তখন রোস্তম মর্দ্দ ভাবে মনে মনে।
দুই দলে এয়ছা যদি লড়ি দুইজনে ॥
তা হইলে মারা যাবে তামাম সেপাই।
গিধড় মরিলে তাতে লাভ কিছু নাই ॥
কিম্বা এয়ছা লড়ি যদি তা হইলে পরে।
সোহরাব লড়িবে হেথা ইরানী লস্করে ॥
নাহক সবারে দিবে হয়রান করিয়া।
আমি নাহি গেলে সে না আসিবে ফিরিয়া ॥
কি জানি যাইয়া যদি কাউছের সাথে।
মহিম তলব রাখে দেলের গোস্বাতে ॥
যদি সে কাউছ শাহা শরম পাইয়া।
লড়ে সোহরাবের সাথে ময়দানে আসিয়া ॥
তবে ত সে না আঁটিবে সোহরাবের সাথে।
আখেরেতে পেরেশানি হবে উঠাইতে ॥
এয়ছাই ভাবিয়া দেলে রোস্তম সরদার।
ঘোড়া হেঁকে লস্করে আইল আপনার ॥
সোহরাব লড়িতে ছিল কাহিল হাঁকিয়া।
আগে নাহি বায় যাও লস্করে ফিরিয়া ॥
এয়ছা জঙ্গ করা নহে মরদের শান।
নাহক সেপাই লোকে করা পেরেশান ॥
জোটের মাফিক হইলে লড় তার সাথে।
নহে এছা জঙ্গ করা লাভ কি তাহাতে ॥
সবুর করিয়া আজ থাক পাহালওয়ান।
লড়িব দুজনে ফের হইলে বিহান ॥
নহে যদি সাধ থাকে লড়িতে এখন।

মোকাবেলা হইয়া আইস লড়ি দুই জন ॥
সোহরাব একথা শুনে রোস্তমের ঠাঁই।
ফেরায় ঘোড়ার বাগ ছাড়িয়া লড়াই ॥
তাহার ভি তাব না আছিল লড়িতে।
সারাদিন করে জঙ্গ ভোক পিয়াসেতে ॥
এ কারণ ভেবে গুণে সোহরাব মর্দ্দানা।
ঘোড়া হেঁকে ফিরে আইল লস্করে আপনা ॥
রোস্তম দেখিল যদি ফিরিল সোহরাব।
তবে সে আপন ডোরে আসিল সেতাব ॥

তহ্মিনা-দর্শনে রুস্তম

গোস্বা না হইবে বাবা শুন দিল দিয়া।
আজ মেরা ডেরে চল মেহ্মান হইয়া ॥
খেয়ে পিয়ে আজ রাতে রহ খুশী মনে।
যেথা থাক ঘোড়া কাল পাইবে বেহানে ॥
এহা শুনে খুশী হইয়া রোস্তম সরদার।
দাওত কবুল করে সামগা শাহার ॥
হইয়া বহুত খুশী সেখানে থাকিয়া।
বাদশার মহল বিচে পৌঁছিল যাইয়া ॥
তাজিম করিয়া বাদশা রোস্তম কারণ।
সাহানা মছলন্দ পরে বসায়ে তখন ॥
রোবাব তাম্বুরা আর শারাব কাবাব।
আনিয়া মৌজুদ সব করিল সেতাব ॥
খুশীতে পিয়ালাবাজি করেন বসিয়া।
নেশাতে হইয়া মস্ত বাজা হাতে লিয়া ॥
কেহ গায় কেহ নাচে কেহ বা বাজায়।
এইরূপে আধা রাত গোজারিয়া যায় ॥
তার পরে খানা পানি নিল মাঙ্গাইয়া।
খেয়ে পিয়ে দিল বিচে খোশাল হইয়া ॥
রোস্তমের তরে সেই ঘরের ভিতর।

শোওয়ায়ে রাখিয়া বাদশা পালঙ্ক উপর ॥
আপান শুইল গিয়া দোসরা ঘরেতে।
রোস্তম একেলা শুয়ে রহে এখানেতে ॥
শুয়ে শুয়ে দিল খোশে রোস্তম সরদার।
দেখিতে আছিল সেই ঘরের বাহার ॥
হেন কালে আচানক পায় দেখিবারে।
নাজনি কুঁয়ারি এক পর্দার ভিতরে ॥
সুরাত জামাল বিবি নবীন মেহেরী।
রূপ-রঙ্গ দেখিতে জিনিয়া হুরপরী ॥
মতির মাফিক ঠিক সুরাত তাহার।
উঠেছে কমল দু'টি দিয়াছে বাহার ॥
ঠোঁট যেন রাঙ্গা জবা মাথা ভরা কেশ।
নানা অলঙ্কারে ধ্বনি করিয়াছে বেশ ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় হইয়া।
আলো করে পালঙ্কেতে রয়েছে বসিয়া ॥
দেখিয়া রোস্তম তার সুরাত জামাল।
হইয়া দিলের বিচে আশক খেয়াল ॥
পুছিল কে বটে তুমি কহ দেখি শুনি।
এত রাত হইল বসে জাগ একাকিনী ॥
শুনিয়া সে বিবি কহে রোস্তমের তরে।
আমার দুঃখের কথা কি কব তোমারে ॥
তবে যদি শুনিবারে করিলে খেয়াল।
শুনাই তোমার তরে আমার সে হাল ॥
সামগা শাহার বেটি আমি অভাগিনী।
না হইল সাদী মেরা থাকি একাকিনী ॥
তহ্‌মিনা আমার নাম শুন পাহালওয়ান।
শুনিলে আমার হাল হবে পেরেশান ॥
মুদ্দত হইতে নাম শুনিয়া তোমার।
দিল বিচে থাকি সদা হইয়া বেকারার ॥
এয়ছাই কারার করিয়াছি দিল জানে।
শাদী বিয়া না করিব তোমায় বিহনে ॥
রাত দিন থাকি তেরা রাহা তাকাইয়া।
বাপ মেরা এই হাল দেখিয়া শুনিয়া ॥
আনিবারে এখানেতে তোমার খাতির।
কোন রূপে ঠাহরিতে না পায় তদবীর ॥

আখেরেতে জাছুচ ভেজিল ঠাঁই ঠাঁই ।
দাও ঠাহরিয়া গিয়া তাহারা সবাই ॥
ঘোড়াকে পাইয়া তেরা ধরিয়া জোরেতে ।
আনিয়া হাজির করে দিল এখানেতে ॥
তুমি সেই ওছিলাতে আইলে হেথায় ।
না হলে দিদার তেরা পাওয়া হইত দায় ॥
যদি আসিয়াছ মেরা নসিবের গুণে ।
কহিনু তামাম হাল তোমার সামনে ॥
মেহের করিয়া কাল উঠিয়া ফজরে ।
করিবে দরখাস্ত মেরা বাপের হুজুরে ॥
বাপ মেরা খুবি চাহে তোমার কারণ ।
এই বাতে সের না হেলাবে কদাচন ॥
একথা কহিয়া বিবি সেখান হেইতে ।
আরাম করিল গিয়া মহল বিচেতে ॥
রোস্তম শুনিয়া বাত খোশাল অন্তরে ।
আরাম করিয়া রহে পালঙ্ক উপরে ॥
রাত গোজারিয়া গেল হইল ফজর ।
উঠিয়া রোস্তম মর্দ্দ বাদশার গোচর ॥
শাদীর পয়গাম কইল তহ্‌মিনা বিবির ।
শুনে শাহা রাজী হইয়া খোশাল খাতির ॥

[ছহি বড় শাহনামা]

তুরানী মায়াবী

তুরানে আছিল নাম যাদুগীর নারী ।
ছওছন বলিয়া নাম নবীন সুন্দরী ॥
এয়সাই যাদুর ফন্দ জানিত সে জন ।
ভোলাইত যাদু জোরে পুরুষের মন ॥
শের-নর বন্ধ হইত যাদুতে তাহার ।
সেই বিবি শুনিয়া বাদশার সমাচার ॥
আসিয়া আরজ করে শুন জাহাঁপানা ।
কেন তুমি দিল বিচে কর ভাবা-গোনা ॥

মোর তরে এবে তুমি দেহনা ভেজিয়া।
আমি গিয়া রোস্তমেরে যাদু লাগাইয়া ॥
কয়েদ করিয়া এনে দিব হুজুরেতে।
না কর আন্দেশা তুমি দিলের বিচেতে ॥
এয়সা যাদু জানি আমি শুন বিবরণ।
বান্ধিয়া আনিতে পারি পরীর কারণ ॥
চন্দ্র সূর্য তারাগণ থাকে আসমানেতে।
যাদু-জোরে জমি পরে পারি নামাইতে ॥
আফ্‌রাসিয়াব শুনে কবুল না করে।
কহে তুমি না পারিবে রোস্তমের তরে ॥
বড়া পাহালওয়ান সে রোস্তম যার নাম।
তার আগে নাহি খাটে যাদুগিরি কাম ॥
তবু সেই যাদুগীর আওরত বেপীর।
আপনার যাদু এক করিয়া জাহির ॥
দেখাইয়া দিল আফ্‌রাসিয়াবের তরে।
দেখে শাহা খোশালিত হইয়া অন্তরে ॥
হুকুম করিল তারে যাইতে তখন।
শুনে সেই দুরাচার হইয়া খুশী মন ॥
মালমাত্তা লোকজন সরঞ্জাম লিয়া।
বাদশার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ॥
পাহালওয়ান পিলছামে লিয়া সাথে করে।
আসিয়া সেখান হইতে ইরান শহরে ॥
যাইতে জাবল দেশে রাহা ছিল যেথা।
মুসাফিরখানা এক বানাইল সেথা ॥
এয়সাই হেকমতে ঘর করিল তৈয়ার।
চারিদিকে গড় খোদা মাফিক কেওয়াড় ॥
সেই ঘরে রহে বিবি লোকজন লিয়া।
হামেহাল রোস্তমের রাহা তাকাইয়া ॥
কিন্তু মুসাফির যত আসিয়া পৌছিত।
তাজিমে তা সবাকারে খানা খেলাইত ॥
শরাব কাবাব আদি তর তর মেওয়া।
খেলাইত লোকজন আসুদা করিয়া ॥
গাহানা বাজাতে খুব খুশী করে মন।
বিদায় করিয়া দিত সবার কারণ ॥
এইরূপে দুরাচার করিয়া মক্কর ॥

ঘর বানাইয়া রহে রাহার উপর ॥
রোস্তম জাবলে হেথা আপনার ঘরে।
এক রোজ খোশালিত হইয়া অন্তরে ॥
ইরানের নামি পাহালওয়ান যত জন।
মাঙ্গাইয়া নিল তাহা সবার কারণ ॥
খুশির মজলিস এক আরাস্তা করিয়া।
শরাব কাবাব খায় আমোদে মাতিয়া ॥
তুছ ও গোদর্জ্জ গেও বেজন সর্দ্দার।
হাজির আছিল সেথা যত নামদার ॥
একথা রহিল হেথা শোনহ সকলে।
তুছ পাহালওয়ান হোথা গোজারে কি হালে ॥
যখন গোস্বাতে মর্দ্দ নিকালিয়া যায়।
কত দূরে গিয়া রাহে দেখিবারে পায় ॥
কেল্লার মাফিক এক ঘর বালাখানা।
আছে সে ঘরের বিচে বহুতি সামানা ॥
আছিল বাবুর্চি সব খানা পাকাইতে।
গিয়া মর্দ্দ তাহা সবে লাগিল পুছিতে ॥
কহ ভাই মোর তরে করিয়া বয়ান।
শুনিবারে চাহি আমি কার এ-মকান ॥
যখন তুছের তরে তাহারা সবাই।
ফেরেব করিয়া বাত কহিল এয়ছাই ॥
সওদাগরজাদী এক ছওছন নামেতে।
আসিয়াছে এখানেতে তুরান হইতে ॥
নেকুই খাসলত এয়ছা রাখে সেই বিবি।
বয়ান করিয়া কত কব তার খুবি ॥
মুসাফির এই রাহে যেবা কেহ যায়।
মাঙ্গাইবা লিয়া বিবি তাহা সবাকায় ॥
খানাপিনা খিলাইয়া আসুদা করিয়া।
বিদায় করিয়া দেয় যায় খুশী হইয়া ॥
আর কত রাখিয়াছে খাবার আসবাব।
মেওয়াজাত ভাতে ভাত শরাব কাবাব ॥
যার যে খায়েস হয় খায় খুশী মনে।
মুসাফির খাস বিবি করিল এখানে ॥
একথা শুনিয়া তুছ খোশাল অন্তর।
কেননা ভুখেতে মর্দ্দ আছিল কাতর ॥

ঘোড়া হইতে তখনি নাবিল খুশী দিলে।
দরহাল চলিয়া গেল বিবির মহলে ॥
দেখিল রয়েছে বিবি পালঙ্কে বসিয়া।
রূপেতে মহল সারা উজালা করিয়া ॥
তখন পুছিল তুছ বিবির কারণ।
কহ বিবি কেবা তুমি শুনি বিবরণ ॥
বিবি বলে কি কহিব দুঃখের কাহিনী।
আমা হেন দুনিয়াতে নাহি অভাগিনী ॥
ছওছন আমার নাম শোনহ মর্দ্দানা।
জানিতুন আমি খুব গাহনা বাজনা ॥
এক মর্দ্দ মোর পরে আশক হইয়া।
আখেরে সে আমারে করিল সাদী বিয়া ॥
দেশে দেশে ফিরিত যে সওদাগরি কামে।
হামেশা তাহার ঘরে আছিনু আরামে ॥
পিয়ার করিত সেহ আমার লাগিয়া।
আছুদা রাখিয়াছিল মালমাত্তা দিয়া ॥
কতদিন এইরূপে গোজারিয়া গেল।
এলাহির কাজা সেই ওফাত করিল ॥
তার পরে আফ্‌রাসিয়াব দুরাচার।
চাহে মুঝে জরু বানাইতে আপনার ॥
রাখে এক্তেয়ার করে মালমাত্তা দিয়া।
সে কথা শুনিয়া আমি রাজি না হইয়া ॥
মালমাত্তা আপনার লিয়া লোকজনে।
ভাগিয়া তাহার ডরে আইনু এখানে ॥
দিল বিচে এবে এয়ছা করিয়াছি আশা।
খসরুর খেদমতে আমি রহিব হামেশা ॥
এয়ছাই ফেরেব দিয়া যদি সে বৈতাল।
কহিল তুছের আগে আপনার হাল ॥
ভুলিয়া তাহার বাতে তুছ নামদার।
পছন্দ করিল এহা দিলে আপনার ॥
বাদশার লায়েক বটে আছে এ-সুন্দরী।
যদি এয়সে বাদশার আগে লিয়া যাইতে পারি ॥
তা হইলে কায়খসরু বাদশার আগেতে।
মরতবা জেয়াদা মেরা হবে সবা হইতে ॥
দিলের বিচেতে মর্দ্দ ভাবিয়া এয়ছাই।

বিবিকে কহিল মুঝে দেহ কিছু খাই ॥
শুনিয়া তখনি বিবি উঠিয়া সেতাব।
আনিল তুছের আগে শরাব কাবাব ॥
পেয়ালা ঢালিয়া দেয় করিয়া পিয়ার।
মস্ত হালে খায় বসে তুছ নামদার ॥
খাইয়া যখন মর্দ্দ বেহুশ হইল।
সেই ওক্তে পিলছাম আসিয়া পৌঁছিল ॥
লিয়া সে তুছের তরে সেখান থাকিয়া।
রাখে বন্ধখানা বিচে কয়েদ করিয়া।
এমন সময় ফের গোদর্জ্জ সরদার।
আসিয়া পৌঁছিল সেথা হইয়া সওয়ার ॥
ঐ-মত শুনে মর্দ্দ বিবির খবর।
খুশিতে গেলেন চলে মহল ভিতর ॥
দেখিয়া ছওছন বিবি গোদর্জ্জের তরে।
হাত ধরে বসাইয়া পালঙ্ক উপরে ॥
আপনার হাল ছাড়া কহিয়া তামাম।
আনিয়া হজির কৈল শরাবের জাম ॥
তখন গোদর্জ্জ মর্দ্দ খাইয়া শরাব।
বিষম নেশার ঘোরে হইল বেতাব ॥
তুছের মাফিক ফের তাহার লাগিয়া।
পিলছাম লিয়া রাখে কয়েদ করিয়া ॥
তাহা বাদে গেও আর বেজন আইল।
তারাও ভি ঐ-রূপে কয়েদ হইল।
বিবি বলে এইরূপে ইরানী যতজন ॥
আসিবে এখানে তাহা সবার কারণ ॥
মক্কর ফেরেব দিয়া কয়েদ করিয়া।
তুরানে বাদশার আগে দিব পাঠাইয়া ॥
নাহিক মেহমান সারা ছিল সে বিবির।
যাদুর কারখানা খালি দাগার ফিকির ॥

[ছহি বড় শাহনামা]

॥ মুহম্মদ দানেশ ॥

বৈরাগ্য

শুন যত বেরাদর কহি কিছু সমাচার
শুন সবে আগামী কালাম।
রুমের শহর বিচে কস্তনতুনিয়া দেশে
এস্তাম্বল বলে যার নাম ॥
সেথা এক নামদার বড় সেই নেককার
নাম তার ছিল আজাদবক্ত।
মালদার ছিল বড়া লাখে লাখে হাতী ঘোড়া
বাদশাই মাদার তাজতক্ত ॥
হাজার শহর তার হয়েছিল তাবেদার
কি কহিব তাহার ঠিকানা।
আর যত বাদশাহ সবে আছিল তাহার তাবে
রুমে সবে ভেজিত খাজানা ॥
এনছাফ করিত এয়ছা নৌশেরণ্ডা বাদশা যেয়ছা
হাতেমের যত ছাখাওত।
রায়েত প্রজার ঘরে খোশালে গুজরান করে
আদল এনছাফ মহব্বত ॥
রাহাজানি ডাকু চোর নাহি ছিল সে শহর
সব ঠাঁই আছিল আবাদ।
গাঁটকাটা বাটপাড় পাইলে ভাঙ্গিত হাড়
দাদ খাঁরে দিত খুব দাদ ॥
তাহার আলম ভোর নাহি ছিল জুয়াচোর
জোলমের নাহি ছিল ডর।
খোশালেতে যায় দিন নাহি ছিল চুরি সিন্দ
রাত দিন খোলা থাকে ঘর ॥
দোকানি পাশারি যত গলি গলি ছিল কত
ঠাঁই ঠাঁই বাজার আর ঘাট।
খোশালেতে বেচা-কেনা কেহ নাহি করে মানা

দোকানেতে না দেয় কপাট ॥
মুছাফির গেলে পরে কেহ না জিজ্ঞাসা করে
কোন চিজ আছে তেরা ঠাঁই।
কোন বাতে পেরেশান নাহি থাকে কার জান
খুশি দেলে থাকয়ে সবাই ॥
ভুকা যদি পায় কাকে খুশি হালে তাকে ডাকে
তখনি খেলায় খানাপিনা।
খোশালে বিদেশী এসে জঙ্গলে ময়দানে বসে
কোন বাতে নাহিক ভাবনা ॥
ঠাঁই ঠাঁই থানাদার রন্দওলা বেশুমার
চৌকিদার ফেরে গলি গলি।
বদমায়েস লোক পেলে হাতে পায়ে বেন্ধে গলে
তখনি চড়ায়ে দেয় শুলি ॥
এমন তাকত নাই কেহ কিছু বলে ভাই
খোশালেতে করেন গুজরান।
বাঘ বক্‌রি এক সাথে ফেরে চলে জঙ্গলেতে
পেরেশান নাহি কার জান ॥
এয়ছা শুনি মুল্লুকের ঈদ যেন ফেতেরের
রোজ রোজ থাকে এছা ভাত।
ঘরে ঘরে হয় আলো দেখিতে শুনিতে ভাল
রোজ সেথা রমজানের রাত ॥
সুলতানাত ছিল যত তাহা বা কহিব কত
একে একে করিয়া বয়ান।
সব যদি লেখা যায় কেতাব বাড়িবে তায়
ভেবে শুনে দেখিনু নিদান ॥
এখাতেরে গেল ছাড়া কেতাব হইবে বড়া
শুন কিছু বাদশার খবর।
দবদবা হাশমত তার ছাখাওতি কারবার
বেশুমার আছিল লস্কর ॥
দেশে দেশে বাদশা সবে ভয়ে তারা ছিল তাবে
চলে সবে মানিয়া হুকুম।
কুদরত নাহিক কার যত নামি নামদার
কারু পরে করিতে জুলুম ॥
এমন হাশমত যার না ছিল গাফলত তার
রাতদিন আল্লার জেকের।

এবাদত বন্দেগী করে বসিয়া আপন ঘরে
দিনের কামেতে নাহি দের ॥
দুনিয়া আরাম ছেড়ে হামেশা নামাজ পড়ে
নেক রাহা বিনে নাহি কাম।
খুশির ছামান সারে মৌজুদ আছিল তারে
এক বাতে ছিল বড় গম ॥
ফরজন্দ না ছিল তার এই বাতে জারজার
হামেশা করিত মোনাজাত।
শুন আল্লা পরওয়ারে ফরজন্দ বখশহ মোরে
মাঙ্গে বাদশা উঠাইয়া হাত ॥
সব বাতে পুরা করে ফরজন্দ না দেও মোরে
এই বাতে রাখিলে আরমান।
যখন যাইব মরে যাবে মাত্তা কার ঘরে
কেন মুঝে কর পেরেশান ॥
সবার মালেক তুমি কোন বাতে নাহি কমি
মেরা পরে করিবে মেহের।
আমি বান্দা গুনাগার তুমি আল্লা গোফ্ফার
মাফ কর আপনি কাদের ॥
নহে মেরা তক্ত তাজ কিছু না আসিবে কাজ
নাম নিশান সব যাবে ডুবে।
চল্লিশ বরস গেল ফজরন্দ নাহিক হইল
কান্দে বাদশাহ এই কথা ভেবে ॥
এক রোজ আজাদবক্ত ছাড়িয়া বাদশাই তক্ত
চলে মর্দ মহল ভিতর।
শিশার মহল যেথা পৌঁছিল যাইয়া সেথা
দোয়া মাঙ্গে হইয়া কাতর ॥
বসিয়া সে আলম্পানা নামাজেতে পাঞ্জগানা
ওজিফাতে হইল মশগুল।
আয়না ছিল সামনেতে নজর পড়িল তাতে
চেয়ে দেখে গোফে পাকা চুল ॥
যত চুল ছিল তার কাল যেন অন্ধকার
তার বিচে এক চুল পাকা।
যেমন সে রাত কালে বিজলি চটক হইলে
আন্ধারেতে পাওয়া যায় দেখা ॥
নূরানি চেহারার ছবি যেমন ইউসুফ নবী

শামাদানে জ্বলে যেন্ বাতি।
জোলফ যেন মোছলে মার গেরদা দাড়ি মুখে তার
যেন কেহ রেখে গেছে মতি ॥
পাকা চুল দেখে শাদা সেই দর্দে করে আহা
বলে বাদশা করি কোন কাম।
বৃথা দিন বয়ে যায় কি করিব হায় হায়
এল বুঝি মউতের পয়গাম ॥
আঁখি হইতে পানি গেরে নিঃশ্বাস বহিল জোরে
দেল বিচে করেন আফসোস।
আল্লার বন্দেগী ছেড়ে দুনিয়ার হেরেছে পোড়ে
বুড়া হইনু পাকাইনু মোচ ॥
ভাবে বাদশাহ এই বলে এত যে মুল্লুক দিলে
কোন কামে আসিবে আমার।
মাল মুল্লুক হাতী ঘোড়া কত তাজ জামা জোড়া
এইসব ঘরে যাবে কার ॥
এল মুঝে এই সম রোজ রোজ জোর কম
হইল মুঝে জইফির হাল।
মালুম হইল মোরে সকলি নসিবে করে
তক্ত মেরা না রবে বাহাল ॥
আখেরে মরিতে হবে তাজাতক্ত কোথা রবে
এবে ছেড়ে দিই তক্ত তাজ।
যতদিন এ জেন্দেগী করি আমি বন্দেগী
আখেরেতে হবে যাতে কাজ ॥
এতেক ভাবিয়া বাদশা ছাড়িয়া দুনিয়ার আশা
করে মর্দ আখেরের কাম।
মহাম্মদ দানেশ বলে তোর এয়ছা দেল জ্বলে
তুমি কর পরের কালাম ॥

উচ্ছল যৌবনে

শরাব কাবাব খেয়ে ফিরি মস্ত হাল।
সওদাগরি তেজরতি নাহি সে খেয়াল ॥
কোথা হইতে আইল মাল কে করিল জমা

হিসাব কেতাব তার সব দিনু ক্ষমা ॥
এয়ার লোকের সাথে এছা মহব্বত।
সে সময়ে না আটিত কারুনের দওলত।
এছা ভাতে গোজারিয়া গেল কত দিন।
মাল মাত্তা কোথা গেল না রহিল চিন ॥
ঘর বাড়ি বেচে খেনু কোথা সে ইয়ার।
আখেরে টুকনি আর কোপনি হইল সার ॥
আপনার লহু যেবা করিতেন শরাব।
ছেরকে পিয়ালা করে দেলকে কাবাব ॥
ধড়কে সারিন্দা করে রগ করে তার।
দেখা হলে নাহি ডাকে সে সব ইয়ার ॥
গলাগলি কোলাকুলি ছালামে ছালাম।
তারা ফের পিঠ পিছে করেন বদনাম ॥
রাহা ঘাটে দেখা যদি হয় কার সাত।
আঁখি ছাপাইয়া যায় নাহি কহে বাত ॥
খাওাছ গোলাম আর নফর চাকর।
দেখা হলে মোরে তারা না পুছে খবর ॥
ভুকেতে অজুদ কাঁপে, পেট যায় জ্বলে।
ঘোড়ার খোরাক চানা তাও নাহি মিলে ॥
দুই তিন দিন ফাকা গুজারিয়া যায়।
চারিদিকে ভেবে কিছু না পাই উপায় ॥
বহিনের ঘর মেরা সেই শহরেতে।
এরাদা করিনু আমি সেখানে যাইতে ॥
রাহেতে যাইতে আমি কত ভাবি মনে।
বহিনের কাছে মুখ দেখাব কেমনে ॥
বাপ মেরা মরে গেছে হইল চার মাস।
সে হইতে বহিনের না লিনু তল্লাশ ॥
বহিন ভেজিল রোকা মেরা বরাবর।
না দিনু জওাব তারে না লিনু খবর ॥
সাত পাঁচ ভেবে এয়ছা করি ভাবাগোনা।
কোথায় যাইব ভেবে না পাই ঠিকানা ॥
লাচার হইয়া গেনু ভাবিতে ভাবিতে।
ফকিরি লেবাছ আর নাহি কিছু সাতে ॥
শরম ভরম খেয়ে লাচার হইয়া।
বহিনের বাড়ী শেষে পঙছাইনু যাইয়া ॥

পিয়ারা বহিন দেখে করে বড়া গম।
খোশালিতে ছিল দেখে পড়িল মাতম ॥
ভাই ভাই বলে মুঝে পুছে সমাচার।
মাত্তা হাতী ঘোড়া কি হইল তোমার ॥
লড়াই ভেড়াই হইল বুঝি কার সাথে।
কিম্বা কেউ লুটে লিল আসিতে রাহেতে ॥
বাপের আঁখের পুতলি মায়ের পরান।
আমার জানের জান বাপের সমান ॥
কি খাতেরে এয়ছা হাল কহ অভাগীরে।
কলেজা জ্বলিয়া যায় তোমার খাতেরে ॥
এ কথা শুনিয়া কিছু না দিনু জওাব।
ছের নিচে করে লিনু আঁখে আইল আব ॥
দেলে দর্দ মুখে আহা আঁখে আঁছ ঝরে।
মালুম করিয়া কিছু না কহিল মোরে ॥
হাম্মামে যাইয়া মুঝে গোছল দেলায়।
জরির লেবাছ এনে আমাকে পেন্দায় ॥
খোলাছা মোকান এক দিল মোর তরে।
আরামে গোজরান করে থাকি সেই ঘরে ॥
খাবার ছামানা মুঝে দেয় ভাতে ভাত।
রঙ্গ রঙ্গ খানা আর কত মেওাজাত ॥
কোন বাতে গম আর নাহি ছিল দেলে।
যে চিজ দরকার হইত তাই বসে মেলে ॥
আরাম পাইনু খুব দেলে আপনার।
আল্লার দরবারে ভেজি শোকরানা হাজার ॥
এইরূপে কত দিন রহিনু সেখানে।
ভাবনা আন্দেশা গম নাহি ছিল জানে ॥
এক রোজ বহিন এসে কহিল আমারে।
তুমি বিনে কেহ নাহি দুনিয়া ভিতরে ॥
আঁখের পুতলি মেরা ধড়ের পরান।
বাপ বাদে দেখি তুঝে বাপের সমান ॥
মা বাপ তরফে তুমি একেলা চেরাগ।
তুঝে দেখে খুশী আমি হইনু বাগেবাগ ॥
দেখা দিয়া মুঝে তুমি করিলে নেহাল।
হুজুরে আরজ করি করিবে খেয়াল ॥
কামাই করিতে আল্লা ভেজিল মর্দেরে।

আওরাত থাকিবে যত অন্দর ভিতরে ॥
মরদ হইয়া যদি না করে রোজগার।
হোরমৎ না থাকে তার সংসার মাঝার ॥
তুমি ভাই আইলে যদি বহিনের ঘরে।
হুশিয়ার করিয়া আমি দিই আপনারে ॥
শহরের লোক পাছে এই ভাবে মনে।
এমন না মর্দ মোরা না দেখি জাহানে ॥
বাপের দৌলত সব দিল লোটাইয়া।
বহিনের ঘরে থাকে কোন মুখ লিয়া ॥
এই বাতে হবে মেরা বড়ই শরম।
দুনিয়ার বিচে তেরা না রবে ভরম ॥
বাপ দাদার নাম তেরা সব যাবে ডুবে।
এই কথা ভাই তুমি দেলে দেখ ভেবে ॥
মনাছেব নহে তুঝে কহি এই বাত।
না করিলে শরমেতে মরিব নেহাত ॥
তোমার লাগিয়া মেরা দেল এয়ছা চায়।
খাল মেরা জুতা করে দিই তেরা পায় ॥
এখন আমার দেলে এমনি বোঝায়।
সওদাগরী কর তুমি যেথা জীউ চায় ॥
আল্লা করে ভাল তেরা হইবে আলবত।
নয় নয় দেখ থোড়া করিয়া মেহনত ॥
গরিবী হালেতে তুমি আছ পেরেশান।
কামেতে থাকিলে খুশি হবে তেরা জান ॥
নানা মতে বুঝাইল বহিন আমার।
পছন্দ হইল বাত শুনিয়া তাহার ॥
এই বাতে কান্দে বুন হামেশা দেলেতে।
শরমে কাহারে কিছু না পারি কহিতে ॥
মায়ের সমান তুমি বহিন আমার।
খালি হাতে কি প্রকারে হইবে রোজগার ॥
এতেক শুনিয়া গেল মহল ভিতর।
আনিল পঞ্চাশ তোড়া সোনার মহর ॥
আশরফি আমারে দিয়া কহিল খবর।
সওদাগর যায় সব দামেস্ক শহর ॥
সরঞ্জাম লেহ ভাই খরিদ করিয়া।
এক সওদাগরে দেহ হাওালা করিয়া ॥

লেখাপড়ি করি দেহ মজবুত করিয়া।
বাখুবি রাহেতে যাহ আপনি চলিয়া ॥
জাহাজের কেরায়া দিয়া লবে সব মাল।
বেচাকেনা কর গিয়া বুঝে হাল চাল ॥
এতেক শুনিয়া আমি গেনু বাজারেতে।
সওদা খরিদ করে দিনু জাহাজেতে ॥
ঈমানদার সওদাগরে সুঁপিনু তাহায়।
আপনি ঘোড়ায় চড়ে চলিনু রাহায় ॥
খাওা পেওা চিজ দিল বহিন আমার।
জামা জোড়া পিন্দে যাই হইয়া সওার ॥
কহিল বহিন তুঝে সুঁপিনু খোদায়।
ফের যেন চাঁদ মুখ দেখায় আমায় ॥
আমিও কহিনু আল্লা মালেক সবার।
ফিরে যেন এসে দেখি তোমার দিদার ॥

[ছহি বড় চাহার দরবেশ]

নরধর্ম

এতেক কহিয়া আমি বিদায় লইয়া।
মঞ্জেল মঞ্জেল রাহা গেনু নেকালিয়া ॥
যাইয়া পৌঁছিনু যেথা দামেস্ক সহর।
রাত হইল বাড়ী গেনু দরওয়াজা উপর ॥
দরওালি করিল বন্ধ দরওাজা গড়ের।
বহুত কহিনু তারে আমি মোছাফের ॥
না খোলে দরওয়াজা আমি হইনু লাচার।
পেরেশান হালে থাকি গড়ের বাহির ॥
বসিয়া জাগিয়া থাকি হইয়া কাতর।
এইরূপে গোজারিল রাত দুই প্রহর ॥
আচানক সিন্দুক এক গিরিল নিচেতে।
দেলের বিচেতে কত লাগিনু ভাবিতে ॥
এতদিন আল্লা বুঝি হইল মুঝে সখা।
সিন্দুক ভরিয়া মুঝে ভেজে দিল টাকা ॥

উঠিতে পড়িতে গেনু সিন্দুকের কাছে।
কাঠের সিন্দুক তাতে কুঞ্জি দেওয়া আছে ॥
খোশাল হইয়া আমি তুড়ি সেই ডালা।
ডালা উঠাইতে হইল দুনিয়া উজালা ॥
নেগাহ্ করিয়া আমি দেখি সে সুরত।
আফতাব সমান এক শুইয়া আওরাত ॥
বেহুশ হইনু আমি দেখিয়া তাহায়।
এইরূপে ঘড়ি এক গোজারিয়া যায় ॥
লহু নদী বহে চলে অজুদে তাহার।
ঘায়ের জ্বলনে বিবি ছিল বেকারার ॥
আহা আহা করে বিবি হইয়া বেহুশ।
বেওফা জালেম মেরা কি পাইলে দোষ ॥
কি বুরা করিনু তেরা শুনরে জালেম।
ভালাই করিনু তেরা হইয়া খাদেম ॥
এই ফল যদি হয় ভালাই করিলে।
একেবারে কেন মুঝে মেরে না ডালিলে ॥
এক চোটে মুঝে তুমি করে ডাল ছাফ।
আখেরে আল্লার কাছে হইবে এনছাফ ॥
আঁচলে ঢাকিল মুখ এতেক কহিয়া।
আমার তরফে বিবি দেখে না চাহিয়া ॥
হায় হায় করি আমি শুনিয়া এ বাত।
কেমনে এমন গায় চালাইব হাত ॥
তুতি জবানের বাত শুনিয়া বিবির।
এস্কেতে কলিজা বিচে লাগে তেরা তীর ॥
শিরী শক্কর এয়ছা তার মিঠা বাত।
দেলেতে বুঝিনু আমি হবে পরীজাত ॥
ভুরু জোড়া দিয়া চাড়া রাখিল কামান।
খেদঙ্গের তীর যেন চক্ষের মেজগান ॥
সে চক্ষের চাহনি যেন নারগেছের ফুল।
ঠোঁটের বরণ তার যেমন হিঙ্গুল ॥
মৃগ আঁখি চাঁদমুখ তার বিচে দিল।
সোনার পিঞ্জিরায় যেন বসিয়া কোকিল ॥
যতগুলি দাঁত যেন আনারের দানা।
নাকের গঠন ঠিক বাঁশরীর নমুনা ॥
মাথা ভরা কেশ তার পায়ে এসে গেরে।

সুগন্ধি মোহিত তার ভ্রমরা গুঞ্জরে ॥
বেলুনের মত বাজু ছাতিতে আনার।
পাতলি কোমার আর গলে দোলে হার ॥
চলন খঞ্জন যেন মুখ হাসি হাসি।
প্রেম ডোরে মোর গলে লাগাইল ফাঁসী ॥
বেতাব হইয়া আমি কান্দি জারে জার।
নাজুক বদন পরে কে দিল আজার ॥
জালেম জল্লাদ সেই নাহি দয়ামায়া।
হোশ গোস নাহি তার বড়ই বেহায়া ॥
ওজুদের বিচে খালি বাকী ছিল জান।
আমার আওাজ শুনে করিল ধিয়ান ॥
মুখের কাপড় তুলে চায় মেরা পানে।
চাহনির তীর আইসে লাগে মেরা জানে ॥
কাতর হইয়া আমি পুছিনু তাহারে।
রাছ বাত কহ বিবি আমার হুজুরে ॥
কে করিল চোট তুঝে কেবা দিল ফেলে।
শুনিয়া খাতের জমা হোক মেরা দেলে ॥
[ছহি বড় চাহার দরবেশ]

জেরবাদের রাজকন্যার আত্মকথা

তোমার দুঃখের কথা, সকলি কহিলে হেথা,
শুন বলি আমার উপদেশ।
মন দিয়া শুন তুমি, রাজার কুমারী আমি,
জেরবাদ নামে ঐ দেশ ॥
ঐ যে জেন্দান বিচে যে জন কয়েদ আছে,
পিতার পাত্রের হয় পুত্র।
নাম ওর বাহারমন্দ, জানে নানা রঙ্গভঙ্গ,
সর্বশাস্ত্রে শিখে হৈল সূত্র ॥
একদিন মহারাজ, ত্যজিয়া সে রাজকাজ,
পাত্রমিত্র সবার সহিত।
কত সাধু পুত্রগণ, আনন্দিত হৈয়া মন,
এক মাঠে হৈল উপনীত ॥

নানা অলঙ্কার পরে, সকলে কৌতুক করে,
কেহ আসে করে কোরে বসি।
চুয়া ও চন্দন অঙ্গে, নানা রঙ্গ ফুল সঙ্গে,
যেন সবে পূর্ণিমার শশী ॥
কেহ বা চড়িয়া ঘোড়া, পিঠে ঢাল হস্তে খাঁড়া,
কেহ আইল হস্তীর উপর।
কেহ মারে মালসাট, কেহ করে গীত নাট,
আনন্দের নাহি কিছু ওর ॥
কেহ বা পরিয়া খাস, বসিয়া খেলায় পাশ,
কেহ কেহ খেলেন চৌগান।
যার যত ছিল সাধ্যি, দেখাইল বিদ্যাবুদ্ধি,
যার ঘটে যত ছিল জ্ঞান ॥
মাতা মোরে সাথে নিয়া, বাহার দালানে গিয়া,
গোপনে তামাশা দেখে বসে।
সখীগণ ছিল সাথে, হাসি খেলি কৌতুকেতে
মন মগ্ন হয়ে গেল রসে ॥
দেওয়ান কুমারে দেখে, শর হেন লাগে বুকে,
বিরহেতে হৈনু কাতর।
যতেক সাধুর বালা, নানা রঙ্গে করে হেলা,
সবা হৈতে সুরূপ সুন্দর ॥
দেখে মোর পোড়ে মন, পলকেতে অচেতন,
ভেবে কিছু নাহি পাই দিশে।
দাসীকে বলিনু আসি, এনে দেহ ঐ শশী,
অশ্ব পরে যেবা আছে বসে ॥
দাসীকে শিরোপা দিয়া, নানা মতে বুঝাইয়া,
গোপনে আনিতে কহি তারে।
শিরোপা পাইয়া দাসী, অন্তরেতে হৈয়া খুশী,
এনে দিল দেওয়ান কুমারে ॥
কুমারে পাইনু যদি, বহিল তরঙ্গ নদী,
উথলিল প্রেমের সাগরে।
দোঁহে মিলে একস্তরে, শয়ন মন্দির ঘরে,
থাকি মোরা আনন্দ-অন্তরে ॥
একদিন গোপনেতে, বসে দোঁহে কৌতুকেতে
বাক্য ছলে করি পরিহাস।
কোটাল দেখিতে পেয়ে, রাজারে কহিল গিয়ে,

শুনে রাজা বলে সর্বনাশ ॥
ক্রোধে বলে কোটালেরে, পলকে আনিয়া ধরে,
কেটে ফেল মস্তক তাহার।
সভাসদগণ শুনে, প্রমাদ গুণিয়া মনে,
প্রাণরক্ষা করাইল তার ॥
শেষে হৈল এই যুক্তি, কুঁয়াতে ফেলিয়া শাস্তি,
কর ওরে শুন মহারাজ।
শুনে রাজা দিল সায়, জিন্দানেতে ফেলে তায়,
পিতা মোর করে এই কাজ ॥
করে যেই রজনীতে, ভাগ্না তার ছিল সাথে,
চোর সঙ্গ হৈয়া গেল চোর।
হৈল বচ্ছর তিন, অন্ন বিনে তনু ক্ষীণ,
সেই শোকে হৈল কাতর ॥
এই দুঃখ হৈল মনে, ধরে এই দুইজনে,
শাস্তি দেয় না করে বিচার।
কোন শোকে নাহি জনি, থাকি চির বিরহিণী,
দোষ ঘাট না বুঝিল তার ॥
শুনে তার মধুর বাণী, ব্যাকুল হৈল প্রাণী,
মন দগ্ধ হৈনু বিকল।
বন্দী হৈনু প্রেম ফান্দে, সতত পরান কান্দে,
এ কারণে ত্যাগি অন্নজল ॥
কাল নিশি অবশেষে, আমার শিয়রে বসে,
দেখাইল এমনি স্বপন।
ত্বরা গিয়া ইন্দেরাতে, দড়ি ফেলে ভিতরেতে,
তোলে কন্যা পাত্রের নন্দন ॥
মুকুতা মানিক লিয়া, কুমারের বেশ কিয়া,
যাবে চড়ে অশ্বের উপর।
বিলম্ব না কর সেথা, এত বলে গেল কোথা,
নিন্দ ভঙ্গ হয়ে গেল মোর ॥
দৃষ্টি করি চারি পানে, কেহ নাই কোন খানে,
ভেবে কিছু নাহি পাই দিশে।
শয়ন হৈল ফের, তিলেক না করি দের,
যাই সেথা কুমারের বেশে ॥
বিধাতা হইল সখা, ললাটে তোমার লেখা,
ভাগ্যগুণে হৈলে উদ্ধার।

যা থাকে আমার ভাগ্যে, তোমারে পাইলে আজ্ঞে,
দিই কিছু করিতে আহার ॥
পুরি কচুরি খাই, লুচি চিনি মণ্ডা দই,
সন্দেশ জিলিপী মতিচুর।
কত ভাতি কত ঝোল, ডাল বা ঘণ্ট অম্বল,
ঘৃত দিয়া রান্ধিল ডুমুর ॥
দয়া করে সেই কন্যে, দুঃখ করে মোর জন্যে,
খাওয়াইল কতেক ছামান।
লেবাছ পোষাক দিয়া, রাখে মুঝে নেওয়াজিয়া,
জানে কিছু পাইনু আছান ॥
খাড়া খাড়া সেই ঘড়ি, দোগানা নামাজ পড়ি,
পানা চাহি উঠাইয়া হাত।
দেখিয়া রাজার বেটী, রূপেগুণে পরিপাটী,
পুছিতে লাগিল এই বাত ॥
শুনহ সাধুর বালা, কি নিমিত্তে এত বেলা,
ওঠা-বসা কিসের কারণ।
কহি তারে শুন কন্যে, ওঠা বসা তার জন্যে
যার তাবে এ চৌদ্দ ভুবন ॥
আছমান জমিন আদি, জঙ্গল পাহাড় নদী,
কৈল যেবা চক্ষের পলকে।
তামাম জাহান বিচে, যে কিছু পয়দা আছে,
সবার মালেক জান তাঁকে ॥
জেন্দান হৈতে মোরে, যে জনা উদ্ধার করে,
অছিলা করিল যেবা তুঝে।
মেহের হৈল তার, ভেজে তুঝে মদদগার,
এত বেলা ছিনু তার কাজে ॥
কন্যা বলে মেহেরবান, তুমি বুঝি মুসলমান,
শুনে আমি পড়িনু আলহামদু।
কন্যা ফের বলে মোরে, যাব তেরা দিন পরে,
ভুলা নাহি যায় তেরা দর্দ ॥
আলহামদু পড়িয়া ফিরে কলেমা পড়াই তারে,
কবুল করিল মেরা দিন।
মোহাম্মদ দানেশ বলে, শুনে খুশী হৈল দেলে,
বল সবে আমিন আমিন ॥

[ছহি বড় চাহার দরবেশ]

দুলদুলের প্রতাপ

দুলদুলে রাখিয়া যবে আলি পাহালওয়ান।
মসাহেব সাথে শাহি দরবারেতে যান ॥
বাদশার লোকের তরে করিল হুশিয়ার।
খায়েশ না কর কেহ হইতে সওয়ার ॥
কেননা কদম চাল এই যে ঘোড়ার।
চালাতে নারিবে কেহ সেওায় আমার ॥
এ কথা বলিয়া আলি দরবারেতে গেল।
এক জওয়াঁ মর্দ সেথা আসিয়া পৌঁছিল ॥
বড় পাহালওয়ান সেহ রোস্তমের মতে।
দুলদুলে দেখিয়া সেহ লাগিল পুছিতে ॥
কার এই ঘোড়া তাহা বল মোর তরে।
কহিল বাদশার লোক তাহার খাতেরে ॥
এক সওদাগর সেথা আসিয়া পৌঁছিল।
সেই মর্দ ঘোড়া রেখে দরবারেতে গেল ॥
কিন্তু এই ঘোড়ার নজদিকে না যাইবে।
যাইবার কালে মানা করে গেছে সবে ॥
ঘোড়া হইতে সবে রহিবে হুশিয়ার।
চড়িতে না পারিবে কেহ সেওায় আমার ॥
সেই গাধা ফখর করিয়া এহা কয়।
একি কথা বল যাহা শুনিবার নয় ॥
এখনি সওয়ার হব দেখ তাকাইয়া।
দুলদুলের কাছে গেল এ কথা বলিয়া ॥
দুলদুল দেখিয়া সেই কাফেরের তরে।
হিন হিন শব্দ করে উঠিল একুবারে ॥
সেই আহাম্মকের পানে আড়চক্ষে চায়।
আনাড়ি ওয়াকেফ নাহি ছিল সে কথায় ॥
যবে সে নজদিক হইতে নাহিক ভাগিল।

দাঁতে চিবাইয়া তাহে দূরে ফেঁকে দিল ॥
দোছরা খাওয়ারি সেই দেখে এ' প্রকার।
গোস্বাতে কহিল জোর বুঝিব ঘোড়ার ॥
নিতান্ত আজল তার আসিয়া পৌঁছিল।
দুলদুলে সওয়ার হইতে আগেতে বাড়িল ॥
যবে সে নজদিকে গেল করে তান সান।
সেইরূপে বিচাইয়া কৈল খান খান ॥
এইরূপে একে একে তিরিশ সওার।
সবে জওা মর্দা ছিল জোরে জোরওয়ার ॥
দুলদুল সবার তরে দাঁতে চিবাইয়া।
একেবারে দিল নেস্ত নাবুদ করিয়া।
এহা বিচে আইল শাহি দারোগা সেখানে ॥
আছিল বহুত জোর তাহার বদনে।
ছিল তার নাম মীর আমুর বলিয়া ॥
দুলদুলের হাল সেই কানেতে শুনিয়া।
বহুত তাজ্জব হইল দেলে আপনার ॥
কহিতে লাগিল সবে থাম একবার।
দেখ আমি এখনি করিয়া বশ ওরে ॥
সওয়ার হইব ঐ ঘোড়ার উপরে।
লোকেতে তাহাকে মানা করে বারেবার ॥
সে বলে দেখ না মিয়া ইহা কোন ছার।
জঙ্গলি শেরের পিঠে জিন বান্ধি আমি।
ঘোড়াকে দেখিয়া আমি কেমনেতে থামি।
এ কথা বলিয়া সে ঘোড়ার কাছে যায় ॥
গোস্বাতে দুলদুল ঘোড়া লাত মারে তায়।
এয়ছায় কুওতে লাত মারিল দুলদুল ॥
টুটিল মাথার খুলি মরে নামাকুল।
মগজ জমিনে গিরে খুলি হইল খালি ॥
তা দেখে সেখানে এক পড়িল খলবলি।
এয়ছায় হইল শোর-গোল সে জাগায় ॥
দেখিয়া তামাম লোক করে হায় হায়।
এক মোসাহেব গিয়া হুজিরে বাদশার ॥
কহিল তামাম হাল দুলদুল ঘোড়ার।
সেই সওদাগর এক ঘোড়া লিয়া আইল ॥
শাহি দারোগায় সেহ মারিয়া ডালিল।

জোনাব আলী

সে দারোগা জঙ্গলি বাঘেরে পাকড়িয়া ॥
সওয়ার হইত তাতে জিন লাগাইয়া।
তাহা সেওা তিরিশ পাহালওয়ানে মারে আর ॥
শুনিয়া তাজ্জব হইল তামাম দরবার।

[জঙ্গে হায়দার]

॥ মুহম্মদ বক্তার খান ॥

সূর্জ্জ উজাল বিবির সওয়াল

আল্লা আল্লা বল ভাই যত মোমিনগণ।
সূর্জ্জ উজাল বিবির কথা শুন দিয়া মন ॥
সূর্জ্জ উজাল বিবি যদি সূর্য পানে চায়।
দেখিয়া আসমানের সূর্য সেই লজ্জা পায় ॥
সূর্জ্জ উজাল বিবি এয়সাই রঙ্গ লাল।
আসমানের চন্দ্র দেখে হয় ময়লা হাল ॥
হানিফার পয়দাশেতে আল্লা ছিল সখা।
কোন ছলে সেই বিবি সাথে হইল দেখা ॥
পহেলা করেছে সাদি মল্লিকা আকার।
তারপরে করে সাদি জৈগুন সুন্দর ॥
সোমর্ত্তভানে করে সাদি জোরে পাহালওয়ান।
তারপরে করে সাদি বিবি সোনাভান ॥
পবন কুমারী বিভা করে আপনার জোরে।
এই পঞ্চ বিবি দেখ হানিফার ঘরে ॥...
শুনহ হানিফা সাহা এই বাত বলি।
দু-চক্ষে সৃজিল জেরা নিয়া কোন কালি ॥
কোন কালিতে কালা পাগ তবে বান্ধে ছেরে।
কোন কালি আছে তেরা ধড়ের মাঝারে ॥
কোন কালি হইতে পয়দা হইল নবীজী।
কোন আসনে গর্ভ থেকে নাম নিল কি ॥
তুমি মোরে গালি দিলে বলিয়া কুফর।
এই সকল বাতে মেরা দেহ না উত্তর ॥
পুরুষের ঋতু কোথা হয় বিকশিত।
সে কথা বিচার করে কহ তো পণ্ডিত ॥
ভব নদীর সিন্ধু কেমনে হবে পার।
কয় চিজে চাঁদ পয়দা হইয়াছে তোমার ॥
কোথা হস্ত পদ কোথা হইতে হইল নারী।
মায়ের পেটেতে ছিল কোন জোগ শিয়ারী ॥

মায়ের পেটে কোন আসনে ছিলে সাহেবজি।
বাহির হইয়া আগে দেখেছিলে কি ॥
আব আতশ খাক বাদ চারি চিজ তন।
হায়াত মউত কোথা কহ বিবরণ ॥
আঠার চিজের কথা কহ না সন্ধান।
এলাহির বার চিজ মঞ্জিল মোকাম ॥
আর এক ভেদ কথা কৈয়া দেহ মোরে।
অমাবস্যা লাগিলে চন্দ্র থাকে কোথাকারে ॥
লাঠি হাতে আজরাইল সাথে মেরা ফেরে।
তার কিছু ভেদ কহ তবে লবে মোরে ॥
ঘরে রহি মরে যদি আমার এগানা।
নিজ ঘরে বৈসে কোথা পাইবে ঠেকানা ॥
শুনিয়া হানিফা সাহা তাজ্জব হইল।
এয়ছা হকিকত রাড় হইয়া পাইল।
আমি তো না হইনু আল্লা এয়ছা খবরদার।
ইহার জওয়াব দিতে তাকত কাহার ॥
দিলেতে ভাবিয়া মর্দ বিবির আগে কয়।
আগামী কহিব আজ দিন ভাল নয়।
আজি তুমি চলে যাও আপনার ঘরে।
বেহানে জওয়াব পাবে আসিয়া ফজরে ॥
বিবি বলে তবে মর্দ ঘরে আমি যাই।
ফজরে আসিয়া যেন এর জওয়াব পাই ॥
জওয়াব না দিতে পার পাবে যন্ত্রনা।
আওয়াজেতে উড়াইব না পাবে ঠিকানা ॥...
তবে বিবি সূর্জ্জ উজাল হইতে ফজর।
চলিয়া আইল যে হানিফা বরাবর ॥
আসিয়া পুছিল বিবি হানিফার তরে।
আপনি কথার আজি জওয়াব দেহ মোরে ॥
হানিফা বলেন তেরা কোন ছার বাত।
ইহার জওয়াব আমি দিব তেরা সাথ ॥
পশু মেরা আছে এক ফেরে সাথে সাথে।
তাহার মুস্কিল নাই তেরা সওয়ালেতে ॥
বড়ই সওয়াল মিছে শিখিয়াছ তুমি।
তেরা কাছে ইহার জওয়াব দিব আমি ॥
সাদওয়ান বেগর হানিফা আছিল কাতরে।

সাদওয়ান খাইতে ধড়ে আইল বুদ্ধি জোরে ॥
এখন বিবির তরে নাহি কিছু ভয়।
কহিল বিবিরে কবুল কর না আমায় ॥
এতেক শুনিয়া বিবি গোস্বায় জ্বলিল।
এলাহির নামে দম শুমার করিল ॥
জোরে বসে ডাকে নাম ঘোর হইল আঁখি।
জমিন আছমান জ্বলে আইল হেন দেখি ॥
গাভীতে বাছুর ছাড়ে আওরাত ছাওয়াল।
গাছ হইতে কাঁচা পাকা পড়ে কত ফল ॥
দুনিয়া হইল ঘোর দম হইতে সারা।
আছমান হইতে যেন ছুটিলেক তারা ॥
বাসুকি গরম হইল পাতালের বালি।
হানিফা ধরেছে পর সামনেতে তুলি ॥
ঘোড়াখেতুর যেই পর দিয়াছিল তারে।
সামনে ধরেছে আর কি করিতে পারে ॥
সূর্জ্জ উজাল বিবি যবে হাঁকিল আওয়াজ।
হেথায় জৈগুন তার পাইল আওয়াজ ॥
কেতাব দেখিয়া বিবি করেন ক্রন্দন।
বিবি হানু তার তরে পুঁছিল যখন ॥
চাঁদ মুখ ভাসিয়া চলে দুই আঁখির পানি।
কোন শোকে কান্দ তুমি কহ দেখি শুনি ॥
হানিফা গিয়াছে বারকোটে যে শহরে।
আছে কিবা মারা গেছে পাইলে শাস্তরে ॥
হানিফা মরেছে বুঝি সাদওয়ান বেগরে।
শাস্তরে জানিয়া কান্দ না কহ আমারে ॥
এতেক বলিয়া বিবি কান্দিয়া উঠিল।
পুত্র পুত্র বলিয়া যে বেহুশ হইল ॥
কতক্ষণ বাদে বিবি হুশ যে হইল।
আফছোছ করিয়া বিবি কাঁদিতে লাগিল ॥
কোলেতে মরিত যদি হানিফা আমার।
আশা পূর্ণ হইত মুখ দেখিয়া বাছার ॥
গোর দিয়া রাখিতাম আপনা সামনে।
দেখিতাম বাছার গোর বৈকাল বেহানে ॥
বিদেশে মরিল বাছা দানা না পাইয়া।
এ শোক পোহাব আমি কত কাল রইয়া ॥

॥ বেলায়েত হোসেন ॥

মায়া-উদ্যান

এক রোজ হইল বড় আপ্তাবের জোর।
পিয়াছেতে ছাতি ফাটে হইল কাতর ॥
পানির গমাগম নাহি ছিল সে ময়দানে।
জবান হইল খোস্ক পেরেশান জানে ॥
জমিন গরম হইল ধূপের জোরেতে।
তাহাতে পায়ের তলা লাগিল জ্বলিতে ॥
এমন ধূপের জোর ছিল সেই দিন।
চেহারা বিলকুল তার হইল মলিন ॥
দু এক কদম নাহি চলিতে সে পারে।
কলিজা কাবাব হইল পেয়াছের জোরে ॥
যতেক পরেন্দা ছিল ময়দানেতে।
পাতার ভিতরে তারা ছিল ছাপাইতে ॥
চৌপায়া জানওয়ার নাহি ছিল সে ময়দানে
কাক চিল নীরব সব ছিল সেইখানে ॥
চারি তরফেতে বড় তাপ যে ধূপের।
ময়দানের বালু হইল মেছেল আগের ॥
পিয়াছের জোরে জান যতেক জানওয়ার।
বড় পেরেশান তারা ছিল বেকারার।
গরমের হাওয়া যবে লাগে তা সবায়।
একেবারে নাক মুখ ঝলসাইয়া যায় ॥
ধূপের জোরেতে সেই ময়দানের পানি।
টগবগ করেছিল ফুটিতে আপনি ॥
ধড়ফড় করে তায় যত মাছ ছিল।
ছের পীটে কেনারায় কুদিতে লাগিল ॥
এমন ছফরেতে বাঁচে জিন্দিগী কিমতে।
চুল্লু ভর পানি যেথা না মেলে পিইতে ॥
শুকায়ে গাছের পাতা করে কড় কড়।
পাখী সব পর খুলে করে ধড়ফড় ॥
চৌপায়া জানওয়ার যত এক তরফেতে।

সকলে হাঁপিতে ছিল ধূপের জোরেতে ॥
এস্কের গরমিতে একে জ্বলে তার জান।
দোছরা তাপেতে ফের হইল পেরেশান ॥
সেইত জঙ্গল ছিল ময়দান হাশর।
বড়ই কঠিন ছিল সূরুজের জোর ॥
নেহাত লাচার আর আজেজ হইয়া।
এক তরফেতে দেখে নজর করিয়া ॥
বহুত দরক্ত সেথা দেখে ছায়াদার।
শাহজাদা গেল তবে নজদিকে তাহার ॥
মাকুল হাওয়াজ এক ছিল তার বিচে।
বড়ই ছাফাই পানি ভরা তাহে আছে ॥
শাহজাদা পানি বিনা ছিলেন হয়রান।
পানি দেখে ধড়ে ফের বসে তার জান ॥
ঠাণ্ডা হইল আঁখি তার সেই যে পানিতে।
ঘোড়া হইতে পানি পিতে ঝোঁকে হাওজেতে ॥
ইলাহী হইল বাম ফের তার তরে।
দেখ ক্যায়ছা মুছিবতে ডালেন তাহারে ॥
যাহার খাতেরে সেই ছিল পেরেশান।
ঢুড়িয়া যাহাকে ফেরে জঙ্গল ময়দান ॥
সেই যে মাশুক দেখে পানির ভিতর।
যখন পড়িল আঁখি তাহার উপর ॥
শাহজাদাকে দেখে বিবি লাগিল কহিতে।
গেরেপ্তার আছ তুমি মেরা মোহব্বতে ॥
বড়া দের হইতে তেরা আছি এন্তেজার।
সেতাবি পঙছিলে তুমি শোকর আল্লার ॥
দেরি নাহি কর কুদে পড় হাওজেতে।
বেকারার আছে জান তেরা খাতেরেতে ॥
শাহাজাদা শুনে ইহা আঁখ বন্দ করে।
কুদিয়া পড়িল সেই হাউজ উপরে ॥
জিন্দিগী হইতে মর্দ ওঠাইয়া হাত।
কহিতে লাগিল ফের জবানে এ বাত ॥
তেরা খেয়ালেতে কুদে হাওজে পড়িনু।
না পারিবে রোস্তম আমি যে কাম করিনু ॥
যেমন কুদিয়া সে পড়িল হাওজেতে।
নিচে পাঙ করিয়া চলিল পাতালেতে ॥

ঘড়ি এক বাদে পাঙ জমিনেতে ঠেকে।
নজর করিয়া মর্দ দেখে আপনাকে ॥
কোথা বা হাওজ আর কোথা তার পানি।
কোথা বা মাশুক তার না মেলে নিশানি ॥
বেবাহা ময়দানে মর্দ দেখে আপনাকে।
রোস্তম দেখিত যদি পড়িত বিপাকে ॥
আপনাকে আপনি সে কহে বুঝাইয়া।
দোছরা মুছিবতে ফের পড়িলে আসিয়া ॥
তোতার যতেক বাত আইল আগেতে।
চার দিওয়ারি আলিশান দেখে সামনেতে ॥
যখন পঙছিল গিয়া নজদিগে তাহার।
বাগান মাকান দেখে ভিতরে তাহার ॥
বড়ই মাকুল হাওয়া মিঠা মিঠা বহে।
শাহজাদা খোশালিত হইল বড়া তাহে ॥
গরমির তাপের জোর বড়া ছিল তারে।
বেডর চলিল সেই বাগান ভিতরে ॥
নেহাত মাকুল ছিল সেই যে বাগান।
তাহার খুবির কথা না হয় বয়ান ॥
দরক্ত যতেক ছিল কাতারে কাতার।
নানা রঙ্গ ফুল তায় ছিল বেশুমার ॥
বাগানের চারিধারে হাওজ ছিল জারি।
ফোওয়ারা ছুটিতেছিল তাহে সারি সারি ॥
জানওয়ার যতেক সব দরক্ত উপরে।
নানা রঙ্গে গীত তারা ছিল গাহিবারে ॥
মেওয়ার সকল গাছ ছিল ত ঝুঁকিয়া।
ফুলেতে বাগান ছিল রওশনী হইয়া ॥
বাগানে মালিনী যত পরী বরাবর।
লেহাজ তামিজ ফের মাকুল সে সব ॥
তামাম গাছের ফের ডালের উপরে।
বুলবুল গজল পড়ে সবে তার পরে ॥
ফুল পরে মস্ত হইয়া বুলবুল সকলে।
গাইতে লাগিল এক গান খুশি হালে ॥
এমতে বুলবুল যত নানা রঙ্গ রাগে ॥
সুমধুর স্বরে গান গায় সেই বাগে।
বারোদুরি আলিশান ছিল তার বিচ ॥

ভাতে ভাতে ছামানা ত ধরা তাহে আছে।
চবুতরা ছিল এত তার সামনেতে ॥
গাঁথনি বিলকুল তার সঙ্গে মর্‌মরেতে।
বাদলার শামিয়ানা খাড়া উপরে তাহার ॥
জরির মছলন্দ ছিল নিচে ঢালা তার।
ছুরত জামাল এক আওরত মাকুল ॥
নানা রঙ্গ জেওর পিন্দে বদনে বিলকুল ॥
আজব ছুরতে বসে আছে তার পরে।
খাওয়াজ খেদমতগার ঘিরে চারিধারে ॥
আপনা ছুরতে বিবি মগরূর হইয়া।
বসে আছে তার পরে ঠেস লাগাইয়া ॥
বান্দী দাসী ঘিরে তার চারিদিকে খাড়া।
হুকুমের এন্তেজার দোন হাত জোড়া ॥
জানে আলম নজরেতে দেখিয়া বাগান।
নেহাত তাজ্জবে ছিল দেল পেরেশান ॥
যতেক দরক্ত সেই বাগানে মাকুল।
পরেন্দা জানওয়ার এয়ছা ছুরত বিলকুল ॥
ফুটিয়াছে সব গাছে নানা রঙ্গ ফুল।
বাহার বড়ই তার দেখিতে মাকুল ॥
আপনেতে বোলচাল করে যত ফুল।
জানে আলম দেখে হাল তাজ্জব বিলকুল ॥
দরক্তের জানওয়ার যত আসিয়া সামনে।
নানা রঙ্গে নাচে তারা খোশালিত মনে ॥
খাহেশ হইলে দরক্তের মেওয়া পরে।
আপনি আসিয়া গেরে মুখের উপরে ॥
যত দেল চাহে খাও মৌজুদ পাইবে।
তবিয়ত আছুদা ফের যখন হইবে ॥
সে মেওয়ায় লেহ ফের দখে দরক্তেতে।
ছেরেমো তফাত এর নহে কোন মতে ॥
এই সব রঙ্গ রূপ খাওয়াছ বিবির।
দেখাইয়া ডরাইতে করিল ফিকির ॥
শাহজাদাকে মালুম দেখে হইল ইহাতে
তেলেছমাত কারখানা বুঝিল দেলেতে
যত কিছু কারবার এই বাগানেতে।
তামাম ইহার সব যাদু তেলেছমাতে ॥

[ফেছানায়ে আজায়েব]

নওবাহার বিবির পণ

রূপের বর্ণনা করে সেই বৃদ্ধ জন।
নুরবক্তের তরে বলে করি বিবরণ ॥
শোন ওরে বাছাধন বলি সমাচার।
সে রূপের বাখানিয়া কি বলিব আর ॥
মাথার যে কেশ তার পড়েছে পায়েতে।
ভ্রমরা গুঞ্জরে তাহে মাতি আমোদেতে ॥
ললাটের রূপ তার এমনি চমকায়।
বেলওয়ারের তক্তা যেন তেমনি দেখায় ॥
ভুরু জোড়া যেন চড়া দিয়াছে কামানে।
গণ্ডি দেখি লজ্জা পেয়ে রহিল গগনে ॥
দুই আঁখি দেখি তার মৃগ যে নয়নে।
লাজেতে পরীরা গিয়া লুকাইল বনে ॥
নাসিকার রূপ তার কি কব অধিক।
কলম কাটিয়া যেন রাখিয়াছে ঠিক ॥
ঠোঁট দুটি হিঙ্গুল বাটি ডালিম্বের ফুল।
তাহা দেখি চেহো চেহো করেন বুলবুল ॥
দন্ত বিচে মেসী দিছে কুচের প্রকার।
লালা পুষ্প দেখে প্রাণে দাগ হইল তার ॥
মুখের বচন তার কি কহিব কারে।
কোকিল শুনিয়া সেহ ভাবিয়া অন্তরে ॥
লজ্জা পেয়ে আপনারে অধোমুখে রয়।
সেই খেদে নাহি ডাকে হেমন্ত সমায় ॥
দুটি হাত দেখি যেন কুন্দিকার তুল।
চাপা কলির মত দশটি আঙ্গুল ॥
সুন্দর গঠন তার রূপের বাহার।
শশী লজ্জা পায় রূপ দেখিয়া যে তার ॥
রমকে থমকে যখন চলে পায় পায়।

রাজ হংস দেখে সেই অধমুখে রয় ॥
মরাল দেখিয়া চাল চাহিল চলিতে।
না পারিয়া দুই চাল ছাড়ে নিজ হইতে ॥
হেন রূপবতী দেখি মা বাপ তাহার।
হরষিত হয়ে নাম রাখে নওবাহার ॥
রূপের বাখান তার গেল স্থানে স্থানে।
শুন যত রাজসুত আনন্দিত মনে ॥
আশক আগুনে তার হয় জর জর।
আসিয়া পৌঁছিল সবে মেছের শহর ॥
রাজসুতা সবে যদি মেছেরে আইল।
বিবি নওবাহার এহি খবর ভেজিল ॥
যেইজন বিবাহ করিবে মোর তরে।
সত্য এক পালন করিতে যদি পারে ॥
হেন কিছু পন মোর নহে কদাচন।
সামান্য যে সত্য হয় শোন বিবরণ ॥
আমার এই অন্দরের উপরেতে গিয়া।
খিড়কীর দ্বারে আমি থাকিব বসিয়া ॥
বিবাহ করিতে যার আকিঞ্চন আছে।
শূন্য ভরে সেই স্থানে যাবে মোর কাছে ॥
হরষিতে বরমালা গলে দিব তার।
আনন্দেতে বিভা হবে সঙ্গেতে তাহার ॥
এইসব পত্র লিখি সব নৃপবরে।
পাঠাইয়া দিল ধনি হরিষ অন্তরে ॥
রাজসুত পত্র দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করেন সবে হাজারে হাজার ॥
রাজার কন্যার লেখা জানিয়া মনেতে।
উল্লাসে মাতিয়া সবে লাগিল পড়িতে ॥
পত্র পাঠ করি সবে জানিয়া কারণ।
হাহাকার করি বলে যত নৃপগণ ॥
হায় ধনি নওবাহার ও বিধু-বদনী।
হেন পন কার কাছে লিখেছ আপনি ॥
নিদয়া হইলা কেন আমা সবা পরে।
মনিষ্যেতে কাজ কভু করিতে কি পারে ॥
আর কিছু পন কেন নাহিক করিলে।
কিম্বা রাজ্যপাট তুমি কেন না চাহিলে ॥

কিম্বা ধনপ্রাণ যদি চাহিতে প্রিয়সী।
সকল দিতাম তবে এই স্থানে বসি ॥
এতেক বলিয়া সবে যত নৃপবর।
হায় হায় করি সবে হইল কাতর ॥
ধনির রূপেতে মজে রাজ্য তেয়াগিয়া।
সন্ন্যাসী হইল কেহ উন্মাদ হইয়া ॥

[নুরবক্ত নওবাহার]

॥ মনিরুদ্দিন আহমদ ॥

শাহজাদার অনুরাগ

এই মতে শাহজাদা কত গীত গায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে উদাসিন প্রায় ॥
গড়াগড়ি যায় শাহা জমিন উপরে।
কোথা গেল প্রাণেশ্বরী ফেলিয়া আমারে ॥
বিষম অন্তরে তীর মারিল আমায়।
কলেজা সুরাখ মেরা হইল সেই ঘায় ॥
সেহি দর্দে শাহাজাদা করে হায় হায়।
আঁখি হইতে নীর তার বুক বহি যায় ॥
উজির নাজির আর বীরবর কোতোয়াল।
সবে কহে হোশ সাহা করহে বাহাল ॥
কি চিজ দেখিয়া তুমি হইয়াছ দেওয়ানা।
কোন কথা কহ যার না মেলে ঠিকানা ॥
আপনার হোশ সাহা করহে বাহাল।
স্বপনের কথা যত সকলি খেয়াল ॥
বাদশা জাদা কহে সেই উজিরের তরে।
যে স্বপন দেখেছি আমি কহিব কাহারে ॥
দেলারাম নামে বিবি লাজুক বদন।
নিশাকালে এসে মোরে দেখাল স্বপন।
স্বপনেতে উঠাইয়া বসাইয়া মোরে।
সরবতের জাম এক দিল হাত পরে ॥
পলাইয়া মুঝে সেই গেছে কোথাকারে।
হায় হায় কোথা গেলে পাইব তাহারে ॥
বিবির সুরাত আমি দেখিনু যেমন।
দুনিয়া জাহানে আমি না দেখি তেমন ॥
হালওয়াইর বেটি সেহি বিবি দেলারাম।
বিদায় হইল মুঝে করিয়া সালাম ॥
আঁখি খুলে চেয়ে আমি না পাই তাহারে।

সেহি বিবি পাগল করিয়া গেল মোরে ॥
আনাইয়া দেহ উজির বিবির খবর।
না পাইলে মরি গলে লাগায়ে খঞ্জর ॥
উজির কহেন শুন ফরজন্দ বাদশার।
এমন মেজাজ কেন হইল তোমার ॥
তুমি তো বাদশার বেটা সেহি তো হালওয়াই।
ছোট লোকের বেটির সাথে করিবে আসনাই ॥
দূর কর এয়ছা বাত ছাড় সে খেয়াল।
তাহা হইতে দিবে আল্লা সুরতজামাল ॥
নাহক জোওয়ানি কেন করিবে বরবাদ।
মালমাত্তা যাবে তবু না মিটিবে সাধ ॥
বাদশাজাদা কহে শুন উজির আমার।
পীরিতি করিতে কেবা জাতি ঢুড়ে কার ॥
যে যার নয়নে লাগে যদি হয় হীন।
সেই তো আমার পক্ষে হয় যে কুলীন ॥
কুলীনের বেটি যদি আনে কেহ ঘরে।
দিল মত না হইলে মরে শেষে ঝুরে ॥
রাত্র দিন ঘর মধ্যে ছটফটি তার।
জিতা জানে দোজখেতে হয় ছারখার ॥
ছোটজাতি মন মত পাইলে মাশুক।
দেখে মুখ যায় দুখ হয় বড় সুখ ॥
আমার কুলীন তার সুরতের খুবি।
হালওয়াইর বেটি ঐ দেলারাম বিবি ॥
একবার যদি আমি তার দেখা পাই।
শুনিয়া দু-চার বাত মনকে বোঝাই ॥
বাদশাজাদাকে পুন বুঝায় উজির।
শুন শুন শাহজাদা মন করে স্থির ॥
স্বপনেতে কি দেখিয়া কান্দ জার জার।
তোমারে দেখিয়া কান্দে মা বাপ তোমার ॥
এমন হালেতে তুমি হইয়া খারাপ।
কলেজা জ্বলিয়া তোমার হইবে কাবাব ॥
কোথায় পাইব সেই দেলারাম বিবিরে।
ঠিকানা পাইলে এনে পৌঁছাব তোমারে ॥
উজির কহেন বাবা শুন শাহজাদা।
হরগেজ এমন তুমি না কর এরাদা।

তুমি যেয়ছা বাদশাজাদা কর বাদশাজাদি।
আল্লা চাহে হোক তোমার মোবারক শাদি ॥
বাদশাজাদা কহে বাত শুনহ উজির।
দেলারাম মেরে গেছে কলেজাতে তীর ॥
সেই যদি এসে মোর হৈয়া কবিরাজ।
আমার বিমারের তরে করেন এলাজ ॥
তবে ত হইবে ভাল আমার জানের।
নহে ত জানিবে আমার জিন্দেগী আখের ॥
তুমি কেন আমারে বুঝাও বার বার।
জ্বলন্ত আগুনে মেরা ধুনা দেহ আর ॥

[দেলারাম]

॥ আবদুর রহিম ॥

বাঘ-কুমীরের সংগ্রাম

বসিল সাহেব গাজী পালঙ্ক উপরে।
সোনার নিশান ঊর্দ্ধে চারিদিকে উড়ে ॥
ভেড়া ভেড়ী দিকে গাজী চাহিয়া তখন।
তিন বার ফুঁক দিল ভেবে নিরঞ্জন ॥
যত ছিল ভেড়া সব বাঘ হইয়া গেল।
বাঘ হইয়া খাপ ধরি সকলে বসিল ॥

* * *

হুঙ্কার মারিয়া বাঘ চলির সত্বর।
মহাবেগে যায় করি দন্ত কড়মড় ॥
ব্রাহ্মণা নগর মধ্যে ছিল যত বাড়ী।
বাড়ী বাড়ী গিয়া বাঘ রহিলেক বেড়ি ॥
পথে ঘাটে সবে আর কাতার বান্ধিয়া।
চলা ফিরা করে কেহ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥

* * *

বাঘের গর্জনে যায় ফাটিয়া মেদিনী।
থর থর কাঁপে যত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥
কেহ বলে দূর দূর কেহ বলে নিল।
কেহ বলে ওরে বাবা মোর প্রাণ গেল ॥
কেহ ত কহেন গিয়া কাছেতে রাজার।
ব্রাহ্মণ নগর গেল উঠিয়া উজাড় ॥
কারাগারে রাখিয়াছ এক যে ফকির।
আসিল তাহার ভাই গাজি জিন্দাপীর ॥
কত শত বাঘ জানি দিছে পাঠাইয়া।
খাইতেছে মহিষ গোরু ধরিয়া ধরিয়া ॥
বসিছেন শাহা গাজি রত্ন সিংহাসনে।
সোনার নিশান খানি উড়ে চারি কোণে।
মাণিক্য চান্দুয়া উড়ে শিরের উপর।
দাঁড়াইয়া পরীগণ ঢুলায় চামর ॥
শীঘ্র গিয়া মিল রাজা সঙ্গেতে গাজির।

নহিলে খাইবে বাঘে সকলের শির ॥
রাজা বলে হেন কথা না বলিও আর।
থাকিতে দক্ষিণা রায় ভয় কি আমার ॥
এখনি দক্ষিণা রায় শুনিলে কানেতে।
মারিবে সকল বাঘ ফকির সহিতে ॥
এ বলিয়া চলে রাজা বাঘ দেখিবারে।
উঠিলেন গিয়া এক মহলের পরে ॥
মহলেতে চড়ি রাজা দেখেন চক্ষু মেলি।
কাতারে কাতারে বাঘ করে চলাচলি ॥
এক গুণ বাঘ রাজা শতগুণ দেখে।
অন্তর শুখায়ে গেল বাক্য নাহি মুখে ॥
ভয়েতে কাঁপেন রাজা করি থর থর।
যেমনে আসিল গায়ে ভয়ঙ্কর জ্বর ॥
কাঁপিয়া কাঁপিয়া রাজা কি করে তখন।
দক্ষিণা রায়ের কাছে করিল গমন ॥
খাইবারে বস্তু কত লইলেন সাথে।
হইবে দক্ষিণা রায় সন্তুষ্ট যাহাতে ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি কলা নারিকেল।
শশা বাঙ্গি আনারস যত ইতি ফল ॥
মহিষ ছাগল মৃগ কবুতর হংস।
গোটা দশ-বার আর রোহিত মৎস ॥
এই সব দ্রব্য আগে পাঠাইয়া দিল।
দেখিয়া দক্ষিণা রায় মহাতুষ্ট হইল ॥
তবে ত ত্বরায় গঙ্গা গিয়া পাতালেতে।
কুম্ভীর ভাসায়ে দিল পাতাল হইতে ॥
দশ হাজার কুম্ভীর উঠিল ভাসিয়া।
হরিষে দক্ষিণা রায় চলিল লইয়া ॥
ভাঙ্গিয়া বনের মাথা কুম্ভীর চলিল।
পেটের ঘষাতে কত খাল বিল হইল ॥
কুম্ভীর লইয়া বীর রণস্থলে যায়।
দালানে বসিয়া রাজা সবাকে দেখায় ॥
দেখহ গোঁসাই মোর আনিছে কুম্ভীর।
বাঘ লয়ে পালাইবে এখনি ফকির ॥
কুম্ভীর দেখিয়া গাজি পরীগণ কাছে।
কহে দেখ গঙ্গা মাসী কুম্ভীর দিয়াছে ॥

ভাল মাসী মুখে মুখে আশীর্বাদ কেবল।
কাটিয়া বৃক্ষের মূল পত্রে ঢালে জল ॥
এই সব আলাপন করেন বসিয়া।
আসিলেন দক্ষিণা রায় ক্রোধিত হইয়া ॥
কুম্ভীর হুলায়ে দিল বাঘ ধরিবারে।
হেনকালে শাহা গাজি কহে উচ্চৈঃস্বরে ॥
যত বাঘ আছে সব চলহ সাজিয়া।
কুম্ভীরের মাথা গিয়া ফেলহ কাটিয়া।
গাজির আজ্ঞায় বাঘ চলিল তখন।
কুম্ভীরের সাথে গিয়া আরম্ভিল রণ ॥
বাঘের ডাকেতে কাঁপে ব্রাহ্মণ নগর।
ব্রাহ্মণী সকল কাঁপে করি থর থর ॥
কাঁপেন দক্ষিণা রায় হইয়া অস্থির।
মুকুট রাজার পড়ে দুই চোখে নীর ॥
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বাঘ লেজ ঘুরাইয়া।
কুম্ভীর উপরে বাঘ পড়ে লম্ফ দিয়া ॥
হুঙ্কার মারিয়া মারে কামড় দন্তেতে।
নাহি বিন্ধে দাঁত নখ কুম্ভীর অঙ্গেতে ॥
কাঠের সমান শক্ত কুম্ভীরের কায়।
কামড় থাপায় কিছু নষ্ট নাহি পায় ॥
বাঘের ভাঙ্গিল দাত নখ ভাঙ্গে আর।
কাতর হইল বাঘ শক্তি নাহি তার ॥
তখন কুম্ভীর সব গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
ধরেন বাঘের পদে ঠোঁটে চিপা দিয়া ॥
কাহার ভাঙ্গিল ঠ্যাং কার ভাঙ্গে শির।
ভাগিয়া চলিল বাঘ হইয়া অস্থির ॥
আসিয়া দক্ষিণা রায় বলে মার মার।
সকল বাঘের আজি ভেঙ্গে দেহ হাড় ॥
কুম্ভীরের ভয়ে বাঘ পালাইয়া চলে।
গাজির নিকটে গিয়া কেন্দে কেন্দে বলে ॥
কুম্ভীরের অঙ্গ শক্ত লোহার আকার।
হেরে দেখ দাঁত মুখ ভাঙ্গিল সবার ॥
শক্তি নাহি অঙ্গে মোর সমরে যাইতে।
পালাইয়া আসিলাম তোমার কাছেতে ॥

[গাজী কালু ও চম্পাবতী]

গাজী কালু ও চম্পাবতী

অমনি আসিয়া গাজী উপস্থিত হইল।
কান্দিতেছে কালু শাহা স্বচক্ষে দেখিল ॥
তবে ত সাহেব গাজি গলায় ধরিয়া।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মিনতি করিয়া ॥
কি কারণে কান্দ ভাই কহ মোর ঠাঁই।
নাহি যদি কহ তবে খোদার দোহাই ॥
কালু বলে কান্দি ভাই তোমার কারণ।
মায়ার জালেতে তুমি হইলে বন্ধন ॥
মায়া হয় রাক্ষসিনী জানো নারী জাতি।
তাহার সঙ্গেতে ভাই যে করে পীরিতি ॥
ভবের বেপার যত সকলি হারায়।
রাক্ষসিনী নারী তার মূলধন খায় ॥
এদকি সেদিক নয় রহিল মধ্যেতে।
তাহার দৃষ্টান্ত এক শুন কায়চিত্তে ॥
এক নারীর হয় যদি দুই পতি তার।
বল দেখি মন সেই রাখিবে কাহার ॥
সেই মত এক প্রেম তোমার অন্তরে।
নারীকে দিবেন কিবা দিবেন খোদারে ॥
হইলে সন্তান মায়া লাগাইবে বেড়ি।
ছুটিবে খোদার প্রেম পুত্রমুখ হেরি ॥
ঘাটেতে বান্ধিয়া নৌকা পুঞ্জি ভেঙ্গে খাবে
সকল হারায়ে ভবে খালি হাতে যাবে ॥
শুন এক ইতিহাস কোরআনের বাণী।
মরিয়ম সতী ছিল ঈসার জননী ॥
খোদার প্রেমেতে হেন মন মজাইল।
একেবারে আপনাকে পাসরিয়া গেল ॥
সদয় হইয়া প্রভু তাহার কাছেতে।
পাঠাইল হুরগণ বেহেশত হইতে ॥
বেহেশতের ফল মেওয়া দ্রব্য যত আর।
আনিয়া দিতেন হুর মুখে তুলে তার ॥
তার পরে ঈসা নবী যখন জন্মিল।
মমতা করিয়া পুত্র কোলেতে লইল ॥
কোলেতে লইয়া স্তন দিতেন মুখেতে।

তখনি কহেন প্রভু আকাশ বাণীতে ॥
এতদিন এক প্রেমে আমাকে ডাকিলে।
এখন পাইয়া শিশু মোরে পাসরিলে ॥
দুই ভাব হৈয়া এবে গেল গো তোমার।
এখন খাইতে বসি না পাইবে আর ॥
এখান হৈতে তুমি চলিয়া গো যাও।
পাড়িয়া বনের ফল বনে গিয়া খাও ॥
আর না পাইবে হুর জীবন থাকিতে।
নাহি চিন্তা পাবে পুনঃ মরিলে বেহেশতে ॥
শুন শুন ভাই গাজী কি কহিব আর।
বুঝাকে বুঝায় হেন শক্তি আছে কার ॥
এই কথা কালু শাহা যখন কহিল।
হাসিয়া বলেন গাজী কিবা মোরে বল ॥
আমি নাহিক যে নারীর পিরীতে।
নারী কি ধরিয়া মোরে পারিবে রাখিতে ॥
শুন ভাই রাত্রি কালে আমি চলে যাব।
রাজা রাণী কারো কাছে কিছু না বলিব ॥
নিদ্রা গেলে চম্পাবতী নিশি রাত্রকালে।
চম্পাকে নিদ্রায় ফেলি মোরা যাব চলে ॥
এ বলিয়া শাহা গাজী কালুকে লইয়া।
চম্পার মন্দির মধ্যে আসিল চলিয়া ॥
রাত্রি কালে মন্দিরের মধ্যে ঘেরা দিয়া।
এক দিকে কালু শাহা রহিল শুইয়া ॥
আর দিকে গাজী আর সতী চম্পাবতী।
শুইলেন শয্যা পরে শীঘ্র শীঘ্র অতি ॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মন চম্পা দেখিয়া গাজীর।
ভাবিতে লাগিল ধনি হইয়া অস্থির ॥
নিশ্চয় প্রাণের নাথ ছাড়িবে আমায়।
মনে মনে কান্দে শুয়ে নিদ্রা নাহি যায় ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গেল গত হইয়া।
হেন কালে শাহা গাজী নিদ্রাতে জাগিয়া ॥
চুপে চুপে জাগাইল কালুরে তখন।
চলিলেন ধীরে ধীরে ভেবে নিরঞ্জন ॥
হেনকালে চম্পাবতী এলোমেলো কেশে।
দৌড় দিয়া ধরে গিয়া পাগলিনীর বেশে ॥

ধরিয়া গাজীর পদে পড়িয়া ধরাতে।
শোকাকুলি কৈয়া কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥
দাসীরে ছাড়িয়া নাথ কোথা তুমি যাও।
একবার ফিরে চাও মোর মাথা খাও ॥
গাজী বলে প্রাণপ্রিয়ে না চাহিব আর।
জানো না কি হই আমি ফকির আল্লার ॥
ফকিরের নাহি আছে এই মত বিধি।
নারী লয়ে গৃহবাস করা নিরবধি ॥
এ বলিয়া চলে গাজী কালুরে লইয়া।
চরণে ধরিয়া চম্পা কহেন কান্দিয়া ॥
তোমার কারণে আমি হইয়া পাগল।
লাজ ভয় জাতিকুল ত্যজিনু সকল ॥
মোর লাগি জাতি দিল বাপ ভাই সবে।
কি দোষে আমাকে তুমি ছাড়িয়া যাইবে ॥
ত্যজে যদি যাও নাথ অবলা দাসীরে।
কল্য বাপে বলি নিয়া দিবে চণ্ডীঘরে ॥
তোমার চরণ আর হাতে আমি ধরি।
নাহি যাও প্রাণনাথ মোরে পরিহরি ॥
বনে গেল রঘুনাথ সীতা লয়ে সাথে।
গঙ্গাকে রাখিল শিব আপনার সাথে ॥
আমাকে ছাড়িয়া চাহ যাইতে কেমনে।
নারীর রক্ষক কেবা আছে পতি বিনে ॥
যথা যাও প্রাণনাথ মোরে যাবে লইয়া।
তব সাথে যাব আমি যোগিনী সাজিয়া ॥
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু যদি তুমি যাও।
খোদার দোহাই আর মোর মাথা খাও ॥
এই দিব্বি চম্পাবতী যেই সমে দিল।
শুনিয়া সাহেব গাজী ভাবিতে লাগিল ॥
গাজী বলে ভাই কালু কি করি উপায়।
রাজার নন্দিনী সাথে যাইবারে চায় ॥
কালু বলে কি করিবা ময়লা অঙ্গের।
যেতে চাহে লহ সাথে ভাবনা কিসের ॥

[গাজী কালু ও চম্পাবতী]

॥ তাজুদ্দিন মুহম্মদ

সৃষ্টি পত্তন

পুছিলেন ইয়ার সব, কহ আলম্‌পানা !
কোন্ চিজ আগে পয়দা করিল রব্বানা ॥
কহিলেন রসুলুল্লাহ সবার হুজুর।
আগে আল্লাহ পয়দা কৈল আপনার নূর ॥
গুপ্তরূপে একা যবে ছিল পরওয়ার।
সেই নূর বিনে ছিল সব নৈরাকার ॥
আপন কুদরত আগে করিতে জাহের।
সে নূরে আমার নূর পয়দা কৈল ফের ॥
আমার নূরেতে পয়দা তামাম জাহান।
আরশ কুরসি আদি লওহ লা-মাকান ॥
বেহেস্ত দোজখ আর ফেরেস্তা সবায়।
আমার নূরেতে পয়দা করিল খোদায় ॥
চন্দ্র সূর্য তারা আদি আকাশ পাতাল।
আমার নূরেতে সব হয়েছে বহাল ॥
এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বার।
আমার নূরেতে পয়দা কৈল পরওয়ার ॥
লাল মোতি সোনারূপা যত জওয়াহের।
আমার নূরেতে হৈল সকলি জাহের ॥
চৌদ্দ ভুবন মাঝে যত কিছু রয়।
আমার নূরেতে জন্ম সকলেরই হয়।
রসুলুল্লা কহিলেন সবার সদন।
পানির ফেনাতে হৈল জমিন সৃজন ॥
পহেলা এলাহি আল্লা করিম রব্বানি।
আপন কুদরতে পয়দা করেছিল পানি ॥
তারপরে হাওয়া পয়দা করে সোবহান।
পানির উপরে দিল ফুকিতে তুফান ॥
হুকুম পাইয়া হাওয়া বহিল এয়সাই।

ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে ফেনা হৈল ঠাঁই ঠাঁই ॥
তারপরে আল্লা তালা আগ পয়দা করে।
ধূঁয়া নিকলিল সেই পানির উপরে ॥
সেই ধূঁয়া সাত হিস্যা করে সোবহান।
তাহা দিয়া বানাইল সাত আসমান ॥
হরেক আসমান দূর হইল এমত।
মধ্যখানে পাঁচ শত বৎসরের পথ ॥
তারপরে আপনি এলাহি আল্লা সাঁই।
সেই যে পানির ফেনা ছিল ঠাঁই ঠাঁই ॥
সেই ফেনা জমা করি আপে রব পাক।
তাহা দিয়া বানাইল আরজুল্লা খাক ॥
ফেনাতে হৈল মাটি এলাহির কাম।
কিন্তু পানি পরে মাটি ভাসে যেন দাম ॥
পানির উপরে মাটি ঘুরিয়া বেড়ায়।
এক ঠাঁই স্থির হইয়া থাকিতে না পায় ॥
হেন কালে আল্লা তা'লা করিয়া বিচার।
পাহাড়ের মেঘ ঠুকে চারি পাশে তার ॥
পাহাড়ের ভারে মাটি রাখে বে-নিয়াজ।
যেমন কায়েম থাকে নঙ্গরে জাহাজ ॥
প্রথম মাটির জন্ম করিল যেথায়।
কাবা শরীফের ঘর হৈল সেথায় ॥

[কাসাসুল আম্বিয়া]

ঈমানের জোর

হজরত জরজিছ নবী সাম মুল্লুকেতে।
পয়দা হইলেন ফালাস্তিন শহরেতে ॥
সেই দেশে এক বাদশা কাফের থাকিত।
বোত বানাইয়া তারে হামেসা পূজিত ॥
দাদইআনা গিধি নাম সেই কাফেরের ছিল।
জরজিছ নবীর তরে শহীদ করিল ॥
এয়সাই খবর আছে কোরান ভিতরে।
মারিল হাজার বার জরজিছ নবীরে ॥
হাজার মরতবা আল্লা বাঁচাইল তারে।
তাহার বয়ান কিছু শুন বেরাদরে ॥
আল্লাতালা ফালাস্তিন শহর ভিতরে।
পয়গম্বরি দিলেন জরজিছ পয়গম্বরে ॥
ফরমাইল আল্লা পাক জরজিছ নবীরে।
দাদইআনা কুফরে আনিতে দিন পরে ॥
যাইয়া জরজিছ নবী আল্লার ফরমানে।
পৌঁছিলেন দাদইআনা আছিল যেখানে ॥
বলিলেন যাইয়া যে তাহার খাতিরে।
বোতখানা ছাড়িয়া আইস দিন পরে ॥
যাহার হুকুমে হৈল জমিন আসমান।
যে জন করিল পয়দা তামাম জাহান ॥
হুকুম করিল গিধি আপনার লোকে।
দাঁড়ে চড়াইয়া মার পাথর ইহাকে ॥
গোস্ত পোস্ত জুদা কোরে ডাল নেকালিয়া।
হাড় যত আতসেতে দেহ জ্বালাইয়া ॥
শুনিয়া কুফর সব তেয়সাই করিল।
আতসের বিচে যবে হাড় জ্বালাইল ॥
আল্লার মেহেরে নবী আতসে থাকিয়া ॥
লা এলাহা এল্লাল্লা বলেন ফুকারিয়া ॥

আল্লাতালা তার তরে বাঁচাইয়া দিল।
দেখিয়া কুফর ফের তাহাকে ধরিল ॥
তামাম কুফর ফের ধরিয়া তাহারে।
তেমনি সুরাতে ডালে আতস ভিতরে ॥
ফের নবী কলেমা পড়েন ফুকারিয়া।
দাদইআনা বলে যত কুফরে ডাকিয়া ॥
ছয় মেখ লোহার যে গরম করিয়া।
এক মেখ সেরে আগে দেহ বসাইয়া ॥
এয়সা জোরে মার মেখ তাহার মাথায়।
তামাম মগজ যেয়সা নেকলিয়া যায় ॥
তারপরে জমি পরে তাহাকে ডালিয়া।
বুকেতে মারিয়া মেখ রাখহ বিন্ধিয়া ॥
আর চারি মেখ মার চারি হাত পায়।
হিলিতে তাকত যেয়সা না থাকে তাহায় ॥
শুনিয়া কুফর সবে তেয়সাই করিল।
মোবারক জান তার নেকালিয়া গেল ॥
ফের আল্লা ভেজিয়া দিলেন ফেরেস্তায়।
আসিয়া ফেরেস্তা মেখ তুলিয়া ফেলায় ॥
জেন্দা হইলেন নবী আল্লার মেহেরে।
এক জার্রা ছদমা কিছু না হইল তারে ॥
ফের নবী বলিলেন কুফরের তরে।
এখন কলেমা পড় একিদা কারারে ॥
বোত পূজা ছাড়িয়া যে আনহ ঈমান।
কলেমা পড়িয়া সবে হও মোসলমান।
শুনিয়া কমজাত গিধি গোস্বায় জ্বলিল।
বড় এক দেগ ফের মাঙ্গাইয়া লিল ॥
সেই দেগে ঘিউ আর গন্ধক ভরিয়া।
ধরিয়া নবীর তরে দেগেতে ডালিয়া ॥
চড়াইয়া দিল দেগ চুলার উপরে।
আগুন জ্বালিয়া দিল চুলার ভিতরে ॥
আল্লার কুদরতে সেই চুলা যে ফাটিয়া।
পানিতে সয়লাব হইল তালাব হইয়া ॥
এক রোঙা হজরতের টেড়া না হইল।
সালামেতে দেগ হৈতে নেকালিয়া আইল ॥
দাদইআনা কমজাত যে দেখিয়া তাহারে।

হযরতে পড়িয়া যে লাগিল পুছিবারে ॥
শুনহ জরজিছ আমি পুছি যে তোমায়।
এমন আজাবে বল কে তুঝে বাঁচায় ॥
এয়সা এয়সা মসিবতে রহিলে বাঁচিয়া।
নবীজি বলেন তবে শুন মন দিয়া ॥
বেগর থামেতে যেই আসমান রাখিল।
পানির উপরে দেখ মাটি বেছাইল ॥
হরগেজ আসমান কভু না টুটে গিরিয়া।
পানিতে জমিন কভু না যায় ডুবিয়া ॥
এসাই কুদরত যার দেখহ নজরে।
বল সে কি এই কাম করিতে না পারে ॥
তেরা আজাবেতে মুঝে লিতে বাঁচাইয়া।
কি আছে আটক তার দেখনা বুঝিয়া ॥
এয়সাই শুনিয়া গিধি দেলে ডরাইল।
আপনার দেল বিচে ভাবিতে লাগিল ॥

[কাসাসুল আম্বিয়া]

বাউল গান

॥ এক ॥

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
এক পড়শী বসত করে।
(আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ॥)
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা, নাই তরী
পারে।
মনে বাঞ্ছা করি
দেখবো তারি–
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে ॥
কি কব সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা
নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম-যাতনা যেতো
দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

॥ দুই ॥

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥
আট-কুঠরী নয় দরজা-আঁটা,

মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাট্টা,
তার উপর আছে সদর কোঠা
আয়না-মহল তায় ॥
মন, তুই রৈলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখী কোন্‌খানে পালায় ॥

॥ তিন ॥

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখতে পায়।
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিতলে তার বারাম উদয় ॥
যেথা রে সে চন্দ্রভুবন,
দিবারাত্রি নাই আলাপন,
কোটি চন্দ্র জিনি' কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদায় ॥
বিন্দু নালে সিন্ধু বারি,
মাঝখানে তার স্বর্ণগিরি
অধর চাঁদের স্বর্গপুরী,
সেই তো তিনি প্রমাণ জানায়।
দরশনে দুঃখ হরে,
পরশনে সোনা ঝরে,
এমন মহিমা সে চাঁদের—
লালন ডুবে ডোবে না তায় ॥

॥ চার ॥

কথা কয় রে
দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুজলে জনম-ভর মেলে
খুঁজি তারে আসমান-জমি,
আমারে চিনিনে আমি,
একি বিষম ভুলে ভ্রমি—
আমি কোন্ জন, সে কোন্ জনা ॥

রাম কি রহিম সে কোন্ জন,
মাটি কি পবন জল কি হুতাশন,
শুধাইলে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না ॥
হাতের কাছে হয় না খবর,
কি দেখতে যাও দিল্লী লাহোর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না।

॥ পাঁচ ॥

কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখ সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে ॥
নাম লা-শরিকালা,
সবার শরিক সেই একেলা,
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা,
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥
ত্রি-জগতে যে রায়রাঞা
তার দেখি ঘরখানা ভাঙা,
হায় রে মজার আজব-রঙা
দেখায় ধ্বনি কোন্ ভাবে ॥
আপনে চোরা আপন বাড়ী,
আপনে সে লয় আপন বেড়ী,
লালন বলে এ লাচাড়ি
কই না, থাকি চুপেচাপে ॥

॥ পাগলা কানাই ॥

বাউল গান

॥ এক ॥

শুন ভাই গাছের কথা,
সে গাছের এক ডালে এক পাতা
আসমান দিকে গাছের শিকড়
জমিন তার মাথা।
ঠিক জেনো ভাই গাছের গোড়া কাটা
তবু ভাই সে গাছ দিব্বি থাকে তাজা;
এক জাগাতে গাছ থাকে না
সে গাছ নড়ে চড়ে।
গাছের মধ্যে দম রহিয়াছে ভ'রে
দমটি যখন বাহির হবে
সাধের গাছ অমনি যাবে ম'রে।
পাগলা কানাই বলছে খাঁটি
দিনকানা তুই চিনলি না রে
মইলে গাছ অমনি দিব মাটি।

॥ দুই ॥

মানুষ জমিন ভাই
যতন তার করা চাই,
যতন না করলে ফসল মিলে না ॥
এমন বাগানেতে কতই না ফুল
ফুটালে ফুটবে জবা চাঁপা বকুল ॥
গন্ধে অতুল
হায়রে বাতুল
তুমি তার খবর পেলে না।

॥ তিন ॥

শোন বলি রে মন পাখী রতন
তোমার সু-পথে আর নাইরে মন

কু-পথে যাও কিসের কারণ
পাখী নাই তোর মনে কোন দিনে
আসবে রে বিষম শমন
বল কি হবে তখন ॥
পাখী মনের কথা ভেঙ্গে বল না
পাখী বুঝালে তো বোঝ না
ভজন সাধন কিছুই শিখলে না
কোন্ দিনে জানি যাবা ছেড়ে
আমায় করে ছলনা
পাগল কানাই বলে মন পাখী রতন
আমায় ফেলে যেও না ।
পাখী কোন্ দিন জানি যায় উড়াল ছেড়ে
অতি যত্ন করি তোমারে
বল পাখী কি হবে মোরে
সাধের খাঁচা শূন্য করে ফেলে যাবে কেমন করে
পাগল কানাই বলে মন পাখী রতন
আমি ছাড়বো না তোরে ॥

॥ চার ॥

পিরীত পিরীত পিরীত কেমন জন
পিরীত তুই চিনলি না রে মন
ওরে নারীর প্রেমে মত্ত হয়ে
আবার হারালি অমূল্য ধন
ভেবে দেখ রে মন
প্রেমের চাবি হাতে করে
বসে আছে মালেক মহাজন ॥
পিরীতের আলোতে রসুলুল্লা কর‍্যা গেছে জগৎ উজালা
সে পিরীত জানেন সেই বারেক আল্লা
আমি যে মূর্খমতি সে পিরীতি
বুঝতে নারি সীমা তার
তাই এ ভবে এসে তাঁর চরণ কর‍্যাছি সার
ভব-দরিয়ায় রসুল হইবেন কাণ্ডার
পাগল কানাই বলছে শোন
তত্ত্ব লও আমার এই কথার ॥

॥ দুদ্দু শাহ্ ॥

বাউল গান

॥ এক ॥

আশাই প্রকৃতির জীবন
নিরাশাই মৃত্যুর কারণ ॥
বহু বর্ষ দেখেছি ভেবে
আশার তেলে মেপে মেপে
স্থির জেনেছি এবে, আশাই সর্ব মূল সাধন ॥
আশা করে পরম পরে
নতুন সুধায় ভরে
তারিই কারণে ঘেরে হয় সবি ক্রমে সৃজন ॥
ত্যাগিলে আশা বাসনা
তিলেক এ সৃষ্টি রবে না
লালন সাঁই কয়, দুদ্দু মরো না, নিরাশায় সেধে মবণ

॥ দুই ॥

আমি এমন জনম পাব কি রে আর
এমন চাঁদের বাজার মিল্‌বে কি আবার ॥
এমন আনন্দ রসে
আর কি গো যাবো ভেসে
মানব জন্ম পাবো, দেহের কামনা অপার ॥
এহেন জনম পেয়ে
কাল কাটালাম ঘুমাইয়ে
জনম গেল রে বয়ে, গেল আমার ॥
পরের গোয়ালে ধূঁয়া
কাটালাম পথে কত কুয়া
দীন দুদ্দু কয় দোহাই দিয়া, সাঁই যা কর এবার।

॥ শীতলাং শা ফকির ॥

বাউল গান

॥ এক ॥

হায়রে বন্ধু গেল মোর রসের যৌবন।
না দেখিয়া প্রাণের নাথ বিয়াকুল মন ॥
আইস বন্ধু রসিয়া কোথায় রইলে গিয়া।
ডাকি আমি আকুলিত হইয়া
নিরলে আসনে বসি ঝুরি আমি কর্মনাশী।
আইস বন্ধু চিকন কালিয়া রে ॥
ছাড়িয়া না যাও মোরে বিনয়েতে বলি তোরে
প্রাণ ঝুরে তোর প্রেম দায়।
আকুলিত হৈয়া মন দেও আসি দরশন
তোর প্রেমে মোর প্রাণ যায় রে ॥
অন্তরে দগ্ধে মোর দয়া তো না হইল তোর
গেল মোর অঙ্গের যৌবন হে।
যৌবন থাকিতে মোর না আসিল প্রাণেশ্বর
এ দুঃখেতে ত্যজিমু জীবন রে ॥
যৌবন গোঁয়াইয়া গেলে বন্ধু না আসিয়া মিলে
পরকালে কে জিজ্ঞাসিবে তায়।
ঝরিয়া গেলে সেই ফুল পরশ না করে বুলবুল
মুকুন্দ বিনাশিয়ে যায় বে ॥
ক্ষমা করি অপরাধ পুরাও মনের সাধ
আইস বন্ধু প্রেমের নাগর রে ॥
ত্রিপুন্নির ঘাটে আসি যেন পূর্ণিমার শশী ॥
আনন্দে খেলায় বন্ধু রঙ্গে রে।
দরশন দাও মোরে মিনতি করিয়া তোরে
আইস প্রভু ডাকি শীতলাং রে ॥

শীতলাং শা ফকির

॥ দুই ॥

জিন্দেগী যায় রে কুপন্থে গমন।
জিন্দেগী থাকিতে কর বন্দেগী বরণ ॥
কলেমা নামাজ রোজা করবে সাধন।
নবীর তরীকায় কর প্রভুকে ভজন।
শুদ্ধভাবে কলেমা চিতে কর রে স্মরণ।
পাঁচ আনফাছেতে কর দমের সাধন ॥
দমে দমে আয়ু টুটে জিন্দেগী হরণ।
সাক্ষাতে জানিয়া ভজ প্রভু নিরঞ্জন ॥
নবীর তরীকায় যে বা না করে এবাদত।
আল্লার লানত ঘিরে খারিজা উম্মত ॥
বন্দেগী করিতে আইল ভবের সফর।
পূর্বের পাশরিলে কুবুদ্ধিয়ে তোর।
জিন্দেগী করিতে আইলে চলিয়া তখন।
ভবকুলে প্রবেশিয়া হইলে বিড়ম্বন।
জিন্দেগী থাকিতে কর বন্দেগী আল্লার।
আমানত সঙ্গে তার কর রে বিচার ॥
ভক্তি চিত্তে প্রেমভাবে কর হে ধিয়ান।
প্রেমের সহিত কর দমের যোগান ॥
দমের যোগানে যে করিবে আমল।
সুগন্ধির সঙ্গে তার খুলিব কমল ॥
শীতলাং ফকিরে কহে আল্লার মঙ্গল।
মুস্তফার পদাচরণে শাফায়াত কেবল ॥

কবি-পরিচিতি

॥ পনেরো শতক ॥

শাহ মুহম্মদ সগীর

শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি। তাঁর 'ইউসুফ-জলিখা' কাব্যটি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিঃ) রচিত হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে, কবি সুলতানের রাজকর্মচারী ছিলেন।

জয়েন উদ্দীন (জৈনুদ্দীন)

কবি জয়েন উদ্দীন সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) সভাকবি ছিলেন। তাঁর 'রসুল বিজয়' মধ্যযুগের 'মঙ্গলকাব্য' শ্রেণীর কাব্য। এতে হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর দিগ্বিজয়ের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক।

॥ ষোল শতক ॥

শেখ কবীর

শেখ কবীর মধ্যযুগেব একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার। তাঁর গানের ভণিতায় সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরৎ শাহের উল্লেখ রয়েছে। নুসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) তিনি বর্তমান ছিলেন।

চাঁদ কাজী

চাঁদ কাজীও একজন গীতিকার। তিনি সৈয়দ আলাউদ্দিন হুসেন শাহেব (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) রাজকর্মচারী ছিলেন।

শেখ ফয়জুল্লাহ্

শেখ ফয়জুল্লাহ্ ষোল শতকের একজন খ্যাতিমান কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'গোর্খ বিজয়' বা 'গোরক্ষ বিজয়'। এ-ছাড়া তিনি 'গাজী-বিজয়', 'সত্যপীর', 'জালালের চৌতিশা', 'রাগ-নামা' প্রভৃতি কাব্যও রচনা করেন।

শাহ্ বারিদ খান

শাহ্ বারিদ খান বা সাবিরিদ খাঁ 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আদি রচয়িতা। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ 'রসুল বিজয়' এবং 'হানিফা ও কয়রা পরী'। শাহ্ বারিদ খানের 'রসুল বিজয়' ও জৈনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়'-এর মূল বিষয় একই। 'হানিফা ও কয়রা পরী'র উপজীব্য বিষয় মুহম্মদ হানিফার কাল্পনিক কাহিনী।

দৌলত উজীর বাহরাম খান

বাহরাম খান চট্টগ্রাম অধিপতি নিজাম শাহ্ সূরের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। নিজাম শাহ্ সূর কবিকে 'দৌলত উজীর' উপাধি দেন। কবি 'লায়লী মজনু' নামে একটি রোমান্টিক উপাখ্যান রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি 'জঙ্গনামা' নামেও একখানা কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

মুহম্মদ কবীর

মুহম্মদ কবীর 'মধুমালতী' উপাখ্যানের আদি রচয়িতা। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন কবি এ উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কাব্যটি ফারসি অথবা হিন্দি থেকে অনূদিত হয়েছিল।

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতান ষোল শতকের একজন শক্তিমান কবি। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং অন্যান্য পয়গম্বরদের জীবনী অবলম্বনে কবি 'নবী-বংশ', 'শব-ই-মিরাজ', 'রসুল বিজয়' ও 'ওফাত-ই-রসুল' কাব্য রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলীসনামা', 'জ্ঞান চৌতিশা', 'জ্ঞান প্রদীপ', 'মারফতী গান', 'পদাবলী' প্রভৃতি কাব্যও রচনা করেন।

দোনা গাজি

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে দোনা গাজি ষোল শতকের কবি। কবি 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন। পরবর্তীকালে কবি আলাওলও 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

হাজি মুহম্মদ

কবি হাজি মুহম্মদ 'নূরজামাল' ও 'সূরৎনামা' নামে দুটি কাব্য রচনা করেন। 'নূরজামাল' শরীয়ত, তরীকত, মারফত প্রভৃতি বিষয়ক কাব্য।

ফতেহ্ খান

ফতেহ্ খান ষোল শতকের একজন গীতিকার। ইনি কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ছিলেন।

শেখ চান্দ

শেখ চান্দ ষোল শতকের আর একজন খ্যাতিমান কবি। এ পর্যন্ত কবির পাঁচখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যথা—'রসুল বিজয়', 'শাহ্ দৌলা', 'কিয়ামতনামা', 'হরগৌরী সংবাদ' ও 'তালিব-নামা'।

আফজল

আফজল আলী ষোল শতকের একজন গীতিকার

॥ সতের শতক ॥

মুহম্মদ আকিল

মুহম্মদ আকিল 'মুসানামা' নামে একখানা কাব্য রচনা করেন।

কাজী দৌলত

কাজী দৌলত বা দৌলত কাজী আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন। তিনি আরাকান রাজ শ্রীসুধর্মার (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ) সমর-সচিব আশরাফ খানের অনুরোধে 'সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। কবি পুথি অসমাপ্ত রেখে মারা যান। কাব্যটির শেষাংশ রচনা করেন কবি আলাওল।

আলাওল

আলাওল সতের শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। তাছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁর বিশিষ্ট দান রয়েছে। তিনি ফরিদপুরের পাঠান শাসনকর্তা মজলিস কতুবের মন্ত্রী-পুত্র ছিলেন। পিতার সাথে কোনও কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে যাবার সময় পর্তুগীজ দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং এই আক্রমণে তাঁর পিতা নিহত হন। আলাওল আরাকানে যান এবং রাজদরবারে আশ্রয় লাভ করেন। আরাকানের বিভিন্ন রাজা এবং অমাত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' কাব্য তাঁর অমর অবদান। 'পদ্মাবতী' মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ'-এর অনুবাদ। তিনি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী'র শেষাংশ রচনা করেন। এছাড়া কবি ফারসি থেকে 'হপ্তপয়কর', 'তোহফা', 'সয়ফুল মুলুক', 'সিকান্দরনামা' প্রভৃতি কাব্য অনুবাদ করেন। আলাওলের অধিকাংশ কাব্য অনুবাদ হলেও তা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিকুশলতায় সমৃদ্ধ।

মাগন ঠাকুর

কোরেশী মাগন বা মাগন ঠাকুর আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ও আরাকান রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 'চন্দ্রাবতী' নামে একখানা রোমান্টিক কাব্য রচনা করেন।

সৈয়দ মুর্তজা

সৈয়দ মুর্তজা সতের শতকের একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার। এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ২০-২৫টি গান আবিস্কৃত হয়েছে। কবির পিতৃভূমি বেরিলি এবং পিতার নাম সৈয়দ হাসান।

খান গয়াস

গয়াস খান সতের শতকের আর একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার।

শেখ মুতালিব

শেখ মুতালিব সতের শতকের একজন খ্যাতনামা কবি। তিনি ইসলামী ধর্মতত্ত্বের উপর 'কিফায়াতুল মুসাল্লীন' আমে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন।

মুহম্মদ খান

মুহম্মদ খান সতের শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'মক্তুল হোসেন'। এছাড়া তিনি 'সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ', 'হানিফার লড়াই' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনাও করেন।

মরদন

মরদন আরাকান রাজসভার আর একজন কবি। তিনি আরাকান রাজ শ্রীসুর্ধমার পৃষ্ঠপোষকতায় 'নসীরনামা' নামে এক কাহিনী-কাব্য বচনা করেন।

শরীফ শাহ্

শরীফ শাহ্ 'লালমতি সয়ফুল মুল্‌ক' কাব্য রচনা করেন। অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন যে শরীফ শাহের পুথিটি আবদুল হাকিমের 'লালমতি সয়ফুল মুল্‌ক' কাব্যেরই অনুকরণ মাত্র।

আবদুন নবী

আবদুন নবী ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'আমীর হামজা' নামে এক বিরাট কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানা আশি পর্বে বিভক্ত। পরবর্তীকালে আঠার শতকে গরীবুল্লাহ্ ও সৈয়দ হামজা 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন।

আবদুল হাকিম

আবদুল হাকিম সতের শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি 'লালমতি সয়ফুল মুল্‌ক', 'শিহাবুদ্দীননামা', 'নূরনামা', 'নসীহৎনামা', 'চারি মকাম ভেদ', 'কারবালা', 'শহর নামা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর 'জেবল মুল্‌ক শামারুখ' কাব্য রচনা করেন। প্রণয়মূলক এ উপাখ্যানটি কবি ফারসি থেকে অনুবাদ করেন।

মঙ্গল চাঁদ

মঙ্গল চাঁদের কাব্যের নাম 'শাহজালাল মধুমালা'। উপাখ্যানের মাধ্যমে এতে ইসলামী তত্ত্বকথা প্রচারিত হয়েছে।

নওয়াজিস খান খোন্দকার

নওয়াজিস খান খোন্দকারের শ্রেষ্ঠ রচনা 'গুলে বকাওলী'। এছাড়া তিনি 'পাঠান প্রশংসা', 'জোরওয়ার সিংহকীর্তি' কাব্য এবং ছোট ছোট তিনটি পুথি রচনা করেন।

আবদুল করিম খোন্দকার

আবদুল করিম খোন্দকার আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'দুল্লা মজলিস', 'হাজার মসাইল', 'নূরনামা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

॥ আঠার শতক ॥

আলী রজা

আলী রজা ওরফে কানু ফকীর আঠার শতকের একজন খ্যাতনামা সাধক কবি। তিনি 'জ্ঞানসাগর', 'সিরাজ-কুলুব', 'যোগ কালন্দর', 'ষট্‌চক্রভেদ', 'ধ্যানমালা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

শেখ সা'দী

শেখ সা'দী 'গদা মল্লিকা' নামে এক উপাখ্যান কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের উপাখ্যানের মাধ্যমে নানা তত্ত্বকথা বলা হয়েছে।

শেরবাজ চৌধুরী

শেরবাজ চৌধুরী 'ফক্করনামা' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল', 'কাসেমের লড়াই', 'ফাতিমার সুরতনামা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। শেখ সা'দীর 'গদামল্লিকা' ও শেরবাজ চৌধুরীর 'ফক্করনামা' কাব্যের বিষয়বস্তু একই।

আবদুস শুকুর মাহমুদ

আবদুস শুকুর মাহমুদ 'ময়নামতীর গান' নামে একখানা কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যে কিংবদন্তি ও ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

রহিমুন্নিসা

আঠার শতক পর্যন্ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রহিমুন্নিসা একমাত্র মুসলমান মহিলা কবি। 'পদ্মাবতী' ও 'লায়লী মজনু' কাব্যের দুটি পাণ্ডুলিপির অনুলেখিকা হিসেবে কবি দুটি বিস্তারিত আত্মবিবরণী লিখেছেন। এছাড়া কবির আরও দুটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি 'বারমাসীতে ভ্রাতৃবিলাপ' এবং অপরটি 'শোকগাথা'।

মুহম্মদ আলী রজা

মুহম্মদ আলী রজা 'তমীক গোলাল ও চতুর্ণ ছিল্লাল' নামে এক প্রণয়-উপাখ্যান রচনা করেন। পরবর্তীকালে বটতলার মুদ্রাযন্ত্রের বদৌলতে এ-কাব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবির অপর গ্রন্থের নাম 'মিসরী জামাল'।

মুহম্মদ আলী

মুহম্মদ আলী 'শাহাপরী মল্লিকজাদা' ও 'হাসনবানু' নামে দুটি প্রণয়-উপাখ্যান রচনা করেন। এছাড়া তিনি 'হয়রতুল-ফিক্‌হ্' নামে একটি শাস্ত্রগ্রন্থও অনুবাদ করেন।

ফাজিল নাসির (মুহম্মদ)

নাসির মুহম্মদ সতের শতকের একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার ছিলেন। 'ধ্যানমালা' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সিরতাজ

সিরতাজ বা সরতাজ সতের শতকের আর একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার।

ফকির ওহাব

ফকীর ওহাব একজন গীতিকার।

নূর মুহম্মদ

নূর মুহম্মদ আঠার শতকের একজন উল্লেখযোগ্য গীতিকার। 'রাগমালা' নামক গীতি-সঙ্কলনে তাঁর একটি গীত সঙ্কলিত হয়েছে।

শমশের আলী

শমশের আলী আঠার শতকের আর একজন গীতিকার। 'রেজওয়ান শাহ্' কাব্য তাঁর রচনা।

মুহম্মদ দানিশ

মুহম্মদ দানিশ 'জ্ঞানবসন্ত' নামে একখানা কাব্য রচনা করেন।

হায়াত মাহ্মুদ

হায়াত মাহ্মুদ আঠার শতকের একজন শক্তিমান কবি। তিনি 'জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব' (১৭২৩ খ্রিঃ), 'চিত্ত উত্থান বা সর্বভেদ' (১৭৩২ খ্রিঃ), 'হিতজ্ঞান বাণী' (১৭৫৩ খ্রিঃ), 'আম্বিয়া বাণী' (১৭৫৮ খ্রিঃ) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

বালক ফকির

কবি বালক ফকির 'ফাএদুল মুক্তদি' নামে একখানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

মুহম্মদ ফ৴

মুহম্মদ ফসীহ্ 'আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

শেখ মনসুর

শেখ মনসুর রচিত কাব্যের নাম 'আমীর জঙ্গনামা'।

মুহম্মদ জীবন

মুহম্মদ জীবন 'বানু হোসেন বাহ্রাম গোর' নামে একখানা কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানা প্রণয়-উপাখ্যানমূলক।

মুহম্মদ হারি পণ্ডিত

মুহম্মদ হারি পণ্ডিতের 'জয়গুণের বারমাসী' একখানা উল্লেখযোগ্য রচনা।

ফকির গরীবুল্লাহ্

ফকির গরীবুল্লাহ্ আঠার শতকের একজন খ্যাতিমান কবি। তিনি দোভাষী পুথি সাহিত্যের আদি লেখক। কবি পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন; যথা—'সোনাভান', 'আমীর হামজা', 'ইউসুফ জোলেখা', 'জঙ্গনামা' ও 'সত্যপীরের পুথি'। 'আমীর হামজা' কাব্যের প্রথমাংশ তাঁর রচনা। শেষাংশ রচনা করেন সৈয়দ হামজা।

সৈয়দ হামজা

সৈয়দ হামজা দোভাষী পুথি সাহিত্যের একজন শক্তিমান কবি। কবির শ্রেষ্ঠ রচনা 'মধুমালতী'। মধুমালতীর ভাষা দোভাষী পুথির বাংলা নয়—সাধু বাংলা। মধুমালতী ছাড়া কবি 'আমীর হামজা' (শেষাংশ), 'জৈগুনের পুথি', 'হাতেমতাই' প্রভৃতি দোভাষী পুথি সাহিত্য রচনা করেছেন।

শেখ ইয়াকুব

শেখ ইয়াকুব 'জঙ্গনামা' নামে একখানা দোভাষী জনপ্রিয় কাব্য রচনা করেন।

॥ ঊনিশ শতক ॥

মুহম্মদ চুহর

কবি মুহম্মদ চুহর কয়েকটি প্রণয়মূলক উপাখ্যান রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী 'আজর শাহা সমনরুখ', 'মনোহর মধুমালতী', 'দিলারাম' ও 'সুজান চিত্রাবতী'। কাব্যগুলিতে কবির যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে।

তমিজী

তমিজী 'লালমতি তাজুলমুল্লুক' নামে একখানা প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন।

শামসুদ্দিন সিদ্দিকী

খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'ভাবলাভ' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তাঁর গদ্যগ্রন্থ 'উচিত শ্রবণ বা পারমার্থিক ভাব' ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যপুস্তক।

আরিফ

দক্ষিণ রাঢ়ের কবি মোহাম্মদ আরিফ 'লালমনের কেচ্ছা' নামে একটি দোভাষী কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যে কবি সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন।

হামিদুল্লাহ্ খান বাহাদুর

হামিদুল্লাহ্ খান চট্টগ্রামের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। কোম্পানী বাহাদুরকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য তিনি 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। কবি 'ত্রাণপথ' ও 'শাহাদতুদ্যান' বা 'গুলজার-ই-শাহাদৎ' নামে দুটি কাব্য রচনা করেন।

কাজী হাসমত আলী চৌধুরী

কাজী হাসমত আলী চৌধুরী 'ফগফুর শাহ্ কামুচ রাজার কেচ্ছা' নামে একখানা প্রণয়-উপাখ্যান কাব্য রচনা করেন।

নওয়াব ফয়জুন্নিসা

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী 'রূপজালাল' নামে একটি বড় কাহিনী প্রকাশ করেন। কাহিনীটি গদ্যে-পদ্যে রচিত। প্রকাশকাল ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

মালে মুহম্মদ

মালে মুহম্মদ 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' নামে একটি দোভাষী কাব্য রচনা করেন। দোভাষী পুথি সাহিত্যে এ কাব্যটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবির অন্য রচনা 'আহকামলজোমা'।

মুহম্মদ খাতের

মুহম্মদ খাতের দোভাষী পুথি সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ও প্রকাশক। তিনি অনেকগুলি 'গ্রন্থ রচনা করেন, যথা—'শাহ্‌নামা', 'আলিফ লায়লা', 'হেদায়তুল ইসলাম', 'নূরনামা', 'হুজ্জাতুল ইসলাম', 'মেফতাউল জান্নাত', 'আখবারউল ওজুদ', 'মারফতনামা', 'বনবিবির জহুরনামা', 'আখবারসসালাত', 'একশত ত্রিশ ফরজ', 'যামিনীভান ও রুকমণি', 'বড় তুতিনামা', 'মেয়েরাজনামা', 'খোলাসাতুল আম্বিয়া', 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'নছিহ্‌তল মুসলেমীন'। কবি বহু দোভাষী কাব্যেরও প্রকাশক ছিলেন।

মুহম্মদ দানেশ

মুহম্মদ দানেশ 'চাহার দরবেশ' নামে একটি জনপ্রিয় কাব্য রচনা করেন। কবির অন্যান্য রচনা 'নুরুল ইমান' ও 'গুল বা সানোয়ার'।

জোনাব আলী

জোনাব আলীর শ্রেষ্ঠ রচনা 'শহীদে কারবালা'। এছাড়া তিনি 'মৌলুদ শরীফ', 'আখলাকল আউলিয়া', 'ওয়াজিবুল এজাহার', 'জামাম-উল-ফিরদৌস', 'জিন্নাতল্ তওয়াজীন', 'হাকিকাতস্থালাত', 'ফজিলতে দরুদ', 'জিয়ারতে কবর', 'জোবেদা খাতুন', 'ফরজীনাতে বার চান্দ', 'সুরতজামাল' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

মুহম্মদ বক্তার খান

মুহম্মদ বক্তিয়ার খান 'সূর্জ্জ উজাল বিবির পুথি' রচনা করেন। এ কাব্যের কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক।

বেলায়েত হোসেন

বেলায়েত হোসেন 'ফেসানায়ে আজায়েব' নামে একটি দোভাষী কাব্য রচনা করেন।

আবদুল গফ্ফার

আবদুল গফ্ফাব 'নূরবক্ত নওবাহার' নামে একখানা প্রণয়-উপাখ্যান কাব্য রচনা করেন।

মনিরুদ্দিন আহম্মদ

মনিরুদ্দিন আহম্মদ 'হেদায়তুল বশর', 'তৃষ্ণাবতী', 'হেদায়েতুল মোশরেকীন', 'গুলে বেখেজান', 'কালুন্নাবী', 'খাবনামা', 'দেলারাম' প্রভৃতি কাব্য রচনা কবেন।

আবদুর রহিম

কিশোরগঞ্জ নিবাসী আবদুর রহিম 'গাজী কালু চম্পাবতী' কাব্য রচনা করেন। এ দোভাষী কাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া কবি 'শেখ ফবিদের পুথি', 'অথর্ব মোহাম্মদী বেগ', 'দেল দেওয়ানা', 'আখলাকিয়া আহমাদিয়া' প্রভৃতি কাব্যও রচনা করেন।

তাজউদ্দিন মুহম্মদ

তাজউদ্দিন মুহম্মদ 'কাসাসুল আম্বিয়া' নামে বিরাট কাব্যের অংশবিশেষ বচনা করেন। অবশিষ্টাংশ মুহম্মদ খাতেরেব রচনা। কবির অন্যান্য রচনা 'তিম্বে নাব্বী', 'মওতনামা', 'মৌলুদ শরীফ'। তিনি দোভাষী পুথির প্রকাশক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

আমিরুদ্দীন

আমীরুদ্দীন 'কাসাসোল আম্বিয়া' গ্রন্থের অন্যতম লেখক। ৫৬৮ পৃষ্ঠার এ বিরাট কাব্যটির প্রথমাংশ বচনা করেন রেজাউল্লা। দ্বিতীয়াংশ আমিরুদ্দীনের রচনা। শেষাংশ রচনা করেন আশরাফ আলী। আমিরুদ্দীনের অপর রচনা 'মল্লিকা আকারের পুথি'।

লালন ফকীর

বাউল-গান রচয়িতাদের মধ্যে লালন ফকীরের স্থান সবার উপরে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও সহজ কবিত্বশক্তি তাঁর গানগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। কবির জন্মস্থান কুষ্টিয়া। অনুমান করা হয় যে, কবি ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

পাগলা কানাই

পাগলা কানাই একজন খ্যাতিমান বাউল-কবি। তাঁর অনেক গান সঙ্কলিত হয়েছে।

দুদ্দু শাহ্

দুদ্দ শাহ্ একজন খ্যাতিমান বাউল-কবি। বাংলা একাডেমী দুদ্দু শাহের বাউল গানের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছে।

শীতালাং শা ফকির

শীতালাং শা ফকির আর একজন উল্লেখযোগ্য বাউল-কবি।